

১৪২. Bc. ৪৭৩.
১৪২. Bc. ৪৭৩.

গ্রীসদেশের ইতিহাস।

শ্রীউমেশ চন্দ্র সেন গুপ্ত

কর্তৃক।

সংগৃহীত।

কলিকাতা।

৬৬ নং বিডিন্‌স্ট্রীট

বিডিনযন্ত্রে

শ্রীহরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১২৮০

১৪২. Bc. ৪৭৩.
১৪২. Bc. ৪৭৩.

গ্রীসদেশের ইতিহাস।

শ্রীউমেশ চন্দ্র সেন গুপ্ত

কর্তৃক।

সংগৃহীত।

কলিকাতা।

৬৬ নং বিডিন্‌স্ট্রীট

বিডিনযন্ত্রে

শ্রীহরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১২৮০

702/108



বিজ্ঞাপন ।

— ০০ —

প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে গ্রীসদেশের ইতিহাস অতি উৎকৃষ্ট, এবং ইহাতে সন্ধি বিগ্রহাদি ঘটনা সকল পুষ্পল রূপ বর্ণিত আছে এজন্য আমি এই ইতিহাস খানি কাইটলির ইতিহাস গ্রন্থের আদর্শ লইয়া বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত করিলাম । এই ইতিহাসের প্রথম হইতে টয় অধিকার পর্য্যন্ত নিতান্ত অক্ষুট ও পাঠাযোগ্য, এজন্য সে অংশ একেবারে পরিত্যক্ত হইল । টুয় অধিকার হইতে সাইরসের সহিত গ্রীকদিগের পারস্য যুদ্ধ যাত্রা পর্য্যন্ত অতিশয় জটিল ; এজন্য সেই অংশ যথাসাধ্য বিশদ করিয়া লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি । দশমহস্ত্র গ্রীকসৈন্তের স্বদেশ প্রতিগমন হইতে মহাবীর আলেকজান্ডরের রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত বিশেষ পাঠোপযোগী ও ফলোপধায়ক বলিয়া তাহা কিছু বিস্তার করিয়া লেখা হইয়াছে । সমস্ত

ইতিহাস মধ্যে স্থানে স্থানে অলৌকবদাভাসমান
 যে সমস্ত গল্প আছে, তাহার তাত্ত্বিকতা বিষয়ে
 নানা মূনির নানা মত দেখা যায়। কিন্তু গ্রীকেরা
 তাহা যথার্থ বলিয়া মানিত জানিতা, এবং ঐ
 সমস্ত গল্প মধ্যে মধ্যে থাকিলে সুকুমারবুদ্ধি
 ছাত্রদিগের পাঠবিষয়ে অধিক আমোদ ও যত্ন হই-
 বেক, বিবেচনা করিয়া গল্পগুলি অবিকল উদ্ধৃত
 করিয়াছি। আধুনিক প্রধানতম ইতিহাস লেখক
 প্রোট প্রভৃতি গ্রন্থকারদিগের মতামুসারে এই
 রূপ করাই কর্তব্য বোধ হয়। এখন পাঠকবর্গের
 মুখে আমার পুস্তকের ভাল মন্দের বিচার, যদি
 তাঁহারা ভাল বলিয়া আদর করেন তবেই অম
 সকল বোধ করি, নচেৎ অনাদরের সহিত পুস্ত-
 কের অধোগতি।

ইংরেজী ভাষায় কুইন্সমদার এই শব্দের অর্থ
 যিনি রাজা হয়েন তাঁহার জননী ; সংস্কৃত অনু-
 সারে তাঁহাকে বৃদ্ধা রাজমাতা লিখিতে হয়, কিন্তু
 তাহা বলিয়া উহার ঠিক স্পষ্ট রূপ অর্থ বুঝায়
 না বলিয়া কুইন্সমদারই বাখা হইয়াছে। টাউ-

৪৬/৬৭/১০

য়ার শব্দের অর্থ টোং ; কিন্তু আমানিগের দেশে
যেমন বংশরজ্জুপকরণে টোং নির্মিত হয়, সে
দেশ তাহা না হইয়া এতদেশের মন্দিরাদি
নির্মাণের মত পাকা করিয়া নির্মাণ করা হইত ।
গ্রীক নাম সকলের উচ্চারণ যেকপ নির্দিষ্ট করা
হইল, তাহা যদি ব্যক্তি বিশেষের অসঙ্গত বোধ
হয়, তাহা মার্জনা করিবেন, কারণ ঐ সকল
নামোচ্চারণ বিষয়ে যাঁহার যেকপ ভাল লাগে,
তিনি সেই কপ উচ্চারণ করিয়া থাকেন ॥

{ লীউমেশ চন্দ্র সেন গুপ্ত ।
রামকৃষ্ণপুর ।
[সন ১২৮০ সাল ৯ই অগ্রহায়ণ ।

১৫/৫/৭

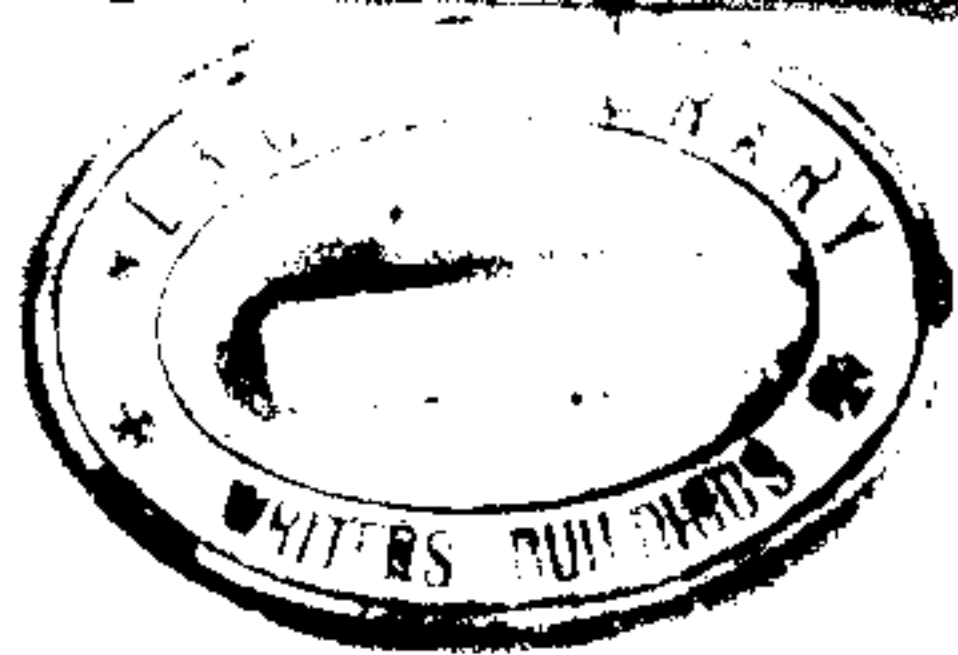
শুদ্ধিপত্র ।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
ভূভাগে ...	ভূভাগের ...	৭	২৩
পানিগ্রহণ ...	পানিগ্রহণ ...	ঐ	২৩
সম্মতিগ্রহণ ...	সম্মতিগ্রহণ ...	১৬	১০
ইহার ...	ইহার ...	ঐ	১৯
তথা ...	তথায় ...	২১	২০
ইহারা ...	ইহারা ...	২৩	২৩
আশ্চর্যান্বিত ...	আশ্চর্যান্বিত ...	ঐ	ঐ
পাইলে ...	পাইল ...	৪০	১২
ক্বপূক ...	পূর্বক ...	৭২	২২
হইলে ...	হইল ...	৮১	২১
সূর্যদেব ...	সূর্যদেব ...	ঐ	১৭
শরবর্ষণ ...	শরবর্ষণ ...	৯১	২৬
বেষ্টিত ...	বেষ্টিত ...	১১৪	৪
আবেদন ...	আবেদন ...	১১৫	৮
কার্য ...	কার্যে ...	ঐ	৯
সন্মানলাভ ...	সন্মানলাভ ...	১১৮	১৭
চতুষ্পাঠী ...	চতুষ্পাঠী ...	১২৮	২৩
খাদ্যাভাবে ...	খাদ্যাভাবে ...	১৪২	১৪
লামেকস্ক ...	লামেকস্কে ...	১৬৪	৯
ভূতো ...	ভূতো ...	১৭৮	১
জাহাজ ...	জাহাজে ...	১৯০	১৫
নিবন্ধন ...	নিবন্ধন ...	১৯৫	১৬
যে, কেহ ...	যে কেহ ...	১৯৬	৮
স্পার্টার ...	স্পার্টার ...	১৯৭	৪

শুদ্ধিপত্র ।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পুংক্তি
প্রতিক্রা ...	প্রতীক্ষা ...	২০০	২৩
সম্পত্তিতে ...	সন্ধিতে ...	২০২	২১
ইলিউসিকে ...	ইলিউসিসে ...	ঐ	২৪
অনুসরণে ...	অনুসরণে ...	২০৪	৫
দূতেরা ...	দূতেরা ...	২১৬	১৪
বলিবেন ...	বলিব ...	২১৯	১৪
তাহাদের ...	তাঁহাদের ...	ঐ	২৪
পর্কত ...	পর্কতে ...	২২২	১
প্রজ্জালিত ...	প্রজ্জালিত ...	ঐ	১২
রজ্জুবদ্ধ ...	রজ্জুবদ্ধ ...	২২৮	৬
তাঁহাদিগকে ...	তাঁহাদিগকে ...	২৩৬	৮
তাঁহারা ...	তাঁহার ...	২৩৭	১২
হইয়া ...	হইল ...	২৩৯	২
তীরবত্তী ...	তীরবত্তী ...	ঐ	২১
কর্ণকূহর ...	কর্ণকূহরে ...	২১১	৬
হইক ...	হইল ...	২৫৩	১
খীবস্দিগের ...	খীবীরদিগের ...	২৫৬	৬
ঐই ...	এই ...	২৬৩	৬
ফোমীরদিগকে ...	ফোমীরদিগের ...	ঐ	২০
তাহাদিগের ...	তাহাদিগকে ...	ঐ	২১
কীর্তিকলাপ ...	কীর্তিকলাপ ...	২৭৪	২
গ্রন্থি ...	গ্রন্থি ...	২৭৯	হেডিং
পরমুদ্র ...	পরম সমুদ্র ...	২৮৬	১২
তৎকাল ...	তৎকালে ...	২৮৮	১৪
সংভাস্ত ...	সম্ভাস্ত ...	ঐ	২২
সর্কত শ্রেণী ...	পর্কতশ্রেণী ...	৩১৫	১৬

৪৬/৫৭



গ্রীসদেশের ইতিহাস ।

অতি পূর্বকালে গ্রীসদেশের অধিবাসীরা একদা আশিয়ায় উপকূলবর্তী ট্রয়নগরের রাজার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সেই সংগ্রাম দশ বৎসর কাল চলিলে পর, উল্লিখিত নগরী “গ্রীক,” সেনার হস্তগত হইয়া একেবারে বিধ্বংসিত হয়। এই ঘটনাই গ্রীসদেশীয় পুরাবৃত্তের অবধিস্থান। তাহার পূর্বতন কোন বৃত্তান্ত যথার্থ ইতিহাস মধ্যে সন্নিবেশিত হইবার যোগ্য নহে। এই নিমিত্ত তত্তাবৎ বিবরণ এ স্থলে উপেক্ষিত হইল।

প্রথম অধ্যায় ।

হার্কিয়ুলিস—সন্ততির প্রত্যাগমন ।

ট্রয় অধিকারের (খৃঃ পূঃ ১১৮৪) পর গ্রীকযোদ্ধারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে আদৌ গ্রীসে যে প্রধান ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহা বীর “হার্কিয়ুলিস্”—সন্ততির প্রত্যাগমন বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে। পূর্বকালে গ্রীসদেশে পুরাণ-প্রসিদ্ধ অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন হিরাক্লিস্ নামে একজন বীর পুরুষ ছিলেন। তিনি

যাবৎকাল ধরণীতলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, অশেষ-
বিধ অত্যাশ্চর্য্য লীলাপ্রদর্শন পূর্ব্বক, পরিশেষে দেবতা-
দিগের অনুগ্রহ ভাজন হইয়া স্বর্গযাত্রা করেন।

প্রবাদ আছে, বীর হার্কিউলিস্^১ স্বর্গযাত্রা করিলে
তাঁহার পরম শত্রু ইয়ুরিস্টিস্ তদীয় সন্তানগণের প্রতি
শত্রুতাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে তাঁহার
দৌরায়ে হিরাক্লিডিস্-সন্তানবর্গ পিলপনিসস্ পরি-
ত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়া আটিকার শরণাগত হইয়া
তথায় বাস করিয়াছিল। ইয়ুরিস্টিস্ তাহাতেও কান্দ
না হইয়া সসৈন্যে আটিকা-যাত্রা করিলেন। এবং যুদ্ধে
পরাজিত হইয়া শকটারোহণে পলায়ন করিতেছেন,
পথে হার্কিউলিসের পুত্র হিলস্ তাঁহার প্রাণ বধ করি-
লেন।

এক্ষণে হিরাক্লিডিসেরা নিরাপদে সমস্ত পিল-
পনিসস্ অধিকার করিয়াও, তথায় ভয়ানক মারীভয়
উপস্থিত হওয়াতে, অধিক দিন অবস্থিতি করিতে
সমর্থ হয় নাই। উল্লিখিত মহামারীর কারণ জিজ্ঞাসার্থ
ডেল্‌ফির আপলোদেবের নিকট আবেদন করা হইলে
তাঁহার আদেশ হইল যে, অশীতি বৎসর অতীত না
হইলে পিলপনিসসে কদাচ প্রত্যাগমন করিও না।
এই দৈবশাসনের উল্লেখ্যনাপরাধে পূর্ব্বোক্ত অনর্থ

^১ এই বীর পুরুষের নাম হার্কিউলিস্ বা হিরাক্লিডিস্
উভয়থা লিখিত হয়। প্রথমটি ল্যাটিন ভাষাতে, দ্বিতীয়টি গ্রীক
ভাষাতে প্রচলিত আছে।

মাগর অতিক্রম পূর্বক স্বদেশে যাত্রা করিবে। তখন তাঁহারা সেই স্থানে গমন পূর্বক পোত-নির্মাণ এবং সৈন্য সংগ্রহে যত্নবান হইলেন। কিন্তু হঠাৎ এক প্রবল বাত্যা উধিত হইয়া সমস্ত জলযান নষ্ট করিয়া তাঁহাদের পোত-নির্মাণ প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দিল। এবং দুর্ভিক্ষে পীড়িত হইয়া সমস্ত সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ইহার পর তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার ডেল্‌ফিতে হত্যা দিতে হইল। হত্যা দিয়া এই উত্তর পাইলেন যে, তাঁহারা বিশিষ্ট চেষ্টা করিতে থাকুন। এক জন ত্রিনেত্র পুরুষ তাঁহাদিগের পথপ্রদর্শক হইবেক। কিন্তু ত্রিনেত্র পুরুষ কোথা পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। একদা এক-নেত্রহীন এক পুরুষকে অশ্বারোহণে গমন করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের জ্ঞান হইল, যে ইনিই দৈববাণীনির্দিষ্ট ত্রিনেত্র পুরুষ হইবেন ; কেন না আরোহী ও ঘোটক উভয়ের তিন বৈ চক্ষু নাই। অতএব এই ব্যক্তিকেই আমাদের নেতা করা যাউক, এই বলিয়া তাঁহার নিকট তদ্বিষয়ের প্রস্তাব করিলেন। তিনি স্বীকার করিলে রণ-তরী আরোহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত মাগরশাখা অতিক্রম পূর্বক পর তীরে উত্তীর্ণ হইলেন; এবং তথায় এক সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই তাঁহারা সমস্ত অভীষ্ট প্রদেশের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। উত্তরোত্তর এইরূপ জয়লাভ করাতে যে যে প্রদেশে অধিকৃত হয়, আর্গস, লেকো-নিয়া ও মেসীনিয়া, তাহার অন্তর্গত। অনন্তর গুটিকা-

পাত ৩ দ্বারা অর্গাস টিনিমের, লেকোনিয়া আরি-
ষ্ট্রীমসের এবং মেসীনিয়া ক্রিসফন্টিসের ইস্তগত
হইল ।

কোড্রুস ।

পূর্বোন্নিখিত গ্রীক-বিজয়ীরা এইরূপে সমস্ত
পিলপনিমসের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াই যে ক্ষান্ত
রহিলেন এমন নহে; তাঁহারা জিগীষা এবং দুরাকাঙ্ক্ষার
বশীভূত হইয়া, গ্রীসের অন্যান্য অংশে আপনাদের
আধিপত্য বিস্তারে মনোযোগী হইলেন । স্মরণ হইবে,
ইতিপূর্বেই যে আটিকাপ্রদেশ শরণ্য হইয়া তাঁহাদের
নিরাশ্রয় পূর্বপুরুষদিগকে রক্ষা করিয়াছিল, এক্ষণে
তাঁহারা সে সকল কথা বিস্মৃত হইয়া সেই আটিকা-
বিজয়ের পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন । অচিরে তাঁহারা
করিন্থযোজক অতিক্রম পূর্বক আটিকার রাজধানী
আথেন্স নগরের আসন্নবর্তী ইলিসস্নদীতীরে সেনা
সন্নিবেশিত করিলেন ।

অনন্তর গ্রীসদেশীয় চিরন্তন প্রথা অনুসারে তাঁহারা
ডেল্‌ফির দেবালয়ে গমন করিলে তাঁহাদের প্রতি দেব-
তার এই আদেশ হইল যে, যদি তাঁহারা আত্মী-
নীয় নরপতির প্রাণ-সংহার না করেন, তবেই জয়লাভ
হইবে ; নচেৎ বিপদ ঘটবে । এই দৈববাক্যে দৃঢ়
বিশ্বাস করিয়া সেনাপতিরা শিবির মধ্যে এই অপ্রতি-

হত আজ্ঞা প্রচারিত করিলেন যে, সেনার অন্তর্গত কোন ব্যক্তি যেন রাজকলেবর স্পর্শও না করে । কিন্তু আটিকার তৎকালীন নরপতি কোড্রুস এই দৈববাণীর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজবেশ পরিহারপূর্বক কৃষকের বেশ ধারণ করিলেন । এবং সহসা অরাতিশিবিরে প্রবেশ করিয়া এক জন সৈনিকের সহিত বিবাদের সূত্রপাত করিলেন । বিবাদ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিলে সৈনিকেরা ক্রোধাক্ত হইয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিল (খৃঃ পূঃ ১০৬৮) ।

পরদিন প্রভাত সময়ে আখীনীয়েরা এই সংবাদ শ্রবণমাত্র শত্রুশিবিরে এক জন দূত প্রেরণ করিল । দূত যাইয়া যুত রাজকলেবরের প্রত্যর্পণ প্রার্থনা করিলে, তখন ডেন্‌ফির দৈববাণী ডোরিকদিগের ঃ স্মৃতিপথ্য রূঢ় হইল এবং তাহারা জয়লাভে হতাশ হইয়া পলায়ন করিল । নরপতি কোড্রুসের এই অসাধারণ দেশ-হিতৈষিতা দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইল । পরে আখীনীয়েরা তাঁহার সম্মানার্থ এই ডিঙিমপ্রচার করিল যে, এই অবধি আথেন্সে আর কেহ কখন রাজ্য উপাধি প্রাপ্ত হইবেন না । সেই অবধি তথায় রাজ্য উপাধি উঠিয়া গেল এবং আর্কন্, অর্থাৎ অধিনায়ক, এই উপাধি প্রবর্তিত হইল ।

৪ পিলপনিসসের উপর যে জাতির আধিপত্য ছিল, তাহা-দিগকে ডোরিক কহিত । পুরোহিতপ্রদত্ত অনুসারে ইহা-রাই হার্কিঘুলিস্-সন্তান ।

গ্রীসদেশের ভূমিবিবরণ ।

কোন দেশের ইতিবৃত্ত লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্বে পাঠকবর্গের পাঠসৌকর্য্যার্থে প্রথমতঃ সেই দেশের আকার প্রকারঘটিত কিছু কিছু বিবরণ সংক্ষেপে লেখা আবশ্যক । এজন্য অগ্রে তাহাই লেখা যাইতেছে ।

গ্রীসদেশের উত্তরভাগকে থেসালি কহে । থেসলি চতুর্দিকে পর্বতপরিবেষ্টিত একটা বিস্তীর্ণ ভূভাগ বা অধিত্যকা বলিলেও বলা যায় । ইহার দক্ষিণে বিয়োশিয়া প্রদেশ । বিয়োশিয়া ও থেসলির ন্যায় পর্বতবৃন্দে পরিবেষ্টিত । থেসলি হইতে বিয়োশিয়ায় আসিবার যে কটীমাত্র সংকীর্ণ পথ আছে, তাহার নাম থার্মোপাইলি । বিয়োশিয়ার সমুদয় পর্বত লোকীয়, ফোমীয় প্রভৃতি নানা জাতির বাসস্থান । ইহার পূর্বভাগে আটিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং সম্মুখে ইয়ুবিয়াদ্বীপ বিদ্যমান আছে; আর বিয়োশিয়ার পশ্চিম ভাগে ইটোলিয়া প্রদেশ ।

পিলপনিসস্, অর্থাৎ পিলপস্-নামক রাজার দ্বীপ, একটা উপদ্বীপ মাত্র । ইহা গ্রীসের দক্ষিণে অবস্থিত; করিন্থযোজক, উত্তর গ্রীস্, আর পিলপনিসস্, এই দুই প্রদেশ পরস্পর সংযুক্ত করিতেছে । আর্কেডিয়া পর্বতবৃন্দে এবং উপত্যকায় পরিপূর্ণ । এই দেশ পিলপনিসসের মধ্যস্থল ব্যাপিয়া আছে । আর্কেডিয়া, আর সমুদ্র, এই উভয়ের মধ্যবর্তী ভূভাগে চতুঃ-

পার্শ্ব আর্গস, লেকোনিয়া, মেসীনিয়া, ইলিস্ এবং
একিরা নামক কয়েক প্রদেশ আছে।

স্পার্টা-লাইকর্গস্।

যে সমস্ত ডোরিকবিজয়ী লেকোনিয়া খণ্ডে বাস
করিয়াছিল, তাহাদিগকে স্পার্টান্ কহে। স্পার্টা
লেকোনিয়ার রাজধানী, এজন্যই তাহারা স্পার্টান্ বলিয়া
প্রসিদ্ধ। আর লেকোনিয়ার নামান্তর লেসিডিমো
নিয়া বলিয়া তাহাদিগকে লেসিডিমোনিয়ান্ও কহে।
তৎকালে লেকোনিয়া খণ্ডের শাসনকার্য হার্কিয়ুলি-
সের বংশসমুত্ত দুই জন রাজাকর্তক সম্পাদিত হইত।
একদা ঘটনাক্রমে দুই রাজার পরস্পর বিবাদ উপস্থিত
হইলে একজন অন্যতরের প্রাণবধ করিলেন। তৎ-
কালে তাঁহার বিধবা মহিষী যে গর্তুবতী ছিলেন, এ
সংবাদ সর্বসাধারণের অগোচর থাকাতে নিহত ভূপ-
তির ভ্রাতা লাইকর্গস্কে রাজপদ সমর্পণ করা হয়।
কিন্তু কিয়দ্দিন পরে সর্বসাধারণে জানিতে পারিল যে,
রাজ্যী সমস্তা আছেন। তখন লাইকর্গস্ প্রজাসাধা-
রণের নিকট প্রচার করিয়া দিলেন যে, রাজমহিষী
যদি পুত্রসন্তান প্রসব করেন, তাহা হইলে সেই বাল-
কই রাজপদের উত্তরাধিকারী হইবেন। আমি কেবল
অভিভাবকের ন্যায় রহিলাম। কিন্তু রাজমহিষী লাইক-
র্গসের নিকট গুপ্তভাবে এই প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়া-
ছিলেন যে, গর্তুস্থ সন্তানকে নষ্ট করিয়া তিনি তাঁহার
পাণিগ্রহণ করুন। লাইকর্গস্ অতি ধর্মপরায়ণ

হিমেন, সুতরাং এই প্রস্তাব অতি কখনও ও ঘূণাই বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। কিন্তু তৎকালে রানীর প্রস্তাবে মৌখিক অনুমোদন করা পরামর্শসিদ্ধ জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, রানী স্বয়ং নষ্ট না করিয়া ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সন্তানকে তাঁহার নিকট পাঠাইরা দেন। তাহা হইলে ঐ শিশু যাহাতে বিনষ্ট হয়, তাহার চেষ্টা হইবে।

প্রসবকাল উপস্থিত হইলে, লাইকর্গস কতকগুলি বিশ্বস্ত লোককে প্রহরীস্বরূপ নিযুক্ত রাখিয়া এই আদেশ করিলেন, যদি পুত্রসন্তান হয়, তবে ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র, তিনি যেখানে থাকেন, যেন সদ্যোজাত শিশুকে তাঁহার নিকট উপনীত করা হয়। এই আদেশ মতে, একদিন তিনি কতকগুলি প্রধান কর্মচারী লইয়া একত্র ভোজনাদি করিতেছেন, এমন সময় সেই নব-প্রসূত বালককে আনিয়া নিকট উপস্থিত করিল। তিনি বালককে ক্রোড়ে ধারণপূর্বক স্পার্টার প্রজাবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “দেখ, আজি আমাদের এক অভিনব রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন”। এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ সর্বসমক্ষে বালককে রাজসিংহাসনে বসাইলেন, এবং তাহার নাম করিলেয়স্, অর্থাৎ (লোকলোচনানন্দ,) রাখিলেন। অনন্তর তিনি ঐ অপ-গণ্ড ভ্রাতৃপুত্রের রক্ষক ও অভিভাবক স্বরূপ থাকিয়া কিছুকাল রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজমহিষীর কুটুম্ববর্গের সহিত বিবাদ হওয়াতে

এবং সেই ক্ষেত্রে তাঁহার শাসন সাধারণের মনোমত না হওয়াতে তিনি দেশান্তর দর্শন মানসে প্রবাস যাত্রা করিলেন ।

তাঁহার অনুপস্থিতি সময়ে তদীয় জন্মভূমিতে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল ; এবং তাবৎ ব্যক্তি তাঁহাকেই সে সমস্ত নিবারণে সমর্থ জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রত্যাগমন কামনা করিতে লাগিল । বারংবার সংবাদ পাঠাইবাতে তিনি সম্মত হইলেন এবং শাসন-কার্যের সম্পূর্ণরূপ সংশোধন করিবার সংকল্প করিয়া জন্মভূমির মুখ পুনর্ব্বার দর্শন করিলেন । ডে লফির মন্দিরে দেবসম্মতির প্রার্থনা করিলে, দেবাদেশ উচ্চারণে নিযুক্তা পূজয়িত্রী कहिराছিলেন যে, লাইকর্গস সামান্য ব্যক্তি নহেন, তিনি অলৌকিক পুরুষ । তাঁহার সংকল্পিত তাবৎ বিষয়ে আপনোদেবের সম্পূর্ণ সম্মতি আছে । তদনন্তর লাইকর্গস স্পার্টায় ফিরিয়া আসিয়া ত্রিশ জন পরমাত্মীয়কে আপনার অভিসন্ধি সমস্ত নিবেদন করিয়া বলিয়া দিলেন, কল্যাণ প্রাপ্তে সকলে অস্ত্র শস্ত্র লইয়া হউচক্রে উপস্থিত থাকিবে । তাঁহার অভিপ্রায় মতে তাহারা সকলেই তজ্জপ করিল । তদ্বারা যৎকিঞ্চিৎ যে বিবাদ হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা নিরাকৃত হওয়াতে লাইকর্গস অবাধে নিজ ব্যবস্থা সংস্থাপিত করিতে পারিলেন ।

লাইকর্গসের ব্যবস্থা ।

ইতিপূর্বে লোকোনিয়া প্রদেশে ভূম্যধিকার সম্পর্কে

বিষম বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান ছিল। কেহ সুবিস্তৃত ভূমি সম্পত্তির স্বামী ছিলেন, কাহারো বা কিছুই ছিল না। এই কারণ বশতঃ অনেক অনর্থ ঘটনা হইত, লাইকর্গস তাহার নিবারণের জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইলেন; এবং তদুদ্দেশ্যে তাবৎ ব্যক্তির প্রতি এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, প্রত্যেকে স্ব স্ব ভূমি ছাড়িয়া দেয়। এই কপে দেশের অশেষ ভূমিসম্পত্তি রাজাধিকারভুক্ত হইলে, তিনি তাহা কতিপয় সমান খণ্ডে বিভাগ করিয়া প্রত্যেক অধিবাসীকে এক এক খণ্ড প্রদান করিলেন। কথিত আছে, এই বিধান কিছুকাল চলিলে পর একদা তিনি শরৎকালে পল্লীগ্ৰাম দিয়া আসিতেছিলেন, চতুর্দিকে দৃষ্টিদান করিয়া দেখিলেন যে, সমস্ত শস্য শৃঙ্খলাপূর্বক সুনিয়মে ছেদন করা হইতেছে, এবং সকল গেরই ভাগ সমান। তাহাতে তিনি কহিলেন, সম্প্রতি লোকোনিয়া দেখিলে বোধ হয়, যেন পাঁচ ভেয়ে এক খানি জমিদারি বাঁটিয়া লইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন লাইকর্গস জানিতেন যে, অধিক ধন থাকিলেই লোকে অলস এবং কুক্রিয়াসক্ত হয়; তদ্বারা সমাজের অপকার ঘটে; এই নিমিত্ত তিনি সোণা রূপায় মুদ্রা রহিত করিয়া দিয়া এক জনের হস্তে অধিক ধন সঞ্চিত হইবার পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু কোন প্রকার মুদ্রা প্রচলিত না থাকিলে কারকারবার চলিবার পক্ষে নানা অসুবিধা ঘটে, অতএব তিনি আদেশ করিলেন যে, লৌহময় মুদ্রা প্রচলিত হয়;

তাহা হইলে অনেক টাকা জমা না করিলে অত্যুৎপন্নমূল্যের সামগ্রী ক্রয় করিতে পারা যাইবেক না। আর বাহাতে টাকার দাম আরো কমিয়া যায়, সেই জন্য লোহাকে সিকি নামক দ্রব দ্রব্যে ভিজাইয়া মুদ্রাগুলি ধারপর নাই ভঙ্গুরপ্রকৃতি করিয়া দিলেন। এই ব্যবস্থা নিবন্ধন স্পার্টাবাসী কোন ব্যক্তিকে ঋণ শোধ জন্য কাহারো নিকট টাকা লইয়া যাইতে হইলে গাঙি করিয়া লইয়া যাইতে হইত, এবং সিন্ধুক বা পেট্রার ভিতর টাকা না রাখিয়া গুদামজাত করিয়া রাখিতে হইত।

লাইকর্গস্ আরো অনুমতি করিলেন যে, নিজ গৃহে ভোজন না করিয়া স্পার্টার যাবতীয় অধিবাসীকে নগরের প্রকাশ্য বড় দালানে সকলে মিলিয়া একত্র ভোজন করিতে হইবেক। এই নিয়মানুসারে প্রতিদিন তথায় স্পার্টান্ যুবকেরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আসনে উপবিষ্ট হইয়া, এবং শিশুরা আপন আপন পিতার সহিত একাসনে বসিয়া, আহার করিত। এক প্রকার মাংসযষই প্রধান ভোজ্য দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। কিন্তু তাহা এমনি বিশ্বাস যে, একদা কোন রাজা স্পার্টাদেশীয় একজন পাচকের দ্বারা ঐ মাংসযষ কিঞ্চিৎ প্রস্তুত করাইয়া আশ্বাদন কালে মুখ বিকট করিতে লাগিলেন। তদর্শনে সেই পাচক কহিল, “মহারাজ! ইয়ুরোটাস্ নদীতে স্নান না করিলে এ খাদ্য ভাল লাগিবার নহে।” এ কথা শুনি তাৎপর্য্য এই যে,

স্পার্টার লোকেরা উৎকটরূপে ব্যায়াম সেবা দ্বারা গল-
দ্বন্দ্ব হইলে পর নগর-সমিহিত ভটিনীতে সম্প্রদায়
পূর্বক ক্ষুধা উদ্ভুক্ত করিয়া লইত। সেই মুখে বাহা
খাইত, সুস্বাদু লাগিত।

লাইকর্গসের মুখ্য অভিপ্রায় এই ছিল যে, স্পার্টা-
বাসীরা বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ও দৃঢ়কায় হইয়া জাতি সাধা-
রণে সৈনিককার্যে সুপটু হইয়া উঠে। একারণ সুস্থ,
শক্ত ও সমর্থ না হইলে সম্ভান প্রতিপালিত হইতে
দিতেন না।

সদ্যোজাত শিশুর গাত্র জল না দিয়া মদ দিয়া
ধোত করিয়া দিত। কেন না শিশু দুর্বল হইলে মদের
স্বাদেই তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিত। পরে যে স্থলে
নগরের প্রাচীন লোকেরা বৈঠক করিয়া বসিতেন,
তথায় ঐ শিশু আনীত ও পরীক্ষিত হইত। যদি তাহারা
ইহা বলিতেন, তবে লালন পালনের উদ্যোগ হইত ;
অন্যথা টেজিটন পর্বতের কন্দরামধ্যে শিশুকে ফেলিয়া
আসিত। বালিকাগুলিও যাহাতে বলিষ্ঠ ও সুস্থশরীর
হইয়া বীরসু হয়, তদুদ্দেশে তাহাদিগেরও বালকদিগের
মত লালন পালন হইত। তাহাদিগকে দৌড় কুস্তি এবং
অন্যান্য অঙ্গচালনা অভ্যাস করাইত ; এবং তাহারা
সময়ে সময়ে অনাবৃত প্রায় থাকিয়া পুরুষদিগের সঙ্গে
লড়াই করিত ; আবার বৃদ্ধ সকলে চতুঃপার্শ্বে দাঁড়া-
ইয়া দেখিতেন। কিন্তু তা বলিয়া তাহাদিগকে কেহ
অনাদর বা হেয়জ্ঞান করিত না ; বরং গ্রীসের আর

আর সকলস্থান অপেক্ষা স্পার্টার নারীরা সমধিক ধর্ম-পরায়ণ ও আদরভাজন ছিলেন।

যুদ্ধে পারিপাট্যলাভের উপযোগী সর্বপ্রকার অঙ্গচালনা বাল্যকালাবধি সকলকে অভ্যাস করান হইত। শৈশবাবধি চৌরবিদ্যা শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যিক বলিয়া লোকের জ্ঞান ছিল। এতদ্বারা চৌর-রুতির প্রতি উৎসাহদান বা সমাজের বিশেষ কোন অনিষ্ট হইতে পাইত না ; কারণ স্পার্টার লোকেরা জ্ঞান করিত যে, তাহারা সকলে মিলিত হইয়া এক গৃহ-স্থের স্বরূপ হইয়া আছে। সুতরাং পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি সাজার সামগ্রী হইতে আপন ভংশ যেকপে হউক গ্রহণ করিলে বিশেষ ক্ষতি নাই ; বরং পাঁচ জনের চক্ষে ধূলা দিয়া দ্রব্যসামগ্রী লাভ করিবার অভ্যাস করাতে তাহাদের চতুরতা শিক্ষা হইত ; এবং সংগ্রাম কালে শত্রুকেও সেইরূপে প্রবঞ্চনা করিবার ক্ষমতা জন্মিত। ছোট ছোট বালকদিগকে খাবার সামগ্রী ছুরি করিতে পাঠাইয়া দিত ; তাহারাও বাগান হইতে বা সাধারণ ভোজনাগার হইতে যাহা কিছু পারিত, গোপনে সরাইয়া লইত। কিন্তু ধরা পড়িলে অচতুর বলিয়া বিনাক্ষণ প্রহার ভোগ করিত। কথিত আছে যে, কোন বালক একটা শৃগালশাবক অপহরণ পূর্বক আড়-রাখার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল ; এবং ধরা পড়ি-বার ভয়ে উহার আঁচড় কামড় খাইয়া প্রাণান্ত পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছিল, তবু তাহা প্রকাশ করে নাই।

লেকোনিয়া-প্রদেশে হিলট্-নামক এক জাতি ইতরলোক বাস করিত, তাহারা স্পার্টা নগরের অধিবাসীদিগের ক্রীতদাসস্বরূপ ছিল। রাজ্যের সমস্ত কৃষিকর্মের ভার তাহাদিগের উপর অর্পিত ছিল। তাহারা গ্রামে গ্রামে অংশীকৃত ক্ষেত্র সকলের সম্মিথানে বাস করিয়া উক্ত কার্য্য নির্বাহ করিত ; এবং মালগুজারির স্বরূপ, কৃষিজ দ্রব্যের নির্দ্ধারিত অংশ স্বীয় স্বীয় প্রভুকে প্রদান করিত। হিলট্দিগের অবস্থা অতি দীন ছিল। স্পার্টাবাসীরা তাহাদিগের উপর যার পর নাই অত্যাচার ও দৌরাত্ম্য করিত। কথিত আছে, পানদোষ যে কতদূর অহিতকর, জঘন্য ও হেয়, তাহা যুবা পুরুষদিগকে দেখাইবার জন্য হিলট্দিগকে সুরাপানে মত্ত করাইয়া মাংসামি করান হইত। আর, পাছে তাহাদিগের সংখ্যা অতিরিক্ত হইয়া আপনাদিগের কোন সঙ্কট ঘটায়, তন্নিমিত্ত মধ্য মধ্য “ হিলট্ ” যুগয়া বলিয়া এক নির্দাক্ষণ ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিত। সেই ব্যাপার এইরূপে ইতিহাসে বর্ণিত আছে;—প্রতি বৎসর রাজপুরুষেরা তাহাদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া বলিয়া দিতেন যে, হিলট্ হত্যায় প্রত্যবাস্য নাই। পরে তাহারা সাহসিক এবং সতর্ক দেখিয়া কতকগুলি যুবা পুরুষ নিযুক্ত করিয়া পল্লীগ্রামে প্রেরণ করিতেন। ইহারা তরবারিহস্তে সমস্তাৎ পরিক্রমপূর্বক স্থানে স্থানে লুন্ধারিত থাকিতেন ; এবং সুষোগ দেখিলেই হিলট্দিগের প্রাণবধ করিতেন। সকল বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ

বিশ্বাসযোগ্য না হউক, গ্রামবাসীরা যে স্পার্টা-নগরের অধিবাসীদিগের কুরতা নিবন্ধন ঘোরতর অত্যাচার ও উৎপীড়ন ভোগ করিত, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

এই সকল ব্যবস্থা সংঘটিত শাসনপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে বলবৎ করা হইলে, ব্যবস্থাপক লাইকর্গস্ একদা রাজাকে, রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে ও আপামর সাধারণ তাবৎ প্রজাবর্গকে প্রকাশ্য স্থলে সংমিলিত করিয়া কহিলেন যে, “আরো কিছু কিছু নূতন প্রথা প্রচলিত করিতে হইবে, তদর্থে ডেল্ফির দেবতার সন্মতিগ্রহণ আবশ্যক ; অতএব যাবৎ তাহা লইয়া আমি প্রত্যাগমন না করি, তাবৎ তোমরা আমার সংস্থাপিত ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন করিবেনা বলিয়া, শপথ করিলে আমি নিশ্চিত মনে উল্লিখিত দেবালয়ে যাত্রা করি”। সকলে ব্যগ্রতা প্রদর্শনপূর্বক প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইলে, তিনি ডেল্ফিতে উপনীত হইয়া পূজয়িত্রীর প্রমুখাৎ অবগত হইলেন, আপলোদেব^১ তৎপ্রণীত শাসনপ্রণালীর সম্পূর্ণরূপ অনুমোদন করিয়াছেন; এবং কহিয়াছেন যে, যত দিন স্পার্টায়েরা তাহা মানিবেক, তত দিন উহারা সর্বত্র বিজয়ী হইবেক। এই দৈববাণী তিনি জন্মভূমিতে প্রেরণ করিলেন ; কিন্তু অধিবাসীদিগকে চিরকালের নিমিত্ত বচনবদ্ধ রাখিবার আশয়ে আর তথায় প্রত্যাগমন করেন নাই।

^১ আপলো সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কবিত্ব, সংগীত প্রভৃতি সুকুমার বিদ্যা সমস্তও তাঁহার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

মেসীনিয় সংগ্রাম ।

পিলপনীস্ উপদ্বীপ হস্তগত হইবার পর তিন শত বৎসর অতীত হইলে, মেসীনিয়ার সহিত স্পার্টার যে সর্বপ্রথম যুদ্ধঘটনা হয়, তাহা মেসীনিয় সমর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে । ইহার বিবরণ পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে ।

লেকোনিয়া ও মেসীনিয়া, এই উভয় রাজ্যের সীমান্তস্থলে আর্টিমিস, ^১ অর্থাৎ চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার এক মন্দির ছিল । দুই জাতি সময়ে সময়ে তথায় যাইয়া দেবীর আরাধনা করিত । একদা কতিপয় স্পার্টাবাসিনী নারী আর্টিমিস্ দেবীর পর্বাহ উপলক্ষে তদীয় মন্দিরে গমন করিলে, কয়েক জন মেসীনিয়াবাসী যুবা পুরুষ তাহাদের অপমান করে । স্পার্টার দুই রাজার অন্তর সেই স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা করিতে গিয়া

১ ল্যাটিন, অর্থাৎ রোমক জাতির ভাষাতে ইহার নাম ডায়ানা । ইনি আপলোদেবের সহোদরা, দেবরাজ জুয়সের কন্যা ; যাবজ্জীবন অবিবাহিত থাকিয়া যুগলা করিয়া কালক্ষেপ করেন ; এই নিমিত্ত কোমারবৃত্ত ইহারই এক প্রকার আশ্রিত বলিলে বলা যায় । কোমারবৃত্তধারিণী মনস্বিনী বীৰ্য্যবন্তী রমণীর একান্তমনে ইহার উপাসনা করিয়া থাকেন ।

নিহত হন ; সেই সকল স্ত্রীলোকরাও এই অপমান সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া আত্মহত্যা করে । স্পার্টার পক্ষীয় ইতিহাস লেখকেরা এইরূপে মেসীনীয়দিগের উপর সমুদয় দোষ অর্পণ করিয়া যুদ্ধঘটনার বৃত্তান্ত বর্ণন করেন ।

কিন্তু মেসীনীয়েরা কহিত যে, তাহাদের দেশের কয়েক জন প্রধান প্রধান ব্যক্তি দেবালয়ে বাইলে পর, স্পার্টার অধীশ্বর কতিপয় যুবা পুরুষকে স্ত্রীলোক সাজাইয়া, এবং তাহাদের পরিচ্ছদের ভিতর এক এক অস্ত্র লুক্কায়িত করিয়া দিয়া ঐ সকল মাতঙ্গর ব্যক্তির প্রাণবধার্থ প্রেরণ করেন । তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, তাহা হইলেই চিরাভিলষিত মেসীনীয়া রাজ্য হস্তগত হইবেক । কিন্তু এই দুর্ভাগিনী ধরা পড়াতে মেসীনীয়েরা স্পার্টার কুমারীবেশধারী যুবকদিগকে নিহত করিল । যাহা হউক, শুদ্ধ এই কারণে উপস্থিত সংগ্রাম আরম্ভ হয় নাই । একদা এক জন ধনাঢ্য মেসীনীয় কোন স্পার্টাবাসীর ক্ষেত্রে কতকগুলি গাভী চরিতে পাঠান । কথা ছিল যে, ক্ষেত্রপতি খাজানা না লইয়া গোধন হইতে উৎপন্ন দুগ্ধাদির অংশ পাইবেন । কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া স্পার্টাবাসী ভূস্বামী গাভী ও রাখাল সর্বসমেত বিক্রয়পূর্বক গোধনের অধিকারী মেসীনীয়কে আসিয়া কহিল যে, এক জন দস্যু আসিয়া গাভী হরণ করিয়া লইয়া গেল । কিন্তু সে যখন এই উপন্যাস শুনাইতেছিল, দৈবের কপে ঠিক সেই সময়ে

তাহার বিক্রীত^২ এক জন রাখাল নূতন ক্রেতার নিকট
ইহাতে পলায়ন পূর্বক স্বীয় প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া
সমস্ত নিবেদন করিল। তখন স্পার্টাবাসী এইরূপে
ধরা পড়িয়া সমস্ত স্বীকার করিল; এবং ক্রমা প্রার্থনা
পূর্বক কহিল যে, আপনার পুত্রকে আমার সঙ্গে যদি
আমার বাটীতে পাঠাইয়া দেন, তবে বিক্রয়লব্ধ সমস্ত
অর্থ ফিরাইয়া দিব। সরলহৃদয় মেসীনীয় তাহাতে সম্মত
হইয়া আপনার পুত্রকে তাহার সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন।
কিন্তু দুরাত্মা স্পার্টাবাসী পশ্চিমধ্যে সেই যুবকের প্রাণ-
সংহার পূর্বক পলায়ন করিল। স্পার্টার ধর্ম্মাধিকরণে
ইহার প্রতীকার প্রার্থনা করিবার পর, কিছু ফলোদয়
হইল না, দেখিয়া, উল্লিখিত মেসীনীয় একপ ক্রুদ্ধ হই-
লেন যে, স্পার্টার লোক দেখিলেই বধ করিতে লাগি-
লেন। স্পার্টীয়েরা মেসীনীয়ের রাজার নিকট প্রার্থনা
করিল যে, তাহাদিগের এই জাতিশত্রু তাহাদিগের
হস্তে সমর্পিত হইয়া সমুচিত দণ্ডভাগী হয়। কিন্তু
মেসীনীয়েরা সে কথায় কর্ণপাত করিল না। এইরূপে
সেই গোধনহরণঘটিত বিবাদানল ক্রমে প্রজ্বলিত হইয়া
উভয়জাতীর বিগ্রহ ঘটনাতে পরিণত হইল।

স্পার্টীয়েরা দেবসাক্ষী শপথ করিল যে, “মেসী-

২ পূর্ব কালে সকল দেশেই দাস দাসীর ক্রয় বিক্রয় ব্যবহার
প্রচলিত ছিল। এক্ষণে ইতরলোকে সে সকল ব্যবসা করিয়া
থাকে, তৎকালে ক্রীতদাসের দ্বারা তত্তাবৎ ব্যাপার নির্বাহ করিয়া
লওয়া হইত।

নিয়া নিঃশেষে হস্তগত না করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইব না”। এইরূপ অঙ্গীকার বদ্ধ হইয়া তাহারা সহসা যাইয়া সীমাস্থানবর্তী গিরি-শিখরস্থ এক মেসীণীয় নগর হস্তগত করিল; এবং তত্রত্য অধিবাসী-দিগের প্রাণসংহার পূর্বক তথায় নিবিষ্ট হইয়া সময়ে সময়ে সম্মিহিত জনপদে লুটপাট করিতে আরম্ভ করিল। ইহা দেখিয়া মেসীণীয়েরাও লেকোনিয়া প্রদেশে প্রবেশপূর্বক ইহার শোধ তুলিতে লাগিল; এবং এই অবসরে বিশেষ যত্নের সহিত যুদ্ধ-বিদ্যা ও শিক্ষা করিতে লাগিল। যখন তাহাদের রাজা দেখিলেন যে, সমুচিত শিক্ষা হইয়াছে, তখন বহুসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে স্পার্টাভিমুখে যাত্রা করিলেন; এবং অনুচরগণ প্রাকার নির্মাণোপযোগী কাষ্ঠাদি লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। এক প্রান্তরে দুই সেনার দেখা হইলে, তাহারা পরস্পরাভিমুখে ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া প্রান্তরমধ্যস্থ এক সুগভীর খাতের উভয় তীরে শিবির সংস্থাপন করিয়া রহিল। বিশেষ কোন যুদ্ধাদি ঘটিল না। কেবল দুই দলের দুই শিবির হইতে কতকগুলি তুরগসোয়ার ও পদাতিসেনা যৎসামান্য রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া নির্গত হইল; এবং বরাবর প্রান্তরের আর এক প্রান্তে যাইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। এই অবসরে মেসীণীয়ের উল্লিখিত অনুচরগণ মেসীণীয় সেনার পূর্বভাগে ও দুই পার্শ্বে এক প্রাকার নির্মাণে ব্যাপৃত ছিল; রাত্রি উপস্থিত হইলে

সম্মুখভাগেও তাহারা সেই প্রকার প্রাকার গড়িয়া তুলিল । স্পার্টীয়েরা এইরূপে বিপক্ষকে সুরক্ষিত অবস্থায় সংস্থাপিত দেখিয়া, তথায় উপস্থিত থাকা অপরাধ জ্ঞান করিয়া স্পার্টায় প্রস্থান করিল । তদ-
র্শনে মেসীনীয়দিগের আরো সাহস বৃদ্ধি হইল ।

পরঃ বৎসর স্পার্টা যদিগকে পুনরাগমন করিতে হইল ; কারণ কাপুরুষের ন্যায় গৃহে প্রতিগমন করাতে বৃদ্ধবর্গ তাহাদিগের যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা করিয়াছি-
লেন । সেই প্রসঙ্গে যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহাতে জয়ন্ত্রী অন্যতর পক্ষ অবলম্বন করিবার পূর্বেই রাত্রি হইয়া উঠাতে উভয় পক্ষকেই যুদ্ধে কাত্ত দিতে হইয়াছিল । কিন্তু ফলিতার্থে মেসীনীয়দিগেরই পরাজয় সাব্যস্ত হওয়াতে, তাহারা নিম্নভূমিস্থ গ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক সকলে মিলিয়া ইটোমি নামক গিরিভূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল । তথা হইতে দৈববাণী^৩ নিমিত্ত লোক পাঠা-
ইলে যখন সেই লোক ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন স্পার্টীয়েরা তাহাকে পথিমধ্যে আক্রমণ করে । সে বন্দীভাব অস্বীকার করাতে অস্ত্র প্রহার পূর্বক তাহার বধসাধনে উদ্যত হইতেছিল, ইত্যবসরে “ দৈববাণীর

৩ গ্রীসের স্থানে স্থানে যে সকল দেবালয় ছিল, তথা এক একটা অবিবাহিত বালিকা থাকিত । গ্রীকেরা ভাবিতেন যে, সেই বালিকারা প্রগাঢ়রূপে দেবতার ধ্যান করিবার সময় উন্মত্তের ন্যায় হইয়া যাহা কিছু উচ্চারণ করিবেক, তাহাই দেবতার সাক্ষাৎ আদেশের মত জ্ঞান করিতে হইবেক । ইহারি নাম দৈববাণী ।

বাহককে ছাড়িয়া দাও ; ” এই আকস্মিকী বাণী শ্রবণ-
গোচর হইলে তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া দিল ; এবং
সে ইটোমিতে যাইয়া দৈববাণী রাজসমক্ষে নিবেদন
করিবার অব্যবহিত পরেই প্রাণত্যাগ করিল ।

আরিষ্টোডীমস্ ।

আরিষ্টোডীমস্ মেসীনিয়ার পূর্বতন রাজা ইপিট-
সের বংশসম্মত ছিলেন। ইহার বৃত্তান্ত বর্তমান সংগ্রা-
মের অন্তর্গত একটি প্রধান ঘটনা বলিয়া পরিগণিত।
এজন্য সেই বৃত্তান্তের সারসংগ্রহপূর্বক নিম্নে উল্লিখিত
হইতেছে। মেসীনীয়েরা এই সংগ্রামের অনুকূল কোন
মঙ্গল কর্মের অনুষ্ঠান আবশ্যক বিবেচনায়, কি করা
উচিত, তাহা জানিবার জন্য ডেলফির দেবালয়ে লোক
পাঠাইয়াছিল। তাহাতে দেবতারা এই আদেশ করেন
যে, ইপিটপের বংশসম্মত কোন একটি অবিবাহিত
কন্যাকে, সমরাধিদেবতাদিগের সন্তোষবিধানার্থ
যদি বলিদান দিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয় মেসী-
নীয়েদিগের জয় লাভ হইবেক। তাহারা দেবাদেশে
অতিশয় আতঙ্ক করিত ; এজন্য তাহারই উপর দৃঢ়
বিশ্বাস করিয়া তদনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইল ; এবং বলি-
যোগ্য রাজবংশীয় কোন কুমারী কন্যার স্থিরীকরণার্থ
এই পরামর্শ করিল যে, গুটিকাপাত করিলে যাহার
ভাগ্য গুটিকা পড়িবেক, তাহাকেই বলিদান দিব। অন-
ন্তর গুটিকাপাত করিয়া যাহার কুমারী কন্যার ভাগ্য
গুটিকা পতিত হইল। তিনি দুহিতার প্রাণ রক্ষার্থ,

কোন দৈবজ্ঞকে ৪ উৎকোচ স্বীকার করিয়া তাঁহার দ্বারা এই প্রচার করাইলেন যে, কন্যা বাস্তবিক রাজ-বংশীয় নহে। দৈবজ্ঞ এইরূপ বলাতে সমাজমধ্যে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল। এই সুযোগে কন্যার পিতা কন্যা লইয়া স্পার্টায় পলায়ন করিলেন।

সকলে জয়লাভে একান্ত হতাশ হইয়া বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন প্রায় হইতেছিল, এমন সময়ে এই দেশ-হিতৈষী আরিষ্ট্ ডীমস্ নামক রাজবংশীয় আর এক ব্যক্তি আসিয়া স্বীয়া কুমারী কন্যাকে বলিদান দিতে সম্মত হইয়া সকলকে প্রোৎসাহিত করিলেন। কিন্তু যে ব্যক্তির সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহের কথা স্থির হইয়াছিল, সে নিজ প্রিয়তমার প্রাণরক্ষার্থে এই ঘোষণা করিয়া দিল যে, যাহাকে কুমারী জ্ঞানে বলিদান দিতে বাইতেছে, তাহার কুমারীভাব অনেক দিন নষ্ট হইয়াছে। দুহিতার জাতি গিয়াছে, এই কথা শুনিয়া আরিষ্ট্ ডীমস্ ক্রোধাক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে হতভাগ্য সন্তানের প্রাণবধ করিলেন। তদর্শনে দৈবজ্ঞ কহিল, আরিষ্ট্ ডীমস্ যে কার্য্য করিলেন, ইহাকে হত্যা কহে ;

৪ যেৰূপ এ দেশে পূৰ্ব্বকালে বশিষ্ঠ শতাব্দীতে প্রভৃতি রাজ-পুৰোহিতগণের পরামর্শ না লইয়া রাজারা কোন গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না, গ্রীসদেশে দৈবজ্ঞ নামে এক সম্প্রদায় লোক ছিলেন, বাহাদিগের পরামর্শ না লইয়া গ্রীকবাসীরা কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। ই হার যজ্ঞীয়পশুর অঙ্গচালনা অথবা পাক্ষিবিশেষের গমনাগমন ইত্যাদি নিমিত্ত দর্শনে দেবতার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিতেন।

ইহা বলিদান নহে । অতএব অন্য কুমারী আনয়ন করিতে হইবেক । কিন্তু রাজা তাহার বাক্য অগ্রাহ করিয়া বলিলেন, আর অন্য কুমারীর প্রয়োজন নাই ; ইহাতেই দেবতার আদেশ প্রতিপালন করা হইয়াছে । সুতরাং তাঁহার উপর আর কেহ বাঙনিষ্পত্তি করিতে পারিল না ।

কিছুদিন পরে মহাসাহসিক মেসীনিয়াধিপতি সংগ্রামে নিহত হইলেন । তাঁহার সন্তানাদি কিছু না থাকায় মেসীনিয়ার রাজ্যসন শূন্য হইল । আরিষ্ট্-ডীম্ এবং আর দুই জন তৎপদাকাক্ষী হইলেন । কিন্তু দৈবজ্ঞেরা আরিষ্ট্-ডীমসের বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া বলিল যে, কন্যাহত্যাপাতকের পাতকীকে রাজপদে অভিষিক্ত করা বৈধ নহে । কিন্তু সর্বসাধারণে, আরিষ্ট্-ডীমস্ ব্যতীত আর কেহই রাজপদের যোগ্য পাত্র নাই, বিবেচনা করিয়া, দৈবজ্ঞের কথা উল্লঙ্ঘন পূর্বক তাঁহা-কেই রাজা করিল । উদারস্বভাব ও ন্যায়পরায়ণ আরিষ্ট্-ডীমস্ সিংহাসনে আরোহণ পূর্বক আপনার পূর্ব প্রতিদ্বন্দ্বী দুই ব্যক্তিকে সুযোগ্য দেখিয়া সেনাপতিপদ প্রদান করিলেন । পরে স্পার্টার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাতেও জয় লাভ করিলেন ।

আরিষ্ট্-ডীমস্ দেশের সৌভাগ্য ফিরাইবার জন্য যত দূর চেষ্টা করিতে হয়, তাহার অণুমাত্রও ত্রুটি করেন নাই ; কিন্তু বিধাতা বাম হওয়াতে সে সমস্ত বিফল হইল । তৎকালে মেসীনিয়ার পতনের পূর্বসূচনা

স্বরূপ নানা ছদ্মিমিত্ত ঘটতে লাগিল । একদা আর্টি-
মিস্ দেবীর হস্ত হইতে হঠাৎ ঢাল খসিয়া ভূতলে
পতিত হইল; বলি দিবার নিমিত্ত যে সকল পশু দেবতা-
দিগের নিকট আনীত হইতে লাগিল, তাহারা যজ্ঞবেদীতে
মস্তকাঘাত করিয়া স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিতে আরম্ভ
করিল । নগরে কুকুর সকল একত্র সমবেত হইয়া নিশা-
কালে ভয়ঙ্কর চীৎকার করত, স্পার্টীয়শিবিরে গমন
করিল । আরিষ্ট্‌ডীমস্ পালঙ্কে নিদ্রা যাইতে যাইতে একদা
এই অদ্ভুত সপ্ন দেখিলেন, তিনি যেন সশস্ত্রে যুদ্ধযাত্রা
করিতেছেন ; দেশের প্রথানুসারে ইতিপূর্বে দেবো-
দ্দেশে যে সমস্ত বলি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাদের
অন্ত্র সকল যেন তাঁহার সম্মুখে বেদীর উপর পড়িয়া
রহিয়াছে ; এমন সময় সহসা তাঁহার নিহতকন্যা কুমার
পরিচ্ছদ ধারণপূর্বক তাঁহার সম্মুখে আবিভূত হইয়া
যেন বক্ষঃস্থলের ক্ষত দেখাইল ; এবং সেই সকল
নাড়ীভূঁড়ি পিতার সম্মুখ হইতে ফেলাইয়া দিয়া তদীয়
অস্ত্রশস্ত্র অপহরণ পূর্বক তাঁহার অঙ্গে শ্বেত পরিচ্ছদ
ও মস্তকে স্বর্ণ মুকুট পরাইয়া দিল । আরিষ্ট্‌ডীমস্
জাগরিত হইয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত আমূল স্মরণ করিয়া স্থির-
চিত্তে এইরূপ তর্ক করিতে লাগিলেন ; আজ আমি
যে রূপ স্বপ্ন দেখিলাম, ইহাতে বিলক্ষণ অমঙ্গলসূচক ;
মেসীনীয়েরা শ্বেত পরিচ্ছদ পরাইয়া মর্যাদাপন্ন
ব্যক্তিদিগকে গোর দেয় ; অতএব বোধ হয় আমার
আর বিলম্ব নাই ; আমাকে শীঘ্রই জীবলোক হইতে

অপস্থিত হইতে হইবেক । হায় ! আমা হইতে জন্মভূমির কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইল না ; কেবল নিজ দুহিতার প্রাণবধের জন্যই আমার জন্ম হইয়াছিল । হায় ; আমাকে ধিক্ ! এই দণ্ডেই আমার মরণ ভাল ; এই বলিয়া বিলাপ করত অবশেষে আত্মহত্যা দ্বারা প্রাণ-ত্যাগ করিলেন ।

যিনি দেশরক্ষার জন্য বিধিমতে চেষ্টা পাইতে-ছিলেন, মেসীনীয়েরা এক্ষণে তাহার বিরহে একবারে হতাশ হইল বটে, কিন্তু সাহসহীন হইল না ; বরং সকলেই বদ্ধপরিকর হইয়া বারংবার যুদ্ধযাত্রা করত দেশরক্ষার চেষ্টা পাইতে লাগিল ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভ্রমে আত্মত্যাগপ্রদানবৎ সমুদয় বিফল হইল । ক্রমে ক্রমে মেসীনীদিগের সেনাপতিরা সকলেই সমরশায়ী হইলে তাহারা অগত্যা শত্রুহস্তে ইটোমি সমর্পণ করিল, এবং দেশত্যাগী হইয়া পলায়ন পূর্বক নানাস্থানী হইয়া পড়িল । তাহারা দেশে থাকিল, স্পার্টীয়েরা তাহা-দিগকে হিলট্‌দিগের তুল্যবস্থ করিল । এইরূপে খঃ পূঃ ৭২৪ প্রথম মেসীনীয়া সংগ্রাম পর্য্যবসিত হইল ।

আরিষ্ট মীনিদের কীর্তিকলাপ ।

ইহার পর প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল মেসীনীয়েরা স্পার্টার অধীন থাকে । এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তাহারা স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের বিশেষ চেষ্টা করিবার সুযোগ না পাওয়াতে ক্রমাগত শত্রুদিগের হস্তে অশেষ অত্যাচার সহ করিয়া আসিতেছিল । এক্ষণে তাহারা

সেই অসহ্য যাতনা তার সহ্য করিতে সমর্থ না হইয়া আপনাদিগকে দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার স্বযোগ দেখিতে লাগিল। এই সময় তথায় আরিষ্টমীনিস্ নামে রাজবংশসম্ভূত এক জন বীরপুরুষ বর্তমান ছিলেন। এই পরমসাহসিক যুবা পুরুষ মেসীনীয়দিগের সৈন্য-পত্ন্য গ্রহণ করিলে, তাহারা সংগ্রামে যাত্রা করিল। প্রথমে যে সংগ্রাম ঘটনা হয়, তাহাতে আরিষ্টমীনিস্ অসাধারণ সাহসসহকারে বিলক্ষণ রণকৌশল প্রদর্শন করেন; কিন্তু তদ্বারা বিশেষ ফলোদয় হয় নাই। ইহাতে মেসীনীয়েরা নিরুৎসাহ না হইয়া বরং আরিষ্টমীনিসের সেই অলৌকিক সাহসিকতা দর্শনে আপ্যায়িত হইয়া তাঁহাকে রাজোপাধি দিবার প্রস্তাব করিল। কিন্তু তিনি তাহা অস্বীকার করিয়া বলিলেন, “আমার রাজোপাধির প্রয়োজন নাই; আমি যেমন আছি, তেমনি থাকিতে পারিলে পরমাক্সাদিত হই”।

অতঃপর তিনি যে অসংসাহসিক কর্ম করিয়াছিলেন, ইতিহাসমধ্যে তাহার উল্লেখ করিলে তাহা অলৌকিক বা অতু্যক্তি বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তিনি একদা রজনীযোগে প্রকৃত-ভাবে স্পার্টা প্রবেশ পূর্বক তদ্রত্য মিনর্বা দেবীর মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া আগমনের নিদর্শন স্বরূপ এক খানি ঢাল তথায় বুলাইয়া দিয়া তাহাতে এই লিখিয়া আসেন “আরিষ্টমীনিস্ বিপক্ষদলের মধ্য দিয়া মিনর্বাদেবীকে এই উপহার প্রদান করিলেন”।

স্পার্টীয়েরা মেসীনীদিগের এইরূপ অন্যান্য পুরুষকার দর্শনে ভীত হইয়া আপলোদেবের আজ্ঞা জানিবার জন্য ডেল্‌ফিতে লোক প্রেরণ করিলে পূজ-
য়িত্রী এই উত্তর করেন যে, আথেন্স হইতে এক জন সত্ৰুণা দিবার লোক আনিয়া তাঁহার পরামর্শানুসারে কার্য্য করিলে অনায়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে । অন্যথা ভদ্রমুহূর্ত্তা নাই । তদনুসারে স্পার্টীয়েরা তদগো আথেন্সে দূত পাঠাইয়া দিল । আথীনীয়েরা স্বদেশীয় কোন ব্যক্তিকে স্পার্টা পাঠাইতে নিতান্ত অসম্মত ছিল; কিন্তু দেবতার আদেশ উল্লঙ্ঘন করিলে পাছে দেবতা ক্রুদ্ধ হন, এই ভয়ে এক জন অকর্ম্মণ্য যুগ্মকে পাঠাইয়া দিল । এই প্রেরিত ব্যক্তির নাম টিটুস্ । তিনি সম্বন্ধতা দ্বারা স্পার্টীয়দিগের নিরুৎসাহ চিত্তকে এত প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন যে, তাহারা বদ্ধপরিহৃত হইয়া পুনঃ পুনঃ ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় । কিন্তু আরিষ্টমীনিম্ তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন; এবং জয়ক্রীবিভূষিত হইয়া মহাসমারোহে মেসী-
নীয়ায় প্রবিষ্ট হইলেন । পুরবাসিনী কামিনীরা তাঁহার জয়লাভ অবশে পরমাঙ্কুরাদিত হইয়া রাজপথে পুষ্প-
বৃষ্টি প্রভৃতি নানাবিধ মঙ্গলাচরণ করত তদীয় অবদান সংকীৰ্ত্তন করিতে লাগিল ।

অনন্তর আর একটি ভয়ানক যুদ্ধ হয় । এই যুদ্ধেও মেসীনীয়েরা জয়লাভ করে । তৎকালে স্পার্টায় এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে, তথাকার স্ত্রীলোকেরা দেব-

তার প্রীতিবর্দ্ধনার্থ সময়ে সময়ে তথায় গমন করিয়া নৃত্যগীতাদি করিত। একদা কতকগুলি স্পার্টীয় কুমারী আর্টিমিস্ দেবীর মন্দিরে গমন করিয়া নৃত্য গীতাদি করিতেছিল। ইহা জানিতে পারিয়া আরিষ্টমীনিস্ প্রচ্ছন্নভাবে তাহাদিগকে হরণ করিয়া পলায়ন করেন। পথে রাত্রি উপস্থিত হইলে মেসীনীয়ার কোন পল্লী-গ্রামে এক গৃহস্থের ভবনে বাসা লয়েন। সেই স্থানে তাঁহার সমভিব্যাহারী কতকগুলি লোক মদ্যপানে মত্ত হইয়া কুমারীদিগের সতীত্ব নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে আরিষ্টমীনিস্ তাহাদিগকে নিষেধ করেন ; কিন্তু সেই উন্মত্তেরা কিছুতেই তাঁহার উপদেশ গ্রাহ্য না করিয়া যখন ঐ গর্হিত কর্মের অনুষ্ঠানে পুনরুদ্যুক্ত হইল, তখন তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া সেই দুরাত্মাদিগের কয়েক জনকে স্বহস্তে নিহত করিলেন। তদনন্তর কুমারীদিগকে তাহাদের পিতামাতার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া তাহাদের উদ্ধার-মূল্য গ্রহণপূর্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর তিনি আর একবার ঐকপ কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদের অপহরণ করিতে যান, সেই অবসারা, আত্মরক্ষার্থ প্রচুর সাহসিকতা প্রদর্শন পূর্বক লুকা-য়িত অস্ত্র দ্বারা তৎসহচরবর্গকে হতাহত ও দূরীকৃত করিয়া পরিশেষে তাঁহাকেও বন্দী করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু দেবযাজিকা তাঁহার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া একদা রাত্ৰিযোগে তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলে, তিনি

পলায়ন করিলেন । অবশেষে পৃথ্বীয়া আপনার দোষ কাটাইবার জন্য এই কথা বলিলেন যে, তিনি আপনিই বন্ধন খুলিয়া পলায়ন করিয়াছেন ।

অতঃপর তাঁহার সহিত স্পার্টীয়দের আর একটি মহান সংগ্রাম উপস্থিত হয় । এই সংগ্রামে যে এক জন আর্কেডীয় সেনাপতি মেসীনীয় সেনার অধিনায়ক ছিলেন, স্পার্টীয়েরা উক্ত সেনাপতিকে উৎকোচ দান দ্বারা নিরস্ত রাখিয়া সংগ্রামে জয় লাভ করে । এই যুদ্ধে পরাজয় হইলে আরিষ্টমীনি মেসীনীয়দিগকে পূর্বপুরুষ চরিত বয়ে'র অনুসরণে প্ররূত হইতে আদেশ করিয়া বলিলেন, “এখন এমন কোন অপ্রদূষ্য স্থান আশ্রয় করিতে হইবেক যে, তথায় থাকিয়া শত্রুদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিতে পারা যায়, অথচ আপনাদের কোন অনিষ্ট না ঘটে; তদ্ব্যতীত উপায়ান্তর নাই” । সকলে তাঁহার উপদেশ শিরোধার্য করিয়া পূর্বপুরুষাধিষ্ঠিত ইটোমি-গিরি আশ্রয় না করিয়া আয়িয়া-নামক একটি পর্বত আশ্রয় করিল । এই গিরি প্রায় সমুদ্রতটে অবস্থিত । ইহার পাদদেশে নীডা নদী প্রবাহিত হইতেছে ।

আরিষ্টমীনি সৈন্যমধ্য হইতে তিন শত সমর-কুশল সৈন্য বাছিয়া লইয়া পার্শ্ববর্তী গ্রাম সকল আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং অধিবাসীদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন । ইহাতে এই হইল যে, স্পার্টীয়দিগের কৃষিকর্ম একবারেই বন্ধ হইয়া গেল । তন্নিবন্ধন ক্রমশঃ দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হইয়া অবশেষে

আহারাভাবে স্পার্টীয়দিগের অতিশয় কষ্ট হইতে লাগিল ।

আরিস্টটমীনিস্ এইরূপে স্পার্টার আমনবর্তী স্থান সমস্ত আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নানা স্থান আক্রমণ ও লুণ্ঠ করিতে থাকেন ; একদা এইরূপ এক ব্যাপারে বহির্গত হইয়া হঠাৎ একদল স্পার্টীয়ের সম্মুখে পতিত ও পঞ্চাশত অনুচরের সহিত বন্দীকৃত হইয়া স্পার্টায় নীত হইলেন । তথায় রাজাজ্ঞানুসারে সকলে একটা গভীর গুহায় নিষ্কিপ্ত হইলেন । পড়িয়া-মাত্র আর সকলেই প্রাণত্যাগ করিল ; কেবল আরিস্টটমীনিস্ ভাগ্যে ভাগ্যে জীবিত রহিলেন । প্রবাদ আছে, যে সময় তাঁহাকে ফেলাইয়া দেয়, সেই সময় এক বাজপক্ষী আসিয়া পক্ষ দ্বারা তাঁহাকে আন্তে আন্তে গুহার তলায় লইয়া যায়, এজন্য তাঁহাকে আঘাত লাগে নাই । তিনি নিজ বস্ত্র দ্বারা সমস্ত শরীর আচ্ছাদিত করিয়া সহিষ্ণুতা সহকারে যতদূর পড়িয়া থাকেন; এবং অনাহারেই প্রাণবিরোগ হইবে, এই ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার দুই দিবস অতীত হয় । তৃতীয় দিবসে একটা শব্দ হঠাৎ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে তিনি মুখের কাপড় খুলিষামাত্র একটা শৃগাল দেখিতে পাইয়া বিবেচনা করেন, “ এই শৃগাল নরমাংস খাইতে আসিয়াছে, অতএব বহির্গমনের কোন পথ থাকিবেক । অতএব ইহার অনুসরণ করিলে আমিও বহির্গত হইতে পারিব ” । এই স্থির

করিয়া তুষীংভাবে থাকিলে, যখন শৃগাল তাঁহার নিকটবর্তী হয়, তিনি অমনি তাহার লেজ ধরিয়া ফেলেন । শৃগাল ভয়ে দৌড়িতে আরম্ভ করে । তিনিও লাম্বুলধারণপূর্বক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া অবশেষে একটি সুরঙ্গের মধ্য দিয়া আলোক দেখিতে পান । সেই সুরঙ্গ দ্বারা শৃগাল সর্বদা গুহার মধ্যে যাতায়াত করিত । তিনি ঐ গর্ত প্রশস্ত করিয়া তদ্বারা বহিরাগমনপূর্বক আয়িরায়উপস্থিত হন । এদিকে আরিস্টটমীনিম্ পুনর্বার আবিষ্কৃত হইয়াছেন, এই সংবাদ স্পার্টীয়দিগের কর্ণগোচর হইলে তাহারা ভীত ও আশ্চর্যান্বিত হয় ।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই কোন পর্বাহ উপলক্ষে কিয়ৎকালের জন্য উভয় জাতির পরস্পর সন্ধি হয় । সেই সময় আরিস্টটমিনিম্ একদা বিনা অস্ত্রে আয়িরা পর্বত হইতে বহির্গত হইয়া দৈবাৎ স্পার্টীয়দিগের ভূতিগ্রাহী সাতজন ক্রীটীয় তীরেন্দাজের সম্মুখে পতিত হন । তাহারা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া তদগেও ধনুগুণ দ্বারা বাঁধিয়া ফেলিল, এবং সুসংবাদ দিবার নিমিত্ত দুইজনকে অগ্রে স্পার্টা প্রেরণ করিল । অবশিষ্টেরা তাঁহাকে লইয়া গমন করত পথে সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে কোন এক বিধবার কুটীরে বাসা লইল । বাহার কুটীরে বাসা লইল, তাহার এক কন্যা ছিল । ইহার পূর্বরাত্রে সেই বালিকা এই স্বপ্ন দেখে, যেন কতকগুলি ব্যাঘ্র নখরহীন এক সিংহকে বাধিয়া আনিয়া

তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিল ; সে যেন সিংহকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিয়া তাহাকে নখ প্রদান করিল । সিংহ নখাস্ত্রপ্রাপ্তিমাত্র ব্যাঘ্রদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল । কন্যা বিবেচনা করিল, “ গত কল্য যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহার অনেকাংশই সত্য হইয়াছে ; এক্ষণে তাহার অবশিষ্ট অংশ সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হই । ” এই বলিয়া আরিস্টটমীনিসের রক্ষী পুরুষদিগকে অতিমাত্র মদ্যপান করাইয়া তাহাদিগকে অচেতন ও নিরস্ত্র করিল ; এবং তরবারি দ্বারা আরিস্টটমীনিসের বন্ধন ছেদন করিয়া দিল । তখন আরিস্টটমীনিম্ সেই তরবারি দ্বারা শত্রুদিগকে নিহত করিলেন, এবং প্রত্যুপকার স্বরূপ সেই কন্যার সহিত আপন পুত্রের বিবাহ দিলেন ।

আয়িরাদুর্গ পরহস্তগত ।

এই ঘটনার অতি অল্পদিন পরে আরিস্টটমীনিম্ একজন দৈবজ্ঞ সমভিব্যাহারে ডেলফি গমন পূর্বক নিবেদন জানাইলে দেবীর এই আদেশ হইল, যখন মদ্রা ছাগলে আসিয়া নীড়া নদীর জল পান করিবে, তখন মেসীনীয়ার সর্বনাশ হইবে । আরিস্টটমীনিম্ এই বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে না পারিয়া তৎকালে ফিরিয়া আসিলেন । যখন আয়িরা দুর্গ দশ বৎসর কাল শত্রুদিগের দ্বারা অবরোধ করা হইয়াছে, তখন একদা সেই দৈবজ্ঞ নীড়া নদীর তীরে ভ্রমণ করিতে

করিতে নদীতীরবর্তী একটি বন্য উদ্ভূত বৃক্ষের শাখা সকল জলে নিমগ্ন রহিয়াছে দেখিয়া বিবেচনা করিল, মেসীনির ভাষাতে এই বৃক্ষের নাম মদা ছাগল ; অতএব ইতিপূর্বে যে দৈববাণী হয়, বোধ হয় এত দিনে তাহাই সম্পন্ন হইল । এই স্থির করিয়া আরিস্টটলীনিসকে গোপনে সেই স্থানে আনয়ন পূর্বক ঐ বৃক্ষ দেখাইল । তদর্শনে আরিস্টটলীনিস চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, যখন দেবাদেশ সত্য হইল, তখন জন্মভূমি মেসীনিয়া এই বার বিধ্বংসিত হইল ।

ইরা মেসীনীয়াদিগের চরম দুর্গ । এই দুর্গ শুদ্ধ আরিস্টটলীনিসের যৎপরোনাস্তি ঐকান্তিক অধ্যবসায় দ্বারা ক্রমাগত দশ বৎসর কাল রক্ষিত থাকিয়া অবশেষে যেকপে ইহার পতন হয়, তাহা পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে ।

এক জন স্পার্টীয় ক্রীতদাসের সহিত কোন মেসীনীয়া প্রহরীর বনিতার প্রসক্তি ছিল । যখন প্রহরী কার্যে বাহিত, সেই অবসরে ঐ ক্রীতদাস সেই কামিনীর নিকট গতায়াত করিত । কিছু দিন এইরূপ হইলে দৈবাৎ একদা রাত্রিযোগে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতে লাগিল । নিবিড় অন্ধকারে কোলের মানুষও চিনিতে পারা যায় নাই । এই দিবস আরিস্টটলীনিস্ অস্ত্রাঘাতনিবন্ধন অতিশয় পীড়িত ছিলেন । এজন্য যাবতীয় প্রহরিবর্গ একত্র মিলিত হইয়া এই পরামর্শ করিল যে, একপা ঘোরতর বৃষ্টির সময় স্পার্টীয়দিগের আক্রমণের কোন সম্ভাবনাই

নাই । অতএব এখন গৃহে যাইলেও কোন ক্ষতি হইবে না । এই যুক্তি স্থির করিয়া বাবতীয়া দুর্গরক্ষক চৌকী ছাড়িয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইল । মেসীণীয় মহিলা উপপতিকে লইয়া স্বভবনে আমোদ প্রমোদ করিতেছে, এমন সময় তাহার স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইল । হঠাৎ স্বামীকে উপস্থিত দেখিয়া ঐ দুষ্চারিণী উপপতিকে কোন গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া দ্বার খুলিয়া দিল এবং স্বামীর সহিত কথোপকথন করিতে করিতে চৌকী ছাড়িয়া গৃহে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল । প্রহরী যেকপে দুর্গ অরক্ষিত রাখিয়া আসিয়াছে সমস্ত বর্ণন করিল ।

অনন্তর সেই দাস সমস্ত বৃত্তান্ত আমূল শ্রবণ করিয়া নিঃশব্দপদ সঞ্চারে গৃহ হইতে বহির্গমন পূর্বক দ্রুতবেগে স্পার্টীয় শিবিরে উপস্থিত হইল এবং সেনাপতিকে যথাশ্রুত নিবেদন করিল । সেনাপতি, এমন সুযোগ আর হইবেনা, বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে যাত্রা করিলেন, এবং শূন্য দুর্গে প্রবেশ করিয়া অবাধে দুর্গ অধিকার করিলেন ।

মেসীণীয়েরা তখনও কিছুই জানিতে পারে নাই । যখন দুর্গস্থ কুকুরগণ ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিল, তখন মেসীণীয়েরা জানিতে পারিল, যে বিপদেরা দুর্গ অধিকার করিয়াছে । কিন্তু তখন আর প্রতিবিধানের কোন চেষ্টা না করিয়া সে রাত্রি অমনি চুপ্ করিয়া থাকিল । পর দিবস প্রভাতসময়ে কি স্ত্রী,

কি পুরুষ, সকলেই আপন আপন অস্ত্র ধারণ পূর্বক
 সুসজ্জিত হইয়া, “হয় আজ শত্রুজয় করিব, নয় দেশের
 সহিত উৎসন্ন যাইব ;” এই প্রতিজ্ঞা করিয়া শত্রুদিগের
 সম্মুখীন হইল । উভয় পক্ষের ঘোরতর সংগ্রাম উপ-
 স্থিত হইল । এদিকেও ঘোরতর ব্যুষ্টি এবং নেত্রপ্রতি-
 ষাতিনী বিদ্যুতের সহিত ঘনঘটার ঘোরতর গভীর-
 গর্জনে কর্ণকুহর বধিরীকৃত হইতে লাগিল । তথাপি
 সমরানল নির্বাপিত হইল না । ক্রমাগত দুই দিবস
 কাল দিবারাত্রের মধ্যে এক দণ্ডের জন্যও বিশ্রাম হয়
 নাই ।

তৃতীয় দিবসে মেসীনীয়দিগকে নিতান্ত ক্লান্ত
 দেখিয়া আরিষ্ট্রমীনিষ্ আয়িরা রক্ষার আশা একেবারে
 পরিত্যাগ করিলেন, এবং কতকগুলি সৈন্যে ব্যূহরচনা
 করিয়া যাবতীয় অবরোধ এবং বালকদিগকে তাহার
 মধ্যস্থলে সংস্থাপনপূর্বক শত্রুসন্নিধানে বহির্গমনের
 পথ প্রার্থনা করিলেন । স্পার্টীয়েরা অবাধে তাঁহার
 পথ প্রদান করিলে তিনি প্রস্থান করিলেন । প্রায়
 অনেকেই আয়িরা পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহার সঙ্গে প্রস্থান
 করিল । খৃঃ পূঃ ৬৬৮ দ্বিতীয় সংগ্রাম শেষ হইল ।

এই সকল পলাতকের অধিকাংশ লোকেই আর্কে-
 ডিয়াভিমুখে ধাবমান হইয়া তৎ তৎ স্থান আশ্রয়
 করিল । অবশিষ্টেরা সিসিলি যাইয়া তথায় বসতি
 করিল । সিসিলিতে মেসীনীয়দিগের প্রতিষ্ঠাপিত
 মেসীমা নগর অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে । আরিস্ট

মীনিম্ আর্কেডিয়ায় থাকিয়া স্পার্টীয়দিগের অনিষ্ট চিন্তায় নিমগ্ন থাকিলেন বটে, কিন্তু কাজে কিছুই হইল না। তাঁহার মনের আশা মনেই রহিল। কিছুদিন পরে রোডসদ্বীপের রাজকুমার দৈববাণী প্রণোদিত হইয়া বীরাগ্রণী আরিষ্টমীনিমের দুহিতার পাণিগ্রহণ করিলে তিনি তথায় যাইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ স্বচ্ছন্দে ও নিরুপদ্রবে অতিবাহিত করিলেন।

অথ্যায়িডিস্।

এইরূপে স্পার্টাবাসীরা সমস্ত মেসীনিয়ার অধীশ্বর হইয়া স্পার্টার অপর পার্শ্ববর্তী আর্গসবাসীদিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। স্পার্টা এবং আর্গস্ উভয়ের মধ্যস্থলে টাইরিয়া-নামক একটি প্রদেশ আছে। এই প্রদেশ লইয়া বহুকালাবধি দুই জাতির ঘোরতর সংগ্রাম চলিতে ছিল। একদা স্পার্টীয়-সেনাপতি অথ্যায়িডিস্ কিয়দংশ সৈন্যসমভিব্যাহারে এই দেশে প্রবেশ করিলেন, তাহাতে যুদ্ধের উপক্রম হইলে আপসে এই বন্দোবস্ত হইল যে, উভয়পক্ষেই তিন শত করিয়া সৈন্য বাছিয়া লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবেক, তাহাতে যে পক্ষের জয়লাভ হইবেক, টাইরিয়া তাহাদেরই সম্পত্তি হইবেক। এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে ছয়শত সৈন্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল; এবং যুদ্ধাবসানে আর্গসবাসীদিগের দুইজন এবং স্পার্টীয়দিগের সেনাপতি একাকী মাত্র জীবিত রহিলেন; আর সকলেই সমরশায়ী হইল। আর্গসবাসী দুইজন বিজয়সংবাদ দিবার জন্য রাজ্য-

যোগেই গৃহ প্রস্থান করিল । কিন্তু স্পার্টার সেনাপতি অথ্রায়েডিস্ মৃত আর্গিব ৫ দিগের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সহণ পূর্বক স্বীয় স্কন্ধাবারে গমন করিলেন ।

পরদিবস প্রাতঃকালে সকলে একত্র হইলে কোন্ পক্ষের জয়, এই লইয়া মহান্গোলযোগ উপস্থিত হইল । আর্গিবেরা, যুদ্ধাবসানে তাহাদের দুই জন জীবিত আছে, এই বলিয়া জয়ক্রীর প্রার্থী হইল । এদিকে স্পার্টায়েরা তাহাদের সেনাপতি রণভূমি পরিত্যাগ করেন নাই ; অতএব তাহাদেরই জয় এই বলিয়া বিতণ্ডা করিতে লাগিল । অবশেষে এই গোলযোগ একটা সাধারণ সংগ্রামে পরিণত হইলে স্পার্টায়েরা জয়লাভ করিল । অথ্রায়েডিস্ সঙ্গি যোদ্ধারা সকলেই মরিয়াছে, আমি একাকী জীবিত আছি, এই ঘৃণাতে যুদ্ধাবসানে আত্মহত্যা দ্বারা প্রাণত্যাগ করিলেন ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

আখীনীয় শাসন-প্রণালী ।

স্পার্টার প্রতিপক্ষ আথেনসের বৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্বে ইহার শাসনপ্রণালী-ঘটিত কিছু কিছু বৃত্তান্ত সংক্ষেপে লেখা ~~যাই~~ তেছে ।

৫ গ্রীকভাষাতে অর্গিস্ এই শব্দ হইতে আর্গিব এই বিশেষণ

স্পার্টার ন্যায় আথেন্সের শাসন-প্রণালীর ঘোর-
তর বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান হইলে, আথেন্সবাসীরা তন্নি-
বারণার্থ, যোগ্য জ্ঞানে (খৃঃ পূঃ ৫৯৪) সোলনকে
আর্কন-পদে অভিষিক্ত করিয়া রাজ্যমধ্যে নূতন
ব্যবস্থা প্রচলিত করিবার সম্পূর্ণ শক্তি প্রদান করিল।
সোলন, যেকপ ব্যবস্থা প্রচলিত করিলে বর্তমান গোল-
যোগ নিবারণ হয় ; অথচ সর্বসাধারণে সন্তুষ্ট হইয়া
অক্লেশে যাহা প্রতিপালন করিতে পারে ; এরূপ যে
অভিনব ব্যবস্থাবলী প্রণীত করিলেন, তাহা লাইকর্গস্
প্রণীত বিধানমালা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ; অর্থাৎ তিনি
আটিকা প্রদেশে স্পার্টার ন্যায় ভূমির সমান বিভাগ,
হিলট্জাতির ব্যবস্থা বা সাধারণে মিলিয়া একত্র
ভোজন পদ্ধতি প্রভৃতি প্রচলিত করেন নাই। তিনি
নিতান্ত দীন দুঃখীদিগের প্রতি সানুকুল হইয়া তাহান-
দিগকে ঋণমুক্ত করিয়া দিলেন ; এবং শরীর বা ভূমি
সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ঋণপদ্ধতি একেবারে রহিত
করিয়া দিলেন। টাকার মূল্য কিয়ৎপরিমাণে বাড়াইয়া
দিয়া ঋণকর্তাদিগের অধিক শুদদিবার কষ্ট নিবারণ
করিলেন ; অথচ মহাজনদিগেরও তাহাতে বিশেষ
ক্ষতি হইল ~~নহ~~ এবং নামমাত্র তাহাদের ধনবৃদ্ধি
হইল।

অতঃপর তিনি হত্যাবিধি ভিন্ন ড্রেকো প্রণীত সমস্ত
ব্যবস্থা রহিত করিয়া দিলেন। বিচারাধ্যক্ষতাও রাজ্যের
অন্যান্য কর্মের ভার ধনীদিগের উপর সমর্পণ করি-

লেন। নগরবাসী দিগের আয় ও সম্পত্তি অনুসারে তাহাদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রথমশ্রেণীস্থ লোকদিগকে আর্কন প্রভৃতি উচ্চপদ লাভের যোগ্যতা প্রদান করিলেন; দ্বিতীয়শ্রেণীস্থ লোকদিগকে সংগ্রাম সম্পর্কীয় তুরগসাদীর, এবং তৃতীয় শ্রেণীস্থ দিগকে অস্ত্রধারী পদাতি সৈন্যের পদলাভের যোগ্যতা প্রদান করিলেন; এবং চতুর্থশ্রেণীস্থ লোকদিগকে কোন কার্যে নিযুক্ত না করিয়া তাহাদিগকে এই ক্ষমতা প্রদান করিলেন যে, তাহারা লোকদিগের প্রকাশ্য মহাসভায় সভ্য হইয়া সকল বিষয়ে আপন আপন সম্মতি প্রদান করিতে পারিবেন। ইহাতে লোকদিগের ক্ষমতা অতিশয় বৃদ্ধি পাইলে; কেননা আথেন্সে এই নিয়ম ছিল যে, বিচারকর্তারা কোন বিষয় নিষ্পত্তি করিলে, তাহা প্রকাশ্য লোক-সভায় পুনর্বিচারের জন্য প্রেরিত হইত; সুতরাং ঐ সভার শক্তি অতিশয় বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা দেখিয়া তম্নি-বার্ণার্থ আরিয়পেগস্-নামক বিচার সভার উপর কর্তৃত্ব ভার সমর্পণ পূর্বক লোকদিগের শক্তি সংযত করিলেন। এতদ্ভিন্ন চারিশত সভ্য আর একটি মন্ত্রণা সভা সংস্থাপিত করিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে

১ আরিসংনামক পর্বতের উন্নত প্রদেশে এই সভা সংস্থাপিত ছিল, একারণ উহার নাম আরিয়পেগস্ হইয়াছিল; কেহ বলেন এই সভা সোলন প্রতিষ্ঠিত করেন; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, এই সভা সোলনের সময়ের অনেক পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

যে, লোকদিগের হস্তে অধিক ক্ষমতা দেওয়াই তদীয় ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

এতভিন্ন তিনি আরো কতকগুলি স্থানিয়ম প্রবর্তিত করিলেন। লোকেরা স্বার্থপর না হইয়া দেশ-হিতৈষী হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি আজ্ঞা করিলেন, রাজ্য-মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে, যদি কেহ এক পক্ষের সাহায্য না করে, তবে তাহাকে নির্দামিত করা যাইবেক। ইহাও আদেশ করিলেন যে, কাহার ক্ষতি বা অপমান হইলে তৎপক্ষ আশ্রয় করিতে হইবেক। নিঃসন্তান ব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপন বিষয় দান বিক্রয় করিতে পারিবেক। সকলে পরিত্রাণী হয় এই অভিপ্রায়ে তিনি আদেশ করিলেন যে, যে ব্যক্তি কোন প্রকার ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থোপার্জনের চেষ্টা না করিবেক, ইহা সপ্রমাণ হইলে, তাহার সমুচিত দণ্ড বিধান হইবেক। যদি পিতা পুত্রকে কোনরূপ ব্যবসায়ে নিযুক্ত না করেন, তবে তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র পিতাকে প্রতিপালন করিতে পারিবেক না, ইহাও আদেশ করিলেন। সোলন আরো আজ্ঞা করিলেন, যে কেহ প্রকাশ্যে কাহার গ্লানি বা তিরস্কার করিতে পারিবেক না। স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব রক্ষা বিষয়ে তাঁহার একরূপ কঠোর আদেশ ছিল যে, যে ব্যক্তি সতীত্ব নষ্ট করিয়া ধরা পড়িবেক, তাহার প্রাণদণ্ড হইবেক। চুরি করিয়া ধরা পড়িলে, চোরিত অর্থের দ্বিগুণ অর্থ দণ্ডস্বরূপ দিতে হইত। ফলতঃ সোলনের

শাসনকাল অতিক্রান্ত হইলে, আমেরিকার ইয়ুনাইটেড ষ্টেটের ন্যায় আথেন্সের সমস্ত রাজকার্য সাধারণ লোক কর্তৃক সম্পাদিত হইত ।

সালামিস-বিজয় ।

আথেন্সের ব্যবস্থাপক মহোদয় সোলন কোড্রসের বংশসম্মত ছিলেন । কাব্যশাস্ত্রের আলোচনা এবং কবিতারচনা বিষয়ে ইহার বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল ; এমন কি তাঁহার কতকগুলি কবিতা অদ্যাপি লোক-সমাজে পরিগৃহীত হইয়া পাঠকবর্গের পরম সন্তোষ বিধান করিতেছে ; বোধ হয়, যতকাল বিদ্যার আদর ও অনুশীলন থাকিবেক, ততকাল সকলেই সমাদর-পূর্বক তাহা পাঠ করিবেন । অধিক কি বলিব, গ্রীস-দেশের সাত জন ভুবন-বিখ্যাত পণ্ডিতের মধ্যে সোলন এক জন । তিনি মৈনিক-কার্য্য ও রাজনীতি-বিষয়েও বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন । যে দুইটি কার্য্য দ্বারা তাঁহার উক্ত পারদর্শিতা জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ছিল, তাহার বিবরণ নিম্নে লিখিত হইতেছে ।

আটিকা এবং করিন্থ-যোজকের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ ভূভাগের অধিবাসীদিগকে মাগেরিয়ান্ কহে । সালামিস দ্বীপ লইয়া মাগেরীয়দিগের সহিত আথীনীয়দিগের বহুকালাবধি ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছিল ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন পক্ষই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই ; বরং সমরানল প্রজ্জ্বলিত থাকায় আথীনীয়-

দিগেরই বিশেষ কৃতি হইতে লাগিল ; একত্ৰ আখী-
 নীদের অতিশয় বিরক্ত হইয়া আত্মসম্মতি এই আইন
 প্রচারিত করিল যে, অতঃপর যে ব্যক্তি সালামিস্
 দ্বীপ জয়ের কথা পুনর্ব্বার মুখে আনিবেক, তৎক্ষণাৎ
 তাহার প্রাণদণ্ড হইবেক । সোলন স্বদেশের এই
 অসম্মান দর্শনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন । দেশীয়
 যুবকগণ পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে আন্তরিক নিতান্ত
 উৎসুক আছে; কিন্তু প্রাণভয়ে তাহা ব্যক্ত করিতে
 পারিতেছে না ; ইহা স্পষ্টে বুঝিতে পারিয়া তাহাদের
 অতিপ্রায় সাধনের জন্য মনে মনে যে কৌশল কল্পনা
 করিলেন তাহা এই :—সোলন কিছু হইয়াছেন, এই
 কথা প্রকাশে প্রচার করিয়া দিয়া, তিনি কিছু দিন
 গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন না, এবং এই অবসরে
 সালামিসের বৃত্তান্ত ঘটিত কতকগুলি কবিতারচনায়
 মনোনিবেশ করিলেন । রাত্রিদিব পরিশ্রম করিয়া তাহা
 সম্পূর্ণ ও কঠিন করিয়া একদা একটা নাইটকাপের
 টুপি মাথায় ক্ষিপ্তবেশে সহসা রাজপথে বহির্গত হই-
 লেন । তদর্শনে যাবতীয় লোক বিস্মিত ও তাঁহার
 নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া চতুর্দিকে
 দাঁড়াইল, সোলন প্রস্তরময় একটা উন্নত বেদিকায়
 আরোহণ পূর্ব্বক স্বপ্রণীত কবিতাবলী করুণ ও গদ
 গদ স্বরে আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন । তাহা
 শুনিয়া সোলনের বন্ধুগণ তদীয় কবিত্বশক্তির ভুরি
 ভুরি প্রশংসা করত, নাগরবাসী লোকদিগকে সেই

মত কার্য্য করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলে, আথেন্সবাসী সমস্ত লোক তাঁহার মতানুরূপ কার্য্য করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তৎক্ষণাৎ পূর্বতন আইন রহিত করিয়া দিল ; এবং সমরযাত্রার আয়োজনে প্ররূত হইয়া যুদ্ধের সমস্ত কর্তৃত্বভার সোলনের হস্তে সমর্পণ করিল ।

সোলনের উপর এই ভার সমর্পিত হইলে, তিনি সসৈন্যে সালামিস্-বিজয়ার্থ বহির্গত হইলেন, এবং ঐ দ্বীপের বিপরীত উপকূলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, আথানীয় মহিলাগণ তথায় ডেমিটার্‌-দেবীর মহোৎসব উপলক্ষে সমাগত হইয়া আমোদ-প্রমোদ করিতেছে । পরে তিনি মনে মনে কল্পনা করিয়া সালামিস্ দ্বীপে একজন লোক পাঠাইয়া, দ্বীপবাসীদিগকে যেকূপ বলিতে হইবেক, তাহা বলিয়া দিলেন । ~~সেই~~ ব্যক্তি দ্বীপে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য মাগেরীয়দিগকে বলিল “ আমি আথেন্স্ হইতে পলাইয়া আসিয়াছি, যদি তোমাদের আথানীয়দিগকে স্ববশে আনিবার ইচ্ছা থাকে, তবে আমার সঙ্গে আইস, আমি যাইবা মাত্র তোমাদের মনোরথ সিদ্ধ করিয়া দিব ; কারণ কতকগুলি আথানীয় প্রধান প্রধান যুবতী কোন স্থানে আমোদ প্রমোদ করিতেছে, আমার সঙ্গে

২ আমাদিগের দেশে যেমন কমলা, গ্রীকদিগের তেমনি ডেমিটার্‌ দেবী শস্যাদি দেবতা । ইহার কৃপায় মেদিনী শস্যপূর্ণ হয়েন ।

তাহাদিগকে ধরিতে পারিবে।” তাহার এই কথা শুনিয়া মাগেরীয়েরা পোতারোহণপূর্বক তদগ্রে যাত্রা করিল। এদিকে সোলনও প্রস্তুত ছিলেন; শত্রুদিগকে আগত প্রায় দেখিয়া, যুবতীদিগকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন; এবং কতকগুলি যুবককে স্ত্রীবেশ ধারণ করাইয়া তাহাদের প্রত্যেকের বস্ত্রমধ্যে এক এক অস্ত্র লুক্কায়িত করিয়া দিয়া বলিয়া দিলেন, (যতক্ষণ না শত্রুরা আসিয়া তীরে অবরুদ্ধ হয়, ততক্ষণ তোমরা নৃত্যগীতাদি করিতে থাক)। তাহারা তাহাই করিতে লাগিল। মাগেরীয়েরা তীরে উত্তীর্ণ হইয়া যেমন তাহাদিগকে ধরিতে গেল, ~~অমনি~~ সোলনের ষড়্‌যন্ত্রে পতিত হইয়া স্ত্রীবেশধারী যুবকগণ কর্তৃক নিহত হইল। পরে আথীনীয়েরা সমুদ্র অতিক্রমপূর্বক অবলীলাক্রমে দ্বীপ অধিকার করিল।

ক্রীসীর সময় ।

এই বিজয়ের কিছু দিন পরে সোলন আর একটা মহৎকার্য্য সম্পন্ন করেন। ক্রীসার অধিবাসীরা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তন্নিবারণার্থ গ্রীসে যে এক সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহা ধর্ম্ম সংগ্রাম বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সংগ্রামে সমস্ত গ্রীস একেবারে উৎসন্ন যাইবার উপক্রম হইয়া উঠে। যে কারণে এই সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহা এইঃ—ডেল্‌ফির ধর্ম্মক্ষেত্র সমুদ্রতীর হইতে অধিক দূর নহে, এজন্য ইয়ু-

রোপের অধিকাংশ যাত্রী জলপথে আসিয়া ক্রীসার বন্দরে উত্তীর্ণ হইত ; এবং ক্রীসার অভ্যন্তর দিয়া ডেল্‌ফি যাত্রা করিত । ক্রীসীয়েরা প্রথম প্রথম তাহাদিগের নিকট হইতে কিছু কিছু কর লইতে আরম্ভ করিয়া পরিশেষে তাহাদের উপর গুরুতর কর সংস্থাপিত করিলে, ডেল্‌ফির যাত্রী সংখ্যা ক্রমে ক্রমে অল্প হইয়া আসিল । ডেল্‌ফিবাসীরা ক্রীসীয়দিগের এই অত্যাচার গ্রীসের আফিকটিয়নীয় ও সাধারণ সভায়, আবেদন করিলে, সভ্যমণ্ডলীর এই আদেশ হইল যে, যাত্রীগণ বিনা শুল্ক ক্রীসার অভ্যন্তর দিয়া ডেল্‌ফির দেবালয়ে গতি বিধি করিতে পারিবেন ; তাহাতে যদি কেহ আপত্তি করে, তাহাকে সমুচিত দণ্ড ভোগ করিতে হইবেক । সভার এই আদেশ ক্রীসীয়দিগের কর্ণগোচর করিলে, তাহারা তাহা অগ্রাহ্য করিল ; এবং ডেল্‌ফি দ্বাৰায় ক্রতসংকল্প হইয়া অবিলম্বে তাহা সম্পন্ন করিল । সেই পাপাত্মারা শুদ্ধ তাহাতেই যে সন্তুষ্ট রহিল এমত নহে, পরন্তু তদ্রূপ ধনাগারস্বরূপ সেই দেবালয় পর্য্যন্ত লুট করিয়া তথাকার অধিবাসীদিগকেও হতাহত করিতে আরম্ভ করিল ।

ইহা শুনিয়া আথেন্স সমাজের প্রতিনিধি পরম

৩ প্রাচীন গ্রীকদিগের সাধারণ সভা আফিকটিয়ন নামক ব্যক্তির প্রতিষ্ঠাপিত বলিয়া উহা আফিকটিয়নীয় সভা বলিয়া খ্যাত ।

ধার্মিক সোলন, যার পর নাই কুপিত হইয়া সেই পাপাত্মাদিগের দমনে কৃতসংকল্প হইলেন, এবং আফিক্টিয়নীয়-সভায় উপস্থিত হইয়া ক্রীসীয়দিগের অত্যাচার সকল বর্ণনপূর্বক তাহাদের প্রতিকূলে যুদ্ধ যাত্রার প্রস্তাব করিলেন, এবং অনেক তর্ক বিতর্কের পর তদ্বিষয়ে সভাষদগণের মত হইল ; পরে ক্রমে ক্রমে এই সংবাদ গ্রীসের সর্বত্র প্রচারিত করা হইলে, এবং সমস্ত প্রদেশ হইতে সৈন্য আসিয়া আথীনীয়দিগের সহিত মিলিত হইলে, ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ক্রীসীয়েরা দশ বৎসর কাল প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পরাজিত হইলে, তাহাদের অনেকেই নিহত হইল, কতক বা বিক্রীত হইয়া দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইল।

এইরূপে ধর্ম্মসংগ্রাম পর্য্যবসিত হইলে, সোলন আথীনীয়দিগকে আহ্বান করিয়া এই পরামর্শ দিলেন যে, আজ অবধি ক্রীস প্রদেশ দেবতার সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হউক, এবং সকলে শপথ করিয়া বলুন যে, কোন ব্যক্তিই সেখানে কৃষিকর্ম্ম করিতে পারিবেন না। সকলে তাঁহার মতেই মত দিলেন, এবং সেই অবধি সেই স্থান দেবস্বমধ্যে পরিগণিত হইল।

ঠিক এই সময় আথীনীয় ব্যবস্থাপক সমাজের অধ্যক্ষতা ভার সোলনের উপর সমার্পিত হয়। তিনি সমস্ত বিধানমালা লিপিবদ্ধ ও প্রচারিত করিয়া সকলকে আহ্বানপূর্বক বলিলেন, “আমি সংপ্রতি যে

নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচারিত করিলাম, তাহা অন্যান্য নিয়মাবলীর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হউক বা না হউক, আর্থীনীয়দিগের পক্ষে যে সর্বোৎকৃষ্ট ও পরম মঙ্গল-কর হইবেক তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমার আশায় দেশভ্রমণেচ্ছা হইয়াছে, এজন্য দশ-বৎসরের অনুমতি প্রার্থনা করি, আর তাহার সঙ্গে আমার ইহাও প্রার্থনীয় যে, আমি যে পর্য্যন্ত দেশ ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া না আসিব, ততদিন কেহ মৎ-প্রণীত নিয়মাবলীর কোনরূপ পরিবর্ত্ত করিতে পারিবেক না ”। তাঁহার এই প্রস্তাবে সকলে সম্মত হইয়া তদীয় বিধানমালার যথা-বদনুপালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে তিনি আথেন্স্ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মিসরাভিমুখে যাত্রা করিলেন ; এবং সেই প্রসিদ্ধ রাজ্যে উপস্থিত হইয়া অত্রত্য বিদ্বন্মণ্ডলীর সহিত সদালাপে কিছুকাল অতি-বাহিত করিয়া, তথা হইতে সার্ডিস্ অবলোকনে যাত্রা করিলেন। সার্ডিস্ আসিয়ার অন্তঃপাতী লীডিয়া-নামক রাজ্যের রাজধানী। তৎকালে ক্রীসস্ তথাকার সম্রাট্ ছিলেন। প্রথিত আছে লীডিয়াধিপতি ক্রীসস্ তদানীন্তন যাবতীয় আসিয়িক সম্রাট্ অপেক্ষা ধনবান ছিলেন। তাঁহার বিচারালয় গ্রীক-পণ্ডিতগণের আবাস ভূমি ছিল ॥

ক্রীসস্ সোলন ।

সোলনের সার্ডিসে উপস্থিত হইবার অল্পদিন পরে,

রাজভৃত্যেরা রাজার আদেশক্রমে তাঁহাকে রাজভবন দেখাইতে লইয়া যায়। তিনি সমস্ত রাজসম্পত্তি দেখিয়া ফিরিয়া আসিলে, ক্রীসস্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ; “ আমি শুনিয়াছি আপনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অশেষ জ্ঞানের আধার হইয়াছেন। অতএব জিজ্ঞাসা করি এপর্য্যন্ত আপনি যত লোক দেখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কাহাকে আপনার সমধিক সুখী বলিয়া বোধ হইয়াছে ? ” এই প্রশ্ন করিয়া সম্রাট সম্পূর্ণ আশা করিলেন যে, সোলন্ তাঁহারই নাম উল্লেখ করিবেন। কিন্তু সোলন্ কহিলেন, “ আমি এপর্য্যন্ত যতলোক দেখিয়াছি, সকলের মধ্যে আথেল্‌স্‌বাসী টেলস্‌-নামক কৃষক সমধিক সুখী। ” ক্রীসস্ কহিলেন, কিমে আপনার টেলস্‌কে সমধিক সুখী বলিয়া বোধ হইয়াছে, জানিতে ইচ্ছা করি। ” সোলন্ উত্তর করিলেন, তিনি অধিক ধনবান্ বা নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন না ; তাঁহার যাহা অপ্রতুল হইত, তাহা পরিশ্রম দ্বারা উপার্জন করিতেন ; দেশের ক্রীবৃদ্ধি দেখিয়া ছিলেন ; তাঁহার অনেক গুলি শিষ্টশাস্ত্র সন্তান ছিল ; এবং তাহাদের ও সন্তান সন্ততি হইয়া সকলেই জীবিত ছিল। এ বিধায় সংসার মধ্যে শোক কাহাকে বলে, টেলস্ তাহা জানিতেন না। প্রিয়সাহস টেলস্, পুত্র পৌত্রাদি রাখিয়া অবশেষে স্বদেশ রক্ষার্থ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে তদীয় মৃতশরীর সাধারণের ব্যয়ে সেই রণ-ক্ষেত্রেই সমাহিত হয়। মহাশয় ! এক জন মনুষ্যের ভাগ্যে ইহা অপেক্ষা

সুখজনক বিষয় আর কি হইতে পারে ? অতএব টেলস্-কেই যথার্থ সুখী বলিয়া আমার বিবেচনা হইয়াছে । ”

ইহা শুনিয়া ক্রীসস পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, “ টেলসের পর সুখী কে ? ” সোলন্ কহিলেন “আর্গ-সের অধিবাসী ক্লিয়োবিস্ এবং বীটন্ নামক দুই ভ্রাতা ছিলেন । একজন জীবন্তমান্ ব্যক্তির পক্ষে যে যে সামগ্রী উপাদেয় ও নিতান্ত আবশ্যক, তাঁহাদের তাহার অসুভাব ছিলনা ; তাঁহাদের শরীরে অপরিসীম বল ছিল ; তন্নিবন্ধন তাঁহারা বৎসর বৎসর প্রকাশ্য ক্রীড়া মহোৎসবে পুরস্কার লাভ করিতেন । প্রবাদ আছে, একদা তাঁহাদের জননী শকটারোহণে হারা দেবালয়ের মেলা দর্শনোপলক্ষে যাত্রা করেন ; আড়াই ক্রোশের অধিক পথ থাকিতে বৃষগণ অতিশয় ক্লান্ত হইলে, সময়ে নগরে পৌঁছিবার জন্য ভ্রাতৃদ্বয় স্বয়ং শকট টানিয়া মহোৎসব সমাজে উপস্থিত হন । তথায় সমাগত যাবতীয় লোক তাঁহাদের মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দর্শনে প্রশংসা করিতে লাগিলেন ; স্ত্রীলোকেরা, তাঁহারই পুত্র-প্রসব সার্থক বলিয়া, তদীয় জননীর ভূরি ভূরি প্রশংসা ও তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন । জননী, পুত্রদিগের এইরূপ প্রশংসাবাদ শ্রবণে আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন ; এবং দেব-প্রতিমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া “ দেবি ! মনুষ্যের পক্ষে যাহা কিছু উপাদেয় পদার্থ, অনুগ্রহ করিয়া আমার পুত্রদিগকে তাহাই প্রদান করুন ; ” এই বলিয়া দেবীর আরাধনা করিলেন । অনন্তর আহারাদি

সমাপ্ত হইলে, আত্মদয় দেবীমন্দিরে প্রবেশপূর্বক যে নিদ্রা বাইলেন আর উঠিলেন না। ইহাদিগকেও আমার বিলক্ষণ সুখী বলিয়া বোধ হইয়াছে।

অনন্তর খ্রীস্ট অতিশয় বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কেমন করিয়া এই সকল অপ্রমিত লোকদিগকে সম্পূর্ণ সুখী বলিয়া নির্দেশ করিলেন; আর আমাকে তাহাদের অপেক্ষা অল্পসুখী বিবেচনা করিলেন?” এতৎ অবশেষে মহাপ্রাজ্ঞ সোলন্, মনুষ্য-জীবনের অস্থিরতা এবং অবস্থার প্রতিকূলতা মনে মনে চিন্তা করিয়া অবশেষে এই বলিয়া বাক্য সমাপন করিলেন, “রাজন্! আমি কোন ব্যক্তির জীবনের শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া তাহাকে সুখী বা দুঃখী বলিতে পারি না। খ্রীস্ট না কি এপর্য্যন্ত দুঃখের লেশমাত্রও অনুভব করেন নাই, এজন্য তিনি, সুখ কাহাকে বলে, তাহা সোলন্ জানেন না বলিয়া, ঘৃণা-প্রদর্শন-পূর্বক সোলন্কে বিদায় করিয়া দিলে তিনি সার্ভিসের রাজ-সভা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অশীতি বৎসর অতীত হইলে সোলনের মৃত্যু হয়। তাহার আদেশ মত তদীয় ভ্রাতৃরাশি সালামিস-দ্বীপের চতুঃপার্শ্বে বিক্ৰিণ্ড করা হইয়াছিল।

খ্রীস্ট—সাইরন্।

সোলন্ প্রতিনিবৃত্ত হইবার কয়েক বৎসর পরেই খ্রীস্ট পারস্যাদিপতি মহাবীর সাইরন্দের সহিত সমর-ব্যাপারে লিপ্ত হন, এবং রণে পরাভূত হইয়া প্রাণ

ভয়ে পলায়ন পূর্বক সাউডিসে লুক্কায়িত থাকেন। পার-
সীক সৈন্যদল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া নগর গ্রহণ
পূর্বক ক্রীসস্কে বন্দী করিয়া সাইরসের নিকট লইয়া
যায়। সাইরস তাঁহাকে পোড়াইয়া মারিতে আদেশ
করিলে ভৃত্যেরা কাষ্ঠগ্রহণ পূর্বক চিতা সাজাইয়া তত্খ-
পরি ক্রীসস্কে নিঃক্ষিপ্ত করিয়া চিতা জ্বলাইয়া দিল।
ক্রীসস্ বলুচিত্রায় শয়ান হইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে-
ছেন, এমন সময় সোলনের কথাগুলি তাঁহার শ্রবণ হইলে,
সোলন্ ! সোলন্ ! সোলন্ ! বলিয়া তিনবার আৰ্ত্তনাদ
করিয়া উঠিলেন। সাইরস্ সেই আৰ্ত্তনাদ শুনিয়া কারণ
জিজ্ঞাসার্থ লোক পাঠাইলে, ক্রীসস্ সোলনের কথা
গুলি তাবৎ বর্ণন করিলেন। লোক ফিরিয়া আসিয়া সেই
সকল কথা নিবেদন করিলে, সাইরস্ মনে মনে কহিতে
লাগিলেন “বুঝিলাম মানুষিক পদার্থ মাত্রেই অস্থির ;
অতএব মনুষ্য হইয়া মনুষ্যকে অগ্নিতে নিঃক্ষিপ্ত করিতে
যাওয়াই যৎপরোনাস্তি অপরাধজনক ব্যাপার ; বিশে-
ষতঃ আপনার সদৃশ ব্যক্তিকে ওরূপ করিয়া নষ্ট করিতে
চেষ্টা পাওয়া নিতান্ত অসংগত কার্য হইয়াছে, সন্দেহ
মাই। এই বিবেচনা করিয়া অগ্নি নির্বাণ পূর্বক ক্রীস-
স্কে চিতা হইতে নামাইয়া আনাইলেন ; এবং তাঁহাকে
চিরকালের জন্য পরম বন্ধু মধ্যে পরিগণিত করিলেন।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই সাইরস্ সোলনের
উপদেশ বাক্যের স্বার্থার্থ আপনাকে দিয়াই সম্পূর্ণ
সম্মান করিয়াছিলেন। একদা তিনি মীডীয়, লীডীয়,

বাবিলোনীয় এবং গ্রীসের অন্যান্য জাতিকে জয় করিয়া অবশেষে পারস্যের উত্তরবর্তী মিসাজিটন্ নামক তুরস্ক-জাতির রাণী টমিরিসের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পরাস্ত ও নিহত হইলেন । পরে তদীয় মন্তক রাজীর নিকট আনীত হইলে, তাঁহার আদেশ মত সেই মন্তক নরশোণিতপূর্ণ একপাত্রে নিঃক্ষিপ্ত হইল ।

নরপতি পিসিষ্ট্রেটস্ ।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সোলন্ আধীনীয়-দিগকে প্রতিজ্ঞপাশে বদ্ধ করিয়া দেশ-ভ্রমণচ্ছলে আথেন্স্ নগর পরিত্যাগ করেন । তাঁহার প্রস্থানের কিছুদিন পরেই তথাকার সামাজিক বন্দোবস্ত পূর্ববৎ বিশৃঙ্খল হইলে, এবং নগরবাসী ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত লোকদিগের পরস্পর বিবাদানল পুনরুজ্জলিত হইল । তাহাতে মেগাক্লিস্ এবং আল্কিয়োনিডা প্রভৃতি প্রধান পুরুষেরা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণ করিলে, সোলনের পরমাত্মীয় পিসিষ্ট্রেটস্ সম-ধিক সম্মান লাভের বাসনায় নীচ-সম্প্রদায়স্থ লোক-দিগের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিলেন । তিনি একদা অস্ত্র-দ্বারা স্বীয় শরীর এবং নিজ অশ্বতরদিগকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া হঠাৎ রাজপথে বহির্গত হইলেন । ব্যক্তিগণ তদদর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি করুণ-স্বরে কহিলেন “আমি সহচরবর্গে পরি-বৃত্ত হইয়া নগর হইতে দেশে যাইতেছিলাম, পথে শত্রুরা আমিয়া আক্রমণ পূর্বক আমার অনুচরদিগকে

মিহত করিল, আমি আহত, অনেক কষ্টে প্রাণ বাঁচাইয়া পলাইয়া আসিয়াছি।” আধীনীয়েরা তাঁহার এই চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া তদন্তে তাঁহার শরীর রক্ষার্থে কতকগুলি লোক নিযুক্ত করিয়া দিল।

পিসিট্রেটস্, এইরূপ কৌশলে স্বাভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া ক্রমশঃ সমধিক লোক-বল সংগ্রহ করিয়া নগরমধ্যে অতিশয় অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পীড়নে মেগাক্লিস্ প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষেরা আথেন্স্ পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিলে পিসিট্রেটস্ অবাধে দুর্গ অধিকার করিয়া নগরের অধীশ্বর হইলেন। তৎকালে গ্রীসবাসীরা এইরূপ ব্যক্তিকে টাইরান্ট^৪ অর্থাৎ, নরপতি কহিত।

যাহাহউক্ বিপক্ষদল ক্রমাগত তাঁহার এইরূপ অত্যাচার সহ করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া, অবশেষে সকলে একমত হইল, এবং পিসিট্রেটস্কে আথেন্স্ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিল। কিছুদিন পরেই আবার সেইরূপ বিবাদ আরম্ভ হইলে, কোন সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ পিসিট্রেটসের নিকট গমন পূর্বক এই প্রস্তাব করিলেন যে, যদি তিনি স্বীয় দুহিতার সহিত তাঁহার পানিগ্রহণ অনুমতি করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্বপদে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া দিবেন।

৪ যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন প্রদেশে বল পূর্বক একাধিপত্য লাভ করিত, প্রীকেরা তাহাকে টাইরান্ট কহিত। ইংরাজী ভাষায় ঐ শব্দের অর্থ নরপতি।

পিসিষ্ট্রেটস্ তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইয়া নিজ দুহিতার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন, এবং আর একবার আথেন্সে প্রবিষ্ট হইলেন। এইবার নগরপ্রবেশকালে উন্নতাকার একটি স্ত্রীলোকপেলস্ ‘আথেনার পরিচ্ছদ ধারণ পূর্বক তাঁহার তদীয় শকটে দণ্ডায়মান থাকিলে দূতেরা অগ্রে অগ্রে গমন করত এই বলিয়াছিল ; “নাগরিকগণ ! দেখ নগরের অধিদেবতা স্বয়ং ইহার পথদর্শক হইয়া ইহাকে স্বদুর্গে লইয়া যাইতেছেন ; অতএব তোমরা সমুচিত সম্মান পুরঃসর ইহাকে গ্রহণ কর । ”

পিসিষ্ট্রেটস্ কোন কারণ-বশতঃ তৃতীয়বার নগর হইতে তাড়িত হন। এবার ক্রমাগত দশবৎসরকাল আথেন্সে প্রবিষ্ট হইতে পান নাই। দশম বৎসরের শেষে কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ পূর্বক ফিরিয়া আসিয়া বিপক্ষদিগকে পরাজিত করেন, এবং নিষ্কণ্টকে জীবনের অবশিষ্ট দশবৎসর কাল আথেন্সে একাধিপত্য করত পরিশেষে মানবলীলা সম্বরণ করেন ; খঃ পুঃ (৫২৮)। তাঁহার শাসন-প্রণালী পরম রমণীয় ও প্রজারঞ্জনক ছিল। তিনি সোলন্ প্রণীত সমস্ত নিয়মের কিঞ্চিদ্ভ্রান্ত ও উল্লঙ্ঘন করেন নাই। তিনি পদে পদে ব্যবস্থাপক মহোদয় সোলনের প্রশংসা এবং তাঁহার প্রতি যৎপরোনাস্তি সম্মান প্রদর্শন করিতেন।

৫ পেলস-আথেনা ; অর্থাৎ আথেন্সের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
লাটিন ভাষায় ইহাকে মিনের্বা কহে।

পিসিট্রেটসের, হীপিয়স্ এবং হিপার্কস্ নামে দুই পুত্র ছিলেন। পিতার পরলোকের পর তাঁহারা উভয়েই পিত্রসিংহাসনে যুগপৎ অধিকৃত হইয়া প্রজাপালন বিষয়ে পিতা অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। পিতার শাসনকালে প্রজাদিগের উপর যেকপ গুরুতর কর নির্দ্ধারিত ছিল, তাঁহারা অনেক পরিমাণে তাহা কমাইয়া দেন এবং নানা প্রকারে প্রজাদিগের একপ সুবিধা করিয়া দেন যে, সমস্ত আথেন্স্ একে বারে সুখে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এক অশুভ ঘটনা উপস্থিত হইয়া তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে দেয় নাই। এক্ষণে যেকপে, হিপার্কসের প্রাণ দগু হয় এবং হীপিয়স্কে নৃশংসতাচরণে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাহা পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে।

তৎকালে আথেন্স্-নগরে আরিষ্টজীটন্ নামক কোন ব্যক্তি তদ্রত্য হার্মোডিয়স্ নামক একজন রূপবান্ যুবকের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিল। প্রবাদ আছে যে, ঐ যুবকের প্রতি হিপার্কসের ও অতিশয় লোভ পড়িয়াছিল ; কিন্তু হার্মোডিয়স্ রাজকুমারের প্রণয় হতগ্রাহ করে ; এজন্য হীপিয়স্ কোন ধর্ম্মাভিযানে হার্মোডিয়সের এক ভগিনীকে ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যাত্রা করিতে দেখিয়া, তাঁহার সতীত্ব নষ্ট হইয়াছে, অসতীর ধর্ম্মানুষ্ঠানে যাইবার অধিকার নাই, এই বলিয়া মানি করত তাঁহার গমনে বাধা দিলে, ঐ যুবকদ্বয়

নিভান্ত অবমানিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বধের ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইল ; এবং আরো কতকগুলি লোক, নানা অভিপ্রায়ে, তাহাদের এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলে, এই পরামর্শ হইল যে, আথেন্সে যে, জাতীয় মহোৎসব হইয়া থাকে, সেই সুযোগে উক্ত রাজ-কুমার-যুগলের বধ সাধন করিবেক। তৎকালে বর্ষ পরিধান পূর্বক উক্ত মহোৎসবে যাত্রা করিবার প্রথা প্রচলিত থাকায় তাহাদের অভিসন্ধি সফল হইবার বিলক্ষণ সুবিধা হইয়া উঠিল।

মহোৎসবের দিন হীপিয়স্ মহাসমারোহে নগর হইতে বহির্গত হইলে, হার্মোডিয়স্ এবং তদীয় বন্ধুবর্গ ছোরা লইয়া তদীয় বধ সাধনে প্রস্তুত ছিল ; কিন্তু স্বপক্ষীয় কোন ব্যক্তিকে হীপিয়সের সহিত বিশ্রান্ত-লাপ করিতে দেখিয়া, হীপিয়স্ তাহাদিগকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, এই বিবেচনায় ভীত ও তাঁহার বধে বিরত হইয়া হিপার্কসের প্রাণবধার্থ নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল ; এবং হিপার্কসকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে নষ্ট করিল। নিহত রাজ-কুমারের শরীর-রক্ষকেরা তদণ্ডে হার্মোডিয়স্কে মারিয়া ফেলিল। আরিষ্টজীটন্ পলায়ন করিলে, কতকগুলি লোক তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক প্রযত্নে তাহারও বধ সাধন করিল। এদিকে হীপিয়স্ ভ্রাতৃবধ-সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র মহোৎসবযায়ী যাবতীয় লোকদিগকে ঢাল ও বর্ষা পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন, এবং কোনস্থানে সকলকে একত্র

সমবেত করিয়া তাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃ শত্রুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন । মহোৎসব যাত্রাকালে ঢাল এবং বর্ষা মাত্র গ্রহণের অধিকার ছিল, সুতরাং যাহাদের হস্তে ছোরা দেখিতে পাইলেন তাহাদিগকেই শত্রুজ্ঞান করিয়া সংহার করিতে লাগিলেন ।

হীপিয়সের বহিষ্করণ ।

হীপিয়স ভ্রাতৃবধে অতিশয় সন্ধিহান ও নৃশংসতা পরবশ হইয়া কতকগুলি নাগরিকের প্রাণসংহার করিলে ; ইতিপূর্বে আথেন্সের সমৃদ্ধ আল্কিমিয়ন বংশীয় যে সমস্ত লোকেরা পিসিষ্ট্রেটসের অত্যাচারে আথেন্স্ পরিত্যাগ পূর্বক আটিকা এবং বিয়োসিয়ার মধ্যবর্তী পার্বত্য এক অধুষ্য স্থান আশ্রয় করিয়া-ছিলেন, তাঁহারা এখন হীপিয়সের প্রভুশক্তি সমুদ্বলনে ব্রতবান্ হইলেন এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল অনেক সুযোগও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । এই সময়, আফিক্টিয়ন্ নামক গ্রীসের সাধারণ সভা হইতে ডেলফির দেবমন্দির পুনঃ সংস্করণের আদেশ হইলে আল্কিমিয়ন বংশীয়েরা ঐ কৰ্ম্ম ফুরাইয়া লইয়া সম-ধিক প্রশংসা লাভ করিবার মানসে দেবালয়ের সম্মুখ-ভাগ মার্বল প্রস্তর দ্বারা একপা সুন্দর করিয়া নির্মাণ করিলেন যে, তদ্বারা তাঁহারা ডেলফিবাসীদিগের অতিশয় প্রশংসা-ভাজন এবং যারপর নাই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন ; এতদ্বিম্ব তাঁহারা উপঢৌকন দ্বারা ডেলফির

পূজয়িত্রীকে আপনাদের অনুগত করিয়া, স্পার্টীয়দিগকে আর্থীনীয়দিগের সহিত যুদ্ধে প্ররুতি লওয়াইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলে, পূজয়িত্রী দেবালয়গত স্পার্টীয়দিগকে এই বলিয়া যপাইতে লাগিলেন, “দেবতার আদেশ হইয়াছে, তোমরা আথেন্সের অধীশ্বর হইবে, অতএব যত্নপূর্বক আথেন্স অধিকার করিবার চেষ্টা দেখ ।”

লাসিডিমোনীয়েরা পূজয়িত্রীর এই কথায় দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া আর্থীনীয়দিগের সহিত বিবাদে প্ররুত হইল, এবং কতকগুলি সৈন্যসংগ্রহ পূর্বক জলপথে আটিকা প্রেরণ করিল ; কিন্তু সেই সৈন্যদল সংগ্রামে পরাজিত হইলে, তাহাদের সেনানী ও বিনাশিত হইলেন । পরে তাহাদের অন্যতর রাজা ক্লিয়োমিনিসের কর্তৃত্বাধীনে আর একদল সৈন্য আথেন্সে প্রেরণ করিলেন । যে সকল আর্থীনীয় সেনা তাঁহার আগমনে বাধাদিতে আসিতেছিল, তিনি তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন ; এবং নগর প্রবেশ পূর্বক দুর্গমধ্যস্থিত হীপিয়স্ এবং তৎপক্ষীয় লোকদিগকে পরিবেষ্টিত করিলেন ; কিন্তু আর্থীনীয়দিগের যথেষ্ট খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন থাকায় এবং স্পার্টীয়েরা দুর্গবেষ্টিত কার্যে নিতান্ত অনিপুণ থাকায়, ক্লিয়োমিনিস্ তাহাদের কিছুই করিতে পারিলেন না । অবশেষে বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া বাইবার অভিপ্রায় করিতেছেন, এমন সময় হীপিয়সের সন্তানেরা তাঁহার হস্তে পতিত হইল । হীপিয়স্ গুপ্ত-

ভাবে সম্মানদিগকে বাহির করিয়া দিতেছিলেন ; এক্ষণে সম্মানদিগকে শত্রুহস্তে পতিত দেখিয়া তাহাদের উদ্ধারের জন্য অগত্যা আথেন্স্ ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন ; এবং আথেন্স্ পরিত্যাগ পূর্বক খৃঃ পূঃ (৫১০) আসিয়ার উপকূলে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

সীথিয়া প্রদেশে ডেরায়সের বৃত্তান্ত ।

অতঃপর গ্রীক্ জাতির সহিত পারসীকদিগের যে সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহা পারসীক সংগ্রাম বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে । অনেক কারণে এই যুদ্ধঘটনা হয়, তন্মধ্যে গ্রীস্ হইতে হীপিয়সের বহিষ্করণই প্রধান কারণ বলিয়া ধর্তব্য হইয়া থাকে । যৎকালে এই সংগ্রামের প্রথম সূত্রপাত হয়, তখন রাজনীতিকুশল সুপ্রসিদ্ধ ডেরায়স্ পারস্যের তৃতীয় সম্রাট ছিলেন । ইনি রাজ্যসনে উপবিষ্ট হইয়া কিছু কালের জন্য সাম্রাজ্য মধ্যে সুশৃঙ্খলা সংস্থাপনে যত্নবান্ হইলেন, অবশেষে দুৰাকাক্ষ ও জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া সাম্রাজ্যের সীমা

সমধিক বিস্তৃত করিবার আশয়ে, ডানিয়ুর্ এবং ডন্-নদীর মধ্যবর্তী অসভ্য জাতির বাসস্থান সীথিয়া-নামক প্রদেশের প্রতি প্রথম কটাক্ষ করিলেন। ইতি পূর্বে সীথীয়দিগের সহিত ডেরায়সের যে বৈরভাব ছিল এমন বোধ হয় না; তবে সীথিয়ার অধিবাসীরা ইয়ুরোপের পূর্ব ভাগে এবং অধুনাতন কসীয় সাম্রাজ্যের অসম্ভবতী প্রদেশে অধিবাস করিয়া বেড়াইত; বোধ হয় তাহাও ডেরায়স সহ করিতে না পারিয়া তদেশ আক্রমণে প্রস্তুত হইলেন।

হার্কিয়ুলিস-সম্রাটের স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর বহু সংখ্যক গ্রীক জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্বক আশিয়ার উপকূলে বসতি করিয়া তথায় ইফিসস্, মিলিটস্, স্মর্ণা, প্রভৃতি কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ সুরম্য নগরী নির্মাণ করিয়াছিল। ঐ সকল নগরের লোকেরা প্রথমতঃ সামান্য-কারে জলপথে বাণিজ্যাদি করিত; কাল সহকারে বাণিজ্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে ঐ সকল নগর অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ও বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া উঠিল; পরে যখন লীডিয়ার রাজা ক্রীসস্ অতিশয় প্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন, তখন ঐ সকল নগর তদীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইল; এবং ক্রীসসের পতন হইলে পারস্যের অধীন হইয়াছিল। উল্লিখিত অভিযান কালে ইহার ছয়শত রণতরীর সাহায্য দান করিয়া ডেরায়সের আদেশানুসারে ঐ সকল রণতরী অগ্রে প্রেরণ

পূর্বক বম্পোরস্ প্রণালীর উপর একটি নৌসেতু নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছিল । পরে ডেরায়স্ সাত লক্ষ সেনা সমভিব্যাহারে বম্পোরস্-প্রণালী সেতুপথ দ্বারা উত্তীর্ণ হইয়া, রণতরীর অধ্যক্ষ দিগকে ঈষ্টর-নদীতে যাইয়া পূর্ববৎ সেতু নির্মাণের আদেশ প্রদান পূর্বক স্বয়ং থ্রেসের অভ্যন্তর হইয়া বলকান-গিরির অভিমুখে যাত্রা করত, গিরি অতিক্রম পূর্বক পরিশেষে ঈষ্টর নদী তীরে উপনীত হইলেন ; এবং নির্মিত সেতুদ্বারা সসৈন্যে তটিনী ঈষ্টর উত্তীর্ণ হইয়া নৌসেনাগণকেও সেতু ভাঙ্গিয়া সঙ্গে যাইবার আদেশ করিলেন । তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, প্রত্যাগমনকালে কৃষ্ণসাগরের উত্তর সীমা হইয়া ককেসস্ গিরি অতিক্রমপূর্বক পারস্যে আগমন করিবেন ; কিন্তু কোন একজন গ্রীক-সেনাপতি তাঁহার এইরূপ অদূরদর্শিতার কাব্য নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন “মহারাজ ! এক্ষণে সেতু ভাঙ্গিয়া গিয়া পরে অন্যপথে আগমন করিবার পরামর্শ করা যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে না ; কারণ তাহাতে অনেক বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে । ” তাঁহার এই বাক্যে প্রবোধিত হইয়া, ডেরায়স্ সেতু ভাঙিতে নিষেধ করিলেন, এবং ষাট্ দিবস পর্যন্ত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে আদেশ করিয়া সীথিয়ায় প্রবেশ করিলেন ।

১ যে প্রণালী দ্বারা কনসটান্টিনোপল হইতে কৃষ্ণসাগরে যাওয়া যায়, তাহার নাম বম্পোরস্ প্রণালী । বর্তমানে ইহার নাম ডার্ডানেলিস্ ।

ডেরায়স্ সীথিয়ার প্রবেশ করিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া তথাকার অধিবাসীরা অতিশয় ভীত হইল ; এবং সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া এই অভিপ্রায়ে লুক্কায়িত থাকিল যে, দেশে যেপরিমিত খাদ্যসামগ্রী আছে, তাহা এই অসংখ্য শত্রু-সৈন্য অতি অল্প-দিনের মধ্যেই ফুরাইয়া ফেলিবেক ; সুতরাং তখন আর কালবিলম্ব সহ্য করিতে পারিবেক না ; আহারাভাবে অগত্যা ইহাদিগকে পলায়ন করিতে হইবেক । এই বিবেচনা করিয়া সীথিয়েরা তাঁহার সম্মুখ হইতে ক্রমাগত অপসরণ করিতে লাগিল ; কুত্রাপি ডেরায়স্কে দেখা দিল না । ডেরায়স্ অবাধে সীথিয়ার মধ্য দিয়া গমন করত কুত্রাপি শত্রুদিগের কোন নিদর্শন না পাওয়াতে তাঁহার বৃথা কাল বিলম্ব হইতে লাগিল ; তন্নিবন্ধন খাদ্য সামগ্রীও ক্রমে ফুরাইয়া আসিল । অন্তর যখন দেখিলেন, সেনারা আহারাভাবে কষ্ট পাইতেছে, তখন আর ভিত্তিতে না পারিয়া অগত্যা সীথিয়া পরিত্যাগ পূর্বক গৃহাভিমুখে ধাবমান হইলেন ।

যাহারা ঐঠর্-নদীতে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহারা, ষাট্ দিন অতীত হইল তথাপি ডেরায়স্ ফিরিয়া আসিলেননা দেখিয়া, ইতস্ততঃ করিতেছে, এমন সময় কতকগুলি অশ্বারোহী সীথীয় তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল ; “ডেরায়স্ সম্পূর্ণ পরাজিত ও তাড়িত হইয়া পলাইয়া আসিতেছেন ; এই সময় যদি তোমরা সেতু তাদিয়া ফেল, এবং

স্বাধীনতা-পুনরুদ্ধারের চেষ্টা কর, তবে অনায়াসেই কৃতকার্য হইতে পারিবে; এবং ডেরায়স্কেও আর পারস্যে ফিরিয়া যাইতে হইবেক না।” এই বলিয়া সীথীয়েরা সেতু ভাঙ্গিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিল। উপকূলবর্তী কোন গ্রীক্ নগরের শাসনকর্তা সকলকে সেই মতের অনুসরণ করিতে পরামর্শ দিলে, মিলিটসের শাসনকর্তা হিস্টিয়স্ এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন যে, যদি তাহারা এখন পারস্যের অধীনতা পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে, লোকেরা কেহই তাহাদের বশীভূত থাকিবেক না; এবং ডেরায়সের মৃত্যুর সহিত সকলের মৃত্যু ঘটবেক। এই কথা শুনিয়া সকলে পারস্যরাজের অনুগত থাকিতে সম্মত হইল; এবং সীথীয়দিগের মনো-রক্ষার নিমিত্ত নদীর অপর পারে সেতু শিথিলবদ্ধ করিয়া রাখিল।

সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে পারসীকসেনা ঈষ্টর্-নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া সেতু শিথিলবদ্ধ দেখিয়া অতিশয় ভীত হইল। পরে ডেরায়সের হিস্টিয়স্কে ডাকিবার আদেশ হইলে, গভীর ও উন্নতধ্বনি এক ব্যক্তি নদীতীরে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চঃস্বরে হিস্টিয়স্কে ডাকিয়া সেতু দৃঢ়বদ্ধ করিতে কহিল। রাত্রির নিঃশব্দতা প্রযুক্ত তাহার সেই স্বর তরঙ্গায়মান প্রশস্ত নদীর অপর পারপর্য্যন্ত গমন করিয়া হিস্টিয়স্-প্রভৃতির কর্ণগোচর হইলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ সেতু দৃঢ়বদ্ধ

করিয়া দিল । পারসীকেরা ঈষ্টর উত্তীর্ণ হইয়া
সীথীয়দিগের হস্ত হইতে পরিভ্রাণ পাইল । অনন্তর
ডেরায়স্ হেলেনপন্ট্ অভিমুখে যাত্রা করিয়া সেষ্টস্
অতিক্রম পূর্বক অবিডসে উপস্থিত হইলেন । পরে
তথা হইতে সার্ডিসে গমন করিয়া কিছুকাল তথায়
অবস্থিতি পূর্বক পারস্যের রাজধানী সূসা যাত্রা
করিলেন ।

যাবনিক বিজ্ঞোহ ।

পারস্যাদিপতি ডেরায়স্ আশিয়া প্রত্যাগমনকালে
সেনাপতি মেগাবেসস্কে থেস্ এবং হেলেনপন্টের
তীরবর্তী গ্রীকনগর সকল জয় করিবার নিমিত্ত
ইয়ুরোপে রাখিয়া আসেন ; এবং হিষ্টিয়স্কে ট্রাই-
মনের নিকটবর্তী মাসিনস্ নামক নগর পুরস্কার-
স্বরূপ প্রদান করিয়া আসেন । মেগাবেস্ শুদ্ধ থেস্
জয় করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই ; ট্রাইমনদী অতিক্রম
পূর্বক থেসলির সীমা পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন ।
হিষ্টিয়স্ এই নগর প্রাপ্ত হইয়া গোপনে পারস্য
সম্রাটের বিপক্ষতাচরণে প্ররৃত্ত হইবার চেষ্টায়
আছেন, এই কথা মেগাবেসস্ জানিতে পারিয়া, এবং
সম্রাটের সূসা যাত্রার উদ্যোগ হইতেছে শুনিয়া,
অবিলম্বে সার্ডিসে আগমনপূর্বক ডেরায়স্কে কহি-
লেন “মহারাজ ! মাসিনস্ হিষ্টিয়স্কে প্রদান
করা নিত্যন্ত অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে ; কারণ
তথায় স্বর্ণের খনি এবং প্রচুর কাষ্ঠ প্রাপ্তির

সুবিধা থাকায়, হিষ্টিয়স্ সুযোগ পাইলেই পোতসেনা নির্মাণ পূর্বক অনায়াসেই বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে পারিবেক ; এবং তাহার উক্তরূপ অভিপ্রায়ও আছে, জানিবেন । এক্ষণে যাহাতে এই অভ্যাপাত নিবারণ হয় তাহার চেষ্টা করুন ” ।

ইহা শুনিয়া ডেরায়স্ হিষ্টিয়স্কে স্থানান্তরিত করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, তাঁহাকে আশ্বান পূর্বক তাঁহার সহিত সূসা যাত্রার প্রস্তাব করিলেন ; এবং বলিলেন যে, তাঁহার পরামর্শ ব্যতিরেকে তিনি স্বয়ং কোন কার্য করিবেন না । এ প্রস্তাবে হিষ্টিয়স্ অগত্যা সম্মত হইয়া তাঁহার সহিত সূসা যাত্রা করিলেন, এবং জামতা আরিষ্টগোরস্কে মিলিটসের শাসন-কার্যে নিযুক্ত করিয়া গেলেন । সম্রাট্ হিষ্টিয়স্কে তথায় লইয়া গিয়া তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান-প্রদর্শন করিতে লাগিলেন ; এবং তাঁহার সম্মতিব্যতিরেকে কোন কার্যই করিতেন না ; কিন্তু তাঁহাদের এই সম্ভাব অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই । কোন কোন বিষয়ে মতের অনৈক্য হওয়াতে হিষ্টিয়স্ অতিশয় বিরক্ত হইয়া, স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন । অনেক বিবেচনার পর স্থির করিলেন, যদি কোন কৌশলে উপকূলবর্তী আইয়ো-নীয়-জাতিকে রাজপ্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করাইতে পারেন, আর যদি তন্নিবারণার্থ স্বয়ং প্রেরিত হন, তাহা হইলেই স্বাভিপ্রায় সিদ্ধ হইবার সম্ভা-

বনা। এই বিবেচনা করিয়া, বাহাতে আশিয়ামাই-
নরের পশ্চিম উপকূলবাসী আইয়োনীয়জাতিরা
রাজবিদ্রোহী হয়, তাহাতে বিশেষ মনোযোগী হইবার
জন্য স্বীয় জামাতা আরিষ্টগোরস্কে একখানি পত্র
লিখিবার মানস করিলেন। কিন্তু সাধারণ প্রণালীতে
লিখিলে, পাছে সম্রাট্ জানিতে পারিয়া তাহার
প্রাণদণ্ড করেন, এই ভয়ে এক নূতন প্রণালী অব-
লম্বন করিলেন। একজন বিশ্বস্ত ভৃত্যকে গোপনে
লইয়া গিয়া মস্তকমুণ্ডন পূর্বক সূচ্যগ্রে এক প্রকার
কুম্ভবর্ণ পদার্থ সংযোগদ্বারা তাহার মস্তকে বক্তব্য কথা
সংক্ষেপে লিখিয়া দিলেন। কিছুদিন পরে তাহার মস্তক
কেশে পরিপূর্ণ হইলে, তাহাকে আরিষ্টগোরসের নিকট
এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন, যে, “জামাতার নিকট
উপস্থিত হইয়া তাহাকে তোমার মস্তকমুণ্ডন করিয়া
দেখিতে বলিবে”।

হিষ্টিয়সের এই সংবাদ নিকট পৌছিবার পূর্বেই
আরিষ্টগোরসের পারসীক শাসনকর্তার সহিত মনাত্তর
হইয়াছিল; তনিবন্ধন তিনিও বিদ্রোহ উপস্থিত করিবার
উপায় চিন্তা করিতেছিলেন; এমন সময় হিষ্টিয়সের
প্রেরিত লোক তাহার নিকট পৌছিলে, তিনি তাহার
মস্তকমুণ্ডনপূর্বক স্বাভিপ্রায়ের অনুকূল সমস্ত বৃত্তান্ত
অবগত হইয়া যৎপরোনাস্তি আহলাদিত হইলেন। অন-
ন্তর এক দিন মিলিটসের প্রধান প্রধান লোকদিগকে
আহ্বান করিয়া একটা সভা করিলেন; এবং তাহাদের

৬৮ স্পার্টানগরে আরিষ্টগোর বৃত্তান্ত । [৪র্থ অ

সমক্ষে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া তাহাদের মত জিজ্ঞাসা করিলে, সকলেই তদীয় অভিপ্রায়ের অনুমোদন করিল। এখন তিনি লোকবল সংগ্রহ করিবার আশয়ে সাধারণসমক্ষে আপন অত্যাচার পরিহার করিলেন ; এবং তৎকালোপস্থিত অন্যান্য স্থানের উৎপীড়কদিগকেও বন্দী করিয়া স্ব স্ব নগরে প্রেরণ করিলেন। নগর-বাসীরা বিধানানুসারে সকলকে বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলে, তাহারা যথেষ্টাচারে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত আশিয়াস্থ নগরে, এবং নিকটবর্তী দ্বীপ সকলে ভয়ানক বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইল।

স্পার্টানগরে আরিষ্টগোরসের বৃত্তান্ত ।

আরিষ্টগোরস্, এখন কোন বলবান্ জাতির সাহায্য লওয়া নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, প্রথমতঃ স্পার্টা যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে, কতকগুলি যুদ্ধ এবং তাম্রফলকে লিখিত একখানি পৃথিবীর মানচিত্র সঙ্গে লইয়া যান। তৎকালে ক্লিয়মিনিস্ স্পার্টার রাজা ছিলেন। আরিষ্টগোরস্ রাজসম্মিধানে উপস্থিত হইয়া, সেই মানচিত্র খানি তাঁহার সম্মুখে বিস্তারিত করিলেন ; এবং তাহাতে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতির নাম নির্দেশপূর্বক তাহাদের দেশ এবং দেশের সীমা প্রভৃতি যাহা অঙ্কিত ছিল, সে সমুদায় রাজাকে দেখাইয়া, যে জাতির যেকোন বলসম্পত্তি তাহাও বর্ণন করিলেন। পরিশেষে ইফিসস্ হইতে সুমা যাইবার পথ

প্রদর্শন করিয়া कहিলেন, স্পার্টাবাসীরা মনোযোগ করিলেই অতি সহজে পারসীক সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক সূমার সমস্ত সম্পত্তির অধীশ্বর হইতে পারেন ; এই বলিয়া স্পার্টার সাহায্য প্রার্থনা করিলে, ক্লিয়মিনিস্ তৃতীয় দিবসে তদীয় প্রস্তাবের উত্তর দিতে সম্মত হইলেন । তৃতীয় দিবসে আরিষ্টগোরস উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উপকূল হইতে সূমা কতদূর অন্তর ? আরিষ্টগোরস कहিলেন, উপকূল হইতে সূমা তিন মাসের পথ । ক্লিয়মিনিস তিন মাসের পথ শুনিয়া সাহায্য প্রদানের মত একবারেই পরিত্যাগপূর্বক সূর্যাস্ত সময়ে আরিষ্টগোরসকে স্পার্টা পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন । আরিষ্টগোরস ইহাতেও হতাশ না হইয়া পুনর্ব্বার রাজভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজা আট নয় বৎসরের একটি কন্যা লইয়া উপবিষ্ট আছেন । আরিষ্টগোরস বিনয়বচনে সেই কন্যাটিকে গৃহান্তরিত করিবার প্রার্থনা করিলে রাজা, তাহার আবশ্যকতা নাই বলিয়া, আরিষ্টগোরসকে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে कहিলেন । তখন আরিষ্টগোরস দশ ট্যালেন্ট-^২ মুদ্রা দিতে স্বীকৃত হইলেন । কিন্তু রাজা তাহাতে সম্মত না হওয়াতে, আরিষ্টগোরস পঞ্চাশৎ ট্যালেন্ট-মুদ্রা পর্য্যন্ত

২ এক ট্যালেন্ট-মুদ্রা প্রায় আমাদের ২৪৩৭।।০ রোপ্য মুদ্রার সমান ।

৭০ স্পার্টানগরে আরিষ্টেগোরসের বৃত্তান্ত । [৪র্থ অ

স্বীকার করিলেন । ইহা শুনিয়া রাজকন্যা চীৎকার করিয়া কহিলেন “ পিতঃ ! তুমি এখান হইতে পলায়ন কর, মচেৎ এই অপরিচিত ব্যক্তি তোমাংকে ভুলাইয়া লইয়া যাইবেক । ” অনন্তর ক্লিয়মিনিস্ সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গৃহান্তরে প্রবিষ্ট হইলে, আরিষ্টেগোরস্ স্বাভিপ্রায়সিদ্ধি বিষয়ে বিফল প্রয়াস হইয়া সন্ধ্যার সময় স্পার্টা পরিত্যাগপূর্বক, দ্রুতবেগে আথে-ক্সাভিমুখে যাত্রা করিলেন । তথায় উপস্থিত হইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিবামাত্র তাহার সাহায্যদানে সম্মত হইল ।

অব্যবহিত পরেই আথীনীয়েরা একদল, রণতরী সজ্জীভূত করিয়া মিলিটসে প্রেরণ করিল । সেই রণতরীবৃন্দ একত্র সমবেত হইয়া ইফিসসে উপস্থিত হইলে, সকলে অবরোহণ করিল ; এবং ইফিসী-য়েরা পথ দেখাইয়া দিলে, তথা হইতে যাত্রা করিয়া পঞ্চবিংশতি ক্রোশ দূরবর্তী সার্ডিস্-নগরাভিমুখে চলিল । তথায় উপস্থিত হইয়া নির্বিঘ্নে সার্ডিস্ নগর অধিকার করিল । পারসীক শাসনকর্তা আর্টাফার্নস্ এবং নগর রক্ষকেরা পলায়ন পূর্বক দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইল । সার্ডিসের গৃহ সকল নল, শর, খাগড়া ইত্যাদি পদার্থে নিৰ্ম্মিত ছিল । দৈবাৎ একজন আথীনীয় মৈনিকপুরুষ একখানি ঘরে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিলে, তাহার স্ফুলিঙ্গ সকল চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে সমস্ত নগর ভস্মসাৎ

করিল। একারণ নগরবাসীরা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া স্ব স্ব অস্ত্র গ্রহণপূর্বক যুদ্ধ করিতে উদযুক্ত হইল। এতদর্শনে আর্থীনীয়েরা, পলারন ক্রোয়স্কর বিবেচনা করিয়া, সেই রাত্রেই সার্ডিস্‌নগর পরিত্যাগ করিলে, পারসীক অশ্বারোহীসৈন্যদল তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া অবশেষে ইফিসস্‌নগরে তাহাদিগকে পরাভূত করিল। তখন আর্থীনীয়েরা, এখন আইয়োনীয়দিগের ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হউক, এই বলিয়া, তাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্বক স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

আইয়োনীয়েরা এইরূপে পরিত্যক্ত ও অসহায় হইয়া চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইল, এবং সার্ডিস্‌ দাহ জনিত ক্ষতির প্রতিশোধের নিমিত্ত মিশর প্রভৃতি অন্যান্য দেশ হইতে ছয়শত রণতরী তাহাদের বিরুদ্ধে আসিতেছে শুনিয়া, অতিশয় ভীত হইয়া তাহারাও অন্যান্য তিন চারি শত রণতরী সংগ্রহ পূর্বক সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত রহিল। আইয়োনীয়স্‌দিগের অন্যান্য সেনাপতির মধ্যে ডাইয়োনীসিয়স্‌-নামক একজন সেনাপতি সকলের সমক্ষে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন ; যদি তাহারা তাঁহার মতানুসারে চলিতে পারে, তাহা হইলে অবশ্য জয়লাভ হইবেক সন্দেহ নাই। অনন্তর তাহারা তাঁহারই মতানুসারে চলিতে স্বীকৃত হইলে, ডাইয়োনীসিয়স্‌ তাহাদিগকে প্রতি-দিবস অতি প্রত্যুষে নৌকারোহণে বাইয়া সমুদ্রে

৭২ স্পার্টানগরে আরিস্টোগোরসের বৃত্তান্ত । [৪র্থ অ

ব্যায়াম শিক্ষা করিতে আদেশ করিলেন ; তাহারা সাত দিন কাল এইরূপ ব্যায়াম করিয়া যখন নিতান্ত অসমর্থ হইয়া পড়িল ; তখন একপ কষ্ট স্বীকার করা অপেক্ষা পারসীকদিগের দাস হইয়া থাকাও শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া, তথা হইতে ছাউনি উঠাইয়া নিকটবর্তী এক দ্বীপে আশ্রয় লইল ; এবং পারসীক-রণতরীর আক্রমণকাল পর্য্যন্ত আরামে কালযাপন করিতে লাগিল ।

একপ ঘটনায় যুদ্ধের যে কি ফল হইবেক, তাহা বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে । যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন শুদ্ধ কেয়স্ দ্বীপের অধিবাসীরা সাহসপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ; অবশিষ্ট সকলে পলায়ন করিল । ডাইমোনীসিয়স্ অতঃপর দেশের যে রূপ দুরবস্থা ঘটিবেক, তাহা মনে মনে চিন্তা করিয়া, যে মিসিলি যাত্রা করিলেন, আর দেশে ফিরিয়া আসিলেন না ; এবং তিনি ভথায় থাকিয়া সর্বদা দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত কাল যাপন করিতে লাগিলেন । আরিস্টোগোরস্ থ্রেসে পলায়ন করিয়া, তথাকার অধিবাসীদিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া অনুচরবর্গের সহিত নিহত হইলেন । এদিকে হিষ্টিয়স্ বর্তমান বিদ্রোহ শান্তির অভীষিত ভার গ্রহণ কর্পূক যাত্রা করিয়া সার্ডিসে উপস্থিত হইলেন ; এবং তথাকার শাসনকর্তা তাঁহার প্রতি সন্দিহান হইয়াছেন, ভাবে বুঝিতে পারিয়া রাত্রিযোগে কেয়স্

দ্বীপে পলায়ন করিলেন । কিছু দিন পরে কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদের খাদ্যাহরণার্থে উপকূলে উত্তীর্ণ হইলে, পারসীক-সৈন্য-কর্তৃক পরাস্ত ও বন্দীকৃত হইয়া সার্ডিসে উপনীত হইলেন । পরে শাসন-কর্তার আদেশানুসারে নিহত হইলে, তাঁহার মস্তক সুসায় প্রেরিত হইল ।

ডেরায়স্ নাকি অতিশয় কৃতজ্ঞ রাজা ছিলেন । একদা তিনি তাঁহার পূর্বকৃত উপকার স্মরণ করিয়া, যাহারা তাঁহার বিনাশসাধন করিয়াছিল, তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি ভৎসনা করত তাঁহার সেই মস্তক সম্মান-পুরঃসর সমাহিত করিতে আদেশ করিলেন ।

গ্রীস-আক্রমণ ।

আথীনীয়েরা আইরোনীয়দিগের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইয়া সার্ডিস্-নগর দখল করিতে, ডেরায়স্ তাহাদিগের প্রতি অতিশয় কৃতজ্ঞ হইয়া সমগ্র গ্রীসদেশ নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার মানস করিলেন ; এবং যুদ্ধযাত্রার পূর্বে পারসীক প্রথা-অনুসারে গ্রীসে দূত প্রেরণ দ্বারা তাহাদিগের নিকট জল ও যুদ্ধিকা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকারের আদেশ করিলেন । তৎকালে গ্রীকদিগের পরস্পর ঐক্য ছিল না, একারণ স্পার্টা ও আথেন্স্ ভিন্ন গ্রীসের আর আর প্রদেশের প্রায় সকল লোকেই ডেরায়সের অধীনতা স্বীকারে সম্মত হইল ; কিন্তু আথীনীয়েরা পারশ্বাধিপতির সেই

প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া “যদি তোমাদের জল ও মৃত্তিকা-
 কার প্রয়োজন থাকে, তবে এই কুপ হইতে তুলিয়া
 লও,” এই বলিয়া দূতদিগকে একটা কুপে নিঃক্ষিপ্ত
 করিয়া; এবং স্পার্টীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া
 পারসীকদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল।
 এদিকে ডেরায়স্, ডেটিস এবং আর্টাফার্নিস্ নামক
 দুই ব্যক্তিকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিয়া অসংখ্য
 পদাতি সৈন্য এবং পোত সৈন্য সমতিব্যাহারে গ্রীসে
 বিদায় করিয়া এই আজ্ঞা করিলেন, “তোমরা যাও
 এবং গ্রীস্ আক্রমণ পূর্বক মদীয় সাম্রাজ্যের অন্ত-
 ভূত কর”। অনন্তর তাহারা গ্রীসযাত্রা করিল।
 পথে ইয়ুবিয়া দ্বীপে অবরোধ পূর্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত
 হইয়া জয়লাভ করিল এবং তত্রত্য ইরীট্রিয়া নগরের
 অধিবাসীদিগকে বন্দী করিল। ইহারা নাকি সার্ভিস্
 দাহের সময় আথীনীয়দিগের সহায়তা করিয়াছিল,
 এজন্য তাহাদিগকে নিগড় বদ্ধ করিয়া পারস্যে লইয়া
 যাইবার বাসনা করিয়াছিল। যাহা হউক, এই অভি-
 কারে হীপিয়স্ তাহাদের সহিত গমন করিয়াছিলেন;
 ইনি পারসীকদিগকে আটকা আক্রমণের জন্য
 বিশেষ অনুরোধ করিলে, তাহারা সম্মত হইয়া প্রণালী
 অতিক্রম পূর্বক আটকার অন্তঃপাতী মারেথন্-নামক
 ক্ষেত্রে সেনাগমিবেশ করিল। এদিকে আথীনীয়েরাও
 নিশ্চিন্ত ছিল না; তাহারা ইরীট্রিয়ার পতন সংবাদ
 পাইয়া সাশ্রয়ার্থে আহ্বান করিবার নিমিত্ত একজন

শীঘ্রগামী দূতকে স্পার্টায় প্রেরণ করিয়াছিল । যদিও আথেন্স্ হইতে স্পার্টানগর পঞ্চাশ কোশ অন্তর, তথাপি সেই দূত দুই দিনে তথায় উপস্থিত হইয়াছিল ।

প্রবাদ আছে, যখন ঐ দূত স্পার্টাযাত্রাকালে আর্কেডিয়ার কোন পর্বত দিয়া গমন করিতেছে, তখন ঐ দেশের পানদেব তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, “ আথীনীয়েরা কি নিমিত্ত আমায় আরাধনা করে না ? যাহাইউক, আমি এই যুদ্ধে আথীনীয়দিগের সহায়তা করিব ” । শুনিতে পাওয়া যায় যে, সেই অবধি আথেন্স্ মধ্যে পানদেবের আরাধনা প্রচলিত হয় । স্পার্টীয়দিগের এই রীতি ছিল যে, তাহারা পূর্ণিমা ব্যতিরেকে গৃহ হইতে বহির্গত হইত না ; আথীনীয় দূত নাকি নবমীর দিবস পৌঁছিয়াছিল, এজন্য তাহারা সাহায্যার্থ প্রস্তুত হইয়াও পূর্ণিমার অপেক্ষায় পাঁচ দিন কাটু ছিল । এখন আথীনীয়েরা স্পার্টীয়দিগের কাজবিলম্ব দর্শনে আর থাকিতে পারিল না ; শুদ্ধ বিয়োনিয়ার অন্তঃ-পাতী প্লেটিয়নগরীয় এক সহস্র, এবং আপনাদিগের নয় সহস্রমাত্র সৈন্য সম্বল লইয়া বিপক্ষদিগের দুই লক্ষ সৈন্যের সম্মুখীন হইতে সাহস করিল । দশ সহস্র আথীনীয় সৈন্য যে দশজন সেনানীর অধীনে যুদ্ধযাত্রা করে, তাহাদের মধ্যে মিল্টাইডিস্ এক জন । অনন্তর যুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণার্থ একটা সভা হইলে, মিল্টাইডিস্ তাহাতে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন যে,

একেবারে যুদ্ধযাত্রা করাই কর্তব্য, স্পার্টীয়দিগের অপেক্ষায় বিলম্ব করিলে হীপিয়সের পুনরুত্থানের বিলম্বণ সম্ভাবনা আছে। চারিজন সেনাপতি তদীয় মত সমর্থন করিলে, অবশিষ্টেরা তাঁহার মতে সন্মত হইল না। এইরূপে উভয়পক্ষ তুল্যবল হওয়াতে সেনাপতি পলিমার্কের উপর বিবেচনার ভার অর্পিত হইলে, তিনি মিল্টাইডিসের মতেরই সমর্থন করিলেন। পরে তন্মতানুসারী চারি জন সেনাপতি নিজ নিজ কর্মের ভার মিল্টাইডিসের উপর নিঃকিন্তু করিলেন; কারণ তৎকালে আথেন্সের নিয়মানুসারে সকল সেনাপতিকেই পর্যায়ক্রমে আপন আপন নির্দিষ্ট দিনে সংগ্রামে গমন করিতে হইত।

মারেথনের যুদ্ধ।

আটিকার পূর্ব উপকূলবর্তী এই রণক্ষেত্র আথেন্স হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ অন্তর। ইহা দেখিতে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, এবং ক্ষেত্রের ভূমিভাগ দীর্ঘে প্রায় তিন ক্রোশ, প্রস্থে একক্রোশ মাত্র। যুদ্ধের দিবস পারীসীক সৈন্য সমুদ্র তীর হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ আসিয়া ব্যূহ বিন্যাস করিল, এবং যাবতীয় রণতরী পশ্চাৎভাগে সমুদ্রতটে রহিল। এদিকে মিল্টাইডিস্, উভয়পার্শ্ব পর্বতে সুরক্ষিত থাকিলে, শত্রুপক্ষেরা বেড়িয়া আসিয়া পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করিতে পারিবেক না, এই অভিপ্রায়ে এধার ওধার ব্যাপিয়া পর্বত-

মধ্যবর্তী সংকীর্ণ উন্নত প্রদেশ আশ্রয় করিলেন, এবং সৈন্য সংখ্যা অল্প থাকায় মধ্যভাগে বিরলরূপে সৈন্যবিন্যাস করিয়া উভয়পার্শ্বে গভীর বলবিন্যাস দ্বারা বিলক্ষণ সুদৃঢ় করিয়া ব্যূহরচনা করিলেন। পলিমার্ক এই ব্যূহের আখীনীয় সৈন্য বিনির্মিত দক্ষিণ পার্শ্ব ও মধ্যভাগ, এবং প্লাটিয়েরা বামপার্শ্ব রক্ষায় নিযুক্ত হইলে (খঃ পৃঃ ৪৯০) সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেনাপতি মিল্টাইডিস্ আক্রমণে সমধিক ভর প্রদান, এবং পার্শ্ববর্তী সৈন্যদিগকে পারসীক শরবৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সৈন্যগণকে বিপক্ষ বলের প্রতি অনিবার্য্য বেগে ধাবমান হইতে আজ্ঞা করিলেন। পারসীকেরা, সেই ধাবমান সৈন্যদিগকে নিরাশ্রয় হইতে জ্ঞান করিয়া তাহাদের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন পূর্বক আখীনীয় ব্যূহেরমধ্য ভেদ করিতে ধাবমান হইল, এবং ব্যূহমধ্যভেদ করিয়া তাহাদের অসুসরণে প্রবৃত্ত হইল। এই অবসরে মিল্টাইডিসের পার্শ্ববর্তী সৈন্যগণ পারসীক পার্শ্বগ্রাহ সৈন্যকে আক্রমণ পূর্বক জয়ী হইয়া ইচ্ছাৎ ফিরিয়াই ব্যূহভেদকদিগকে আক্রমণ করিল। এই রূপে নানাদিকে আক্রান্ত হইয়া পারসীক সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া শিবির পরিত্যাগ পূর্বক তীরাভিমুখে ধাবমান হইয়া স্ব স্ব নৌকায় আরোহণ করিতে লাগিল। আখীনীয়েরাও পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া সম্পূর্ণ জয়লাভ করিল। এইরূপে সংগ্রাম পর্য্যবসিত হইলে পারসীকদিগের

ছয় সহস্র সৈন্য নিহত হইয়াছিল ; কিন্তু আথীনীয়দিগের দুইশতও বিনষ্ট হয় নাই। এই সংগ্রামে পলি-মার্ক এবং হীপিয়স্ মানবলীলা সম্বরণ করেন।

যুদ্ধাবসানে যখন পারসীকেরা নৌকা লইয়া পলাইতেছিল, তখন একজন আথীনীয় সৈন্য এক-খানা নৌকার পশ্চাৎভাগ দক্ষিণ হস্তদ্বারা ধরিলে, পারসীকেরা বামদ্বারা তাহার হস্ত কাটিয়া দিল, সে পুনর্বার বামহস্তদ্বারা ধরিলে বামহস্তও কাটিয়া দিল ; তখন সে দস্তদ্বারা কাছি ধরিল। ইহাও বর্ণিত আছে যে, ঐ সংগ্রামে এক ব্যক্তি ক্রম্বকের বেশে আসিয়া লাঙ্গল প্রহার দ্বারা অনেক পারসীকসৈন্য সংহার করিয়া যুদ্ধাবসানে অদৃষ্ট হইয়াছিলেন। অনন্তর আথীনীয়েরা দেবতার নিকট যাইয়া জানিতে পারিল যে, ঐ ব্যক্তি পূর্বতন সমর-বিজয়ীদিগের মধ্যে একজন বীরপুরুষ, অর্থাৎ যাহারা পূর্বে বিশ্বয়কর সংগ্রাম করিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদিগের মধ্যে একজন ; এক্ষণে সেই অবধি তাঁহার উপাসনাও আরম্ভ হইল। পৌর্নমাসী অতিক্রান্ত হইলে স্পার্টীয়েরা আসিয়া দেখিল, আথীনীয়েরা সমরে জয়লাভ করিয়াছে। স্পার্টীয়েরা সমরশায়ী পারসীকদিগকে দেখিবার জন্য মেরাথনক্ষেত্রে গমন করিয়া পারসীকদিগের ভীষণমূর্তি অবলোকনে আথীনীয়দিগের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া স্পার্টায় ফিরিয়া গেল।

পারসীকেরা যুদ্ধ যাত্রাকালে, ইয়ুবিয়াবাসী যে সকল লোকদিগকে বন্দী করিয়া এক ক্ষুদ্র দ্বীপে রাখিয়া গিয়াছিল, পলায়নকালে তাহাদিগকে লইয়া যায়, এবং ডেরায়সের নিকট উপস্থিত করে। ডেরায়স তাহাদিগের প্রতি অসহ্যবহার না করিয়া, বরং বাস করিবার জন্য ভূমি প্রদান করিলেন। অতএব প্রাচ্যজাতির এই রীতি ছিল যে, তাহারা এক দেশ হইতে লোক আনিয়া বসতি করাইত। যদি এপ্রথা প্রচলিত না থাকিত, তাহা হইলে অনেক ভূমিই বৃথা পড়িয়া থাকিত।

মিল্টাইডিডিসের পরিণাম।

মিল্টাইডিডিস নেরাথন্-সংগ্রামে জয়ী হইয়া যৎপরোনাস্তি সুখ্যাতি ও সম্মানের সহিত মহাসমারোহে আথেন্সে প্রবিষ্ট হইলেন। তদীয় কীর্তিকলাপ চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তথাকার কোন রাজ-প্রাসাদের ভিত্তিপাটে, মিল্টাইডিডিস্ দশজন সেনাপতির অধিনায়ক হইয়া যেক্ষণে পারসীকদিগকে সংগ্রামে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তাহার একটা চিত্র লিখিয়া রাখা হইয়াছিল। পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, ডেরায়সের আক্রমণের পূর্বেই স্পার্টা এবং আথেন্স ভিন্ন প্রায় সকল দ্বীপের অধিবাসীরা বশ্যতার চিত্তস্বরূপ ডেরায়সকে ভূমি ও অল প্রদান করিয়াছিল। এক্ষণে মিল্টাইডিডিস্ ইচ্ছাপূর্বক সপ্ততি বৎসরের অধ্যক্ষতা

করিয়া তাহাদের দণ্ড বিধান করিলেন। তিনি প্রথমতঃ পেরস-নামক দ্বীপে পৌঁছিয়া তথাকার ক্ষেত্র বিধ্বস্ত করিয়া অবশেষে নগরের অবরোধ করিলেন ; কিন্তু তাঁহাকে, নগরগ্রহণে বিফলপ্রয়াস হইয়া আত্মে ক্ষিতিয়া আসিতে হইল। নগর অবরোধকালে তাঁহার এক উরু ভগ্ন হইয়া যায়। নিষ্ফলে প্রত্যাগমনের পর পেরিক্লিসের পিতা জাম্বিপাস তাঁহাকে প্রবঞ্চক, এবং সরকারী অর্থের অপচায়ক বলিয়া সাধারণের নিকট বারং বার অভিযোগ করিলে, তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদ্র হইল। এই সময় মিল্টাইডিস্ দাঁড়াইতে বা চলিতে অসমর্থ ছিলেন। তদীয় বন্ধুগণ শয্যাগত অবস্থায় তাঁহাকে সাধারণ লোক সমক্ষে লইয়া গিয়া, রাজ্যমধ্যে তাঁহার অলৌকিক কার্য্য সকল বর্ণন করিলে, মৃত্যুদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইলেন ; কিন্তু তাঁহার বিস্তর অর্থ দণ্ড হইল। মিল্টাইডিস্ সেই সমস্ত টাকা দিতে অসমর্থ হইলে, তাঁহাকে কারাগারে নিঃক্ষিপ্ত করিল। তিনি তথায় অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া পরিশেষে মৃত্যুর কুপায় সেই নিদারুণ অত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্তি পাইলেন।

জার্কিসিসের রণসজ্জা।

অতঃপর ডেরায়স আর একবার গ্রীস্ আক্রমণের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়া, অল্প দিনের মধ্যে মানবলীলা

সম্বরণ করেন। বীর সাইরসের দুহিতা আটোমার গর্ভসম্ভূত তদীয় পুত্র জার্কসিস্ পিতার শূন্য সিংহাসন অলঙ্কৃত করিলেন। এই সম্রাট্ প্রথমতঃ গ্রীস-আক্রমণের কোন চিন্তাই করেন নাই; কিন্তু তাঁহার ভগিনী-পতি মার্ডোনিয়স্-নামক দুরাকাঙ্ক্ষ এবং উগ্রস্বভাব এক যুবক নির্বাক্ সহকারে গ্রীস-আক্রমণের পরামর্শ দিয়া कहিলেন “আমি নিশ্চয় বলিতেছি, গ্রীস-বিজয় অতি সহজেই হইবেক, তাহার পর সমস্ত ইয়ুরোপ বিজয়েও আমাদিগের কোন বাধা ঘটবেক না, অবাধে তাহাও সম্পন্ন হইবেক।” ইহা শুনিয়া জার্কসিসের পিতৃব্য পরিণতবয়স্ক, বহুদর্শী আর্টাবেনস্ ভ্রাতৃপুত্রকে এই উদ্যম ইহাতে ক্ষান্ত করিবার জন্য कहিলেন, “এ অভিযানের চরম ফল বিপদ, ক্ষতি এবং অপমান বৈ আর কিছুই হইবেক না।” কিন্তু এই উপদেশ অভিনব সম্রাটের মনঃপূত না হওয়ায়, তিনি স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রায় কৃতসংকল্প হইলেন।

ক্রমিক তিন বৎসরকাল এই সংগ্রামের উদ্যোগ ইহাতে লাগিল, এতাবৎকাল ব্যাপিয়া পোত নির্মাণ, সৈন্য সংগ্রহ, আহারসামগ্রী প্রভৃতি সমস্ত প্রস্তুত হইলে রাজার আদেশ মত সৈন্যসাগর আশিয়া-মাইনরের বিস্তৃত ক্ষেত্রে একত্র সমবেত হইলে। সম্রাট্ জার্কসিস্ স্বয়ং অধিনায়ক হইবার বাসনায় সুসাহিতে যাত্রা করিয়া, লীডিয়া-বাসী পীথিয়স্-নামক কোন ধনিকের ভবনে সৈন্যে আতিথ্যগ্রহণ-পূর্বক,

সার্ডিসে উপস্থিত হইলেন । তথা হইতে স্পার্টা এবং আথেন্স ভিন্ন গ্রীসের সর্বত্র দূত প্রেরণ করিয়া বশ্য-তার চিহ্নস্বরূপ জল ও মৃত্তিকা প্রদানের আদেশ করিলেন ; এবং আশিয়ার অধীশ্বরের জন্য আহাৰ সামগ্রী প্রস্তুত রাখিতে আজ্ঞা করিলেন । সার্ডিসে অবস্থিতি কালে মিশর-বাসী এবং ফিনীশিয়া-বাসী প্রজাবর্গকে অন্ধকোশবিস্তৃত হেলেন্পার্ট ' প্রণালীতে এক নৌসেতু নির্মাণের আদেশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু এক ভয়ানক ঝড় উথিত হইয়া সমস্ত সেতু বিধ্বস্ত করিয়া দিলে, সম্রাট্, তাহা দৈবঘটনার কার্য্য বিবেচনা না করিয়া, সেতু নির্মাণে নিযুক্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের শিরশ্ছেদন করিতে আজ্ঞা দিলেন ; এবং হেলেন্পার্টের শাস্তি দিবার নিমিত্ত কতকগুলি লোক পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন, “ তোমরা যাইয়া গর্বিত হেলেন্পার্টের পৃষ্ঠে তিনশত বেত্রাঘাত কর, এবং সৌবর্গ শৃঙ্খল নিঃক্ষিপ্ত করিয়া দাসবৎ শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া বল যে, আমার ইচ্ছার প্রতিকূলাচরণ করার এই শাস্তি ; যাহা হউক, সম্রাট্, তোমাকে অতিক্রম করিয়া যাইবেন । ” অনন্তর দুই শারি নৌকা দ্বারা ঐ সেতু পুনর্ব্বার যোজনা করা হইল, এবং নঙ্গর ও কাছি দ্বারা বিলক্ষণ দৃঢ় করা হইল । সেতুর উপরিভাগে কাষ্ঠ ও বৃক্ষশাখা বিস্তৃত করিয়া তদুপরি মৃত্তিকাময় লম্বাঘর প্রস্তুত করা হইল ; এবং ঘোটকাদি পশুগণ

জল দেখিয়া ভয় না পায়, একন্য উভয়পার্শে আবর্তন দেওয়ান হইল।

—•—

পঞ্চম অধ্যায়।

জাক্সিসের যাত্রা।

অভিযান যোগ্য সমস্ত সামগ্রী প্রস্তুত হইলে, খৃঃ পূঃ (৪৮০) জাক্সিস্ গ্রীস-বিজয়ার্থে সার্ডিস্ হইতে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সহিত পীথিয়সের পাঁচটি পুত্রেরই গ্রীস্ যাইবার কথা ছিল, একারণ জাক্সিস-সের যাত্রাকালে পীথিয়স্ আসিয়া বিনয়-মন্ত্র বচনে নিবেদন করিলেন, “আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, অতএব এ সময় যদি কৃপা করিয়া আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আমার নিকট রাখিয়া যাইবার অনুমতি দেন, তবে এ অধীন বিশেষ অনুগৃহীত হয়।” কিন্তু সেই নৃশংস সম্রাট্ পীথিয়সের এবস্থিধ প্রার্থনা বাক্যকে গর্ভস্থচক বিবেচনা করিয়া, কোধে পরিপূর্ণ হইয়া বলিলেন, “আভিধ্য নিবন্ধন তোমার চারিটি পুত্র রক্ষা পাইল, জ্যেষ্ঠের আর নিস্তার নাই।” এই বলিয়া পিতৃসমক্ষে জ্যেষ্ঠের শিরশ্ছেদন আদেশ করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন হইল ; অনন্তর সম্রাটের আদেশানুসারে যাবতীয় সৈন্য সেই দ্বিধাকৃত শরীরের মধ্যদিয়া গমন করিল।

সেই সৈন্যসাগর সার্ভিস্ হইতে বহির্গত হইয়া
 ট্রোজাভিমুখে যাত্রা করিয়া, (একদা যে স্থানে রাজা
 প্রায়স্ একাধিপত্য করিয়াছিলেন, এবং বীর হেক্টর
 যথায় আপন বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন) তথায়
 উপস্থিত হইলে, জার্কসিস্ অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হই-
 লেন, এবং পূর্বকালে যথায় ট্রয়নগর বিদ্যমান ছিল,
 তথায় গমন পূর্বক দেধতোদেধে বনিপ্রদান করি-
 লেন । পরে তদীয় সেনাগণ তথা হইতে নির্গত হইয়া
 হেলেন্পন্টের আশিয়ার তীরে উপনীত হইয়া, উপ-
 কূলভাগ আচ্ছন্ন করত তথায় সন্নিবিষ্ট হইলে, সম্রাট্
 উচ্চভূমিস্থ এক মার্কন-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া
 পটভবন, পতাকা, তুরঙ্গমসেনা, অস্ত্রশস্ত্র এবং অসংখ্য
 সৈন্যসাগর অবলোকন করিতে লাগিলেন । যে সেতু
 ইয়ুরোপ, এবং আশিয়া-বিভাগকে সংযুক্ত করিয়া
 অর্ধ ক্রোশ বিস্তৃত রহিয়াছে, দূর হইতে সেই সেতু
 অবলোকন করিতে লাগিলেন । এই সময় পারসীক-
 দিগের পরমারাধ্য সূর্য্যদেব নিম্নলি নভোমণ্ডল হইতে
 কিরণ বিস্তার করিতেছিলেন ; ভূতলে টসনিকদিগের
 অধ্যবসায় ও গতিবিধি ব্যতিরেকে আর কিছুই দৃষ্টি-
 গোচর হয় নাই ; সমুদ্রে অসংখ্য রণতরী সম্রাটের
 সন্তোষার্থে কৃত্রিম যুদ্ধ করিয়া ইতস্ততঃ বেড়াইতে-
 ছিল । এই সমস্ত অবলোকন করিয়া জার্কসিসের হৃদয়
 আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল ; এবং তাঁহার হৃদয়,
 মুহূর্ত্তে এবং প্রতাপ প্রভৃতির গর্বে পরিপূর্ণ হইয়া

আসিল ; কিন্তু অবিলম্বেই তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরত বারিধারা বিগলিত হইতে দেখা গেল । তাঁহার পিতৃব্য আর্টাবেনস্ অশ্রুপাতের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন “ আমি এই ভাবিয়া ক্রন্দন করিতেছি যে, শত বৎসরের মধ্যে এই লক্ষ লক্ষ লোক দিগের কেহই জীবিত থাকিবেক না । ” কিন্তু বাস্তবিক তিনি যে স্বীয় দুৰাকাম্মা ও জিগীষাবৃত্তির বশীভূত হইয়া, এত লোককে, তাহাদের জন্মভূমি এবং পরিবারবর্গের নিকট হইতে বিদেশে মারিতে আনিয়াছেন, এই ভাবিয়া অশ্রুপাত করা উচিত ছিল ।

পর দিবস সূর্যোদয়কালে জার্কসিস্ এক স্বর্ণ পাত্র সূরা পূর্ণ করিয়া এবং তাহা সমুদ্রে ঢালিয়া দিয়া, “আমাকে রক্ষা করুন; আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন ;” বলিয়া সূর্য্যদেবের বন্দনা করিলেন ; এবং সম্রাটের আদেশানুসারে মাটি-নাখা দ্বারা সমস্ত সেতু আচ্ছাদিত করা হইলে, ধূপ ও ধূনার গন্ধে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইলে, জার্কসিস্ সেতুপথে হেলেন্সপন্ট্ পার হইতে আরম্ভ করিয়া, সৈন্যগণসমভিব্যাহারে, সেতুর দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া গমন করিতে লাগিলেন ; এবং ভারবাহী পশুগণ বামপার্শ্ব দিয়া পার হইতে লাগিল । সৈন্যদিগকে শীঘ্র শীঘ্র পার করিবার জন্য স্থানে-স্থানে বেত্রধারী পুরুষ নিযুক্ত ছিল, তথাপি, সৈন্যসংখ্যার আধিক্যবশতঃ ঐ তাবৎ সেনার সেতু পার হইতে সম্পূর্ণ সাত দিবস লাগিয়াছিল । যৎকালে

জার্ক্‌সিসের সৈন্যগণ থ্রেসের বিস্তৃত ক্ষেত্র দিয়া আথেন্সাত্তিমুখে গমন করে, তখন তাহারা উক্ত ক্ষেত্রের যাবতীয় নদীর জল খাইয়াই শুষ্ক করিয়াছিল । জার্ক্‌সিস্ থ্রেসের সেই বিস্তৃত ক্ষেত্রে, যাবতীয় সৈন্য গণনা করিবার মানস করিলেন ; পদাতিক সৈন্য-সংখ্যা অত্যন্ত অধিক থাকায়, গণনার জন্য জার্ক্‌সিস্কে যে নূতন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছিল ; তাহা এইঃ— প্রথমতঃ দশ সহস্র সৈন্য একত্র দণ্ডায়মান হইলে, তাহাদের চতুঃপার্শ্বে একটি গোলাকার রেখা অঙ্কিত করা হইল, এবং সেই রেখা অনুসারে কোমর পর্য্যন্ত উচ্চ করিয়া প্রান্তরময় এক প্রাচীর নির্মাণ করাইলেন । অনন্তর ঐ প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানের মধ্যে সৈন্যদিগকে প্রবেশ করাইয়া তাহা পরিপূর্ণ হইলে, এক অযুত করিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল ; এইরূপ গণনা করিয়া সর্বশুদ্ধ পদাতিক সৈন্য সংখ্যা সপ্তদশ লক্ষ হইল, এতদ্ভিন্ন এক লক্ষ তুরঙ্গম সৈন্য এবং পাঁচ লক্ষ পোত-সৈন্য ছিল ; এতদ্ভিন্ন অন্যান্য লোকও পূর্বোক্ত সংখ্যার সমান ছিল । অতএব জার্ক্‌সিস পাঁচ নিযুত সৈন্য লইয়া গ্রীস্‌দেশ আক্রমণ করিতে গমন করেন ; কিন্তু তখন সমস্ত গ্রীসে মোটে চারি নিযুত বৈ অধিবাসী ছিল না ।

গ্রীক্‌দিগের সমরসজ্জা ।

ইতি পূর্বে জার্ক্‌সিস্ গ্রীসে যে সমস্ত দূত পাঠাইয়াছিলেন, তাহার গ্রীসে প্রবিষ্ট হইবার পূর্বেই, সেই

সকল দূতের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাহাদের যুদ্ধ আখীনীয়, ফোমীয়, এবং বিয়োসিয়ার অন্তঃপাতী থ্রেটিয়া, এবং থেস্পী নামক ক্ষুদ্র নগরদ্বয়ের অধিবাসী ভিন্ন, প্রায় সমস্ত গ্রীস দেশ তদীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইতে স্বীকৃত হইয়াছে শুনিয়া, জার্কসিস্ থেসলির মধ্য দিয়া সৈন্য চালনা করত, অবশেষে থার্মোপাইলি নামক সংকীর্ণ গিরিবন্ধ্য সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, থেসলি হইতে বিয়োসিয়ায় প্রবিষ্ট হইবার যে একটীমাত্র পথ আছে, তাহাও আবার স্পার্টা-রাজ লিয়নিডাসের অধীনস্থ এক দল সেনা রুদ্ধ করিয়া বিবাদ করিতে প্রস্তুত আছে ।

আখীনীয় এবং স্পার্টীয়েরা জার্কসিসের ভয়ানক রণসজ্জা শ্রবণ করিয়া দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে গ্রীসের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া গ্রীসের অপরাপর প্রদেশের অধিবাসীদিগকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিল ; কিন্তু অধিকাংশ গ্রীকই স্বাধীনতা পরিহার পূর্বক জার্কসিসের বশীভূত হইতে অভিলাষ করিল ; এজন্য আখীনীয়েরা তাহাদের সে আশা পরিত্যাগ করিয়া যে প্রকারে হউক দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া দেবতাদিগের মত জানিবার জন্য ডেল্‌ফির দেবালয়ে লোক প্রেরণ করিল । তাহাতে দেবতার এই অস্ফুট আদেশ হইল যে, জুয়স্ অর্থাৎ দেবরাজ, শুদ্ধ আথেন্সের অধিদেবতা পেলস্-আথেনার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া নগর

রক্ষার্থ যে কাষ্ঠময় প্রাচীর প্রদান করিবেন, আখীনীয়েরা তাহা আশ্রয় করিয়া জীবন রক্ষা করিবেন। এখন, কাষ্ঠময় প্রাচীর এই শব্দের অর্থ কি, এই লইয়া নানাপ্রকার তর্ক উপস্থিত হইলে, কতকগুলি বুদ্ধ পুরুষ অনুমান করিলেন, পূর্বের দুর্গ একবার কন্টক বৃক্ষের রূতি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রক্ষা পাইয়াছিল ; বোধ হয়, দেবতারা তাহারই আশ্রয় লইতে আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য লোকেরা কাষ্ঠময় প্রাচীরের অর্থ বৃণ-তরীই স্পষ্ট স্থির করিয়া লোকদিগকে তদারোহণ পূর্বক দেশান্তরে পলায়ন করিবার পরামর্শ দিল। এইরূপ অনেকেই অনেক প্রকার অনুমান করিলে, তদানীন্তন মহাপুরুষদিগের মধ্যে সর্বপ্রধান থেমিষ্টক্লিস্, ঐ দৈববাণীর প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ করিয়া বলিলেন, কাষ্ঠময় প্রাচীর শব্দের অর্থ জাহাজই বটে ; কিন্তু দেবাদেশের অর্থ এই বুঝিতে হইবেক যে, যদি গ্রীকেরা জাহাজে আরোহণ করিয়া সালামিস্ দ্বীপ আশ্রয় করে, তবে তাহাদিগের বিনাশ নাই। এই উপদেশই সর্ববাদিসম্মত হইয়া গ্রাহ্য হইল ; এবং সকলে একত্র হইয়া এই পরামর্শ স্থির করিলেন যে, গ্রীকদিগকে নৌকায় আরোহণ পূর্বক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে হইবেক। এবিধায় যতদূর হইতে পারে, পোতনির্মাণের উদ্যোগ হইতে লাগিল।

জার্কিসিস্ থেসলি প্রবেশ করিতেছেন, এই

সংবাদ গ্রীকদিগের কর্ণগোচর হইলে, তাহারা সমস্ত গ্রীক রণতরী একত্রিত করিয়া যাত্রা করিল ; এবং থার্মপাইলি বস্ত্রের পুরোবর্তী ইয়ুবিয়া দ্বীপের উপকূল ভাগ আশ্রয় করিল ; এদিকে স্পার্টারাজ লিয়নিডাস্ প্রায় পাঁচ সহস্র সৈন্য লইয়া গিরিপথ রুদ্ধ করিবার মানসে অগ্রেই তথায় উপস্থিত ছিলেন। এই সকল সৈন্যের অধিকাংশই পিলপনীসীয় ছিল। এই সংকীর্ণ পথের এক দিকে পর্বত, অন্য দিকে সমুদ্র ; ইহার দীর্ঘতা প্রায় আড়াই ক্রোশ হইবেক, স্থানে স্থানে ইহার প্রশস্ত্য এত অল্প যে, আড়াইশ হাতের অধিক হইবেক না ; এজন্য তিনি বিবেচনা করিলেন, যে পর্যন্ত প্রভূত সৈন্য না আইসে, সে পর্যন্ত সৈন্য সংখ্যা অল্প হইলেও, সেই গিরিপথ রুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন। বিয়োশিয়ার অন্তঃপাতী ধীবস্ নগরবাসীরা গ্রীক জাতিসাধারণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, একারণ তাহাদিগকেও এই বিপদের অংশী করিবার মানস করিলেন, এবং তাহারা সম্মত হইয়া তাঁহার সহায়তায় প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদিগকে বস্ত্রের পুরাতন ভগ্নাবশিষ্ট প্রাচীর রক্ষায় নিয়োজিত করিলেন ; এই প্রাচীর পূর্বকালে থেসলিবাসীদিগের আক্রমণনিবারণার্থ থার্মপাইলির উত্তর প্রান্তে বিনির্মিত হইয়াছিল।

থার্মপাইলি।

জাক্লিস্ বস্ত্র সমীপে পৌঁছিয়া, যখন গ্রীকদিগের

অবস্থিতি ভূমি পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত অগ্রে একজন অশ্বারোহী পাঠাইলেন, তখন গ্রীকেরা প্রাচীরের বহির্ভাগে কেহ অস্ত্র মার্জন, কেহ কেশবিন্যাস, এবং কেহ বা ব্যায়ামশিক্ষা করিতেছিল। পারসীক তুরগসাদী তদ্রূপে সান্তিশয় বিষয়াপন্ন হইয়া প্রত্যাগমন পূর্বক যথাদৃষ্ট সংবাদ দিল ; জাক্কিস্ ডেমারেটস্কে ইহার মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, এতাবত তাহাদের অটল-প্রতিজ্ঞা প্রকাশ পাইতেছে ; অর্থাৎ তাহারা শেষ পর্য্যন্ত দেখিবেক ; জীবন থাকিতে রণাঙ্গন পরিত্যাগ করিবেক না। জাক্কিস্ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, তাহাদের প্রস্থানের আশায় চারি দিন অপেক্ষা করিয়া, যখন দেখিলেন, তাহারা নড়িল না, তখন তাহাদিগকে ধরিয়া আনিবার জন্য একদল সৈন্য পাঠাইলেন। ছকুম যত সহজে দেওয়া হইল, তাহা সম্পন্ন করা তত সহজ হইল না ; সমস্ত দিন যুদ্ধের পর পারসীক-আক্রমণকারীরা বিশ্রাম ক্ষতি সহ্য করিয়া ফিরিয়া আসিল। পরে অমরদল-নামক দশ সহস্র সৈন্য প্রেরিত হইয়া সম্মুখীন হইলে, গ্রীকেরা পলায়নচ্ছলে হটিয়া গিয়া তাহাদিগকে বস্ত্রের ভিতর আনিল, সেখানে স্থানের সঙ্কীর্ণতাবশতঃ অধিক লোকের একেবারে যুদ্ধ করিবার যো ছিল না, সুতরাং পারসীকদিগের অধিক সৈন্য থাকাতে কোন উপকারও দর্শিল না ; বরং গ্রীকেরা ফিরিয়া আক্রমণ পূর্বক অকাতরে হত্যা

করত তাহাদিগকে পরাস্ত করিলে, তাহারা পলায়ন করিল । জাক্লিস্ বক্ষকদিগকে পলায়নোত্তম দেখিয়া, ভয়ে সিংহাসন হইতে লাফাইয়া পড়িলেন । পরদিন পুনর্বার আক্রমণ করিলেন বটে, কিন্তু সে দিনও পরাস্ত হইলেন ; এবং বার পর নাই হতাশ ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন । এই সময়ে এফিয়লুটিস্ নামে স্বদেশদেষ্টা এক ব্যক্তি জাক্লিসের নিকটে আসিয়া তৎপক্ষ অবলম্বন পূর্বক, পর্বতের উপর দিয়া যে আর একটি পথ আছে, ঐ পথ দ্বারা এক দল পারসীক সৈন্য লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলে, অমরদল-নামক সৈন্যদিগের উপর এই কার্যের ভারপণ হইল ; এবং তাহারা সন্ধ্যার সময় ঐ স্বদেশদেষ্টা নরাধমের সহিত যাত্রা করিল ।

পরদিন প্রাতঃকালে বিপক্ষদলের অজ্ঞাতে পারসীক সৈন্য বহুমুখের উপরিস্থ গিরিশিখরে পঁহুছিল । এপর্যন্ত গ্রীকেরা তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই ; কিন্তু ঐ পর্বত তরুমণ্ডলীতে সমাচ্ছাদিত থাকায়, তদীয় অধিত্যকাগ্রদেশের ভূমি বিগলিত পর্ণরাশি দ্বারা আকীর্ণ ছিল ; এই নিমিত্ত পর্বতস্থ গ্রীকপক্ষীয় রক্ষী-পুরুষেরা গলিতপত্রের খড়্ মড়্ শব্দে শত্রুদিগের পদশব্দ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া অবিলম্বে অস্ত্র ধারণ করিল ; কিন্তু পারসীকেরা তাহাদের উপর অনবরত শরষবণ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহারা পলায়ন করিল ; এবং আক্রমণকারীরাও

তাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া দ্রুতবেগে পর্বত হইতে নামিতে লাগিল। লিয়নিডাস্ ইতিপূর্বেই নরাধর্মের কার্য জানিতে পারিয়াছিলেন ; পরে যখন প্রাতঃকালে উল্লিখিত প্রহরীরা আসিয়া সংবাদ দিল যে, শত্রু সৈন্য পর্বত অতিক্রমপূর্বক নিকটবর্তী হইয়াছে ; তখন তিনি বিপক্ষ সেনার গতিরোধের আশা পরিত্যাগ করিয়া, স্পার্টায়, থীবীয় ও থেম্পীয় সৈন্যদিগকে অধীনস্থ সৈন্য বর্গের মধ্যে বিশিষ্টরূপ রণকর্ম জ্ঞান করিয়া, এবং প্রাণান্তেও তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবেক না, ইহা নিশ্চয় জানিয়া তাহাদের সকলকেই তথায় উপস্থিত থাকিয়া যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। এবং অন্যান্য মিত্রসৈন্যদিগকে এই অভিপ্রায়ে বিদায় করিলেন যে, তাহারা অন্তঃ-পর দেশ রক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে সমর্থ হইবেক।

প্রাতঃকালে জাক্সিস্ গ্রীকদিগকে পুনরাক্রমণ করিবার নিমিত্ত সৈন্য পাঠাইলে, গ্রীকেরা শরীরের মমতা পরিত্যাগ করিয়া অকুতোভয়ে বহু মধ্য হইতে তাহাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল ; এবং এমন মরিয়া হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল যে, পারসীক সৈন্যদিগকে রণাভিমুখে রাখিবার নিমিত্ত প্রহার পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই নিহত হইল, এবং সেই সঙ্গে রাজার দুই পিতৃব্য ও দুই সহোদরও মরিলেন। পরিশেষে যখন লিয়নিডাসও পড়িলেন, তখন গ্রীকেরা, আপনাদের অস্ত্র

শত্রু বিকল দেখিয়া, বস্ত্রের ভিতর ফিরিয়া আসিল, এবং একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর আশ্রয় লইয়া বতকল স্পার্টার এক প্রাণীও জীবিত থাকিল, ততকণ যিশুর বশ্যতা স্বীকার করিল না ।

জার্কিস স্বহস্তে লিয়নিডাসের শিরশ্ছেদন করিয়া তদীয় কবচ যুদ্ধাইয়া রাখিলেন । গ্রীসদেশ, শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইলে একটি মার্কলের-সিংহ লিয়নিডাসের উদ্দেশে সেই ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর সংস্থাপন করা হইয়াছিল, এবং চিরস্মরণার্থ তাহার সঙ্গীগণের ও কীর্তিস্তম্ভ নামাঙ্কিত করিয়া রাখা হইয়াছিল ।

যে দুরাত্মা পারসীক্ দিগকে পথ দেখাইয়া দেয় তাহার মুণ্ড-আনয়ন-কর্তার পুরস্কার হইবেক, এই ঘোষণা প্রচার করা হইল । কিন্তু সে পামর কয়েক বৎসর পরে যখন কারণাত্তরে নিহত হইল, তখন সেই বধ-কর্তাকে উল্লিখিত পুরস্কার দেওয়া হইল ।

ডেল্ফি-আক্রমণ ।

ইয়ুবিসার উপকূলে পারসীক্ রণ-তরী না আসিতে পায়, এই উদ্দেশে যে সকল গ্রীক-সৈন্য নিযুক্ত ছিল, তাহারা, লীয়নিডাস ও তদীয় অশুচর বর্গের নিধন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে পলায়নের উদ্যম করিল । তাহাদের প্রস্থানের পূর্বে থেমিষ্টক্লিস্ ভিন্ন ভিন্ন বন্দরে গমন করিয়া, যে সকল আইয়োনীয়াবাসী লোক, পারসীক্-রণপোতে

কর্ম করিত, তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্বক প্রস্তরফলকে এই কথা লিখিয়া আসিয়াছিলেন “যে তোমরা পারসীকদিগের দাসত্ব স্বীকার করিয়া স্বজাতির অপমান করত নিতান্ত নরাধমের কর্ম করিতেছে, যদি তোমরা সাহায্য করিতেই না পার, অন্ততঃ এই লজ্জাকর দাসত্ব অবলম্বন পূর্বক জাতিশত্রু পারসীকদিগের সাহায্য হইতে বিরত হও।” তাহার একপ করিবার এই তাৎপর্য ছিল যে, যদি তাহারাও না আইসে, অন্ততঃ জার্লিস ও তাহাদের উপর সন্ধিহান হইবেক।

একণে পথ নিষ্কণ্টক পাইয়া জার্লিস অবাধে সৈন্য গ্রীসের মধ্য দিয়া চলিলেন, এবং বিয়োশিয়ায় পঁছছিয়া, ডেল্ফির পরমসমৃদ্ধ দেবমঠ আক্রমণ ও বিলুপ্তন করিবার নিমিত্ত এক দল সৈন্য পাঠাইলেন। তদ্রূপ লোকেরা শত্রুর আগমনে ভীত হইয়া দেবতার নিকট জিজ্ঞাসা করিল যে, দেবালয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য কোথায় রাখা যাইবেক, মাটিতে পুঁতিয়া রাখা যাইবেক, কি স্থানান্তরিত করা যাইবেক? আপনো দেব কহিলেন “আমি আপনার ধন আপনিই রক্ষা করিব তোমাদের কোন চিন্তা নাই।” অন্তএব তাহারা আপনাদের পরিবারবর্গকে পিলপনীসীদিগের নিকট পাঠাইয়া দিল; এবং নগরমধ্যে ঘাট্জনমাত্র লোক রাখিয়া সকলে পার্নেসস পর্বতের বৃহত্তর এক কন্দরে লুক্কায়িত হইল। পারসীকেরা প্রায় মঠের নিকট পঁছছিয়াছে, এমন সময়ে, সহসা ঝড়,

বৃষ্টি, বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ হইতে লাগিল, পার্ণেসসের শিখর দেশ হইতে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ভাঙ্গিয়া পাড়িতে লাগিল, এবং মঠের অভ্যন্তর হইতে যেন যোদ্ধা-দিগের জয়সূচকধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল । কতকগুলি আক্রমণকারী প্রস্তরখণ্ড নিষ্পিষ্ট হইয়া মরিল, এবং কতক বা ডেলফীয়দিগের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল ; এবং যাহারা রক্ষা পাইল তাহারা স্বদলে মিলিত হইয়া বলিল যে, “ যাহারা আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে দুইজন মহাকায় বীরপুরুষ ছিলেন ; যাহাদিগকে ডেলফিবাসীরাও তাহাদের রক্ষকস্বরূপ প্রধান বীর বলিয়া বর্ণন করিয়াছে । ”

আথেন্স গ্রহণ ।

জার্ক্সিস্ বিয়োশিয়ার মধ্য দিয়া আথেন্সাত্তিমুখে গমন কালে তত্রত্য থেম্পি ও প্লেটিয়া-নগর অগ্নিসং করিয়া আথেন্সে উপস্থিত হইলেন ; এবং নগর শূন্যপ্রায় দেখিলেন । অধিবাসীগণ থেমিষ্ট্ ক্রিসের পরামর্শে ইতিপূর্বেই নগর পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিয়া-ছিল । থেমিষ্ট্ ক্রিস্ আপন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত এই কিংবদন্তী প্রচার করিয়াছিলেন যে, পেলস্-আথে-নার মন্দিরে যে মহাকায় নাগরাজ ছিলেন, তিনি অস্ত-হিত হইয়াছেন ; এইটী দেবীর নগর পরিহারের একটি প্রমাণ স্বরূপ । আরো এই নিয়ম প্রচারিত করিয়াছিলেন

বে, সকলকেই আপন আপন পরিবারবর্গের রক্ষার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবেক; এবং সকলকেই পোতে আরোহণ করিতে হইবেক। মিল্টাইডিসের পুত্র সাইমন সর্ব প্রথম এই যুক্তির অনুবর্তন করেন; তিনি কতিপয় সমবয়স্ক ও সমান মর্যাদাপন্ন যুবক সমভিব্যাহারে দারুদুর্গে গমনপূর্বক তথায় যে সকল ঢাল ছিল তন্মধ্য হইতে একখানি গ্রহণপূর্বক দেবীর বন্দনা করিয়া জাহাজে উঠিলেন। আথীনীয়দিগের কেহ কেহ আপন আপন পরিবারদিগকে সালামিস-দ্বীপে পাঠাইয়া দিল, কেহ বা পিল-পনীসসের উপকূলে প্রেরণ করিল। ফলতঃ তৎতৎ স্থানের অধিবাসীগণ তাহাদের উপর ষারপর নাই সদয় ব্যবহার করিয়াছিল, এমন কি সন্তানদিগের শিক্ষার্থে অধ্যাপক পর্য্যন্ত নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিল; এবং তাহাদিগকে যথেষ্ট ফল মূল আহরণ করিয়া থাইতে দিয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, একটা প্রভু-ভক্ত কুকুর আপন প্রভুর জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে মাত্রার দিয়া সালামিস-দ্বীপ পর্য্যন্ত গিয়া তীরে উঠিয়াই মরিয়া গেল।

কেবল কতিপয় মূঢ়মতি দারুদুর্গকে দৈববাণী নির্দিষ্ট স্থান ভাবিয়া তথায় রহিল। কিন্তু তাহারা পারসীকদিগকে নিবারণ করিতে পারিল না। সুতরাং পারসীকেরা দুর্গ অধিকারপূর্বক তাহাদিগকে নষ্ট করিয়া নগর দখল করিয়া চলিয়া গেল।

সালামিসের যুদ্ধ।

সমস্ত গ্রীকরণতরী সালামিসের উপকূলে থাকিয়া আথেন্সের দুরবস্থা নিরীক্ষণ করিল। অতঃপর কি করা উচিত, তাহা স্থির করিবার জন্য যে সভা হইল, তাহাতে আখীনীয় প্রধান সেনাপতি থেমিষ্টক্লিস্ এই পরামর্শ দিলেন যে, সালামিসের সংকীর্ণ সমুদ্রে থাকিয়া যুদ্ধ দিতে হইবেক, তাহা হইলে পারসীকদিগের অধিক সৈন্যবল কোন কার্যকারক হইবেক না। কিন্তু স্পার্টীয়সেনাপতির। পদাতি সৈন্যের সাহায্য পাইবার সুবিধা দেখাইয়া তথা হইতে করিন্থ-যোজকের নিকটবর্তী সমুদ্রে যাইয়া যুদ্ধ দিবার মত ব্যক্ত করিলে, পর দিবস যোজকের সমীপবর্তী সাগরে রণতরী লইয়া গমন করাই সভার শেষ সিদ্ধান্ত হইল। কিন্তু ইহাতে যে অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা ছিল, তাহা থেমিষ্টক্লিসের এক জন বন্ধু তাঁহার মনে পড়াইয়া দিলে, তিনি পুনর্বার স্পার্টার প্রধান সেনানায়ক ইউরিবাইডিসের নিকট যাইয়া, তাঁহাকে এই বিষয়ের জন্য আর একটি সভা বসাইতে অনুরোধ করিলেন। সভাবসিলে পর থেমিষ্টক্লিস্ সভাপতি আরিষ্টাইডিসের অপেক্ষা না করিয়াই স্বয়ং অভিপ্রেত বিষয়ের প্রস্তাব দ্বারা সভ্যগণকে স্বমতে আনিবার নিমিত্ত, বিশেষ যত্ন করিলে, কোন সভ্য কহিলেন “ থেমিষ্টক্লিস্ ! যাহারা সময় না হইতেই খেলায় উঠে, চাবুক খাইয়াই তাহাদের প্রাণ বাহির হয় ”। এই কথা শুনিয়া তিনি

উত্তর করিলেন, “ হাঁ সত্য বটে, কিন্তু যাহারা সময় হইলেও না উঠে, তাহাদের কপালেও কখন মুকুট ঘটে না। ” এই কথা শুনিয়া ইউরিবাইডিস্ যষ্টি-প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু থেমিষ্টক্লিস্, নিজের কোন উপকার অপেক্ষা দেশের উপকার গুরুতর ভাবিয়া এই বলিয়া চোঁচাইয়া উঠিলেন, “ মারুন, কিন্তু আমার কথায় একবার কর্ণপাত করুন ” এই বলিয়া তিনি যে বক্তৃতা করিলেন তাহাতে, তথা হইতে পলাইয়া যাওয়া যে কতদূর মূঢ়তার কাজ, এবং সালামিসস্থ পরিবারদিগকে পরিত্যাগপূর্বক শত্রুহস্তে নিষ্কিপ্ত করা যে কতদূর নিষ্ঠুরতা, তাহা বর্ণন করিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন, এইরূপ যুক্তি দেখাইয়াও আপন ইচ্ছা সফল হইল না, তখন তিনি কহিলেন, যদি তাঁহারা এখানে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে না চাহেন ; তবে আথানীয়েরা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্বক সপরিবারে ইটালি গমন করিবেন। এইরূপ ভয়-প্রদর্শনে থেমিষ্টক্লিসের অভীষ্ট সিদ্ধি হইল ; সালামিসে থাকিয়া পর দিন যুদ্ধ করাই স্থির হইল।

এই সময় জার্ক্লিস্ স্বীয় রণপোতের অধ্যক্ষদিগকে ডাকাইয়া যে সভা করিলেন, তাহাতে সকলেই যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, কেরিয়ার অধীশ্বরী আর্টিমীসিয়া, যিনি পারসীক রাজের সাহায্যার্থ স্বয়ং সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া আসিয়াছিলেন, এই পরামর্শ দিলেন যে, “ হঠাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া পদাতিক

সৈন্যদিগকে পিলপনীসমে পাঠাইয়া দিলে খাদ্যের অভাবে গ্রীক-রণতরী সকল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবেক, তাহা হইলেই আমাদিগকে আর জলযুদ্ধে পরাস্ত হইতে হইবেক না ।” জাক্সিস্ তাঁহার এই পরামর্শ শুনিয়া তদীয় বুদ্ধি ও সাহসের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন । কিন্তু তদীয় পরামর্শের অনুবর্তন করিতে পারিলেন না, তাঁহাকে বলবৎ পক্ষের মতেই চলিতে হইল । পরে পারসীক-রণপোত সকল যুদ্ধার্থ সালামিসে যাত্রা করিল, কিন্তু রাত্রি উপস্থিত হওয়াতে সে দিন যুদ্ধ বন্ধ রহিল ।

এই-রাত্রে গ্রীকেরা, কতকগুলি পারসীক-সৈন্য যোজকাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে শুনিয়া, উদ্যোগ করিতে লাগিল । ইহা দেখিয়া থেমিষ্টক্লিস্ অতঃপর যুদ্ধে বিলম্ব হইলে সব নষ্ট হয়, দেখিয়া পারসীক-শিবিরে এক জন বিশ্বাসী 'ভৃত্যকে পাঠাইলেন, এবং বক্তব্য কথা বলিয়া দিলেন । সে তথায় গিয়া বলিল, “গ্রীকেরা যুদ্ধার্থ সমজ্জ হইতেছে, এই সময় সহসা আক্রমণ করিলে অনায়াসে আপনাদের জয়লাভ হইবেক । এই কথা বলিবার নিমিত্ত আপনাদের গুপ্ত মিত্র কোন আখীনীয় সেনা-নায়ক আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন ।” থেমিষ্টক্লিসের এই কৌশল সিদ্ধ হইল । পারসীকেরা আর কোন আপত্তি না করিয়া অবিলম্বে আক্রমণে উদ্যত হইল, এবং কতকগুলি রণতরী সালামিস্ দ্বীপের চারি দিকে পাঠাইয়া

দিল যে গ্রীকেরা কোন দিক দিয়া পলাইতে না পারে।

এই সময়ে আথেন্স্ নগরে যে এক অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহার নাম নির্বাসন-বিধি। নগরের কোন অধিবাসী লোক বিশেষ প্রিয়পাত্র বা বিশেষ ক্রমাশালী হইয়া সাধারণের ইষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত করিতেছে, একপ বিবেচনা হইলে, তাঁহাকে সর্ব সমক্ষে আনিয়া বিচার করা হইত ; বিচারে ছয় সহস্র লোক একবাক্য হইলেই, তাঁহাকে দশ বৎসরের নিমিত্ত বাড়ী ঘর ছাড়িয়া নির্বাসনে যাইতে হইত। আরিষ্টাইডিস্ নামে দেশহিতৈষী পরম ধার্মিক ও সত্যপরায়ণ এক ব্যক্তি এইরূপে নির্বাসিত হন। থেমিষ্টক্লিস্ তাঁহার প্রতিদ্বন্দী ছিলেন, তিনি চাতুরী দ্বারা সমস্ত লোকদিগকে লওয়াইয়া তাঁহাকে নির্বাসনে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি নির্বাসিত হইয়া আথেন্সের সম্মুখবর্তী ইজাইনা দ্বীপে বাস করিতে ছিলেন। তিনি এখন পারসীকদিগকে সালামিস বেষ্ঠন করিতে দেখিয়া, (যাহারা তাঁহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল, মুহূর্তের নিমিত্ত ও তাহাদের সে নিষ্ঠুরতাস্মরণ না করিয়া,) অবিলম্বে এক খানি বোট চড়িয়া সালামিস্ দ্বীপে উপস্থিত হইলেন, এবং থেমিষ্টক্লিসের শিবিরে গিয়া তাঁহাকে বলিলেন, “শত্রুরা চারি দিক বন্ধ করিয়াছে, তাহাতে কোন দিক দিয়া পলাইবার যো নাই, অতএব যদি তোমরা এই সময় বলপূর্বক উহা-

দের মধ্য দিয়া অপক্রান্ত হইতে পার, তবেই বাঁচিবে, নতুবা আর কোন উপায় দেখি না।” থেমিষ্টক্লিসও তাহার প্রতি বিশ্বাস করিয়া গোপনে যাহা যাহা করিয়াছেন, সে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন, এবং আর আর সেনাপতিদিগের নিকট গিয়া স্বাভিপ্রায় জানাইতে অনুরোধ করিলেন যে, তাহারাও তাঁহাকে সেইরূপ বিশ্বাস করিবেক। তিনি সকলের নিকট যাইয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন, কিন্তু তথাপি তাহারা তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিল না। পরিশেষে যখন শত্রুশিবির হইতে এই সম্বাদ লইয়া একখানি নৌকা আসিল, তখন তাহাদের সে সন্দেহ ভঞ্জন হইল। ভোর হইতেছে দেখিয়া, থেমিষ্টক্লিস সকলকে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইতে আদেশ দিলেন, এবং সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া এমন এক ওজস্বি বক্তৃতা করিলেন যে, তাহাতে প্রাণ-সাহি হইয়া তাহারা পোতে আরোহণ করিলে, খৃঃ পূঃ ৪৮০ সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

জার্কিস্ যুদ্ধ দেখিবার নিমিত্ত সালামিসের সম্মুখবর্তী এক পর্বতের উপর অধিষ্ঠান করিলেন, এবং পারিষদেরা যুদ্ধ বৃত্তান্ত লিখিবার জন্য তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইল। উভয় পক্ষেরই নৌসেনা যুদ্ধার্থ প্রণীবদ্ধ হইল। পারসীক্ রণ-তরী সহস্র সংখ্যক, এবং গ্রীকদিগের চারিশত অপেক্ষাও কম হইল। এবং উক্ত চারিশতের মধ্যে আথীনীয়েরা প্রায় দুইশত সরবরাহ করিয়াছিল। গ্রীকেরা আক্রমণ করিতে

ইতস্ততঃ করত কিছুকাল দাঁড়ের উপর শয়ন করিলে-
 পর একটি স্ত্রীমূর্তি সহসা আবিভূত হইয়া “ওহে
 কাপুরুষগণ ! আর কতক্ষণ নিদ্রা যাইবে ? ” এই কথা
 একপা উচ্চঃস্বরে বলিল যে, রণতরী সম্পর্কীয় সমস্ত
 লোকেই তাহা শুনিতে পাইল ; এবং একখানি আখী-
 নীয় রণপোত বেগে আসিয়া শত্রুদিগের একখানির
 উপর আক্রমণ করিলে, ক্রমশঃ দেখাদেখি উভয়
 পক্ষীয় সকলেই রণে মত্ত হইল। কিন্তু ঐ স্থানের
 সাগর অতি সঙ্কীর্ণ থাকায় পারসীকদিগের আক্র-
 মণের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিলে অল্পকাল মধ্যেই
 তাহারা হতজ্ঞান হইয়া পড়িল ; এবং তাহাদের
 অনেক রণতরী নষ্ট হইল। একখানি আখীনীয় রণ-
 পোত আর্টিমিসিয়ার প্রতি ধাবমান হইলে, তিনি
 পরিত্রাণের কোন উপায় না দেখিয়া, স্বপক্ষের এক-
 খানি জাহাজ আক্রমণ করিয়া বারিসাৎ করিলেন।
 এই দেখিয়া আখীনীয় সেনাপতি তাঁহাকে আপনাদের
 মিত্র ভাবিয়া আক্রমণোদ্দেশ্যে পরিত্যাগ করিলেন।

জার্কিস্ এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া, রাজ্যী
 শত্রু পক্ষের জাহাজ জলসাৎ করিলেন ভাবিয়া, বলি-
 লেন “পুরুষেরা মেয়ে এবং মেয়েরা পুরুষ।” এদিকে
 পারসীকদিগের সমস্ত রণ-তরী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত
 হইয়া চারিদিকে পলাইতে লাগিল ; এবং সন্ধ্যা
 পর্য্যন্ত এইরূপ সংগ্রাম চলিয়া পরিশেষে শান্ত
 হইল। এই যুদ্ধে সমুদায়ে গ্রীকদিগের চল্লিশখানি

মাত্র রণতরী বিনষ্ট হইল ; কিন্তু পারসীকদিগের, যাহা অধিকার করিয়া আনা হয়, তাহা ব্যতিরেকে প্রায় দুইশত জনমগ্ন হইয়াছিল ।

জার্কিসিসের পলায়ন ।

জার্কিস্ অতঃপর আর জলযুদ্ধে সাহস করিতে না পারায়, মার্ডোনিয়স্ তাহাকে পরামর্শ দিলেন, “হয় একেবারে পিলপনীস্দিগকে আক্রমণ করুন, না হয় আমাকে তিন লক্ষ সৈন্য দিয়া গৃহে প্রতিগমন করুন ; আমি পণ করিতেছি, সৈন্য লইয়া সমস্ত গ্রীস্ সম্পূর্ণ জয় করিয়া যাইব ।” রাজা এই যুক্তিটি শুনিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং আর্টিমীসিয়াও তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন ; এবং থেমিষ্টক্লিসের নিকট হইতে গুপ্তভাবে এক দূত আসিয়া ভয় প্রদর্শন পূর্বক রাজাকে আরো দৃঢ় করিয়া গেল । সালামিস্ জয় লাভের পর, থেমিষ্টক্লিস্ সমস্ত গ্রীক-সেনাপতি-দিগের নিকট, হেলেন্পন্টে গিয়া তথাকার সেতু উৎপাটন দ্বারা জার্কিসের পলায়নের পথ খণ্ডন করিবার প্রস্তাব করিলেন ; কিন্তু ইয়ুরিবাইডিস্ তাহা অগ্রাহ্য করিলে, থেমিষ্টক্লিস্ আপনার বিশ্বাসী দূত দিয়া জার্কিস্কে বলিয়া পাঠাইলেন যে, “গ্রীকেরা হেলেন্পন্টের সেতু ভাঙ্গিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়া-ছিলেন, কেবল আমি তাহাদিগকে সে মতলব হইতে দ্বাণ্ড করিয়াছি ।”

পলায়নকালে পারসীকেরা ভয়ানক ক্লেশ পাইয়া-
 ছিল ; পীড়া এবং দুর্ভিক্ষে তাহাদের বিলক্ষণ ক্ষতি
 হইয়াছিল। তুণ এবং গাছের পাতা খাইয়া তাহা-
 দিগকে প্রাণ ধারণ করিতে হইয়াছিল ; এবং এত
 লোক মরিয়াছিল যে, যে দেশ দিয়া তাহারা গমন
 করিয়াছিল, সেই দেশ মৃত দেহে আচ্ছন্ন হইয়াছিল।
 হেলেন্সপন্ট পঁছছিয়া দেখিল, বড় ও তরঙ্গ বেগে
 সেতু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সালামিসে যে সকল জাহাজ
 রক্ষা পাইয়াছিল, তদ্বারা জার্কিস্ এখন মৃত্যুবশিষ্ট
 সৈন্য লইয়া আশিয়ার উপকূলে পঁছছিলেন। জার্কিস্
 সার্ডিস নগরে শীত-কাল অতিবাহিত করিয়া বসন্তের
 প্রারম্ভে সূমা যাত্রা করিলেন। তিনি অতঃপর স্বয়ং
 কোন যুদ্ধে অধ্যক্ষতা করিবার বাসনা একেবারে দূর
 করিলেন ; প্রাচ্য ভূমিপালদিগের চিরাভ্যস্ত পদ্ধতি-
 ক্রমে জীবনান্তিপাত করিতে লাগিলেন, এবং কিছুকাল-
 পরে স্বীয় এক কর্মচারীর হস্তে নিহত হইলেন।

খ্রীস্টদেশের ঘটনা।

পারসীকদিগের রণপোত সকল প্রস্থান করিলে,
 গ্রীকেরা, (মেরাথন্-যুদ্ধের পর, যেমন সম্মিহিত দ্বীপ
 সমূহের অধিবাসীদিগের নিকট টাকার দাবী করিয়া-
 ছিল) পুনর্বার তাহাদের উপর সেইরূপ করিবার মানস
 করিল। থেমিষ্টক্লিস্ আগ্রা দ্বীপে গিয়া তত্রত্য
 অধিবাসীদিগের নিকট বলিলেন, আথীনীয়েরা দুইটি

দেবী সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন, অতএব তোমাদিগকে অবশ্যই টাকা দিতে হইবেক। ইহা শুনিয়া তাহারা উত্তর করিল, আমাদের এখানেও দুইটি দেবী আছেন, তাঁহারা কখন এদ্বীপ ছাড়িয়া অন্যত্র যান না, সুতরাং আমরা টাকা দিতে পারিব না। ইহা শুনিয়া গ্রীকেরা তাহাদের নগর বেষ্ঠন করিলে, সে বেষ্ঠনের কোন ফল দর্শিল না। নিকটবর্তী অন্যান্য দ্বীপের লোকেরা গোপনে থেমিষ্টক্লিসের নিকট টাকা পাঠাইয়া নিষ্কতি পাইল। অনন্তর গ্রীকেরা সালামিসে ফিরিয়া আসিল।

মার্ভেলনিস্ সসৈন্যে থেমলিতে শীতকাল অতি-পাতিত করিয়া বসন্তের প্রারম্ভে যুদ্ধার্থে সসজ্জ হইলেন। তিনি প্রথমতঃ আথীনীয়দিগকে স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া, মেসিডোনীয়-রাজ আলেক্-জাণ্ডরকে এই বলিয়া তথায় পাঠাইলেন; যদি তাঁহারা তাঁহার সহিত মৈত্রী করেন, তবে তিনি তাঁহাদের সমস্ত রাজ্য ও স্বাধীনতা প্রত্যর্পণ করিবেন, এবং সমস্ত দেব-মঠ পুনর্ব্বার নির্মাণ করিয়া দিবেন। আলেক্জাণ্ডর তাহাদিগকে এই প্রস্তাবে সম্মত করাইবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। এদিকে স্পার্টীয়েরা তাহাদিগকে বিনয় বচনে কহিল, “তোমরা কদাচ সাধারণ পক্ষ পরিত্যাগ করিও না; আমরা তোমাদের পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ করিব; এবং প্রাণপণে তোমাদের উপকার করিতে ক্রটি

করিব না । ” এতাবৎ শ্রবণ করিয়া আর্থীনীয়ানেরা যে উত্তর করিল, তাহাতে তাহাদের বিলক্ষণ উদার-শয়তা ও মহত্ব প্রকাশ পাইল । তাহারা আলেক-জাণ্ড্রকে বলিল “ যাহারা আমাদের দেবালয় ও বাসস্থান দক্ষ করিয়াছে, যতকাল সূর্য্যদেব আপন গতির অনুবর্তন করিবেন, ততকাল তাহাদের সহিত মিত্রতা করিব না । হে লেসিডিমোনীয় দূতগণ । তোমরা আর্থীনীয়দিগের স্বভাব জান না বলিয়াই তাহাদিগকে, সাধারণ পক্ষ ছাড়িবেক বলিয়া মনে করিয়াছ । তোমরা আমাদের পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের কথা ছাড়িয়া দিয়া, শুদ্ধ আটিকার সীমা রক্ষার জন্য অবশ্য অবশ্য বিয়োশিয়ায় একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিবে । ” স্পার্টার দূত তাহাতেই সম্মত হইয়া চলিয়া গেল ; কিন্তু গৃহে বাইয়াই তাহা বিস্মৃত হইল ।

অধুনা মার্টোনিয়স্ সসৈন্যে থার্মপাইলি অতিক্রম করিয়া বিয়োশিয়ায় প্রবিষ্ট হইলে, ঐ দেশের ক্ষেত্র বিলক্ষণ বিস্তৃত থাকায়, তাঁহার অশ্ব-সৈন্যদিগের পক্ষে অনুকূল হইবেক বলিয়া, থীবীরেরা তাঁহাকে তথায় ছাউনি করিতে পরামর্শ দিল । কিন্তু তিনি তথায় না থাকিয়া সন্তত আটিকায় গমন করিলেন ; এবং আথেন্সে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নগর পূর্বের মত শূন্যপ্রায় পড়িয়া আছে ; অধিবাসীগণ সাল্য-মিসে প্রস্থান করিয়াছে । তিনি পূর্বোক্ত পণে মৈত্রী করিবার জন্য প্রস্তাব করিলে, সেনেটসভার অধ্যক্ষ

উক্ত পণে মৈত্রী করণের ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন ; তদ্রূপে অন্যান্য অধ্যক্ষগণ ও অধিবাসীরা তজ্জন্য তাঁহাকে পাথর চাপাইয়া মারিয়া ফেলিলেন ; এবং স্ত্রীলোকেরাও তাঁহার তপস্বিনী ভাৰ্য্যা ও সন্তানদিগকে সেই পথে পাঠাইল। তখন মার্ডোনিয়স্ ক্রুদ্ধ হইয়া, আথেন্স্ নগরের অবশিষ্ট যে দুই একটি ভাল দেবালয় ছিল, তাহাও পোড়াইয়া দিলেন।

পারসীকদিগকে সম্মিহিতপ্রায় শুনিয়া, এবং স্পার্টীয়দিগের সাহায্যার্থে সৈন্য পাঠাইবার বিলম্ব দেখিয়া, আথেন্স্ বাসীরা স্পার্টায় দূত পাঠাইয়া দিল, এবং তথায় যাইয়া যেকূপ বলিতে হইবেক, তাহাও বলিয়া দিল। দূতেরা স্পার্টায় পৌঁছিয়া দেখিল, স্পার্টাবাসীরা নিশ্চিন্ত হইয়া কোন ধর্ম্ম-মহোৎসবে মত্ত হইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছে। অধিকন্তু স্পার্টাবাসীরা আপনাদের মঙ্গলের জন্য করিৎ-যোজকের উপর এক প্রাচীর নির্মাণে ব্যাপৃত ছিল, একারণ তাহারা আজ কাল করিয়া দূতদিগের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া প্রাচীর নির্মাণে তৎপর রহিল। দশম দিবসে কোন স্পার্টীয় বিজ্ঞ পুরুষ তাহাদিগকে বলিলেন যে, “যদি তোমরা আথীনীয়দিগের সাহায্য না কর, আর আথীনীয়েরা যদি তন্নিবন্ধন পারসীকদিগের সহিত মিলিত হয়, তবে তোমাদের প্রাচীর নির্মাণ কোন কাৰ্য্যেই আসিবেক না।” ইহা শুনিয়া স্পার্টীয়েরা প্রাচীর নির্মাণে বিরত হইল ; এবং আথীনীয় দূত-

দিগের অগোচরে সেই রাত্রেই পাঁচ সহস্র সৈন্য পাঠাইয়া দিল। পর দিবস প্রাতঃকালে আখীনীয় দূতেরা তদ্রূপ প্রধান শান্তিরক্ষক দিগের নিকট যাইয়া কহিল “স্পার্টীয়েরা অগ্রে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, এখন যদি সাহায্যদানে একেবারে পরাঙ্মুখ হয় ; তবে আমরা এখনি চলিয়া যাইয়া সংবাদ দিব। সংবাদ পাইবামাত্র আখীনীয়েরা পারসীক নরপতির সহিত মিলিত হইবেক।” দূতদিগের এই কথা শুনিয়া স্পার্টীয়েরা কহিল, “আমরা ইতিপূর্বেই একদল সৈন্য তাঁহাদের সাহায্যার্থ আর্কেডিয়ায় প্রেরণ করিয়াছি ; বোধ হয় এতদিন তাহারা তথায় পৌঁছিয়া থাকিবেক।” কলতঃ এই কথা সত্য বলিয়া প্রথমতঃ দূতদিগের বিশ্বাস হইল না। পরে যখন আর পাঁচ সহস্র সৈন্য তাহাদিগের সহিত দিল, তখন তাহারা পূর্বোক্ত সৈন্য-প্রেরণও সত্যজ্ঞান করত আফ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া স্পার্টা হইতে যাত্রা করিল।

শ্বেটিয়ার যুদ্ধ।

স্পার্টীয়েরা অগ্রসর হইতেছে শুনিয়া, মার্টোনিয়স স্বীয় সৈন্যগণকে ফিরাইয়া বিয়োনিয়ায় চলিয়া গেলেন, এবং আসেপস্ নদীর তীরে দারুময় প্রাচীর নির্মাণ-পূর্বক তন্মধ্যে ছাউনি করিয়া রহিলেন। এ দিকে স্পার্টীয়েরা আখীনীয় ও অন্যান্য স্বদেশপ্রিয় গ্রীক-দিগের সহিত মিলিত হইয়া সীতারন পর্বতের পাদ-

দেশে অবস্থিতি করিল। সমুদায়ে তাহাদের ~~আশ্রয়~~ এক লক্ষ সৈন্য ছিল ; কিন্তু পারসীক সৈন্য ইহার ~~কিন~~ ~~ও~~ অধিক ছিল। পারসীক অশ্ব-সৈন্য কতকগুলি গ্রীক সৈন্যের উপর কয়েক বার আক্রমণ করিলে, এক বার পারসীক সেনাপতির ঘোড়া আহত হইয়া তাঁহাকে ফেলিয়া দিল ; এবং গ্রীকেরা তাঁহাকে মারিবার নিমিত্ত দৌড়িয়া আসিল ; কিন্তু তাঁহার গাত্রে সূদৃঢ় বর্ম্ম থাকায় গাত্রে আঘাত করিতে পারিল না ; পরিশেষে একজন তাঁহার চক্ষু এমন আঘাত করিল যে, সেই আঘাতেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল। অনন্তর তাহারা তাঁহার মৃত শরীর এক শকটে রাখিয়া, সমস্ত সৈন্যদিগকে দেখাইবার নিমিত্ত, সৈন্যরাজির সম্মুখ দিয়া লইয়া গেল। তিনি এক জন মর্যাদাপন্ন লোক ছিলেন ; এজন্য পারসীকেরা তাঁহার নিমিত্ত অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিল, এবং দেশের রীতি অনুসারে আপনাদের এবং ঘোটকদিগের কেশ কণ্ঠন করিল।

গ্রীকেরা তথায় জলকষ্ট দেখিয়া, সেই পর্ব্বতের পার্শ্বে পার্শ্বে গিয়া, প্লেটিয়ানগরের নিকট ছাউনি করিল। আট দিন কাল উভয় পক্ষেই চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু গ্রীকেরা পিলপনীসীয়দিগের নিকট হইতে লোকবল এবং খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হইতেছে শুনিয়া, মার্ডোনিয়স থীবীয়দিগের পরামর্শে, তাহাদের পশ্চা-
 ভাগস্থ সিধরন পর্ব্বতের পথ জয়যাত্রা করিবার

নিমিত্ত রাত্রিযোগে একদল অশ্বারোহী পাঠাইলেন ; এবং তথায় যাইয়া তাহারা বড় এক গাড়ি খাদ্যদ্রব্য আটক করিল। এইরূপে আরও দুই দিবস গত হইলে, মার্ডোনিয়স্ আর বিলম্ব সহিতে না পারিয়া, একেবারে যুদ্ধ দিতে মানস করিলেন; এবং কর্মচারীদিগকে ডাকাইয়া পরদিন প্রাতে যুদ্ধার্থ সৈন্যপ্রস্তুত রাখিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। রাত্রি উপস্থিত হইলে, আলেকজান্ডার আধীনীয় সেনানিবেশের বহির্ভাগে গমন করিয়া অধ্যক্ষদিগকে আহ্বানপূর্বক মার্ডোনিয়সের প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। আধীনীয়েরা পারসীক যুদ্ধ-প্রণালী জানিত, স্পার্টীয়েরা জানিত না ; একারণ স্পার্টীয় প্রধান সেনানায়ক পসেনিয়স্ আধীনীয়দিগকে স্পার্টীয়দিগের সহিত স্থান পরিবর্তন করিতে বলিলে, তাহারা সম্মত হইয়া পরস্পর স্থান পরিবর্তন করিল। কিন্তু প্রাতে খীবীয়েরা এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া মার্ডোনিয়স্কে সংবাদ দিলে, তিনিও পারসীকদিগের স্থান পরিবর্তন করাইলে, ঠিক পূর্বের মত পারসীক সৈন্য স্পার্টীয় সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। মার্ডোনিয়স্ দূত দ্বারা স্পার্টীয়দিগকে তাহাদের ভীকৃত্য বিষয়ে অতিশয় তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন ; এবং উভয় পক্ষের তুল্য-সংখ্যক সৈন্যের এক যুদ্ধ দ্বারা এই ঘোর সংগ্রামের নিষ্পত্তি করিতে চাহিলেন। কিন্তু যখন স্পার্টীয়েরা তাহাতে কিছুই উত্তর

হইতে আদেশ দিলেন । পারসীকেরা শর বর্ষণ করিয়া
 গ্রীকদিগের শরীর ক্ষত বিক্ষত করিল ; এবং যে সকল
 কূপ হইতে তাহারা জল লইত, সে সমস্ত বুজাইয়া
 ফেলিল । এজন্য গ্রীকেরা, অতিশয় জলকষ্ট হওয়াতে
 রাত্রে তথা হইতে ছাউনি উঠাইবার মানস করিয়া,
 তথা হইতে প্রস্থানপূর্বক প্লেটিয়া-নগরের সাংঘিধ্যে
 শিবির সংস্থাপন করিল । কিন্তু এক জন স্পার্টীয়-
 সেনানায়ক কিছুতেই বিপদের সম্মুখ ছাড়িয়া যাইতে
 চাহিলেন না ; পসেনিয়স তাঁহাকে লইয়া যাইবার
 নিমিত্ত যথোচিত চেষ্টা করিলে, তিনি কিছুতেই যাইতে
 সম্মত হইলেন না ।

এখন স্পার্টীয়েরা বাস্তবিক আসিতেছে কিনা, ইহা
 জানিবার নিমিত্ত আথীনীয়েরা একজন অশ্বারোহীকে
 পাঠাইয়া দিল । পসেনিয়স সেই অশ্বারোহীকে এই
 বলিলেন “আপনি তো সমস্তই দেখিলেন, সেনাপতি
 কিছুতেই যাইতে সম্মত নহেন ; অতএব আপনি শীঘ্র
 যাইয়া আথীনীয়দিগকে এখানে আসিতে বলুন ; কারণ
 আমরা এখানে অসহায় হইয়া পড়িয়াছি।” এইরূপ তর্ক
 করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া পড়িল, তখন
 পসেনিয়স আর থাকিতে না পারিয়া, বরাবর
 পর্বতের উপর দিয়া চলিলেন ; এবং আথীনীয়েরা
 নীচে দিয়া যাইতে লাগিল । পরিশেষে যখন সকলেই
 চলিয়া গেল, আপনি একাকী পড়িলেন ; তখন
 স্পার্টীয়-সেনাপতিও তাড়াতাড়ি তাহাদের অনুবর্তন

করিলেন । পারসীক সেনাপতি মার্ডোনিয়স, গ্রীক-
দিগের পলায়ন শুনিয়া, সহস্রপরিমিত রণকুশল
অশ্বারোহী সৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া শুক্রবর্ণ এক অশ্বে
আরোহণ পূর্বক, পারসীক তুরগসেনার আধিনায়ক
হইয়া, শত্রুদিগের অসরণে প্রবৃত্ত হইলেন ; এবং
সম্মুখে লেসিডিমোনীয়াদিগকে পাইয়া আক্রমণ
করিলেন ; এদিকে থীবস্-বাসীরা, এবং মার্ডোনিয়সের
পক্ষ অন্যান্য গ্রীকেরা আশে-স্বাসাদিগের সাহায্য
করিতে আসিবার পথ রুদ্ধ করিয়া থাকিল । লেসি-
ডিমোনীয়েরা যখন শত্রুদিগের বাণে অতিশয় পীড়িত
হইতে লাগিল, তখন পমোনয়স্ নিরুদ্বেগে-
দেবালয়ের প্রতি দৃষ্টিদান করিয়া, এই প্রার্থনা করি-
লেন ; “আপনার পরম ভক্ত গ্রীকেরা বিনষ্ট হইতেছে
দেখিয়া আপনি কখনই তাহা সহ্য করিবেন না ।” এই
উপাসনার পর গ্রীকেরা অকুতোভয়ে পারসীক
সৈন্যের অভিযুখে পড়িলে, ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত
হইল । মার্ডোনিয়স্ একজন স্পার্টারের হস্তে প্রাণ-
ত্যাগ করিলে, তাঁহার পার্শ্ববর্তী রক্ষকেরাও নিহত
হইল ; এবং সৈন্যের অবশিষ্টে ভাগ ছত্র ভঙ্গ হইয়া
স্বচ্ছাভারে পলায়ন করিল । পারসীক-সেনাপতিগণের
অন্যতম আর্টাবেজস্ সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে
দেখিয়া স্বাধিকারস্থ চল্লিশ সহস্র অশ্ব সৈন্য লইয়া
হেল্-স্পন্টের অভিযুখে যাত্রা করিলেন । লেসিডিমো-
নীয়েরা বিক্রত সৈন্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছাউনি পর্য্যন্ত

যাইয়া ; ঐ ছাউনি দারুময় প্রাচীরে বেষ্টিত থাকায়, কোন অনিষ্ট করিতে পারিল না ; অবশেষে অবশেষে কার্য্যে সুনিপুণ আখীনীয়েরা আসিয়া আক্রমণ পূর্ব্বক নির্দয়তার সহিত ছাউনিস্থ সকল লোককে বিনষ্ট করিল। আর্টাবেজসের মৈন্য বাদে তিন সহস্রের অনধিকমাত্র বাঁচিয়া আসিল। অপরিমিত লুণ্ঠিত ধন অধিকৃত হইলে, পসেনিয়স্ তাহার দশমাংশ ডেলফির দেবালয়ে পাঠাইয়া দিলেন ; বাকী যাহা থাকিল তাহা যাবতীয় যোদ্ধাদিগকে বন্টন করিয়া দিলেন। খীবীয়-দিগকে সমুচিত শান্তি দিবার আদেশ হইল ; এবং প্লেটীয়দিগকে স্বদেশের প্রতি ~~সম্মান~~ জয় যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া হইল। এই সংগ্রাম ২ঃ পূঃ (৪৭০) পর্য্যবসিত হইল।

মাইকেলের যুদ্ধ ।

যে দিন প্লেটীয়ার যুদ্ধ হয়, সেই দিবস আশিয়ায় উপকূলে গ্রীকেরা আর একটি জয়লাভ করে। পারসীক রণতরী সেমস্‌দ্বীপে ছিল, এবং গ্রীক নৌসেনা ডিলস দ্বীপের উপকূল আশ্রয় করিয়াছিল। সেমস্‌দ্বীপের অধিবাসীরা গ্রীক রণতরীর অধ্যক্ষ স্পাটীয় লিয়টিচাইডিস্‌কে সহায়তার জন্য আহ্বান করিলে, তিনি যাত্রা করিলেন। এদিকে পারসীকেরা লিয়টিচাইডিস্‌ আসিতেছেন, শুনিয়া সেমস্‌ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আশিয়ায় উপকূলবর্তী মাইকেল-নামক অন্ত-

দ্বীপে পলাইয়া আসিল ; তথায় যে ঘণ্টি "সহস্র পার-
সীক সৈন্য ছাউনি করিয়াছিল, তাহারা লিয়টিচাই-
ডিস্ পৌছিবার পূর্বেই ঐ সমস্ত রণতরী তীরে তুলিয়া,
তাহাদিগকে প্রস্তুত প্রাণীতে বেষ্টিত করিল ; এবং
সমস্ত সৈন্য অসম্বদ্ধিত করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রাখিল।
গ্রীকেরা উপস্থিত হইয়াই সমস্ত প্রস্তুত দেখিয়া
অতিশয় বিস্মিত হইল ; এবং শত্রুসৈন্য আক্রমণে কৃত-
সংকল্প হইয়া তীরে অবতরণপূর্বক দুইভাগে বিভক্ত
হইয়া বিপক্ষশিবিরামুখে ধাবমান হইল। আই-
য়োনীয়েরাও এই স্থানে ছিল, এজন্য তাহারাও গ্রীক-
দিগের সহায়তায় প্রবৃত্ত হইল। পারসীকেরা সাহ-
সিকতা প্রদর্শন পূর্বক কিছুকাল যুদ্ধ করিয়া ~~দুর্বল হইয়া~~
প্রায় সকলেই শত্রু হস্তে পতিত হইলে, গ্রীকেরা
তাহাদিগকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল ; পরে
শিবির জুঠন এবং রণতরী সকল দহন করিয়া সেমস্-
দ্বীপে প্রতিনিবৃত্ত হইল খৃঃ পূঃ (৪৭০)। অনন্তর
তাহারা হেলেন্সপন্টে আসিয়া সেপ্টেম্বর নগর অধিকার
করিল।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

থেমিষ্টক্লিসের কোশল ।

পারসীকেরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া গ্রীস্ হইতে
প্রতিনিবৃত্ত হইলে, গ্রীকেরা নিরাপদে বিধ্বস্ত নগরের
পুনঃসংস্কারে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু পরক্ৰী-কান্তর
স্পার্টীয়েরা আখীনীয়দিগের এতাদৃশ বল ও প্রভুতা
দর্শনে নিভান্ত অসহিষ্ণু হইয়া ; যাহাতে তাহাদের
নগর সংস্কারের বাধা জন্মে, তাহার চেষ্টায় প্রবৃত্ত
~~হইল ; এবং~~ সর্বসাধারণের মঙ্গলকামনাচ্ছলে আথে-
স্‌সের মহাসভায় এই বলিয়া আবেদন করিয়া পাঠা-
ইল যে, যাহাতে সর্বসাধারণের মঙ্গল হয়, একপ কার্য
প্রবৃত্ত হওয়াই কর্তব্য। যদি তাহারা আথেস্‌-নগর
প্রাচীর দিয়া পরিবেষ্টিত করেন, তবে নগরই নিরাপদ
হইতে পারিবেক ; কিন্তু যদি পারসীকেরা পুনর্ব্বার
গ্রীস্ আক্রমণ করিতে আইসে, তবে সমস্ত গ্রীকজাতির
সম্পূর্ণক্ষতি ও অনর্থাপাতের সম্ভাবনা হইবেক। অত-
এব যাহাতে সাধারণের অনিষ্ট হইতে পারে, একপ
কার্য্য প্রবৃত্ত হওয়া কদাচ উচিত হইতেছে না।

সূচতুর থেমিষ্টক্লিস্ স্পার্টীয়দিগের এই প্রস্তাবের
প্রকৃত অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, যে চাতুরী অবলম্বন
করিলেন, তাহা এইঃ—তিনি প্রথমতঃ, স্পার্টীয়দিগের

সেই প্রস্তাবের উত্তর, দূত দ্বারা পশ্চাৎ প্রেরণ করিতেছি বলিয়া, স্পার্টীয় দূতগণকে অগ্রে বিদায় করিয়া দিলেন । পরে স্বেচ্ছাপূর্বক স্বয়ং দৌত্যকার্যের ভার গ্রহণ করিয়া, রাত্রিদিব পরিশ্রম দ্বারা আথেন্স নগর প্রাচীর বেষ্টিত করিতে আদেশ করিয়া, একাকী স্পার্টীয়যাত্রা করিলেন ; এবং তদীয় সহকারী অন্যান্য দূতদিগকে প্রাচীর নির্মাণ সম্পূর্ণ হইলে স্পার্টা যাইতে বলিয়া গেলেন ।

কোনরূপে কালক্ষেপ করাই নাকি থেমিষ্টক্লিসের উদ্দেশ্য ছিল, এজন্য তিনি স্পার্টায় উপস্থিত হইয়া তত্রত্য কর্তৃপক্ষদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না ; অপরাপর দূতেরা আগিলে, সকলে ~~একত্রে হইয়া~~ সাক্ষাৎ করিবেন, এই কথা বলিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ দ্বারা কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন । ইতিমধ্যে স্পার্টায়েরা, আথেন্সের প্রাচীর সম্পূর্ণ প্রায় হইয়াছে, শুনিয়া, জিজ্ঞাসা করিলে, থেমিষ্টক্লিস্ সেই কিম্বদন্তী অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিলেন, যদি তাঁহার কথায় বিশ্বাস না হয় তবে, আথেন্সে লোক পাঠাইয়া ইহার তথ্য জানুন ; এই বলিয়া তাহাদিগকে ক্ষান্ত করিলেন ; এবং গুপ্তভাবে আথেন্সে লোক পাঠাইয়া আপনার উদ্ধারের উপায় স্বরূপ, স্পার্টীয় দূতদিগকে আটক করিয়া রাখিতে বলিয়া পাঠাইলেন । ইত্যবসরে প্রাচীর নির্মাণ প্রায় শেষ হইয়া আসিলে, থেমিষ্টক্লিসের সহকারী দূতেরা স্পার্টায়

পৌছিল । থেমিষ্টক্লিস্, তাহাদের মুখে প্রাচীর-
নির্মাণ সম্পন্ন হইয়াছে শুনিয়া, স্পার্টার কর্তৃপক্ষ-
দিগের নিকট গমনপূর্বক বলিলেন, আথেন্স নগর
প্রাচীরবেষ্টিত হইয়াছে ; এখন সমস্ত গ্রীসদেশের
পক্ষে যে কি সমধিক উপকার জনক, তাহা তাহারা
বিলক্ষণ বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে । লেমিডিমোনীয়েরা
তখন থেমিষ্টক্লিসের চাতুরী বুঝিতে পারিয়া হতজ্ঞান
হইল ; এবং উপায়বিহীন হইয়া আন্তরিক ক্রোধে
পরিপূর্ণ হইয়াও, তাহা বাহিরে প্রকাশ করা অযুক্ত
বিবেচনা করিয়া, থেমিষ্টক্লিস্-প্রভৃতিকে সম্মান পুরঃসর
~~করিয়া~~ ~~করিয়া~~ দিল । থেমিষ্টক্লিস্, আথেন্সে ফিরিয়া
আসিয়া সমুদ্রতীরবর্তী পাইরিয়স্-নামক বন্দরকে
প্রাচীরবেষ্টন দ্বারা দুর্গাভূত করিবার মানসে লোক-
দিগকে বশীভূত করিয়া উক্তকার্য সম্পন্ন করিলেন ।
বন্দর হইতে আথেন্স-নগর প্রায় আড়াই কোশ
অন্তরে থাকায়, আথীনীয়দিগের স্থল ও জলপথে
শত্রুদিগের আক্রমণভয় একেবারে দূরীভূত হইল ।

থেমিষ্টক্লিসের বিবরণ ।

লোকে অনায়াসেই ইহা বিবেচনা করিতে পারেন
যে, থেমিষ্টক্লিস্ স্বদেশের মহৎ উপকার সাধন করিয়া,
জীবনের অবশিষ্ট ভাগ সুখস্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিয়া-
ছিলেন । কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই । প্রায়ই
দেশান্তরে পাঠয়া যায় যে লোকে যখন কোন ব্যক্তিকে

কমতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহারা সর্বদা চঞ্চলচিত্ত, এবং প্রবঞ্চক হইয়া থাকে ; এমনও হয় যে, পরিশেষে যারপর নাই কৃতঘ্ন হইয়া উঠে। আখীনীয়েরা অতিশয় গাৰ্জিত স্বভাব ছিল ; থেমিষ্টক্লিস ও সর্বদাই আপনার কীৰ্ত্তিকলাপ আখীনীয়দিগের স্মরণ করাইয়া দিতে ভাল বাসিতেন ; একজ্ঞ তাঁহার শত্রুরা তাঁহাকে অপদস্থ করিবার নিমিত্ত তাঁহার নামে সর্বদা অভিযোগ করিতে আরম্ভ করিল। কিছু দিন এইরূপ করিতে করিতে লোকেরাও তাঁহার প্রতি বিলক্ষণ চটিয়া উঠিল ; এবং পরিশেষে বলপূর্বক আথেন্স হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিল। তিনি নির্বাসিত হইয়া ~~আথেন্স~~ প্রতি নিবৃত্ত হইলেন। কিছু দিন পরেই তথা হইতে পলায়নপূর্বক পারস্যে গমন করিয়া পারস্য-রাজের আশ্রয় লইলেন। অতঃপর যেকপ ঘটনা হইয়াছিল, তাহা পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে।

পসেনিয়স্ প্লেটিয়ার জয়লাভের পর অতিশয় সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, এবং গ্রীক রণতরীর অধ্যক্ষতা পদে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া, ইউরোপ ও আশিয়ার উপকূলবর্তী সমস্ত গ্রীক অধিকার হইতে পারসীকদিগকে তাড়াইয়া দিবার জ্ঞা প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই উচ্চপদলাভই পসেনিয়সের বুদ্ধি বৃত্তি অতিশয় কলুষিত করিয়া দিল ; তিনি গুপ্তভাবে জার্কসিসের নিকট এই প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন যে,

তাহা হইলে, তিনি জার্কসিস্কে সমস্ত গ্রীসের অধী-
 স্বর করিয়া দেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ক্রমে ক্রমে সমস্ত
 পারসীক সম্রাট লোকদিগকে কারামুক্ত করিয়া দিতে
 আরম্ভ করিলেন ; এবং প্রচণ্ডতা পরবশ হইয়া আধী-
 নীয় এবং অন্যান্য সৈন্যদিগের প্রতি অতিশয় অকজা
 প্রদর্শন করিতে লাগিলেন ; সুতরাং তাহার পসী-
 নিয়স্কে পরিত্যাগ করিয়া, আধীনীয় পদাতিসৈন্যের
 অধিনায়ক আরিষ্টাইডিচস্ এবং সীমন্কে আশ্রয়
 করিল। পরিশেষে পসেনিয়সের এই সকল বৃত্তান্ত
 ক্রমে ক্রমে স্পার্টার শাসনকর্তার কর্ণগোচর হইলে,
~~তিনি পসেনিয়স্কে স্পার্টায় আসিতে আদেশ করি-~~
 লেন। পাসেনিয়স্ তথায় উপস্থিত হইলে, তাঁহার
 কোন দোষ সপ্রমাণ হইল না ; কিন্তু তাঁহাকে আর
 তথায় প্রেরণ করা হইল না। তিনিও স্থির থাকিতে
 পারিলেন না ; এবং এক খানি জাহাজ ভাড়া করিয়া
 হেলেন্সপন্টে প্রত্যাগমন পূর্বক পুনর্বার পারস্য-রাজের
 সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সংবাদ
 প্রাপ্ত হইয়া, স্পার্টায়েরা তাঁহাকে পুনরাহ্বান করিল ;
 কিন্তু তিনি কর্মচারীদিগকে উৎকোচ দিয়া সে যাত্রাও
 পরিত্যাগ পাইলেন। অনন্তর পসীনিয়স্ হিলট্দিগকে
 স্বাধীনতা অর্পণ করিতে প্রতিজ্ঞিত হইয়া তাহাদিগকে
 অস্ত্র ধারণের পরামর্শ দিতে লাগিলেন। তাহার এই
 সংবাদ তাহাদের শাসনকর্তার নিকট প্রেরণ করিলে,
 তিনিও পসীনিয়সের প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করিতে

সাহস করিলেন না। পসেনিয়স্ প্রতি দিন ভূত্যা
 দ্বারা পত্র প্রেরণ করিতেন, যাহারা পত্র লইয়া যাইত,
 তাহারা আর ফিরিয়া আসিত না। অবশেষে এক
 দিবস পসেনিয়স্ এক ভৃত্যকে পত্র লইয়া কোন
 পারসীক কর্মচারীর নিকট পাঠাইয়া দিলে, সে
 পথে যাইতে যাইতে বিবেচনা করিল, যাহারা পত্র
 লইয়া যায়, তাহারা আর ফিরিয়া আইসে না
 ইহার কারণ কি, এই বলিয়া পত্র খুলিয়া দেখিল,
 তাহাতে পত্র বাহকের প্রাণবধ করিতে লেখা আছে।
 অতএব সে অবিলম্বে সেই পত্র লইয়া তদন্ত শান্তি-
 রক্ষার প্রধানবিচারপতিদিগের নিকটে উপস্থিত হইল,
 এবং তাঁহাদের আদেশানুসারে এক দেবালয়ে যাইয়া
 তথায় দুই থাক্ প্রাচীরে বেষ্টিত এক কুটির নির্মাণ
 পূর্বক তাহার মধ্যে আশ্রয় লইল ; এবং শান্তিরক্ষার
 প্রধান বিচারপতিরা ইহার বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য সেই
 প্রাচীরদ্বয়ের অভ্যন্তরে লুকাইয়া রহিলেন। পসে-
 নিয়স্, ভৃত্য দেবালয়ে আছে, এই কথা শুনিবামাত্র
 ক্ষতবেগে তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং তাহাতে
 আপনার রক্ষা হয় তাহার জন্য ভৃত্যকে বিশেষ অসু-
 রোধ করিতে লাগিলেন। প্রধান শান্তিরক্ষকেরা সমস্ত
 বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চলিয়া আসিলেন ; এবং পসে-
 নিয়সের নগরপ্রত্যাগমনকালে তাঁহাকে ধরিবেন বলিয়া
 পরামর্শ করিলেন। কিন্তু ঐ বিচারপতিদিগের এক
 জন পসেনিয়সের পরম বন্ধু থাকায়, তিনি সঙ্কট

দ্বারা তাঁহাকে বিপদের সংবাদ দিলে, পসেনিয়স্ তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিয়া, তদ্রূপ প্রধান দেবালয়ের একটা ক্ষুদ্র গৃহ আশ্রয় করিয়া রহিলেন। অনন্তর শান্তিরক্ষার প্রধান বিচারপতিরা সেই গৃহের ছাদ ভাঙ্গিয়া, উহার উপর একটা দ্বার বসাইয়া দিলেন; এবং তথায় প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দিয়া পসেনিয়স্কে অনাহারে মারিবার আদেশ করিলেন। তাঁহার শেষ অবস্থা উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে তথা হইতে বহিস্কৃত করিয়া লইয়া গেলেন; কারণ দেবালয়ের সীমায় মরিলে পবিত্র স্থান দূষিত হয় ও তাহা নীতাক্ষ অবেধকার্য্য হয় বলিয়া লোকদিগের জ্ঞান ছিল।

লেসিডিমোনিয়েরা থেমিষ্টক্লিস্কে অতিশয় ঘৃণা করিত, একারণ তাহারা, থেমিষ্টক্লিস্ ও পসেনিয়সের অভিসন্ধিতে সংযুক্ত আছেন, তাঁহার প্রতি এইরূপ দোষারোপ করত আথেন্সে বলিয়া পাঠাইল। তথায় থেমিষ্টক্লিসের অনেক শত্রু ছিল, তাহারা এই সূত্র পাইয়া নানা পোষকতা দ্বারা তাঁহার সম্পূর্ণ দোষ সপ্রমাণ করিল; এবং তাঁহাকে ধরিবার জন্য আর্গসে লোক প্রেরণ করিল। এদিকে থেমিষ্টক্লিস্, তাঁহাকে ধরিতে আসিতেছে, এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র খ্রীস্টের পশ্চিমবর্তী কর্না-ইরা-দ্বীপে পলায়ন করিলেন। কিন্তু দ্বীপবাসীরা, তিনি তথায় থাকিলে, তাঁহাকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেক না, এই বলিয়া তাঁহাকে দ্বীপে না রাখিয়া

ইপিরসের উপকূলে পাঠাইয়া দিল। থেমিষ্টক্লিস্ এখন গত্যন্তর বিহীন হইয়া, মলোসীয়-রাজ আড্‌মিটস্কে আপন শত্রু জানিয়াও, তাঁহার শরণাগত হইবার বাসনায়, যখন তদীয় ভবনে উপস্থিত হইলেন, তখন আড্‌মিটস্ গৃহে ছিলেন না ; কিন্তু রাজপত্নী সমুচিত সম্মান পুরঃসর তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। ক্ষণকাল পরে স্বামী আসিতেছেন দেখিয়া, রাজ্ঞী শিশু রাজকুমারকে থেমিষ্টক্লিসের কোড়ে দিয়া, তাঁহাকে চুল্লীর নিকটে বসিতে আদেশ করিলেন। এইরূপ করাই তথাকার লোকদিগের ক্ষমা প্রার্থনাসূচক ছিল। এখন থেমিষ্টক্লিস্ সেইরূপ করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় আড্‌মিটস্ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; এবং থেমিষ্টক্লিসের প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন। প্রাতে যখন আথেন্স্ এবং স্পার্টা হইতে দূত আসিয়া, তাঁহার প্রত্যর্পণের প্রার্থনা করিল, তখন আড্‌মিটস্, বলে তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইবেন না, বিবেচনা করিয়া, নানা কৌশলে তাঁহাকে তথা হইতে সরাইয়া দিলেন। তিনি ইপিরস্ হইতে নির্গত হইয়া অনেকানেক পর্বত অতিক্রম পূর্বক মেসিডোনিয়ায় উপস্থিত হইলেন ; তথা হইতে সমুদ্রের উপকূল-বর্তী এক বন্দরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, একখানি জাহাজ আশিয়ায় যাইবার জন্য প্রস্তুত আছে। এক্ষণে পারস্যের সম্রাট ব্যতিরেকে তাঁহাকে নির্দয় শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে, এমন কেহই

নাই, মনে মনে এই স্থির করিয়া, সেই জাহাজে আরোহণ করিলে, জাহাজ ছাড়িয়া গেল ; এবং পথে ঝড় উপস্থিত হইয়া জাহাজকে ন্যাক্স দ্বীপে উপস্থিত করিল । এই সময় সীমন্ একদল রণতরী লইয়া তথায় ছিলেন ; একারণ থেমিষ্টক্লিস্ জাহাজের অধ্যক্ষের নিকট আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন, “যদি তুমি আমাকে ধরাইয়া দাও, তবে আমি বলিব যে, আমি আশিয়া যাইবার জন্য এই জাহাজ ভাড়া করিয়াছি । আমি এই কথা বলিলে তোমারও বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা । কিন্তু যদি তুমি তাহা না করিয়া আশিয়ায় পৌঁছিয়া দাও, তাহা হইলে তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিব । আরো তুমি আমার নিকট ইহাও প্রতিশ্রুত হও যে, এখানে কোন ব্যক্তিকে জাহাজের বাহিরে যাইতে অনুমতি করিবে না ।” অধ্যক্ষ তাহাতেই সম্মত হইলেন । জাহাজ এক দিন এক রাত্রি ঐ দ্বীপের কিছু দূরে নোঙ্গর করিয়া রহিল । পরে পুনর্বার ছাড়িয়া ইফিসসে পৌঁছিলে, থেমিষ্টক্লিস্ তথায় অবতীর্ণ হইয়া অধ্যক্ষকে সমুচিত পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন ; এবং বন্ধুবান্ধবের নিকট নিরাপদে পৌঁছ সংবাদ প্রেরণ করিলেন । পরে বন্ধুরা তাঁহার সম্পত্তি বজায় রাখিয়া যত টাকা সংগ্রহ করিতে পারিল, তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিল ।

জাক্লিস্ ইতিপূর্বে তাঁহাকে প্রভূত পুরস্কার প্রদান করিলেও, তিনি সূয়ার রাজভবনে যাইবার মানস করিলেন । যদিও এক্ষণে জাক্লিস্ জীবিত নাই, তথাপি

তিনি, সুসায় যাইলে অনায়াসেই যুবরাজ আর্টাজাক্লিসের অনুগ্রহ ভাজন হইতে পারিবেন, বলিয়া সাহস করিলেন। আর্টাজাক্লিস্ তখন অতি অল্প দিন মাত্র সিংহাসনে আরুঢ় হইয়াছিলেন। থেমিষ্টক্লিস্ চতুর্দিকে আবৃত একখানি শকটে আরোহণ করিয়া সুসা যাত্রা কালে, শকটের নিয়ন্তাকে এই বলিয়া দিলেন যে, পারস্যের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একটি গ্রীক যুবতী ক্রয় করিয়াছেন, সে তাঁহাকে লইয়া যাইতেছে। বর্তমান সময়ে পারস্যে সুন্দরী স্ত্রীলোক পাইলেই যেমন ক্রয় করিবার প্রথা আছে, প্রাচীন কালেও সেই প্রথা প্রচলিত ছিল। থেমিষ্টক্লিস্ সুসার রাজভবনে পৌঁছিলে, রাজা সমুচিত সম্মান প্রদান করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। তিনি এক বৎসরের পর সম্ভ্রান্তের অনেক সুবিধা করিয়া দিবেন বলিয়া, প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; কিন্তু এক বৎসর ব্যাপিয়া পারস্য ভাষা না শিখিলে ঐ সকল বিষয় বুঝাইয়া দিতে পারিবেন না; এজন্য এক বৎসর সময় প্রার্থনা করিলেন। আর্টাজাক্লিস্ তাহাই স্বীকার করিলেন। অনন্তর এক বৎসর অতীত হইলে, থেমিষ্টক্লিস্ উক্ত ভাষায় বিলক্ষণ কথা বার্তা কহিতে শিখিলেন, এবং সহজে শীঘ্র শীঘ্র উক্ত ভাষায় বক্তৃতা করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি রাজার এত প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন যে, এপর্যন্ত কোন গ্রীসবাসী তাঁহার সদৃশ উচ্চপদে অভিষিক্ত হয় নাই। থেমিষ্টক্লিস

সম্রাটের নিকট খ্রীস্ট জয় করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন ; এই লোভে আর্টাজাক্লিস্ থেমিষ্টক্লিসের ভরণ পোষণের জন্য তিন নগরের রাজস্ব নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া, কিছুদিন পরেই তাঁহাকে আইয়োনিয়ায় যাইয়া বাস করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর বিষয়ে অনেকেই অনেক প্রকার লেখেন ; কেহ বলেন, তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন ; অন্যে কহেন, তিনি রাজাকে বাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা সম্পাদন করিতে না পারিয়া আত্ম-হত্যা দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছিলেন।

যে থেমিষ্টক্লিস্ এত বড় লোক ছিলেন, তাঁহার জীবন ও এইরূপে পর্য্যবসিত হইল। তাঁহার প্রতিস্পর্ধী ন্যায়পরায়ণ আরিষ্টাইডিস্ বহুকাল সম্মানের সহিত কাল যাপন করিয়াছিলেন। তিনি এত দরিদ্র ছিলেন যে, তিনি যখন মরেন, তখন চাঁদা করিয়া প্রাকৃত জনের ন্যায় তাঁহার সমাধিকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল ; এবং সমাজস্থ সকল লোকেই তাঁহার সম্মানগণের ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিয়াছিল।

পারসীক সংগ্রাম—ইউরিনিডনের যুদ্ধ।

সীমন্ ক্রমাগত পারসীকদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। থেমের উপকূলবর্তী কোন কোন স্থান পারসীকদিগের আধিকৃত ছিল ; একারণ তিনি তদভিমুখে যাত্রা করিয়া সেউ দেশের হাইমন্ নামক

নদীর একটা নগর অবরুদ্ধ করিলেন। নগর রক্ষকেরা সাহসিকতা সহকারে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে হীনবল হইলে, তথাকার শাসনকর্তা, শত্রুহস্তে পতিত হওয়া অপেক্ষা আত্মহত্যা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া, স্বর্ণ এবং রৌপ্যময় যাবতীয় সামগ্রী নদীতে নিক্ষিপ্ত করিলেন ; এবং অবশেষে পরিবারবর্গকে নিহত, ও সজ্জিত চিতায় নিক্ষিপ্ত করিয়া অগ্নিসংযোগ-পূর্বক, শেষে স্বয়ং কাঁপ দিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

কিছু দিন পরে সীমন্ জলপথে যাত্রা করিয়া আশিয়ার উপকূলে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, পারসীকেরা প্রভূত রণতরী এবং অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ইউরিমিডন্ নদীর তীরবর্তী পাম্ফীলিয়া-ক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতেছে। তাহাদের সাহায্যার্থে ফিনীশিয়া হইতে অশীতি রণতরী আসিবার কথা ছিল ; এজন্য তাহারা সেই অপেক্ষায় তথায় ছিল। কিন্তু সীমন্ আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া, আর তথায় থাকিতে পারিল না, এবং সদলে সমুদ্রে অবতীর্ণ হইয়া খৃঃ পূঃ ৪৬৬ তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। এই যুদ্ধ অতি অল্পকাল মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। পারসীকেরা প্রায় অর্দ্ধেক জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া তীরে পলায়ন করিলে, সীমন্ সৈন্য সমভিব্যাহারে তীরে অবতীর্ণ হইয়া পারসীকদিগের পদাতি সৈন্যদিগকেও আক্রমণ করিলেন। অতিশীঘ্রই সহস্রাবধি

অবশেষে সমস্ত পারসীক সৈন্য পলায়ন করিলে, তাহাদিগের শিবির বিজয়ী হস্তে পতিত হইল । এই কপে একদিনে দুইটি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সীমনের প্রভাব অতিশয় বাড়িয়া উঠিল । অনন্তর ফিনীশীয় দিগের রণতরী সাইপ্রস-দ্বীপে আছে, এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, তদভিমুখে যাত্রা করিলেন ; এবং ক্ষণকাল মধ্যেই তাহাদের সমস্ত বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন । সীমন্ এই সকল জয়লাভের পর আর পারসীক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন নাই । এই খানেই তাহার পারসীক সংগ্রাম শেষ হইয়াছিল । এবং ইহার কিছুদিন পরেই আর্টা-জাক্লিসের সহিত গ্রীকদিগের এক সন্ধি হইল ; এই সন্ধি বহুকাল ব্যাপিয়া পরিবর্তিত হয় নাই ।

সীমন্ এবং পেরিক্লিস ।

পেরিক্লিসের প্রতিদ্বন্দ্বী সীমন্ অতিশয় সমৃদ্ধশালী ছিলেন । তিনি সহোথায়া নাগরীকদিগের প্রীতিভাজন হইবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করেন, তাহা অতি উৎকৃষ্ট ; এবং তাহা এইঃ—তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া দুর্গে প্রাচীর দেওয়াইয়াছিলেন ; এবং নগর ও বন্দরে মিলাইয়া দিবার জন্য অন্য প্রাচীর আরম্ভ করিয়াছিলেন ; হটচত্বরে বৃক্ষশ্রেণী রোপণ করিয়াছিলেন ; নানাজাতীয় বৃক্ষরোপণ ও জলনালী প্রবর্তন দ্বারা নগরের প্রকাশ্য স্থানমাত্রের শোভা সম্পাদন করিয়াছিলেন ; এবং নগরের উত্তর প্রান্তে একা-

ডেমিও-নামক যে ভূমি পড়িয়াছিল, সর্বসাধারণের ব্যবহারার্থ, তাহাতে স্থানে স্থানে আছাদজনক লতামণ্ডপ, সমতল ক্ষেত্র, ব্যায়ামস্থান এবং ভ্রমণযোগ্য ছায়াময় পথ, প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন ; এতদ্ভিন্ন নগরবাসীদিগকে স্বীয় উদ্যানে বাইয়া ভ্রমণ ও ফল পুষ্পাদি উপভোগ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন । যাহাদের নিতান্ত ধনকষ্ট দেখিতেন, তাহাদিগকে ডাকিয়া ধন বিতরণ করিতেন । যখন তিনি সুপরিচ্ছন্ন ভূত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া নগরমধ্য দিয়া বেড়াইতে যাইতেন, তখন যদি কোন বৃদ্ধ নাগরিকের পরিচ্ছন্ন মলিন দেখিতেন, তৎক্ষণাৎ নিজ ভূত্বের পরিচ্ছন্ন তাহাকে প্রদান করিতেন । যাহারা রাজসভাসনের সমস্ত ভার কুলীন এবং সমৃদ্ধিশালীদিগের হস্তে থাকা উচিত বলিয়া বিবেচনা করেন, ইংরেজী ভাষায় এই সম্প্রদায় ভুক্ত লোকদিগকে আরিষ্টোক্রেটিক্ সম্প্রদায় কহে । সীমন্ সেই কুলীন সম্প্রদায়ের প্রধান কর্তা ছিলেন ।

পেরিক্লিস্ সীমনের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন । পেরিক্লিসের পিতা সীমনের পিতার প্রাণবধ করাতে, তাঁহার সহিত পেরিক্লিসের অহিনকুলতা সম্বন্ধ ছিল । পেরিক্লিস্ যদিও সীমন্ অপেক্ষা অল্প ধনশালী ছিলেন, কিন্তু জ্ঞানে ও সম্বুদ্ধতায় তাঁহা অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট ছিলেন । নীচসম্প্রদায়স্থ লোকদিগের উপকারের

১ এই স্থানে বিজ্ঞানশাস্ত্রবিৎ প্লেটো-নামক পণ্ডিতের চতু-
পাঠী ছিল ।

দিকে পেরিক্লিসের বিশেষ মনোযোগ ছিল ; আর তিনি, নিজগুণ দ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া অনায়াসে আপন ইচ্ছানুরূপ কার্যে প্রবর্তিত করিতে পারিবে, ইহা মনে মনে স্থির নিশ্চয় করিয়া, সমাজমধ্যে প্রজাতন্ত্র^২-প্রণালী সংস্থাপন পূর্বক রাজবৎ নিজ আধিপত্য বিস্তারের অভিপ্রায় করিয়া ছিলেন ।

অনন্তর আথীনীয়দিগের প্রতি স্পার্টীয়দিগের ঈর্ষা ভাবই পরবর্তী বিবাদে সূত্রপাত করিল । যে সময় এই বিবাদ আরম্ভ হয়, তখন এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়া সমস্ত স্পার্টা বিধ্বস্ত হইয়া গেল । এই সুযোগে মেসীনীয়েরা স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল এবং ইটোমি-নামক গিরিভূমি পুনঃসংস্কার দ্বারা দৃঢ়ীভূত করিলে, স্পার্টীয়েরা সহকারীদিগের সহিত মিলিত হইয়া ইটোমি অবরুদ্ধ করিল । কিন্তু কিকাপে অবরোধ কার্য সুশৃঙ্খলরূপে নির্বাহ করিতে হয়, তাহা না জানাতে শত্রুদিগের কিছুই করিতে পারিল না ; এ জন্য আথীনীয়দিগের নিকট সহায়তা প্রার্থনা নিতান্ত আবশ্যক হইলে, তথায় দূত প্রেরণ করিল । স্পার্টীয়দিগের সহিত প্রীতি রাখা সীমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ; সুতরাং তিনি সাহায্যদানার্থ আথীনীয়দিগকে সবিশেষ অনুরোধ করিলে, তাহারা সম্মত

২. যাহাতে রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা প্রজাদিগের হস্তে থাকে, তাহাকে প্রজাতন্ত্র প্রণালী কহে ।

হইল । অনন্তর স্বয়ং সৈন্যাধ্যক্ষের ভার লইয়া সীমন্ স্পার্টীয়দিগের সাহায্যার্থ গমন করিয়া ইটোমিতে উপস্থিত হইলেন ; কিন্তু স্পার্টীয়েরা অবিলম্বে, সাহায্যার্থ আগত আথীনীয়দিগের বিদ্বেষী হইয়া উঠিল ; এবং তাহারা ই অবরোধ কার্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ, অন্যের সহায়তার প্রয়োজন নাই বলিয়া, আথীনীয়দিগকে বিদায় করিয়া দিল । ইহাতে আথীনীয়েরা অতিশয় অবমানিত হইল । এই সময়ে পেরিক্লিস্ সীমন্নের প্রতি লোকদিগের বিরাগ জন্মাইবার বিলক্ষণ সুযোগ পাইলেন ; এবং অবিলম্বে তাঁহাকে নির্বাসিত করিয়া স্বাভিপ্রায় সিদ্ধ করিলেন । যাহা হউক, পেরিক্লিস্কে অল্পকাল পরেই সীমন্নের পুনরারস্থান করিতে হইয়াছিল ; কারণ আথীনীয় এবং লেসিডিমোনীয়দিগের পরস্পর যে যুদ্ধ ঘটনা হইল, তাহাতে আথীনীয়েরা পরাস্ত হইলে, তাহাদের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করাই বিধেয় বিবেচনা করিলেন ; এবং সীমন্ ব্যতিরেকে আর কেহ সন্ধি সূচটিত করিতে সমর্থ হইবেক না, এই বিবেচনা করিয়া, তাঁহাকে পুনরারস্থান করিলেন । তিনি আসিয়া পাঁচ বৎসরের জন্য উভয় জাতির এক সন্ধি করিয়া দিলেন । অনন্তর সীমন্ পোতসৈন্যের আধিপত্য গ্রহণপূর্বক পারসীকদিগের প্রতিকূলে সাইপ্রস্ দ্বীপে যাত্রা করিয়া তথাকার সীটিয়ন্ নগর অবরুদ্ধ করিলেন । এই অবরোধ সমাপ্ত না হইতে হইতেই তিনি বোগাকাতল হইয়া কাল-

কবলে পতিত হইলেন। এখন পেরিক্লিস্ নিঃশত্রু হইয়া
জীবনের অবশিষ্ট ভাগ সুখ স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত
করিতে লাগিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

পিলপনীসীয় সংগ্রামের কারণ।

পেরিক্লিসের শাসন কালে খ্রীস্টে যে একটি ভয়-
ঙ্কর সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহার নাম পিলপনীসীয়
সংগ্রাম। এই প্রসিদ্ধ সংগ্রাম ক্রমাগত সপ্তবিংশতি
বৎসর প্রজ্জ্বলিত থাকিয়া, অবশেষে আথেন্স্ নগর
একেবারে উৎসন্ন করিয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হয়। পেরিক্লি-
সের চক্রান্ত, আথীনীসদিগের বলবতী দুৰাকাঙ্ক্ষা ও
চপলতা, এবং স্পার্টীয়দিগের ঈর্ষাই এই সংগ্রামের
মূলভূত কারণ; ফলতঃ কোন কারণ বশতঃ যোজকবা-
সীদিগের সহিত কর্নাইরার উপনিবেশিকদিগের বিবাদ
আরম্ভ হওয়াতে, স্পার্টীয়েরা যোজকবাসীদিগকে
অভয় প্রদান করিলে, আথীনীসেরা যে উপনিবেশিক-
দিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাই বর্তমান
সংগ্রামের অব্যবহিত কারণ। এতদ্ব্যতীত আথীনীসেরা

মাগেরীয়দিগকে বন্দর ও বিপণি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে, সমরানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অনন্তর যাবতীয় ডোরিয়া-প্রদেশের প্রতিনিধিবর্গ স্পার্টায় সমবেত হইলে, কর্তব্য স্থিরীকরণার্থ তথায় যে একটি সভা হইল, তাহাতে করিন্থবাসীরা বলপক্ষ আশ্রয় করিয়া প্রযত্নসহকারে সংগ্রামে ব্যাপ্ত হইবার পরামর্শ দিলে, স্পার্টা-রাজ সুবিজ্ঞ আর্কিডেমস্ কহিলেন, ইচ্ছা সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইয়া তুষ্ণীভাবে সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকিলে ভাল হয়। কিন্তু সকলেই সংগ্রামের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, পরিশেষে তৎপর যুদ্ধযাত্রাই কর্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

অনন্তর শুদ্ধ এই পণে সন্ধিপ্রস্তাব করিবার জন্য স্পার্টা হইতে আথেন্সে দূত পাঠান হইল যে, আথীনী-য়েরা, মাগেরীয়দিগের প্রতি যে অসদ্যবহার করিয়াছেন, তাহার জন্য তাহাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা এবং ইজাইনীয়দিগকে স্বাধীনতা প্রত্যর্পণপূর্বক সন্ধিস্থাপন করুন। একথা বলিয়া সন্ধিপ্রস্তাব করায় স্পার্টীয়দিগের বিবাদ করিবার অভিপ্রায়ই স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছিল। ফলতঃ আথীনীয়েরা পেরিক্লিসের উপদেশানুসারে তাহাদের সে প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইয়া “সমস্ত বিষয় পক্ষপাত-শূন্য বিচার দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, আমাদের এইকপ ইচ্ছা” এই মাত্র বলিয়া দূতকে বিদায় করিয়া দিল। আথীনীয়দিগের এই উত্তর স্পার্টীয়দিগের মনোমত না হওয়াতে খৃঃ পূঃ ৪৩১ তাহা সংগ্রামে পর্য্যবসিত হইল।

আথেন্স বাসীরা গ্রীসের সমস্ত জাতি অপেক্ষা
জলযুদ্ধে উৎকৃষ্ট থাকায়, সীমনের কর্তৃত্ব সময়ে সপ-
তন নগর প্রাণীর দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায়, এবং
সম্মুখে বিস্তীর্ণ সমুদ্র থাকায়, শত্রুপরোধের ভয় একে-
বারেই পরিত্যাগ করিয়া, পেরিক্লিস্ নগরবাসী কোর-
দিগকে এই উপদেশ দিলেন যে, “তোমরা সমস্ত
দেশে শত্রুহন্তে সমর্পণপূর্বক পলাইয়া আসিয়া
নগরমধ্যে অবস্থিতি কর; এবং কতকগুলি রণতরী
শিলপনীসসের উপকূল ভাগ লুণ্ঠন করিতে পাঠাইয়া
দাও।”

যদিও সমস্ত গ্রীকদিগের মধ্যে আথেন্স বাসীরা
নগরবাস অপেক্ষা পল্লোগ্রামে বাস করিতে অধিক
ভাল বাসিত, তথাপি তাহারা পেরিক্লিসের শাসনের
বশবর্তী হইয়া আপন আপন পশুপাল ইয়ুবিয়া দ্বীপে
পাঠাইয়া দিল; এবং আপন আপন ঘর ভাঙ্গিয়া আথেন্সে
ছুপা প্য অসংখ্য কাষ্ঠ লইয়া দেশ পরিত্যাগপূর্বক
আথেন্সে চলিয়া আসিল। যাহারা, কি বন্ধুগৃহ, কি
দেবমন্দির, কুত্রাপি স্থান পাইল না, তাহারা ঐ সকল
কাষ্ঠ দ্বারা নগরের অনাবৃত স্থানে, এবং প্রাকারের
অভ্যন্তরবর্তী যাবতীয় ভূমিভাগে কুটীরনির্মাণপূর্বক
বসতি করিল।

ইহা দেখিয়া বিপক্ষ স্ট্রাটোঁয়েরা এই যুক্তি
করিল, যে স্বদেশীয় এবং মিত্রসৈন্য একত্র সমবেত
করিয়া আটিকা আক্রমণপূর্বক, তদেশে ছাৰখার করা

এবং তদ্রূপ ফলদ বৃক্ষ সকল কাটিয়া ফেলা প্রভৃতি, নানাবিধ উৎপাত আরম্ভ করিবেক, তাহা হইলেই আধীনীয়দিগকে স্ব স্ব সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত স্বদেশে আগমন করিতে হইবেক। এই স্থির করিয়া আটিকা-মধ্যে দৌরাণ্য আরম্ভ করিলে, দেশবাসীরা নিজ নিজ সম্পত্তি রক্ষার জন্য স্বদেশ গমনে উদ্যত হইল। কিন্তু পেরিক্লিস্, শত্রুরা যাবৎ কাল আটিকায় থাকিয়া দৌরাণ্য করিয়াছিল, তাবৎ কাল আধীনীয়দিগের উপর প্রভুত্ব করত অতি কষ্টে তাহাদিগকে সম্পত্তি রক্ষার জন্য দেশে প্রতিগমন হইতে বিরত রাখিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন, শত্রুরা আটিকা হইতে প্রস্থান করিল, তখন পিলপনীসসের উপকূলে দুই দল নৌসেনা প্রেরণ করিলেন। তাহারা যাইয়া উপকূল হার খার করিয়া আটিকার উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ দিয়া আসিল।

আথেন্সের মহামারী।

আথেন্সবাসীরা যে প্রণালীতে সংগ্রাম চালাইতেছিল, তাহাতে তাহাদের বিজয় লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু স্পার্টীয়দিগের অপেক্ষাও ভীষণতর যে এক অভিনব শত্রু আসিয়া আক্রমণ করিতে তাহাদিগকে একেবারে উৎসন্নপ্রায় করিয়া তুলিল, তাহার নাম সুপ্রসিদ্ধ মহামারী। ইহার পূর্বে একপাশ্চাত্য ভয়ানক মারী আর যে কোন কালে হইরাছিল, তাহা

কোন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। শুনিতে পাওয়া যায়, মিসর দেশই ইহার জন্মস্থান। মিসর হইতে ক্রমশঃ আশিয়ার সমুদায় উপকূল আক্রমণ ও উৎসন্ন করিয়া। পরিশেষে এই সর্বসংহারক মহা-মারী আথেলেসের সমুদ্রতীরবর্তী পিরস্ নগরে প্রবেশ করে। একেতু সেই গ্রীষ্ম কালের উত্তাপ, তাহাতে আবার শত্রুদিগের আক্রমণনিবন্ধন অধিক সংখ্যক লোকে নগরে আশ্রয় লওয়াতে বায়ু বিষাক্ত হইয়া ভূরি ভূরি লোকের প্রাণ সংহার করিতে লাগিল ; এবং এই মরক ক্রমশঃ এত প্রবল হইয়া উঠিল, যে মৃত দেহের সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া ভার হইল। মৃতন মৃতন রোগের আবির্ভাব হওয়াতে চিকিৎসক-দিগের চিকিৎসানৈপুণ্য একেবারে বিফল হইয়া গেল, এবং লোক সকলও নিঃসম্বল ও নিঃসহায় হইয়া পড়িল। কাহারও ধর্ম্মের প্রতি আস্থা বা ভক্তি রহিল না ; সকলেই বিধিবিহিত কার্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল। যে হেতু তৎকালে ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ে লোকের মনে একপ ভ্রমাত্মক সংস্কারের আবির্ভাব হইল যে, তাহারা বিবেচনা করিয়াছিল, দেবতারা তাহাদের আনুকূল্যে নিবৃত্ত হইয়াছেন, আর তৎকালে এমন কেহই নাই যে অপরাধীদিগের দণ্ড করেন ; এবিধায় রাজনিয়মই বা কিরূপে রক্ষা পাইতে পারে। সুতরাং তাহাও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল।

এইরূপে যখন যমরাজ করাল কবল বিস্তার করিয়া দিন দিন লোকসমূহকে উদরসাৎ করিতেছিলেন ; তখন লোকদিগের মধ্যে, ভয়ানক কুক্রিয়ার প্রাখর্য্য দৃষ্ট হইয়াছিল। ইহা প্রায়ই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, মরকের প্রাকল্যের সহিত কুক্রিয়ার প্রাবল্যও ঘটয়া থাকে। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে যখন লণ্ডনে মরক হয়, তখনও এইরূপ ঘটয়াছিল।

মরক প্রায় চারি বৎসর প্রবল ছিল, কেবল মধ্যে মধ্যে এক এক বার নিবৃত্ত থাকিত। এই মরকে আথেন্সের প্রায় অর্দ্ধেক লোক মরিয়া যায়। তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ পেরিক্লিস্ এক জন ; মরকের দ্বিতীয় বৎসরে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইতিপূর্বে তাঁহার সমুদায় সন্তান সন্ততি ও পরিবারবর্গ বিনষ্ট হইয়াছিল, কেবল একটী মাত্র সন্তান জীবিত ছিল, তথাপি তাঁহার স্থির-চিত্ততার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। কিন্তু যখন তাঁহার সেই শেষ পুত্রটিও গত হইল, তখন তিনি আর স্থির-চিত্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। দেশের প্রথানুসারে সমাধি দিবার পূর্বে যখন তিনি সেই মৃত সন্তানের মস্তকে মালা দিতেছিলেন, তখন তাঁহার শোকসাগর একেবারে উখলিয়া উঠিল, তিনি আর নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না, তাঁহার নয়ন-দ্বয় হইতে অশ্রুজল প্রবল বেগে বহিতে লাগিল।

প্লেটীয়া নগরের অবরোধ।

ষত দিন আথেন্সमध्ये মহামারীর স্রোত রহিল, তত দিন পিলপনীসীয়েরা, শরীরে বিষাক্ত বায়ুর সংক্রমণ ভয়ে, আথেন্স-আক্রমণে নিবৃত্ত ছিল; এবং এই অবসরে তাহারা আথীনীয়দিগের স্থির মিত্র প্লেটীয়দিগকে অবসন্ন করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। পিলপনীসীয়েরা প্লেটীয়দিগের নিকট প্রস্তাব করিল, “যদি তোমরা আমাদের উপর কোন প্রকার উৎপাত না করিয়া উদাসীন থাক, তবে আমরা বিরত হই।” যুদ্ধের প্রারম্ভে প্লেটীয়েরা তাহাদের স্বীয় পরিবারদিগকে আথেন্সে রাখিয়াছিল, এজন্য তাহারা আথীনীয়দিগকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, উপস্থিত সে প্রস্তাবের উত্তর দিতে পারিল না, এবং তৎক্ষণাৎ আথেন্সে দূত পাঠাইয়া দিল; তাহাতে আথীনীয়েরা এই উত্তর দিল যে, “তোমরা উক্ত প্রস্তাবে কখনই সম্মত হইও না, আমরা তোমাদিগের সাহায্য করিব।”

প্লেটীয়েরা প্রাণীর মধ্য হইতে বলিল, “আমরা তোমাদিগের প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মত নহি।” তখন আর্কিডেমস্ আপন বৈরনির্যাতনের ন্যায্যতা বিষয়ে দেবতাদিগকে সাক্ষী রাখিয়া, তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। নগর হইতে কোন ব্যক্তি পলায়ন করিতে না পারে, এই উদ্দেশে তিনি প্রথমতঃ বৃক্ষ ছেদন-পূর্বক নগরের চতুর্দিকে রেল দেওয়াইলেন। তৎ-

মাষে, সিধরন্ পর্বত হইতে বাহাদুরি কাষ্ঠ আন-
 রনপূর্বক চতুঃপার্শ্বে পুঁতিয়া অন্তর্দেশ কাষ্ঠ, কদুম
 ও প্রস্তর দ্বারা ভরাট করাইয়া তাহা - নির্মাণ
 করাইলেন । নগরের অভ্যন্তরপ্রদেশ বাহির হইতে
 দেখিতে পাওয়া যায়, ও তন্মধ্যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে
 পারা যায়, এই উদ্দেশে পুরাকালের অবরোধকারী-
 গণ নগরের নিকটে ঐকপ উচ্চ স্থান নির্মাণ
 করিত । অবরুদ্ধ ব্যক্তিরাত্রে সেইকপ, যাহাতে শত্রুরা
 নগরের অভ্যন্তর ভাগ দেখিতে না পায়, ও অস্ত্রাদি
 নিক্ষেপ করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে সেই পরি-
 মাণে প্রাচীর উন্নত করিত, শ্বেটীয়েরা প্রাচীর আব-
 শ্যক মত উচ্চ করিবার জন্য প্রথমতঃ প্রাচীরের উপর
 একটি কাষ্ঠের আবরণ দিল ; ও পরে নির্মাতা-
 দিগকে বিপক্ষদিগের অশ্ব বাণবর্ষণ হইতে রক্ষা
 করিবার জন্য কতকগুলি কাঁচা চামড়া ঐ কাষ্ঠাবরণের
 সম্মুখে দিল ; এবং নিকটবর্তী গৃহ হইতে ইষ্টক
 আনিয়া সেই আবরণের মধ্যে প্রাচীর নির্মাণ করিতে
 লাগিল । কিন্তু এই কল্পনা আশাচকুপ ফলোপ-
 ধায়িনী হইল না দেখিয়া, তাহারা সম্মুখস্থ দুর্গ
 প্রাচীর ফুটাইয়া, গোপনে গোপনে শত্রুকৃত উচ্চ
 ভূমির যুতিকা স্থানান্তরিত করিতে লাগিল । এই
 অভ্যাপাত নিবারণের জন্য অবরোধকারীরা কতকগুলি
 নলের বুড়ি প্রস্তুত করিয়া তাহা যুতিকা খণ্ড করত

অবরুদ্ধ শ্বেটীয়েরা সেই কৃত্রিম পর্বতের নীচে দিয়া এক সুড়ঙ্গ কাটিয়া তদ্বারা মৃত্তিকা সকল স্থানান্তরিত করিবার কল্পনা করিল।

পরিশেষে পিলপনীসীয়েরা শত্রুকৃত উচ্চভূমির উপর একটা দুর্গ ভাঙ্গিবার কল তুলিয়া; তদ্বারা প্রাচীরের উপর একপ আঘাত করিতে লাগিল যে, তাহা একেবারে কাঁপিয়া উঠিল। তাহারা নগরের আর আর স্থানও ঐকপ যন্ত্র দ্বারা আক্রমণ করিলে শ্বেটীয়েরা ইহার প্রতীকারার্থ ক্ষিপ্ত যন্ত্র সকল কাছি দিয়া বাঁধিয়া পার্শ্বে ক্ষেপন করিতে লাগিল, এবং তাহাদের উপর বড় বড় কাষ্ঠ, লৌহ শৃঙ্খলে বাঁধিয়া, নিঃক্ষেপ করাতে, প্রতিঘাতজন্য ঐ সকল যন্ত্রের সম্পূর্ণ বেগ রুদ্ধ হইতে লাগিল। তাহার পর অবরোধকারীরা প্রাকার ও উচ্চ ভূমির মধ্যে রাশীকৃত ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া নগর দক্ষ করিবার বাসনায়, সেই কাষ্ঠরাশির উপর গন্ধক ও আলকাৎরা দিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিল। অগ্নি এত প্রবল হইয়া জ্বলিয়া উঠিল যে, যদি নগরের দিকে বায়ু বহিত, তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই ভস্মীভূত হইত। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভয়ানক ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াতে সেই অগ্নি নির্বাপন প্রাপ্ত হইল। অবরোধকারীরা সকল রকমেই দেখিল, কেবল সৈন্য দ্বারা নগরকে উত্তমরূপে বেষ্টিত করাই বাকী রহিল। তাহাও এইবার দেখিবেক; এই অভিপ্রায়ে তাহারা নগরের চতুর্দিকে

দুইটি পরিখা খনন করিল ; এবং দুইটির ভিতরের দিকে ইষ্টকময় প্রাচীর দিল, সেই প্রাচীরের উপর, দশ হাত অন্তরে যুদ্ধকালের আশ্রয়োপযোগী দশ টাউয়ার নির্মাণ করিল।

দুর্গমধ্যে, চারি শত মাত্র শ্বেটীয় সৈন্য, অশীতি আখীনীয় সৈন্য, এবং ঐ সকল সৈন্যের আহাৰাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত এক শত দশ জনমাত্র স্ত্রীলোক ছিল। তাহারা প্রায় এক বৎসরের অধিক কাল নগর রক্ষা করিয়া, যখন দেখিল যে, তাহাদের খাদ্যসামগ্রী নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে, আর আখীনীয়েরাও এপর্যন্ত সৈন্য প্রেরণ করিল না, তখন তাহারা বিপক্ষ-নির্মিত প্রাচীর অতিক্রমপূর্বক পলায়ন করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া, প্রাচীরের ইষ্টকশ্রেণী গণনাপূর্বক প্রাচীর আরোহণোপযোগী মই প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। মই প্রস্তুত হইলে, যাহাতে তাহারা নিৰ্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিতে পারে, এমন একটা রাত্রির প্রতীক্ষায় রহিল।

ক্রমশঃ শীতকাল উপস্থিত হওয়াতে। তাহারা আর কালক্ষেপ না করিয়া, একদা রাত্রিকালে, প্রবল বায়ুর সহিত অবিশ্রান্ত বৃষ্টি এবং সূচীভেদ্য অন্ধকারে দৃষ্টিপথ রুদ্ধ হইলে, একশত বিংশতি জনমাত্র শ্বেটীয় সাহসপূর্বক নগর পরিত্যাগ করিল, অবশিষ্ট লোক ভগ্নোৎসাহ হইয়া নগরেই থাকিল। পাছে অল্প শত্রুর শঙ্ক হয়, এজন্য তাহারা বিব্রতহৃদে

করিতে লাগিল ; কদমে পা পিছলিয়া না যায়, এমন সকলেই দক্ষিণ পদের জুতা পরিত্যাগ করিল। বাহা-
 হউক, প্রবল বায়ু তাহাদিগের বিলক্ষণ আনুকূল্য করি-
 য়াছিল। প্রহরীরা প্রবল বায়ুতে থাকিতে না পারিয়া
 প্রাচীরের উপরিতন টাউয়ার দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে,
 তাহারা দুই দুই টাউয়ারের মধ্যবর্তী স্থানে মই লাগা-
 ইয়া বারো জনমাত্র শুদ্ধ ছোট গ্রহণপূর্বক উঠিয়া
 প্রত্যেক টাউয়ারে ছয় জন করিয়া বাইল ; এবং তৎ
 পশ্চাৎ বর্ষা লইয়া কয়েক জন লোক উঠিল ; তৎপরে
 ঢাল লইয়া কতকগুলি আকড় হইল। ইহাদের আরোহণ
 কালে শত্রুরা কিছুই টের পায় নাই। দৈবাৎ এক
 জনের অসাবধানতায় প্রাচীরের এক খানি ইট পড়িয়া
 গেলে প্রহরীরা অত্যন্ত ভয় পাইল। ইতি পূর্বেই
 যে কতকগুলি লোক নগরমধ্যে ইতস্ততঃ লুক্কা-
 য়িত ছিল, তাহারা সেই সময় আসিয়া প্রাচীরের
 অন্য অংশ আক্রমণ করিলে, অবরোধকেরা তাহাদের
 প্রতি নিম্নলিখিত প্রযত্ন হইয়া, আক্রান্ত অংশের দিকে
 বাইল। ইত্যবসরে বিক্রান্তেরা দুই টাউয়ার সম্পূর্ণ-
 রূপ অধিকার করিয়া উহার উপরিভাগ আশ্রয় পূর্বক
 বাণ দ্বারা, কতক বা দ্রুতবেগে বহিঃপ্রকারে আরো-
 হণপূর্বক বর্ষা ও তদান্য অ. দ্বারা শত্রুদিগকে
 আহত করিতে লাগিল। এই সুযোগে অবশিষ্ট
 লোকেরা শত্রু হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশয়ে
 ধীবুসের অভিমুখে ধাবমান হইয়া প্রায় অর্দ্ধ কোশ

গমন করিয়া দেখিল, তাহারা যাহা মনে করিয়াছে, তাহাই ঘটিয়াছে ; বিপক্ষেরা আলোকহস্তে সীথরগ্ পর্বতের অভিমুখে ধাবমান হইতেছে । তখন তাহারা ফিরিয়া আথেন্সের অভিমুখে যাত্রা করিল ।

বিদ্রুত শ্বেটীয়দিগের একজনমাত্র বিনষ্ট হয়, আর সাত জন মন্দোৎসাহ হইয়া নগরে প্রতিগমন করে । যাহারা নগরমধ্যে ছিল, তাহারা, বিদ্রুত শ্বেটীয়েরা বিনষ্ট হইয়াছে, বিবেচনা করিয়া পর দিন প্রাতঃকালে অবরোধকদিগের নিকট তাহাদের মৃত শরীর প্রার্থনা করিয়া পাঠাইল । কিন্তু অব্যবহিত পরেই বিদ্রুতেরা অবাধে শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া আল্লাদে পরিপূর্ণ হইল ।

যাহারা নগরমধ্যে অবরুদ্ধ ছিল, তাহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ থাকিয়া অবশেষে খাদ্যভাবে খঃ পূঃ ৪২৭ অগত্যা শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিলে, শত্রুরা অসম্মুচিত চিত্তে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিল ; এবং স্ত্রীলোকেরা বিক্রীত হইয়া দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইল ; নগর এবং ভূমি সমস্ত থীবীয়দিগকে প্রদান করিলে, থীবীয়েরা নগরকে উৎসন্ন করিয়া ফেলিল । এখন বোধ হইতেছে যে, আথীনীয়দিগের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা শ্বেটীয়দিগের অত্যন্ত অদূরদর্শিতার কার্য্য হইয়াছিল । আর শ্বেটীয়েরাই তাহাদের এই সর্বনাশের কারণ হইয়াছিল বলিতে হইবেক ; কারণ যদি তাহারা শ্বেটীয়দিগকে আথীনীয়দিগের

সহিত মিলিত হইবার উপদেশ না দিত, তাহা হইলে তাহাদের এ অনর্থ ঘটিত না । প্লেটীয়েরা স্পার্টীয়দিগের উপদেশে এই ভাবিয়াছিল যে, আথীনীয়দিগের সাহায্যে তাহাদের প্রতি খীবীয়দিগের অত্যাচার অনেক নিবারণ হইতে পারিবেক ; কিন্তু তাহার কিছুই হইল না । এক্ষণে সেই খীবীয়দিগের হস্তে পড়িয়া প্লেটীয়েরা এইরূপে নিহত হইল । আথীনীয়েরা যে তাহাদের পক্ষে কিছুই নৃশংসতা বা ন্যায়-বিরুদ্ধ কার্য্য করে নাই, তাহা পশ্চাৎ প্রকাশ হইবেক ।

নিটিলিনির রাজবিদ্রোহ ।

পারসীক সংগ্রামের পর আথীনীয়দিগের পোভ-সৈন্যবল সমধিক উৎকৃষ্ট হইলে, তাহারা, যাবতীয় দ্বীপবাসী, এবং আশিয়ায় উপকূলবর্তী নগরবাসীদিগকে, প্রজা বলিয়া তাহাদিগের প্রতি গুরুতর কর নির্দ্ধারণ প্রভৃতি নানাবিধ উৎপীড়ন করিয়াছিল, কিন্তু দ্বীপবাসী, এবং নগরবাসী প্রজাবর্গ আথীনীয় ধুবহনে স্বভাবতঃই অনিচ্ছুক ছিল । তৎকালে যাহারা বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিল, আথীনীয়েরা নাকি তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দিয়াছিল, এজন্য তাহারা তখন আর বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে সাহসী হয় নাই । আথীনীয়েরা পিলপনীসীয়দিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদের কেহ কেহ স্বাধীনতা পনক

কারের চিন্তায় নিমগ্ন হইল । তাহাদের মধ্যে লেস্বেস্ দ্বীপের প্রধান নগর মিটিলিনির অধিবাসীরা এ বিষয়ে প্রথম উদ্যোগী হইয়া, জাহাজনিৰ্ম্মাণ, খাদ্যাহরণ, এবং সৈন্যসংগ্রহ প্রভৃতি সংগ্রামোপযোগী অন্যান্য জব্য সামগ্রীর আয়োজনে নিযুক্ত হইল । কিন্তু তাহাদের প্রতিবাসীরা এই সংবাদ আশ্রয়ে প্রেরণ করিলে, তাহারা শ্রবণ মাত্র চত্বারিংশৎ রণতরী সজ্জিত করিয়া গুপ্তভাবে লেস্বেস্ দ্বীপে যাইতে কহিয়া তাহাদিগকে এই বলিয়া দিল যে, যখন মিটিলিনীয়রা ধর্ম্মসংক্রান্ত সর্বোপসংক্ষেপ নগরের বহির্ভাগে আনিবেক, তখন তাহাদিগকে বন্দী করিয়া আনয়ন করিবে । আখীনীয় রণতরীর মধ্যে দশ খানি মিটিলিনীয় জাহাজ ছিল । পাছে তাহারা মিটিলিনীয়দিগকে এই সংবাদ দেয়, এই আশঙ্কায় আখীনীয়েরা সেই সমস্ত জাহাজের যাবতীয় লোককে কারাবদ্ধ করিল ; কিন্তু যে ভয়ে আখীনীয়েরা এই সাবধানতা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার কোন ফল দর্শিল না ; কারণ আখানীয় পোত-সৈন্য লেস্বেসে উপস্থিত হইবার পূর্বেই মিটিলিনীয়দিগের এক জন বন্ধু অগ্রে তাহাদিগকে এই সংবাদ দিয়াছিল । সুতরাং তাহারা উক্ত মহোৎসবে নগরের বহির্গত হয় নাই ।

আখীনীয়দিগের এই চাতুরী বিফল হইলে, এখন তাহারা মিটিলিনি অবরোধের সংকল্প করিল ; এবং অবিলম্বেই পেক্স-নামক একজন সেনাপতি সসৈন্যে

আগমনপূর্ব্বে সমাগত সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া
 জঙ্গ এবং স্থল উভয় পথে মিটিলিনি অবরুদ্ধ করিলেন ।
 লেসিডিমোনিয়েরা মিটিলিনীয়দিগের সহায়তা করিতে
 প্রতিশ্রুত হইয়াছিল ; কিন্তু তথাকার সাহায্য
 আসিতে বিলম্ব হওয়াতে মিটিলিনির খাদ্যসামগ্রী
 প্রায় ফুরাইয়া আসিল । তৎকালে যে একজন স্পার্টার
 মিটিলিনিতে ছিলেন, তিনি সাধারণ লোকদিগকেও অস্ত্র
 ধারণ করাইবার জন্য শাসনকর্তাকে অনুরোধ করিলে,
 তিনি বলপূর্ব্বক সামান্য লোকদিগকেও অস্ত্র ধারণ করা-
 ইলেন । কিন্তু তাহারা অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক এই বলিয়া ত্বর
 প্রদর্শন করিল, “যখন গবর্ণমেন্টে আমাদিগকে বলপূর্ব্বক
 অস্ত্রধারণ করাইলেন, তখন, তাহার ফুরাইলে মিটিলি-
 নীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরা যদি তাহা আহরণ করিয়া না
 যেন, তাহা হইলে আমরা নগর শত্রু হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক
 আথেন্সের পক্ষ অবলম্বন করিব ।” তখন গবর্ণমেন্টে
 ভীত হইয়া অগত্যা শত্রুদিগের স্বয়ং শরণাগত হইবার
 অভিপ্রায়ে, বিপক্ষদিগের অনুমতি লইয়া আথেন্সে
 প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন ; এবং আধীনীয় সেনাপতি
 পেকসের সহিত এই বন্দোবস্ত করিলেন, যেপর্য্যন্ত
 আথেন্স্ হইতে সংবাদ না আইসে, তত দিন কেহ
 কাহার প্রতি অত্যাচার করিতে পারিবেন না । পেকস
 তাহাতে সন্মত হইয়া অবরোধে নিরস্ত থাকিলেন ;
 কিন্তু কিছু পরেই সন্ধি ভঙ্গ করিয়া মিটিলিনীয় প্রায়
 সহস্র লোককে বন্দী করিয়া আথেন্সে প্রেরণ করিলেন ।

সম্পূর্ণ সহায়বল ব্যতিরেকে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা মিটিলিনীয়দিগের সম্পূর্ণ অকর্তব্য হইয়াছিল বলিতে হইবেক। আর সহায় বল না থাকাতে অবশেষে শত্রুরা যে তাহাদিগকে প্রতারণা করিয়াছিল, তাহাও নিতান্ত অারবিরুদ্ধ কার্য হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। আখীনীয়েরা তাহাদিগকে এইরূপে পতাবিত করিয়াই ক্ষান্ত থাকিল না। সর্ব সাধারণ সমাজে ক্রিয়নের প্রভাব অতিশয় বলবান থাকায়, সকলেই ক্রিয়নকে সবিশেষ মন্যমান করিত। একারণ আথেল্-বাসীরা প্রচণ্ড ও নির্দয় ক্রিয়নের সবিশেষ অনুরোধে পতিত হইয়া, তদীর অভিপ্রায়ানুরূপ পেকস যাহাদিগকে বন্দী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাদের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিল; এবং মিটিলিনিতে পেকসকে এই বলিয়া পত্র লিখিয়া পাঠাইল যে, সমস্ত পরিণত বয়স্ক পুরুষদিগকে নিহত করিবেন; স্ত্রী এবং বালকদিগকে বিক্রয় করিবেন। যাহা হউক, যাহারা স্বভাবতঃ নির্দয় নহে, শুদ্ধ ক্রিয়নের কুমন্ত্রণায় উক্ত বিষয়ে মত দিয়াছিল; তাহারা পর দিবস অতিশয় অমৃতাপ করিতে লাগিল; এবং দয়াদ্রুতি লোকেরা উক্ত হত্যা নিবারণের জন্য আর একটী সভাও করিলেন। তাহাতে কতকগুলি লোক ক্রিয়নের বিপক্ষে এক মত হইলে, উক্ত হত্যার নিষেধ লিখিয়া পেকসের নিকট আর একখানি যাহাজ প্রেরণ করা হইল। ক্রিয়নের প্রেরিত যাহাজ মিটিলিনিতে পৌঁছি-

বার পূর্বে এই জাহাজ তথায় উপস্থিত হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, মিটিলিনির প্রতিনিধিরা নাবিকদিগকে পুরস্কার অঙ্গীকার করিলে, নাবিকেরা শুদ্ধ রুটি আহাৰ, এবং মদ্যপান করিয়া দিবা রাত্রি, নিরবচ্ছিন্ন বাহিয়া যাইতে লাগিল । অবশেষে অনুকূল বায়ুবশতঃ মিটিলিনিতে উপস্থিত হইল । অনন্তর প্রতিনিধিরা এই সম্বাদ লইয়া পেকসের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিল, পেকস্ ক্রিয়নের পত্রপাঠ করিয়া তদনুসং কার্য্যাপষ্ঠানের উদ্যোগ করিতেছেন । যাহা হউক, আথীনীয়েরা পেকসের প্রেরিত সমস্ত বন্দীদিগকে নিহত করিয়া, দয়া বিষয়ে তাহাদের যে, মিতব্যয়িতা আছে, তাহার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল । অনন্তর মিটিলিনির সমস্ত প্রাণীর ভাঙ্গিয়া ফেলিল, ও সমস্ত রণতরী অধিকার করিল ; এবং প্রায় সমস্ত দ্বীপ, আথীনীয় উপনিবেশিকদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া তাহাদিগের উপর ভূমির কর আদায়ের ভারপণ করিল ।

কর্সাইরার হত্যা ।

পূর্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে, প্লেট্রা, এবং মিটিলিনীয়েরা বিদেশীদিগের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয় । কিন্তু এক্ষণে আমরা কর্সাইরার যে ভয়ঙ্কর মরহত্যা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি ; পরে দৃষ্ট হইবেক, তাহা দেশীয় লোকেরাই সম্পন্ন করিয়াছিল । গ্রীক

প্রধানসারে কর্ণাহার দুইটি দল ছিল। মর্যাদাপন্ন লোকদিগের একটি, এবং সাধারণ লোকদিগের অন্যটি। এই উভয়পক্ষের পরস্পর অহিনিকুলতা সর্বত্র ছিল ; একারণ সময়ে সময়ে ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদ হইত। একদা সাধারণ সমাজের অধ্যক্ষেরা সম্ভ্রান্ত সমাজের কতিপয় অধ্যক্ষদিগের নামে অভিযোগ করিয়া, পরিশেষে পলায়ন পূর্বক কোন দেবালয়ে আশ্রয় লইলেন। পরে সেনেটের সদস্যবর্গ আধীনীয়দিগের সহিত মিলিত হইবেন, শুনিয়া তাহার, এবং তাহাদের কষ্টবাক্যবেরা, ও আত্মীয় অন্তরঙ্গ, সকলে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া, অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্বক সভা মধ্যে প্রবেশে সহসা প্রবেশ করিল, এবং ষাট জনের প্রাণ বধ করিল। এই কারণে, উভয় পক্ষের যে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল ; তাহাতে সাধারণ লোকেরা পরাস্ত হইয়াছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে উভয় পক্ষই নগরের এক এক অংশ আশ্রয় করেন, প্রাতঃকালে উভয়পক্ষীয় লোকেরাই দেশীয় ক্রীতদাসদিগকে তাহাদের সাহায্যার্থ আহ্বান করিলে, অধিকাংশ লোকেই সাধারণ লোকদিগের সহায়তায় প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু ইপিরনের বিপরীত উপকূল হইতে আট শত লোক আনিয়া, সম্ভ্রান্তদিগের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অতঃপর যে আর একটি সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহাতে সাধারণ লোকদের ক্রয় লাভ হইল, সম্ভ্রান্ত লোকেরা অগ্নি সংযোগ দ্বারা নিহত হইল, এবং

নগরের অধিকাংশ দখল করিয়া ফেলায়। এইরূপ
বিবাদ চলিতেছে, এমন সময়ে, এক জন আধীনীয়
সেনাপতি তথায় উপস্থিত হইয়া, উভয় পক্ষের এই
বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিবার জন্য উভয় পক্ষের একটি
সন্ধি স্থাপন করিয়া দিলে, তবে তাহারা বিবাদে কাস্ত
থাকিল। অতি অল্পকাল পরেই প্রায় চারি শত
সম্ভ্রান্ত লোক, তাহাদের শত্রুরা তাহাদের বিনাশের
চক্রান্ত করিতেছে, এই সন্দেহ করিয়া, পলায়নপূর্বক
কোন দেবালয় আশ্রয় করিলেন, কিন্তু লোকেরা
তাঁহাদিগকে বন্দরের সম্মুখবর্তী এক ক্ষুদ্র দ্বীপে প্রেরণ
করিয়া, তথায় তাঁহাদের খাদ্যসামগ্রী পাঠাইয়া দিতে
লাগিল। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাদিগকে তথা হইতে আন-
য়ন করিয়া এক দেবালয়ে রাখিয়া দিল।

এই সময় এক দল আধীনীয় রণতরী তথায় আসিয়া
পৌঁছিল। বোধ হয় এত দিন লোকেরা পিলপনীর
দিগের ভয়ে বৈরনির্ধাতনে বিরত ছিল ; এক্ষণে
তাহারা সেই আশা পরিত্যক্ত করিতে স্থিরনিশ্চয়
হইয়া, এই বলিয়া সম্ভ্রান্তদিগকে দেবালয় ছাড়িয়া
আসিবার প্রস্তাব করিল। যে, তাঁহারা আসিলে ন্যায়
অন্যায়ের বিচার হইবেক। সম্ভ্রান্তেরা তাহাদের
বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ঐ পবিত্র স্থানের সীমা অতি-
ক্রম করিবামাত্র শত্রুগণ বিনাশসম্বন্ধে তৎক্ষণাৎ
তাঁহাদের প্রাণ বধ করিল ; তাহারা দেবালয়ে রহিলেন
তাহারা পরিত্রাণের উপায়ান্তর না দেখিয়া, ভয়ঙ্কর

শত্রু হস্তে বিনাশ অপেক্ষা আত্মহত্যা শ্রেয়স্কর, বিবেচনায়, তৎ সম্পাদনে কৃতসংকল্প হইয়া, কতকগুলি দেবালয়ের বৃক্ষে উদ্ভকন দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করিলেন ; কেহ কেহ অন্য প্রকারে মানবলীলা সম্বরণ করিল। এইরূপে সকলেই প্রাণত্যাগ করিলে, এক জনও ডীবিড রহিলেন না । সাধারণ লোকেরা এইরূপ ক্রমাগত সাত দিন কাল নরহত্যা হইতে বিরত ছিল না । যাহার যাহাকে শত্রু বলিয়া বিবেচনা হইল, সে তাহারই প্রাণনাশ করিতে লাগিল । এই সুযোগে অনেক অধমণ ব্যক্তির উত্তমণদিগের শোণিত দ্বারা আপন আপন ঋণ ক্ষালিত করিয়াছিল । এইরূপে নগরমধ্যে ভয়ঙ্কর অত্যাচার আরম্ভ হইলে, পিতা ও পুত্রের প্রাণ সংহার করিয়াছিল । শরণাগতদিগকে দেবালয় হইতে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া নিহত করিয়াছিল । কতকগুলিকে দ্বার বন্ধ করিয়া দেবালয়ে রাখিলে, তাহারা আহারাভাবে প্রাণত্যাগ করিল । আধীনীরেরা শাস্ত্রভাবে এই নৃশংস ব্যাপার অবলোকন করিতে লাগিল ; নিবারণের কোন চেষ্টাই করিল না ।

প্রায় পাঁচ শত সন্তান লোক তথা হইতে পলায়ন পূর্বক বিপরীত উপকূল আশ্রয় করিয়া ছিলেন । কিছু দিন পরে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া এক সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণপূর্বক শত্রুদিগের অতিশয় হানি করিতে আরম্ভ করিলেন । এই সময় একদল আধীনীর রণতরী কর্নাইয়ায় আসিয়া পৌঁছিলে, সেনাপতিরা সন্মুখে

অবকট হইয়া দুর্গবাসী সম্ভ্রান্তদিগকে আক্রমণ করিলে, তাঁহারা আখীনীয়দিগের শরণাগত হইলেন ; আখীনীয়েরা, তাঁহাদিগকে যতদিন আথেমেন না লইয়া যাওয়া হয়, ততদিন কসাইরার বন্দরের সম্মুখ-বর্তী দ্বীপে রাখিয়া দিল । যদি তাঁহারা পলায়নের চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে সন্ধি ভঙ্গ জন্য সম্পূর্ণ দোষী হইতে হইত ।

সম্ভ্রান্তদিগকে আখীনীয়েরা দ্বীপান্তরে বন্দী করিয়া রাখিলে, সাধারণ লোকদিগের কর্তৃপক্ষেরা বৈরনির্যাতনের ব্যাঘাত জন্মিল দেখিয়া, বন্দীকৃত-দিগকে পাতিত করিবার জন্য যে এক ফন্দি করিল, তাহা এই । তাহারা প্রথমতঃ ঐ দ্বীপে কতকগুলি লোক পাঠাইয়া দিল ; প্রেরিত ব্যক্তির তথ্য পৌছিয়া বন্ধুত্বের ভান করিয়া বলিল ; “ আখীনীয়েরা তোমাদিগকে শত্রু হস্তে সমর্পিত করিবার অভিপ্রায় করিয়াছে, অতএব তোমরা যদি আমাদের পরামর্শ শুন ; তবে এই সজ্জিত জাহাজে আরোহণ করিয়া এস্থান হইতে পলায়ন কর । ” বন্দীরা তাহাদের বাক্যে প্রত্যয় করিয়া পরিত্রাণ পাইবার, আশয়ে সেই জাহাজে আরোহণ পূর্বক যাত্রা করিলে, পথিমধ্যে শত্রু হস্তে পতিত হইয়া, এক বৃহৎ অটালিকার মধ্যে অবরুদ্ধ হইলেন । অনন্তর সেই অটালিকা হইতে বিংশতিজন করিয়া বাহির করিয়া আনা হইয়া ঐশ্বর্য অস্বাধারীদিগের মধ্যদিয়া গমন করিতে আদেশ

১৫২ ক্যাক্টিরিয়ায় স্পার্টিয়দিগের অবরোধ । [৭ম অ

করিল। অস্ত্রধারী পুরুষেরা যে যাহাকে নিজ শত্রু বলিয়া বোধ করিল, সে তাহারই প্রাণবধ করিতে লাগিল। এইরূপে ষাট্ জন নিহত হইলে, অবশিষ্টেরা আপনাদের বিপদ জানিতে পারিয়া, আখীনীয়দিগকে অহ্বান করিয়া বলিল “তোমরা আইস আমাদিগকে বিনষ্ট কর, আমরা বাহিরে যাইব না।” যাহা হউক সাধারণ লোকেরা সেই গৃহের ছাদ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহার অভ্যন্তরে ইষ্টক ও বাণ নিঃক্ষিপ্ত করিতে লাগিল; তখন অবরুদ্ধেরা পরিত্রাণের আর উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, কেহ কেহ শত্রুর বাণাঘাতে মরিল কতক বা উদ্ধকন দ্বারা আপন আপন প্রাণ বধে উদ্যত হইল। পর দিবস তাহাদের মৃত শরীর একত্র রাশীকৃত করিয়া শকট দ্বারা নগর হইতে বাহির করিয়া ফেলাইয়া দিতে লাগিল। এইরূপে কম্পাইয়ার সামাজিক বিদ্রোহ পর্য্যবসিত হইয়া সম্ভ্রান্তদিগকে সমূলে উৎসন্ন করিয়াছিল ॥

ক্যাক্টিরিয়া দ্বীপে স্পার্টিয়দিগের অবরোধ ।

মেসীনিরোপকূলের অনতিদূরে ক্যাক্টিরিয়া-নামক একটী দ্বীপ আছে। একদা আখীনীয়েরা সেই দ্বীপে কতকগুলি স্পার্টিয় নৈল্যকে যে আক্রমণ করিয়াছিল, ইহাই বর্তমান যুদ্ধের প্রধান ঘটনা বলিয়া পরিগণিত। এই অবরোধের স্থূল বৃত্তান্ত পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে। একদা কতিপয় আখীনীয় রণতরী

মেসীনিয়ার উপকূল হইয়া যাত্রা করিতে ছিল ; এমনকি সময় ঐ রণতরীর একজন কর্মচারী ডিমস্-থিনিম্, পাইলস্ অন্তরীপ অবলোকন করিয়া তথায় একটা সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণের মানসে নাবিকদিগের তথায় অবরোধের প্রস্তাব করিলে, সেনাপতিরা তাহাতে অসম্মত হইলেন। ঐদৰ্শযোগে এক প্রবল বাত্যা উপস্থিত হওয়াতে তাঁহাদিগকে অগত্যা সেই অন্তরীপ আশ্রয় করিতে হইল। সৈন্যেরা বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া তথায় একটা প্রাচীর নির্মাণে ব্যাপৃত হইয়া তদুপযোগী উপকরণের মধ্যে প্রস্তর ও কদম ব্যতীত আর কিছুই প্রাপ্ত হয় নাই ; সুতরাং তাহারা হস্ত ও পৃষ্ঠ দ্বারা কদম আনয়ন পূর্বক ছয় দিনের মধ্যে এক প্রকার নির্মাণ করিল। প্রাচীর নির্মিত হইলে সেনাপতিরা ইহার রক্ষণার্থ ডিমস্-থিনিমের উপর ছয়খানি জাহাজের কর্তৃত্বভার সমর্পণপূর্বক তথা হইতে যাত্রা করিলেন।

এই সংবাদ লেসিডিমোনীয়দিগের কর্ণগোচর হইলে, তাহারা ত্বরায় আসিয়া জলে এবং স্থলে ঐ স্থান অবরুদ্ধ করিল। ঐ দ্বীপের বন্দরের মধ্য দিয়া অবরুদ্ধ স্থানে প্রবিষ্ট হইবার একটা মাত্র পথ ছিল ; এবং অন্তরীপের উভয় পার্শ্ব দিয়া বন্দরে প্রবিষ্ট হইবারও দুইটী বৈ পথ ছিল না। সুতরাং সেই পথ দ্বয় রুদ্ধ করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, লেসিডিমোনীয়েরা চারি শত কুক্ষি জন সৈন্য, এবং কতিপয়

১৫৪ ফ্যাক্টিরিয়ায় স্পাটীদিগের অবরোধ । [১ম অ

যাহাজ রাখিয়া ঐ পথ রুদ্ধ করিয়া দিলে, আখীনীয়-
দিগের আর এমন পথ রহিল না, যদ্বারা আসিয়া অব-
রুদ্ধদিগের সহায়তার প্রস্তুত হয় । কিন্তু রক্ষকদিগের
সুভাবসিদ্ধ আলস্য বশতঃ তাহাদের রক্ষণপ্রয়াস
ব্যর্থ হইয়া গেল । তাহাদের অনাধীনতাবশত্রে, ডিম-
হিনিস্ কর্তৃক আহৃত আখীনীয় রণতরী আসিয়া অনা-
য়াসে বন্দর মধ্যে প্রবেশ পূর্বক স্পাটীদিগকে
পরাস্ত করিল ; এবং স্পাটীদিগের নির্গমের পথ অব-
রুদ্ধ করিয়া ফেলিল ; সুতরাং বহির্গমের পথ না
থাকায়, স্পাটীদিগকে বন্দেই অবরুদ্ধ থাকিতে
হইল ; এবং তাহাদের খাদ্যসামগ্রীর আয়োজনের
পথ একেবারেই বন্দ হইয়া গেল ; কারণ আখীনীয়েরা,
যাহাতে স্পাটীদিগের আসার প্রসার বন্দ হই, এই
অভিপ্রায়ে দুই খানি যাহাজ নিযুক্ত করিয়া দিয়া
ছিল । সেই যাহাজ সমস্ত দিন চতুর্দিকে ভ্রমণ
করিয়া চৌকী দিত । রাত্রি হইলে, সমস্ত যাহাজ আসিয়া
শত্রুদিগকে বেষ্টিতপূর্বক নঙ্গর করিয়া থাকিত । এইরূপে
শত্রুদিগের আর কোন দিকে নড়িবার যো রাখিল
না । কিন্তু স্পাটীয়েরা, তদ্রূপ স্বাধীন ব্যক্তিদিগকে,
পুরস্কার স্বীকার, এবং হেল্দিগকে, স্বাধীনতা পুনরু-
দ্ধার করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়া দ্বীপ হইতে ময়দা,
মদ্য, এবং অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর আয়োজনার্থ গুপ্ত-
ভাবে নিযুক্ত করিয়াছিল । তাহারাও গুপ্তভাবে এই
লকল সামগ্রী আনিয়া দিতে লাগিল । যে সময় বায়ু

অতিশয় প্রবল হইত, আর্থীনীয় জাহাজ সকলের চলি-
বার সামর্থ্য থাকিত না, সেই সময় তাহারা নৌকাযোগে
যাইয়া তীর হইতে খাদ্যসামগ্রী আনিয়া দিত ; এবং
ডুবুরীরা ব্যাগ পরিপূর্ণ করিয়া পোস্তদানা, শণের বীজ
প্রভৃতি এমনি আনিয়া দিত যে, কেহই তাহাদিগকে
দেখিতে পাইত না । এ জন্য দ্বীপের রক্ষকেরা
আশার অতিরিক্ত কাল জীবন ধারণ করিয়াছিল ।
আর্থীনীয়েরাও যখন খাদ্যসামগ্রী এবং ভাল জলের
অভাবে অতিশয় কষ্ট পাইতে লাগিল, তখন কর্তব্য
জিজ্ঞাসার জন্য সেনাপতির আথেন্সে সংবাদ পাঠা-
ইয়া দিল ।

সমস্ত লোক সভায় একত্র সমবেত হইলে, নীচা-
শয় গজ্ঞানকারী এবং মিথ্যাবাদী ক্লিয়ন্ সকলের
মধ্য হইতে বলিয়া উঠিল, ডিমস্থিনিন্স্ যে জন্য অতি-
যোগ করিয়াছে, সে সমস্তই অলীক । এই বলিয়া
সেনাপতি নীসীয়সের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল,
যদি সেনাপতিদিগের পুরস্কার থাকিত তবে, ঐ দ্বীপ
শীঘ্র অধিকৃত হইত ; যদি আমি স্বয়ং ইহার কর্তৃত্ব ভার
গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে ঐ দ্বীপ এত দিন অধিকৃত
হইত, সন্দেহ নাই । ইহা শুনিয়া নীসিয়ন্স্ ক্লিয়ন্কে
যে কোন সৈন্যদল লইয়া উক্ত যুদ্ধে যাত্রা করিবার
প্রস্তাব করিলে, ক্লিয়নের মুখ শুখাইয়া গেল । ক্লিয়-
নের মুখে যত ফলিত কাজে তাহার একাংশও সম্পন্ন
হইত না । যাহা হউক ক্ষতিপ্রিয় লোকেরা নীসীয়সের

২৫৬ ক্যাকটীরিয়ায় স্পাটীরদিগের অবরোধ । [৭ম অ

প্রস্তাবে সম্মত হইবার জন্য ক্রিয়ন্কে অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিল । ক্রিয়ন্ এই সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া, বাহিরে প্রসন্নতা প্রকাশ করত অগত্যা পাইলস্ যাত্রা করিতে সম্মত হইলেন ; এবং আর কিছু সৈন্য প্রার্থনা করিয়া এই শপথ করিলেন যে, বিংশতি দিবসের মধ্যে, হয় স্পাটীরদিগকে সেই দ্বীপে নিহত করিয়া আসিবেন, নয় তাহাদিগকে বন্দী করিয়া আথেঙ্গে আনয়ন করিবেন । ক্রিয়ন্ মনে মনে জানিতেন, যে তিনি স্বয়ং সৈন্যপত্য কার্যে নিতান্ত অপটু ; একারণ বুদ্ধিপূর্বক ডিমস্‌থিনিস্‌কে আপনার সহকারিত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ।

ক্রিয়ন্ পাইলস্‌ উপস্থিত হইয়া স্পাটীরদিগকে তাঁহার শরণাগত হইবার প্রস্তাব করিলেন । কিন্তু তাহারা তাঁহার প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইলে, আখীনীয় সৈন্যেরা রাত্রিযোগে জাহাজ হইতে দ্বীপে অবতীর্ণ হইল । প্রাতঃকালে স্পাটীরদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল । উভয় পক্ষের প্রচুর অতিনিবেশ নিবন্ধন যুদ্ধ, অধিক কাল স্থায়ী হইয়াছিল । অবশেষে যখন শতাবধিক স্পাটীয় নিহত হইল, তখন অবশিষ্টেরা তাহাদের বন্ধুজনের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তীরে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল । কিন্তু তাহাদের সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল না । কিন্তু আখীনীয়েরা একজন দূত পাঠাইল ; এবং একজন স্পাটীয় আসিয়া স্বপক্ষদিগকে কর্তব্য জিজ্ঞাসা

করিলে, স্পার্টীয়েরা আত্মীয়দিগের শরণাগত হইল।
 বাহাইউক স্পার্টীয়েরা এইটী অতি বিগর্হিত কর্ম
 করিয়াছিল। ক্রিয়ন্ মুখে বাহা বলিয়াছিলেন কাজেও
 তাহা করিলেন। কুড়ি দিনের মধ্যেই স্পার্টীয়দিগকে
 আথেন্সে লইয়া গেলেন; এবং তাহাদিগকে বন্দী
 করিয়া রাখিয়া এই প্রচার করিয়া দিলেন; যদি কখন
 স্পার্টীয়েরা আটিকা আক্রমণ করে, তাহা হইলে বন্দী-
 দিগকে নিহত করিবে। স্পার্টীয়েরা এপর্যন্ত কখন
 কাহারও শরণাগত হয় নাই; তাহারা এই মাত্র শরণা-
 গত হইল। ফলতঃ এই ঘটনা গ্রীকদিগের অতিশয়
 বিস্ময়জনক হইয়াছিল।

ক্রিয়ন্ এবং ব্রাসিডাস্।

এই ঘটনা দ্বারা ক্রিয়ন্ অতিমাত্র উল্লাসিত হইয়া,
 আপনাকে প্রথমশ্রেণীস্থ সেনাপতি বলিয়া আহ্বান
 করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে, প্রসিদ্ধ স্পার্টীয়
 সেনাপতি ব্রাসিডাস্, থ্রেসে থাকিয়া তত্রত্য অধি-
 বাসীদিগকে আথেন্সের প্রতিবুলে অঙ্গধারণ করি-
 বার পরামর্শ দিলে, তাহারা তাঁহাকে প্রধান
 সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া অখিল মৈন্সের কর্তৃত্বভার
 তাঁহার উপর সমর্পণ পূরক সংগ্রামে প্রেরণ করিল।
 তিনি আফ্রিপোলিস-নগরের আসন্নবর্তী ট্রাইমন্-নদীর
 মোহানায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি যে যে
 স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত করেন, আফ্রিপোলিস-নগর

তন্মধ্যে প্রধান ছিল । ব্রাসিডাম্ নগরের প্রতি শত্রু-
দিগের আক্রমণের প্রতিরোধ জন্য তুরাবান্ হইয়া নগ-
রের সম্মিহিত এক পর্বত আশ্রয় করিলেন । ক্রিয়নের
সৈন্যগণ, তদীয় কাপুরুষতা ও চাতুরীবিহীনতা-নিবন্ধন
অতিশয় অপদার্থ ও হেয়জ্ঞান করিত, এজন্য তাহারা
কলহ আরম্ভ করিল ; ক্রিয়ন্ শুদ্ধ লোকদিগকে সন্তুষ্ট
করিবার মানসে নগরের সম্মুখবর্তী কোন উচ্চস্থানে
সৈন্যচালনা করিলেন ; ফলতঃ ইহাতে তাঁহার যুদ্ধ
করিবার কোন অভিপ্রায় ছিল না । ব্রাসিডাম্ নগরে
ফিরিয়া আসিলেন ; এবং যদিও তদীয় সৈন্য শত্রু-
সৈন্য অপেক্ষা বলে নিকৃষ্ট ছিল, তথাপি তিনি
অবপন বিজ্ঞতা ও সংগ্রাম-পারদর্শিতা দ্বারা শত্রুর
সে সুবিধা অতিক্রম করিতে সম্পূর্ণ সাহস করিয়া-
ছিলেন ।

ক্রিয়ন্ ক্রমশঃ নগরের এত নিকটবর্তী হইলেন যে,
তথা হইতে, নগরাভ্যন্তরে দেবতোদ্দেশে ব্রাসিডা-
মের বলি-প্রদান, এবং সমস্ত পদাতিসৈন্য ও অশ্ব-
গণের চরণসমূহ পুরদ্বার দিয়া স্পষ্ট দেখিতে পাই-
লেন ; দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ নদীর মোহানায় হটিয়া
যাইবার মানস করিয়া, সৈন্যদিগকে একপা বিশৃঙ্খল-
কণ্ঠে ফিরাইলেন যে, সৈন্যের দক্ষিণ পার্শ্ব শত্রু-
সৈন্যের দিকে সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত হইয়া পড়িল ।
ব্রাসিডাম্ এই সুযোগ পাইয়া তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে নগর
হইতে বহির্গত হইয়া আধীনীয় সৈন্যের মধ্যভাগ

আক্রমণ করিলেন ; এবং অন্য একজন স্পার্টীয় সেনাপতি নগরের অন্য দ্বার দিয়া সৈন্যে বহির্গত হইয়া আক্রমণ করিলেন, তাহাতে বামপার্শ্বের সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিলে, ত্রাসিডাস্ দক্ষিণপার্শ্বস্থ সৈন্য দিগের প্রতি ধাবমান হইয়া কোন অদৃষ্ট ব্যক্তির হস্তে সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে ক্লিয়ন্ ও যেমন ভয়ে অস্থির হইয়া পলায়ন করিতেছিলেন, অমনি এক জন বিপক্ষ সৈনিকপুরুষ কর্তৃক ধৃত ও নিহত হইলেন। এই যুদ্ধে আথীনীয়দিগের সাত শত এবং বিজয়ীদিগের সাত জন মাত্র সৈন্য নিহত হইয়াছিল ।

ক্যাকটীরিয়ার যুদ্ধে লেসিডিমোনীয় দিগের—যে সকল লোক বন্দীকৃত হয়, তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত লেসিডিমোনীয়েরা সন্ধি সংস্থাপনে একান্ত উৎসুক ছিল ; এবং নীসিয়স্ ও আথেন্সের অন্যান্য কুলীন বংশীয়েরা বহুকালাবধি সন্ধিবিষয়ে যত্নবান্ ছিলেন ; কিন্তু ত্রাসিডাস্ এবং ক্লিয়ন্ এই দুই ব্যক্তি উক্ত কার্যের কটকস্বরূপ থাকায় তাহা সফল হয় নাই, এখন (খৃঃ পূঃ ৪২২) নীসীয়স্ বহুকাল বাঞ্ছিত সন্ধি সংস্থাপন বিষয়ে কৃতকার্য হইলেন, এবং তাহা নীসিয়স্-কৃত সন্ধি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল ।

অষ্টম অধ্যায় ।

আলসিবাইডিস্ ।

তৎকালে আথেন্স্ নগরে আলসিবাইডিস্ নামে সংগ্রামযশঃপ্রিয় যে এক সম্ভ্রান্ত যুবক নীসিয়সের প্রিয়দর্শী ছিলেন, তিনিই পূর্বেক্ত নীসিয়স-কৃত সন্ধিবিষট্টনা অধিককাল স্থায়ী হইতে না দিবার কারণ হইলেন । ইনি অতিশয় দুৰাকাক্ষ ছিলেন ; যেমন কপবান্, তেমনি মহাকুল-প্রসূত ; যেকপ ধনবান্, তস ইকপ অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ছিলেন ; এজন্য দেশের আশ্রিতীয় লোক, বিশেষতঃ আথেন্স্ বাসীরা তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিত, এবং তাঁহার আজ্ঞাবহ ছিল । কিন্তু এসিডিমনীয়ার অধিবাসীরা আলসিবাইডিস্ অপেক্ষা নীসিয়সের অধিক সম্মান করিত ; এবং নীসিয়সের নিকটেই সকল বিষয়ের অভিযোগ করিত ; এজন্য তিনি স্পার্টীয়দিগের প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়া, যাহাতে স্পার্টীয়দিগের সহিত আর্থীনীয়দিগের বৈরতাব পুনরুদ্ধীপিত হইয়া পূর্বেক্ত সন্ধি বিষটিত হয় ; এবং যাহাতে আপন উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসহ্য নিবন্ধন যে সমস্ত অর্থ ব্যয় হইয়াছিল, সমর-লোপ্ত দ্বারা তাহার পূরণ হয় ; তাহার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অবিলম্বেই আর্গাইবদিগের সহিত স্পার্টী-

যদিগের বিগ্রহ ঘটনা দ্বারা সে চেষ্টা সফল করিলেন। এই বিবাদ সূত্রে আর্কেডিয়া প্রদেশে মার্টানিয়া-ক্ষেত্রে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে লেসিডিমোনিয়েরা জয়ী হয়, এবং ফ্যাক্টীরিয়া যুদ্ধে আপনাদের বিলুপ্ত শত্রুর পুনরুদ্ধার করে।

আথীনীয়েরা আল্‌সিবাইডিসের পরামর্শে মেলস্‌দ্বীপস্থ লোকদিগের প্রতি যেকপ নৃশংসতাচরণ করিয়াছিল, তাহা এপর্যন্ত লোকের মনে আত্মলজ্যমান আছে ; এবং কস্মিন্ কালেও মার্জিত হইবার নহে। মেলস্‌-দ্বীপের অধিবাসীরা স্পার্টার উপনিবেশিক হইলেও এই সংগ্রামের প্রারম্ভে কোন পক্ষই অবলম্বন করে নাই, তথাপি আথীনীয়েরা সন্তুষ্ট না হইয়া ইচ্ছাপূর্বক ঐ দ্বীপ আক্রমণ করিল ; এবং তাহাতে বিলক্ষণ বাধাও প্রাপ্ত হইল ; সুতরাং এখন দ্বীপবাসীরা স্পার্টারদিগের পক্ষ অবলম্বন করিল। অতীত পক্ষে পত্রে মেলিয়ানদিগের নাম থাকিলেও আথীনীয়েরা তথায় নৌসেনা ও পদাতিসেনা প্রেরণ পূর্বক তাহাদিগকে অন্যান্য দ্বীপবাসীদিগের ন্যায় অধীন হইতে বলিলে, দ্বীপবাসীরা সম্মত হইল না ; এজন্য আথীনীয়েরা তাহাদিগের নগর, স্থল ও জল উভয় পথে অবরুদ্ধ করিল। মেলস্‌বাসীরা যাহাদের ভরসায যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাছিল ; দীর্ঘমুত্রী স্পার্টাবাসীরা মেলিয়ানদিগের রক্ষার নিমিত্ত কোন প্রকার চেষ্টাই করিল না ; সুতরাং তাহারা অগত্যা আথীনীয়দিগের শরণাগত

হইল । আথীনীয়েরা, কি বৃদ্ধ কি যুবক, সকলকেই নিহত করিয়া, স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা দিগকে বিক্রয় করিতে লাগিল ; এবং ভূমি সকল আথেন্সের উপনিবেশিকদিগের মধ্যে বন্টন করিয়া দিল । আথেন্সের সাধারণ-তত্ত্ব পক্ষের লোকেরা ইহাকে স্বাধীনতা বলিতেন । আল্‌সিবাইডিস্ আথেন্সকে উৎসন্ন দিবার নিমিত্তই ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; একারণ আথীনীয়দিগকে সিসিলি আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিবার বিষয়ে তিনিই এক জন সর্বপ্রধান উদ্যোগী ছিলেন ; সিসিলি আক্রমণই পরিশেষে আথেন্সের বিনিপাতের কারণ হইয়া উঠিল ।

সিসিলি যাত্রা ।

অতি পূর্বকালে সিসিলি দ্বীপে যে সমস্ত গ্রীক-জাতীয় উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছিল ; ইহার মধ্যে কতকগুলি ডোরীয় ও কতকগুলি আইয়োনীয় । উভয় দলের পরস্পর বৈরভাব থাকায় নিরন্তর বিরোধ উপস্থিত হইত । অত্রত্য ডোরিক প্রদেশের মধ্যে সিরাকিউস্ নগরী অতিশয় প্রভাবশালী ছিল ; ও কতকগুলি আইয়োনীয়-প্রদেশের লোকেরা সিরাকিউসীয় দিগের উৎপীড়নে নিতান্ত নিপীড়িত বা নগরের ক্রীর্দ্ধি দর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া আপন স্বজাতীয় আথীনীয়দিগের নিকটে আপনাদের রক্ষার্থ শরণাগত হইল । পিলপনীসীয় সংগ্রাম কালে, সময়ে সময়ে

আথীনীয়েরা প্রায়ই সিসিলিতে নৌসেনা প্রেরণ
 করিয়াছিল, পরন্তু তৎকালে তদ্দেশবিজয়ের কোন
 চেষ্টাই করে নাই। এক্ষণে সিসিলি হইতে দূতমুখে
 সিরাকিউসীয় শক্তির অতিশয় ক্রীড়াঙ্ক শুনিয়া, আথী-
 নীয়দিগকে এই প্রভাবশালী ও ধনসম্পূর্ণ দ্বীপকে
 পরাজিত করিয়া আথেন্সের অধীন করিবার জন্য
 বিশেষ অনুরোধ করিয়া কহিলেন, “আমি দেখি-
 তেছি উক্ত দ্বীপ অধিকৃত হইলে ইটালি জয় করা
 দুঃসাধ্য হইবেক না, এবং বহু প্রভাবশালী বিস্তৃত
 বাণিজ্যসম্পন্ন কার্থেজ ও তাহাদের হস্তগত হইবার
 বিলক্ষণ সম্ভাবনা—এবং ঐ সকল দেশ জয়ানন্তর
 তোমরা দুর্নিবার্য প্রভাবশালী হইয়া অনায়াসে
 পিলপনীসীয় দিগকেও আক্রমণ করিতে পারিবে।”
 আলসিবাইডিস্ ইত্যাদি নানা যুক্তি ও লোভ দেখা-
 ইয়া আথীনীয়দিগকে সিসিলি আক্রমণে সম্মত
 করিয়া তুলিলেন। ফলতঃ একপ চেষ্টায় যে অধিকতর
 বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, এবং ইহা যে যার পর নাই
 অদূরদর্শিতার কার্য, তাহা আথীনীয়দিগকে বুঝা-
 ইয়া দিবার নিমিত্ত নীসিয়স্ যে আন্তরিক চেষ্টা
 পাইলেন, তাহা বৃথা হইল। ইহাতে অধিক সৈন্যের
 আবশ্যকতা বলিয়া নীসিয়স্ যে ভয় প্রদর্শন করি-
 লেন, তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না ; কারণ আথী-
 নীয়েরা তাহাতে ভীত না হইয়া, বরং সৈন্য ও অর্থ
 সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তাহাকে অসীম ক্ষমতা প্রদান

পূর্বক আল্‌সিবাইটিস্ ও লামেকস্ ক তাহার সহ-
যোগীত্বে নিযুক্ত করিল । এই চেষ্টা সফল হইবেক
বলিয়া, কি বৃদ্ধ কি যুব, সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ;
অন্ততঃ ইহাও নিশ্চয় হইয়াছিল যে, যদিও ইহা সফল
না হয়, তথাপি আথেন্সের বিশেষ ক্ষতি হইবেক না ।

সিসিলি যাত্রার প্রায় সমুদায় উদ্দেশ্য সম্পন্ন
হইলে, যুদ্ধযাত্রার দুর্নিমিত্তসূচক যে একটি ঘটনা
উপস্থিত হইয়া আথেন্স্ মধ্যে মহাগোলোযোগ
উপস্থিত হয়, তাহা এইঃ—দ্বারে দ্বারে এক চতুষ্কোণ
স্তম্ভের উপর হার্মিস্-দেবের এক একটি প্রতিমূর্তি রাখা
আথেন্সের চিরন্তন প্রথা ছিলঃ—এক দিবস রাত্রি
যোগে যাবতীয় প্রতিমূর্তি গুলি ভগ্ন ও বিক্রী হইয়া
ভূতলে পতিত আছে, প্রভাতকালে ইহা নিরীক্ষণ
করিয়া নগরবাসীগণ অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল ;
কিন্তু কোন্ ব্যক্তি যে এই গর্হিত ব্যাপারের অনুষ্ঠান
করিয়াছে, তাহা কেহই স্থির করিতে পারিল না ।
অবশেষে আল্‌সিবাইটিস্ ও তাঁহার উদ্ধাম সহচ-
রগণের প্রতি সকলেরই সন্দেহ জন্মিল : বহু অনু-
সন্ধানের পর, ইতি পূর্ব আর একবার কতকগুলি
দেবপ্রতিমূর্তি তিনিই ভগ্ন ও বিক্রী করিয়াছিলেন ;
এতদ্ভিন্ন আথিনীয়দিগের অতি পবিত্র ইলিউসিনীয়-
নামক মন্ত্র-রহস্য পরিহাস প্রসঙ্গে ব্যক্ত করা হইয়া-
ছিল ; ইহা প্রকাশ হওয়ায়, তাঁহার শত্রুরা নানা
অঙ্গকার দ্বারা ঐ সকল অপবাদ বাড়াইয়া বলিলে,

তাঁহাকেই উক্ত গর্হিত ব্যাপারের অনুষ্ঠান বন্ধিষ্ঠা স্থির করিল ; কিন্তু তিনি উহার কিছুই স্বীকার না করিয়া তদন্তে উহার বিচারের প্রার্থনা করিলেন । কিন্তু তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয়ের বিচার হয়, তদীয় শত্রুদের একপ অভিসন্ধি ছিল না ; কারণ জনাধীশ্বর সাধারণ লোকের উপর তাঁহার যেমন প্রভুত্ব ছিল, তাহাতে তদন্তে বিচার হইলে, তিনি অনায়াসেই পরিজ্ঞান পাইবেন ; এই আশঙ্কায়, এবং তাঁহার অনুপস্থিতি সময়ে তাঁহাকে এককালে বিপদজালে জড়িত করিবার বাসনায়, যাহাতে যুদ্ধযাত্রার আর বিলম্ব না হয়, এবং যাহাতে আল সিবাইডিস্ সংগ্রাম হইতে প্রত্যাগত হইলে তদ্বিষয়ের বিচার হয়, এ বিষয়ে যত্ন বান্ হইলেন । (খঃ পৃঃ ৪১৫) গ্রীষ্মকালের মধ্য-সময়ে যুদ্ধযাত্রার সমুদায় উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইলে ; যাত্রার দিবস প্রাতঃকালে যাবতীয় পুরবাসীগণ যাত্রা দর্শনার্থ পাইরিয়স্ বন্দরে উপস্থিত হইলে সৈন্যগণ যখন আত্মীয়বর্গের নিকট বিদায় লইয়া রণপোতে আরোহণ করিতে যায়, তখন তাহাদের আত্মীয়গণ কন্দন করিতে লাগিল ; কিন্তু এতাদৃশ অদৃষ্টপূর্ব যুদ্ধ-সমারোহ নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদের মন সাহসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ; কারণ ইহার পূর্বে এতাদৃশ নৌসেনা সমারোহে আর কখন গ্রীক্ উপকূল হইতে বহির্গত হয় নাই । সেনাগণ পোতে আরোহণ করিলে, নীরব হইবার নিমিত্ত তুরীক্ষনি হইতে লাগিল ; এবং

সকলেই নিরাপদ ও যাত্রার সাক্ষ্যের নিমিত্ত দেবতা
দিগের বন্দনা করিতে লাগিল । তনুদন্তর রণ-পোত
সকল বাহিতে বাহিতে ইজাইনা দ্বীপে উপস্থিত
হইল, তথা হইতে যাত্রা করিয়া পিলপনীসম্ বেষ্টন
পূর্বক কসাইরা দ্বীপে পৌঁছাইল, ততঃপর তথা হইতে
ইটালির পূর্ব উপকূলে, এবং পরিশেষে সিমিলিতে
উপস্থিত হইল ।

আল্-সিরাইডিসের পুনরাহ্বান ও পদচ্যুতি ।

যাহা হউক, বহুদর্শী বিজ্ঞতম নীসিয়স্ ইতি পূর্বক
যাহা বলিয়াছিলেন, পরিশেষে কিছু তাহাই ঘটিল ;
আথেসবাসীরা সিমিলি দ্বীপে উপস্থিত হইবার পর
দূতযুগে সমস্ত অবগত হইয়া দ্বীপবাসীরা পূর্ব-
প্রতিজ্ঞিত সাহায্যের প্রাপ্তি বিষয়ে সম্পূর্ণ হতাশ
হইল ; এবং তাহাদিগের সর্বপ্রকার ভাবভঙ্গী ও
আকার প্রকার নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে প্রবঞ্চক
বলিয়া স্থির করিল । অতঃপর কি করা উচিত, তাহা
স্থির করিবার জন্য যে এক সভা বসিল, তাহাতে নীসি-
য়স্ এই অতিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন যে, আপনাদিগের
সৈন্যসম্পত্তি প্রকাশার্থ দ্বীপ প্রদক্ষিণ পূর্বক স্বদেশে
প্রতিগমন করাই শ্রেয়স্কর কার্য । কিন্তু আল্-সি-
রাইডিস্ তথায় কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া সিরি-
কিউস্ নগরী আক্রমণ করিবার প্রস্তাব করিলে,
সামেকস্ও তদীয় মতের অনুমোদন করিলেন । এই-

রূপ কর্তব্যতাবধারণের তর্ক বিতর্ক হইতেছে, এমন সময় আথেন্স্ হইতে একখানি জাহাজ আসিয়া হার্মিস্-দেবের প্রতিমূর্তি ভগ্নাভিযোগের প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত আল্‌সিবাইডিসের গৃহ প্রত্যাগমনের আজ্ঞা প্রকাশ করিলে, তিনি অক্ষুণ্ণ চিত্তে লোক সমক্ষে গমনসম্মতি প্রকাশ করত নৌকারোহণপূর্বক সিসিলি পরিত্যাগ করিলেন ; কিন্তু প্রতিগমনকালে ইটালির উপকূলে উপস্থিত হইয়া, আপনাকে দোষী জানেই হউক বা বিপক্ষদিগের ভয়েই হউক, তিনি তথায় লুক্কায়িত হইলেন । পরে এই সংবাদ আথেন্সে প্রচারিত হইলে সর্বস্ব আক্রমণ পূর্বক আল্‌সিবাইডিসের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল । ইহা শুনিয়া আল্‌সিবাইডিস্, প্রতিশোধ দিবার জন্য, যতদূর সাধ্য, আথেন্সের অপকার করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া স্পার্টা যাত্রা করিলেন ; এবং তথায় উপস্থিত হইয়া সিরাকিউস্ হইতে সাহায্য প্রার্থনার নিমিত্ত দূত আসিয়াছে দেখিয়া, তৎপক্ষ অবলম্বন পূর্বক আথেন্স-বাসীদিগের সর্ব্বাতিশায়িনী দুর্ভাগ্যবশত এবং সময়ে যদি তাহার প্রতিবিধান করা না হয়, তাহা হইলে সম্পূর্ণ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবন আছে, এই বলিয়া তাহাদিগের বিলক্ষণ প্রতিপোষকতা করিলে, সিরাকিউসীয়দিগের সাহায্য করা স্থির হইল ; এবং গিলিপস্ নামক এক ব্যক্তিকে, রণতরীর সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিয়া অবিলম্বে প্রেরণ করা হইল ।

সিরাকিউসের অবরোধ।

আধীনীয়েরা সিরাকিউস নগর অবরোধ করিলে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহার মধ্যে কোন যুদ্ধে আধীনীয় সেনাপতি লামেকস্ নিহত হইলেন; সৈন্যগণ সেনানীর বিনাশে হতাশাস না হইয়া একপাশে যুদ্ধ করিতে লাগিল যে, সেই সংগ্রামে সিরাকিউসের অশিক্ষিত সৈন্যদিগের উপর সম্পূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করিয়া সেই দিনই নগর অধিকারের প্রত্যাশা করিয়া ছিল, কিন্তু সেই সময় গিলিপস্ সৈন্যে পিলপনীসস্ হইতে সমাগত হইয়া তাহাদের সে আশা বিফল করিয়া দিলেন। এখন গিলিপসের আগমনে আপনাদিগকে হীনবল বিবেচনা করিয়া নীসিয়স্ তৎক্ষণাৎ আথেন্স এই বলিয়া পত্র লিখিলেন, “প্রথমে যে পরিমাণে সৈন্য তাঁহার সহিত আসিয়াছিল, সেই পরিমাণ আর এক দল সৈন্য যদি পত্রপাঠ আসিয়া সহায়তায় নিযুক্ত না হয়, তাহা হইলে অবরোধ শিথিল-প্রযত্ন হইয়া অগত্যা পলায়ন করিতে হইবেক।” আথেন্সবাসীরা জয়লাভের স্বপ্নে অভিভূত থাকিয়া অদ্যাপি জাগরিত হয় নাই, এখন নীসিয়সের পত্র পাইবামাত্র তাহারা ডিমস্থিনিস্কে সৈন্যপত্ৰ প্রদান পূর্বক নীসিয়সের সাহায্যার্থে আর এক দল সৈন্য সিসিলি প্রেরণ করিল। ডিমস্থিনিস্ তৎকালে একজন বিলক্ষণ সমর্থ সেনাপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি সিরাকিউসে উপস্থিত হইবার পূর্বে আধীনী-

যেরা সিরাকিউসের বন্দরে দুইবার পরাজিত হইয়াছিল। ডিমস্থিনিস্ উপস্থিত হইয়া তথাকার সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা দ্বারা, কোন একটা উন্নত স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিলেন, এবং যদি, সে চেষ্টায় কৃতকার্য হইতে না পারেন, তবে অবরোধ ছাড়িয়া সৈন্যে পলায়ন করিবেন ; এই স্থির করিয়া সৈন্যদিগের পাঁচ দিনের উপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী এবং এক দুর্গ নির্মাণোপযোগী সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ পূর্বক রজনীমুখে সৈন্যে বহির্গত হইয়া অভিপ্রেত উন্নত প্রদেশে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলে, বিবিধ প্রকার বিভীষিকা ও নানা অশুভ ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে, সৈন্যগণ ভীত হইয়া চারিদিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল ; এবং তাহাতে তাহাদের অনেক ক্ষতি হইল ; বিশেষতঃ ডিমস্থিনিসের সৈন্যদিগের বিশেষ হানি হইল। সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া দেশের পথ ঘাট না জানাতে অপথে গমন করিলে, প্রভাতে সিসিলীয় তুরগ-সেনার সম্মুখে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইল ।

এখন ডিমস্থিনিস্ সৈন্য বিনাশে ভগ্নোৎসাহ হইয়া গৃহ প্রস্থানের পরামর্শ দিতে লাগিলেন । কিন্তু নীসিয়স্ এখন কিছুতেই সম্মত হইলেন না ; সুতরাং সৈন্যদিগকে থাকিতে হইল । কিছু দিন পরেই যখন গিলিপস্ সৈন্য সংগ্রহপূর্বক প্রভূত বলসমূহে পরিবৃত্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন ; তখন নীসিয়স্ আপ-

নার প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া গুপ্তভাবে পলায়ন করা শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া স্থির করিলেন। পলায়নের উদ্দেশ্যে হইতেছে এমন সময় দৈবাৎ চন্দ্রগ্রহণ উপস্থিত হইল। নীসিয়স্ উপধান্মিক ছিলেন, একারণ দৈব-জ্ঞেয়া অপর পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সৈন্যদিগের গমন নিষেধ করিলে, পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তিনি কোনপ্রকারে সৈন্যদিগকে অপেক্ষা করিতে আজ্ঞা করিলেন।

এদিকে সিরাকিউসীয়েরা, আথীনীয়দিগকে পলায়ন করিতে না দিবার পরামর্শ করিয়া স্থলপথে আথীনীয় স্কাভার আক্রমণ করিল ; এবং নৌসেনা, আথীনীয় নৌসেনা আক্রমণ করিতে গেল। এতদর্শনে জাহাজের নঙ্গর উত্তোলনপূর্বক জাহাজ ছাড়িয়া পলাইয়া ঘাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল ; কিন্তু সিরাকিউসীয়দিগের রণকর্মের কৌশলে সম্পূর্ণরূপে যেষ্টিত হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে যে যে সিরাকিউসীয় পদাতি-সেনা আথীনীয় শিবির আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা আথীনীয় সেনা কর্তৃক পরাজিত হইয়া আথীনীয় রণতরীবৃন্দ অপথে লইয়া গিয়া পোড়াইয়া দিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া তদ্বিষয়ে কুতকার্য্য হইল। সিরাকিউসীয়েরা জলযুদ্ধে জয় লাভ দ্বারা অতিমাত্র আহ্লাদিত ও প্রোৎসাহিত হইয়া সমগ্র আথীনীয় তরনী-সেনা এবং পদাতি-সৈন্য বিধ্বস্ত করিবার অভিপ্রায় করিল, এবং এই উদ্দেশ্যে সফল করিবার জন্য অর্ণবপোত সকল শ্রেণীবদ্ধরূপে অবস্থাপিত করিয়া বন্দরে

প্রবিষ্ট হইবার পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া দিল। এক্ষণে যেকপ অবস্থা তাহাতে খাদ্যাভাবে প্রাণত্যাগ করিতে হয়, দেখিয়া আখীনীয়েরা এই পরামর্শ স্থির করিল যে, তাহাদের যতগুলি জাহাজ আছে সমস্ত জাহাজ লোক দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া বন্দপূর্বক এক পথ আবিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করিবে, যদি সে প্রযত্ন সফল না হয়, তবে জাহাজ সমস্ত দগ্ধ করিয়া অবশেষে স্থলপথে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করিবে। এই পরামর্শ স্থির হইলে, সকলে পোতে আরোহণ পূর্বক বেগে বাহিয়া গিয়া বন্দরের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, সিরাকিউসীয়েরা তাহাদের অনুধাবনে ত্বরান্বিত হইল, এবং সৈন্তের কিয়দংশ আখীনীয়দিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপ্ত হইয়া পরিশেষে নিহত হইল। এদিকে আখীনীয়েরা, সিরাকিউসীয়দিগের যে সকল জাহাজ বন্দরে প্রবিষ্ট হইবার পথ রুদ্ধ করিয়াছিল, সেই সমস্ত জাহাজের নঙ্গর শিথিল করিয়া দিবার উদ্যম করিল। তাহারা এই কার্যে ব্যাপ্ত আছে, এমন সময় অবশিষ্ট সিরাকিউসীয় রণ-তরী আসিয়া উপস্থিত হইলে, যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইতি পূর্বে কোন যুদ্ধেই উভয় পক্ষের একপ অধ্যবসায় দেখা যায় নাই। এই সময় আখীনীয়েরা আপনাদিগের সম্পূর্ণ সঙ্কট ভাবিয়াছিল, এবং সিরাকিউসীয়েরাও, রণতরী বিধ্বস্ত হইলে বিপক্ষ সেনারা সকল হইয়া উঠিবে এইরূপ আশঙ্কালন করিতেছিল। এদিকে আখীনীয়-সৈন্তেরা তীরে

দণ্ডায়মান হইয়া মহান্ ঔৎসুক্যের সহিত সমর-
ব্যাপার অবলোকন করত পরিশেষে আখীনীয় নোসে-
নাকে জয় লাভে বিভূষিত এবং সিরাকিউসীয়-
দিগকে হতাশধনি করত আখীনীয়দিগের শরণাগত
হইতে দেখিয়া আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল । অব-
শেষে যখন, সমস্ত আখীনীয় নোসেনা পলায়ন করি-
তেছে, এবং শত্রুরা তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হই-
তেছে দেখিল, তখন তাহাদিগের মধ্যে এক শোক-
সূচক উন্নত ধ্বনি উদ্ভূত হইল ; এবং সকলে পলায়মান
রণতরী রক্ষার্থ দ্রুতবেগে ধাবমান হইল । যাহা হউক
আখীনীয়েরা এই পরাভবে এত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল
যে, আহত সৈন্যদিগকে সমাহিত করা যে এক তাহা-
দের অপরিবর্তনীয় রীতি ছিল, তদনুসারে আহত সৈন্য-
দিগকে সমাহিত করিবার জন্য লোক পাঠাইতেও
পারিল না ।

আখীনীয়দিগের পলায়ন ।

বিপক্ষেরা তাহাদিগের এই পরামর্শ জানিতে না
পারে, এই অভিপ্রায়ে, আখীনীয়েরা সেই রাত্রেই
পলাইবার উদ্দেশ্য করিল, কিন্তু কোন সিরাকিউসীয়
সেনাপতির চাতুরী নিবন্ধন তাহাদিগের সে রাত্রে
যাত্রার উদ্যম ভঙ্গ হইয়া গেল । সিরাকিউসীয়
সেনানী আখীনীয়দিগের পলায়নের অভিসন্ধি
জানিতে পারিয়া, সমস্ত সৈন্য প্রেরণ দ্বারা তাহাদের

পথ রুদ্ধ করিবার মানস করিলেন। কিন্তু সেই দিন
 মিরাকিউসীয়েরা জয়োৎসবে মত্ত হইয়া আমোদ-
 প্রমোদে প্রবৃত্ত ছিল, তখন তাহাদের সেই আমোদে
 বাধা দেওয়া বিধেয় বিবেচনা করিলেন না। ফলতঃ আখী-
 নীয়েরা পলায়ন করিতে না পারে, এই অতিপ্রায়ে, ডুম-
 গুল অন্ধকারে আবৃত হইলে, আখীনীয় স্কন্ধাবারে
 কতকগুলি লোক পাঠাইয়া দিলেন। এবং যাহা
 বলিতে হইবেক, তাহাও শিখাইয়া দিলেন। তদনু-
 সারে তাহারা আখীনীয় স্কন্ধাবারে উপস্থিত হইয়া
 বলিল, “আমরা আপনাদের নগরস্থিত বন্ধুদিগের
 প্রেরিত। মিরাকিউসীয়েরা সমস্ত রাজপথ রুদ্ধ
 করিয়াছে একারণ অদ্য রাত্রে প্রতিগমন নিষেধ করিয়া
 পাঠাইলেন।” এই কথায় বিশ্বাস করিয়া আথেমু-
 বাসীরা সে রাত্রি, এবং খাদ্যাদি আহরণার্থ পরদিবস
 পর্যন্ত প্রতিগমন স্থগিত রাখিল; সেই অবকাশের
 মধ্যে শত্রুপক্ষেরা বিলম্বণ সমাজ হইয়া পলায়নের
 সর্বপ্রকার সুবিধাই বন্ধ করিয়া ফেলিল। গিলিগম
 পরদিবস যাত্রা করিয়া রাজপথ সকল রুদ্ধ করিয়া
 বসিলেন, এবং নদীপার স্থানে এবং প্রান্তর মধ্যে
 সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এমতে সহজে পালাইবার
 পথ মাত্রই রুদ্ধ হইয়া গেল। অতঃপর আখীনীয়-
 সৈন্যগণের প্রতিগমনকালে তাহাদিগের অবস্থা যেকপ
 শোচনীয় হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। তাহাদের
 ভাগ্যে কখন যাহা ঘটে নাই তাহাও ঘটিল, যাত্রা-

কালে, মৃতশরীর সকল অসমাহিত হইয়া পড়িয়া
 রহিল ; পীড়িত ও আহত ব্যক্তিদিগকে যখন
 শত্রুদিগের নৃশংসতার করাল কবলে পরিত্যাগ করিয়া
 গেল, তখন তাহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য বারম্বার
 অনুরোধ করিলেও প্রাণভয়ে কেহই তাহাদের সে
 অনুন্নে সম্মত হইতে না পারিয়া কান্দিতে কান্দিতে
 চলিয়া গেল ; ফলতঃ কোন নগর অবরুদ্ধ হইলে,
 নাগরিকদিগের পলায়ন ব্যাপার যেকপ শোচনীয়
 হয়, ইহাদের পলায়ন ব্যাপার ও ঠিক সেইরূপ হইল ।
 পলাতকদিগের সংখ্যা সর্বশুদ্ধ চল্লিশ সহস্র ছিল ।
 পলায়নকালে, ভূত্যাগণ অবসর পাইলেই পলায়ন
 করিতে লাগিল, একারণ তাহাদিগের প্রতি বিশ্বাস
 না করিয়া ; কি প্রধান প্রধান কর্মচারী, কি অন্যান্য
 লোক, সকলেই আপন আপন খাদ্য সামগ্রী আপনার
 সঙ্গেই লইয়াছিল ; এবং এই অবস্থায় সৈন্যদিগকে
 দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল । নীসিয়স্ প্রথম
 দলের, এবং ডিমস্থিনিস্ দ্বিতীয়দলের অধ্যক্ষ হইয়া
 দ্রব্যাদি সকল এবং ভূত্যাগকে উভয় দলের মধ্যে
 রাখিয়া গমন করিবার আদেশ করিলেন ।

সৈন্যগণ এনাপস্ নদীর অবরোধ হইয়া দ্বীপের
 মধ্যবর্তী সাইসেল্-নামক প্রদেশের অভিমুখে অত্যা-
 আড়াই কোশ পর্য্যন্ত অবাধে গমন করিয়া, অব-
 শেষে একদা সিরাকিউসীয় অশ্ব-সৈন্য এবং পদাতি-
 সৈন্য কর্তৃক একপা নিরন্তর উদ্বেজিত হইল যে, গমন বন্ধ

করিয়া সে রাত্রি কোন এক উন্নত স্থানে আশ্রয় লইতে হইল । পর দিবস প্রত্যুষে পুনর্বার যাত্রা করতঃ এক সঙ্কট গিরি-পথে উপস্থিত হইয়া দেখিল সিরাকিউসীয়েরা পথের মধ্যে একটা প্রাচীর দিয়া পথ রুদ্ধ করিয়া আছে । পথ অতিক্রমণের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া যখন সে চেষ্টার কোন ফল দর্শিল না, তখন অন্য পথ দিয়া যাইতে আরম্ভ করিল । কিন্তু শত্রু পক্ষের তুরঙ্গ-সেনা এবং পদাতি-সেনা তাহা-দিগকে এত উদ্বেজিত করিতে লাগিল যে, তাহারা সমস্ত দিনেও ক্রোশাংশের অধিক পথ যাইতে পারিল না । এখন তাহারা অনুমত পথ দ্বারা দেশের মধ্য ভাগ প্রাপ্ত হইবার আশা পরিত্যাগ পূর্বক সমুদ্রাভিমুখে যাইবার পরামর্শ করিল এবং অগ্নি প্রজ্জ্বালন দ্বারা শত্রুদিগকে প্রতারণিত করত রাত্রিযোগে যাত্রা করিয়া নিরাপদে উপকূলভাগ প্রাপ্ত হইল । অনন্তর মধ্যভাগ প্রাপ্ত হইবার মানসে কোন স্রোতঃস্বতীর ধার দিয়া গমন করিতে আরম্ভ করিল ।

পর দিন প্রাতে, সিরাকিউসীয়েরা, শত্রুগণ পলায়ন করিয়াছে দেখিয়া, দ্রুতবেগে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল ; এবং মধ্যাহ্ন সময়ে ডিমস্টি-নিস্-রক্ষিত সৈন্যের এক ভাগের নিকটে উপস্থিত হইয়া, সৈন্যদিগকে প্রাকার বেষ্টিত এক ডিম্বাকার স্থানে কৌশলে রুদ্ধ করিয়া সমস্ত দিন বর্ষা দ্বারা উদ্বেজিত করিলে পর, আখীনীয়েরা, এই অঙ্গীকারে সন্ধ্যার

সময় সিরাকিউসীয়দিগের শরণাগত হইল যে, কোন
 কপে কেহ কাহাকে বিনষ্ট করিতে পারিবে না । এই-
 কপে ডিমস্থিনিদের সৈন্যদল বশীভূত করিয়া, পর
 দিবস নীসিয়সের সৈন্যকে আক্রমণ করিল, এবং
 নীসিয়সকেও ডিমস্থিনিদের মত শরণাগত হইবার
 আদেশ করিল । নীসিয়স, শত্রুপক্ষেরা পূর্ব সৈন্য-
 দলের যেকপ অবস্থা বর্ণন করিল তাহা যথার্থ স্থির
 করিয়া कहিলেন, “ যদি তোমরা আমাকে সসৈন্যে
 দেশ প্রত্যাগমনের অনুমতি কর, তবে এই সংগ্রামে
 তোমাদিগের যাহা ব্যয় হইয়াছে তাহা দিতে সম্মত
 আছি । ” সিরাকিউসীয়েরা তাঁহার এই প্রস্তাবে
 সম্মত হইলে, তিনি পূর্ববৎ রাত্রিযোগে পলাইবার
 চেষ্টায় থাকিলেন ; কিন্তু শত্রুপক্ষেরা সতর্ক ছিল
 বলিয়া সেই রাত্রে কেবল তিন শত লোক অপক্রান্ত
 হইল, অবশিষ্টেরা পারিল না । প্রত্যুষে নীসিয়স
 অবশিষ্ট সৈন্য সমভিব্যাহারে কোন নদীর অভিমুখে
 যাত্রা করিয়া আশা করিলেন যে, নদী উত্তীর্ণ হইতে
 পারিলে, তাঁহারা কতকটা পরিত্রাণ পাইবেন । কিন্তু
 শত্রুসৈন্যের সন্তত আক্রমণে অতিমাত্র ক্লান্ত হইয়া
 সেনাগণ নদীতীরে উপস্থিত হইল এবং পিপাসায় ও
 নদী পারের বাসনায় জলে পতিত হইল । সিরাকিউ-
 সীয়েরা তীর হইতে তাহাদের প্রতি ভল্ল, বর্শা প্রভৃতি
 একপ অস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিল যে, তাহাতে অনেক
 কেই পঞ্চত্ব পাইল, এবং যদিও তখন নদী কদমিত

এবং শোণিত দ্বারা পরিপূর্ণ হইল, তথাপি পিপাসার ভরে সকলে সেই জলই পান করিতে লাগিল। নীসি-য়স্, ইহার পর বাধা দিতে চেষ্টা করা নিষ্ফল বিবেচনা করিয়া, (খৃঃ পূঃ ৪১৩) গিলিপসের শরণাগত হইলেন। অনন্তর সিরাকিউসীয়েরা, অপক্রান্ত তিন শত সৈন্যকে আক্রমণ ও পরাস্ত করিয়া, সমস্ত সেনা-বিভাগকে বন্দী করিয়া সিরাকিউসে লইয়া গেল।

গিলিপস্ আপনার যশ প্রথিত করিবার মনাসে বন্দীকৃত আর্থীনীয় সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে স্পার্টায় লইয়া যাইবার বাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সিরাকিউসীয়-দিগের ভয়ানক বৈরনির্যাতনের মুখ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিলেন না; তাহারা উভয়েই শত্রু-দিগের হস্তে পঞ্চত্ব পাইয়াছিলেন। অন্যান্য বন্দীদিগকে নগরের নিকটবর্তী কোন প্রস্তর খনিতে রুদ্ধ করিয়া রাখিলে, সেই খনির উপর কোন আচ্ছাদন অর্থাৎ ছাদ না থাকায় বন্দীদিগকে সমস্ত দিন রৌদ্রে কষ্টভোগ করিয়া, রাত্রে শীতে ও শিশিরে পড়িয়া থাকিতে হইত; এবং যৎকিঞ্চিৎ মাত্র আহার প্রাপ্ত হইত। এইরূপ নানা কষ্টে তাহারা প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল, তাহাদের মৃত শরীর সেই খানেই পচিতে লাগিল; এবং তাহার ভয়ানক দৌর্গন্ধে তদ্ভা-বধারকেরাও পঞ্চত্ব পাইতে লাগিল। সপ্ততি দিবস অতীত হইলে সিরাকিউসীয়েরা মৃতাবশিষ্ট বন্দীদিগকে বাহির করিয়া আনিল এবং বাজারে বিক্রয় করিতে

আরম্ভ করিল। এইরূপে সমস্ত দ্বীপ গ্রীকভূক্ত্যে পরিপূর্ণ হইল।

সেই সময় আথেন্স নগরে করুণ নাটকের অভিনেতা ইউরিপিডিডিস্ বর্তমান ছিলেন। তৎকালে অধিকাংশ গ্রীক নাটক অশ্লীল ও উপহাসাম্পাদীভূত ছিল, প্রায়ই লোকের হৃদয়গ্রাহী হইত না। কিন্তু ইউরিপিডিডিসের করুণ নাটক সকল লোক সমাজে যার পর নাই আদরনীয় ও প্রশংসনীয় হইয়াছিল, এবং সমস্ত পাঠকবর্গের এতাদৃশ মনোহরণ করিয়াছিল যে, কিছুদিন পরে, যাহারা সিসিলীয় সংগ্রামে গমন করিয়া অতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত ও তদ্দেশীয়দিগের ক্রীতদাস হইয়াছিল, তাহারা ঐ মহাকবি প্রণীত করুণ নাটকের কিয়দংশ মাত্র পাঠ করিয়া স্বপ্রভুদিগকে এত সন্তুষ্ট করিয়াছিল যে, প্রভুরা সন্তুষ্ট হইয়া প্রণেতার ভূরি ভূরি প্রশংসা করত অসহ্যবহার পরিত্যাগ পূর্বক ভূত্যদিগের প্রতি যথেষ্ট সহ্যবহার করিয়াছিলেন; এবং অনেকে খাদ্যাভাবে লোকের দ্বারে দ্বারে পাঠ করিয়া উদরপূর্তি করিয়াছিল, অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রেক্ষা সমাজে স্বীয় নাটকের অভিনয়কালে লোকের নিকট তিনি যে প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা এই ব্যাপারে সমধিক পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

নবম অধ্যায় ।

আখীনীয়াদিগের অবস্থা ।

সিসিলির সংগ্রামে আপনাদিগের সর্বনাশের কথা প্রবণ করিয়া আখীনীয়াদিগের মনে যতদূর উদ্বিগ্ন ও ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, এত আর কিছুতেই নহে । কিন্তু তাহাদিগের এ অবস্থায় বিনিপাত অবশ্যস্বাধী স্থির করিয়া লেমিডিমোনীয় প্রভৃতি শত্রুপক্ষীয়দিগের মন আনন্দে পুলকিত হইয়াছিল । ইতি পূর্বে আথেক্সবাসীরা তাহাদিগের প্রতি নানাবিধ অত্যাচার ও নৃশংসতাচরণ করিয়াছিল, তাহারা এখন বদ্ধ পরিকর হইয়া বিবাদ করিতে প্রস্তুত হইল । যে জাতি বহুকালাবধি গ্রীকজাতিসম্পর্কীয় কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে নাই, সেই পারসীকেরাও আজ আথেক্সনগরকে উৎসন্ন দিবার মানসে অন্যের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইল । আল্‌সিরাইডিস্‌ও এই সময় বৈরনির্যাতনের অবসর পাইয়া, যতশীঘ্র হয়, স্বদেশের বিনাশসাধনে যত্নবান হইলেন ।

এইরূপে সকলেই আথেক্সের বিনিপাতে কৃতসংকল্প হইলেন ; কিন্তু যিনিই যত করুন, আথেক্সনগর সহজে বিনিপাতিত হইবার নহে । এই ক্রতির অগ্নিকাল পরেই তাহারা, এমন একদল সুশিক্ষিত

রণতরী সংগ্রহ করিয়া পাঠাইল যে, তাহারা সংগ্রামে নিরন্তর উৎকর্ষ লাভ করত ক্রমে ক্রমে জনপদবাসী সমস্ত প্রজাবর্গকে পূর্ববৎ বশীভূত করিয়া আনিল । এই সময় আল্‌সিবাইডিস্ স্পার্টীয়দিগের সাহায্যার্থ পারস্যের শাসনকর্তা টিসাফার্নিস্কে অনুরোধ করিবার নিমিত্ত আশিয়ায় গমন করিয়া, যখন শুনিলেন যে, স্পার্টীয়েরা তাঁহারই বধের চেষ্টা পাইতেছে, তখন তিনি টিসাফার্নিসের সহিত মিলিত হইয়া প্রাণপণে স্বদেশের হিতসাধনে চিত্তসমাহিত করিলেন । অতঃপর যে যে ঘটনার পর আল্‌সিবাইডিসকে অন্ত্যতম সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিয়া পুনরাহ্বান করা হয়, এই ক্ষুদ্রপুস্তকে তত্তাবৎ বিবরণ পরিহৃত হইল ।

আল্‌সিবাইডিদের পুনরাগমন ।

মহাত্মা আল্‌সিবাইডিদের জীবনবৃত্তান্তের মধ্যে যে সমস্ত ঘটনা উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে তাঁহার স্বদেশ প্রত্যাগমনই সমধিক উজ্জ্বল ও প্রসিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত । তিনি ছয় বৎসর পূর্বের যথায় নৌকারোহণ পূর্বক মিসিলীয় সাংঘাতিক সম্প্রদায় যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং যে স্থানে নগরবাসীগণ দলবদ্ধ হইয়া তদীয় মিসিলি যাত্রা সন্দর্শনে গমন করিয়াছিল, আজ তিনি সেই পাইরিয়স্ বন্দরের সম্মিলিত হইয়াছেন, শুনিয়া, নগরবাসীরা তদীয় পোতাবরোহণ অবলো-

কনার্থ বন্দরে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার বিষয়ে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে লাগিল ; কেহ কেহ বলিল, আল সিরাইডিস্ পরমদেশহিতৈষী সর্বোৎকৃষ্ট নাগরিক, তাঁহার কোন দোষই ছিল না ; শুদ্ধ কতিপয় বিপক্ষ নাগরিকের চক্রান্তে বিনাপরাধে তাঁহাকে নির্বাসিত করা হইয়াছিল। অন্যেরা কহিল, আথেন্সে, এপর্য্যন্ত যে সমস্ত বিপদঘটনা হইয়াছে, আল সিরাইডিস্ই সকলের মূলীভূত কারণ ; বাস্তবিক তিনিই যে, সকল অনর্থের মূল, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহা হউক, তিনি বন্দরে প্রবিষ্ট হইয়া, নগরবাসীরা তাঁহাকে সমুচিত-সম্মান-পুরঃসর গ্রহণ করে কি না, এই সন্দেহে নৌকার বহির্ভাগে ক্ষণকাল দণ্ডায়মান রহিলেন। কিন্তু সেই নিবিড় জনতার মধ্যে স্বীয় বন্ধুবর্গ ও আত্মীয়বর্গকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার সে সন্দেহ দূরীভূত হইল ; এবং নৌকা হইতে অবরোহণ পূর্বক বন্ধুবর্গ ও আত্মীয়বর্গে পরিবৃত হইয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নগরে উপস্থিত হইয়াই সর্ব সমক্ষে, আপন নির্দোষিতাবিষয়ে একপ বক্তৃতা করিলেন যে, তাহার উপর আর কেহই বাঙ নিষ্পত্তি করিতে সমর্থ হইল না। অনন্তর তিনি প্রধান সেনানায়কের পদে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া অবিলম্বে স্বীয় পুরুষকারের উদাহরণ দেখাইয়াছিলেন। মিসিলীয়-সংগ্রাম কালে স্পার্টাবাসীরা তাঁহারই পরামর্শে আটিকার অন্তঃপাতী ডেসীলিয়া-নামক স্থানে এক

দুর্গ নির্মাণ করিলে, আথীনীয়দিগের যে সমস্ত অসুবিধা ঘটয়া ছিল, তন্মধ্যে একটীর বিষয় পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে । তৎকালে আথেন্স্ নগরে বৎসর বৎসর মিষ্টি-নামক এক একটি ধর্মবিষয়ক মহোৎসব-যাত্রা হইত ; সেই উপলক্ষে আথেন্সবাসীরা মহাসমারোহে আথেন্স নগর হইতে পদব্রজে ইলিয়ুসিস্ নগরে গমন করিত ; কিন্তু ঐ দুর্গ নির্মাণ অবধি আথীনীয়দিগের পদব্রজে মহোৎসব-যাত্রা একেবারে বন্দ হইয়া, ঐ যাত্রা জল-পথে সম্পন্ন হইত । কিন্তু আলসিবাইডিস্, এক্ষণে আর তাহাদিগকে অপমান সহ্য করিতে হইবেক না, বলিয়া অভয়প্রদান পূর্বক, নগরবাসীদিগকে পূর্ববৎ সমারোহে মহোৎসব-যাত্রার আদেশ করিয়া, স্বয়ং সসৈন্তে অগ্রে অগ্রে গমন করিতে আরম্ভ করিলে, লেসিডিমোনীয়েরা আর বাধা দিতে সাহস করিল না । এইরূপে আথেন্সবাসীরা মহোৎসব-যাত্রা সম্পন্ন করিয়া নির্বিঘ্নে গৃহে প্রত্যাগমন করিল ।

লাইসাণ্ডর এবং সাইরস্ ।

যাহা হউক আলসিবাইডিসের ক্ষমতা ও মাহাত্ম্য অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই । স্পার্টীয়েরা, আশিয়ার উপকূল বিজয়ার্থে এপর্যন্ত যে সমস্ত কর্মচারী প্রেরণ করিয়াছিল, তাহারা নিতান্ত অযোগ্য থাকায় কৃত-ব্যর্থ হয় নাই ; এজন্য তৎকালীন স্পার্টীয় সেনাপতি ব্রাসিডাস্ এবং গিলিপসের সমকক্ষ অসামান্য বুদ্ধি

সম্পন্ন লাইসাগোর্-নামক বীর পুরুষকে সৈন্যপাণ্ডু
 প্রদানপূর্বক প্রেরণ করিল। ইনি স্পার্টা হইতে যাত্রা
 করিয়া একায়েক ইফিসমে উত্তীর্ণ হইলেন। এই সময়
 পারস্তাধিপতি ডেরায়স্ আপন কনিষ্ঠ পুত্র সাইরস্কে
 সমস্ত আশিষিক উপকূলের শাসন কার্যে নিযুক্ত
 করিয়া পাঠাইলেন, রাজকুমার সার্ভিসে উপস্থিত
 ছিলেন। পরেই প্রতীত হইবেক, যে, রাজকুমার
 স্পার্টায়দিগের সহিত সদ্ভাব রাখিবার জন্য আন্তরিক
 যত্নবান ছিলেন। লাইসাগোর্ রাজকুমারের সহিত
 সাক্ষাৎ করিবার মানসে, সার্ভিসের রাজভবনে উপ-
 স্থিত হইলে, রাজকুমার সমুচিত-সম্মান-পুরঃসর
 তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন ; এবং অনেক কথোপকথনের
 পর সাইরস্ বলিলেন “আমার পিতৃদেবের সম্পূর্ণ
 ইচ্ছা যে, তিনি আপনাদের কিছু অর্থ সাহায্য করেন ;
 এবং সেই অভিপ্রায়ে কতকগুলি মুদ্রাও পাঠাইয়া-
 ছেন। যদি তাহাতেও না হয় তবে, আমি আপন
 সৌবর্ণ সিংহাসন ভাঙ্গিয়া মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া দিব।”
 যে অভিপ্রায়ে লাইসাগোর্ের সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া,
 রাজকুমার আপনিই তাহার প্রস্তাব করিলে, লাইসাগ-
 ওর্কে বাঙ্কিম্পত্তি করিতে হইল না ; অথচ কার্য-
 সিদ্ধি হইল। স্পার্টায়দিগের এই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল
 যে, পারস্তরাজের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহপূর্বক
 নাবিকদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেয় এবং প্রলোভন
 দ্বারা আধীন্য নাবিকদিগকে ভাঙ্গাইয়া আনে।

একগণে লাইসাওর্ স্বাভিপ্রায় সম্পন্ন হওয়াতে আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া সাইরসের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলে, রাজকুমার পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন “পূর্বে যাহা স্বীকৃত হইয়াছি, তাহার উপর আর কিছু চাই?” লাইসাওর্ কহিলেন, আর প্রয়োজন নাই। এইরূপ আলাপ করিতে করিতে রাত্রি উপস্থিত হইলে উভয়ে একত্র ভোজন করিলেন। ভোজনের পর সাইরস পারসীক রীত্যনুসারে লাইসাওর্কে কিঞ্চিৎ সুরা পান করিতে দিয়া কিছু প্রার্থনা করিতে কহিলেন। লাইসাওর্ এখন, রাজকুমার যে পরিমাণে নাবিকদিগের বেতন স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার উপর আরও কিছু প্রার্থনা করিলে, সাইরস তৎক্ষণাৎ তাহাও দিতে স্বীকৃত হইলেন।

অনন্তর লাইসাওর্ ইফিসসে প্রত্যাগমন করিয়া নাবিকদিগের সমস্ত বেতন চুকাইয়া দিলেন, এবং এক এক মাসের অগ্রিম দিলেন। ইহাতে নাবিকেরাও বিশ্বাস পরিপূর্ণ হইয়া, আখীনীয়েরা সম্মুখীন হইলেই, তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত থাকিল। ফলতঃ একপ করিয়া অর্থ লওয়া লাইসাওরের নিতান্ত অকর্তব্য হইয়াছিল।

আখীনীয় নৌসেনার পরাজয় ।

লাইসাওর্ এইরূপে সুসজ্জিত হইয়া ইফিসসে অবস্থিতি করিলে, আলসিবাইডিস্ সৈন্যে আথেন্স

হইতে যাত্রা করিয়া, মেলস্ দ্বীপে উপনীত হইলেন ;
 এবং অধিকাংশ রণতরীকে ইফিসম্নগরীস্থ লাইসা-
 গুরের রণতরীর আক্রমণে সতর্ক থাকিতে আদেশ
 করিয়া, অর্টিয়োকস্ নামক এক জন কর্মচারীর
 প্রতি কর্তৃত্ব ভার সমর্পণপূর্বক, স্বয়ং কোন আধীনীয়
 সেনাপতির অনুসন্ধানে নির্গত হইলেন । এবং এই
 বিশেষ আজ্ঞা করিলেন যে, তিনি যতক্ষণ না ফিরিয়া
 আসেন, ততক্ষণ যেন আক্রমণ করিবার কোন
 উদ্দেশ্য না করা হয় । কিন্তু তিনি সেই শাসনে
 অনবহিত হইয়া, কতিপয় রণতরী সমভিব্যাহারে
 ব্রাভেডো হইয়া ইফিসম্নের বন্দরে প্রবিষ্ট হইলে, লাই-
 সাগুর কতকগুলি নৌকা লইয়া তাঁহার অনুসরণে
 প্রবৃত্ত হইলেন । পরে উভয় পক্ষের নৌকা আসিয়া
 সাহায্য প্রবৃত্ত হইলে, যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া আধীনীয়েরা
 পরাস্ত হইল, এবং তাহাদের পঞ্চদশ রণতরী শত্রু-
 হস্তে পতিত হইল । আলসিবাইডিস্ ফিরিয়া আসিয়া
 পুনর্ব্বার যুদ্ধের প্রস্তাব করিলে, লাইসাগুর তাহাতে
 স্বীকৃত হইলেন না । এই পরাভবেই তাঁহার খ্যাতি
 প্রতিপত্তি সমস্ত লয় পাইল । অনন্তর যুদ্ধে পরাভব
 সংবাদ আধীনীয়দিগের কর্ণগোচর হইলে, সমস্ত দোষ
 আলসিবাইডিসের স্বন্ধে পতিত করত তৎক্ষণাৎ
 তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া দিল । তিনি পদচ্যুত হইয়া
 হেলেন্পন্টের তীরে প্রতি নিবৃত্ত হইয়া তথায় অবস্থিতি
 করত কালযাপন করিতে লাগিলেন ।

কালিক্রাটিডাস্ ।

লাইসাণ্ডরের সময় অতিক্রান্ত হইলে, স্পার্টীয় প্রাচীন সম্প্রদায়স্থ সরলচিত্ত কালিক্রাটিডাস্ তৎপদে পদার্পণ করিলেন। তিনি সাহসে লাইসাণ্ডর সদৃশ ছিলেন। ইনি যে সময় স্পার্টার সেনাপতি, এই সময় আল্‌সিবাইডিসের পদে কোনন্‌ আথেন্সের সেনা-নাযক ছিলেন। লাইসাণ্ডর কালিক্রাটিডাসের হস্তে সমস্ত রণতরীর ভারার্পণ করিয়া कहিলেন যে, “আমার এই রণতরীকে জলযুদ্ধের প্রিয়মোহিনী স্বরূপ জ্ঞান করিবেন” ইহা শুনিয়া কালিক্রাটিডাস্ कहিলেন, “যদি এমনই হয়, তবে এই তরণীবৃন্দ লইয়া বিপক্ষ সেনাধিষ্ঠিত সেমস্ দ্বীপ, এবং আশিয়ার তটের মধ্য দিয়া ইফিসস্ হইতে মিলিটসে যাত্রা করি-করিবার কোন হানি নাই।” লাইসাণ্ডর তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন, একপ কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া বৃথাগর্ব মাত্র হয়। যাহা হউক, লাইসাণ্ডর কালিক্রাটিডাস্কে উদ্বিজিত করিবার মানসে সাইরসের নিকট হইতে যত অর্থ আনিয়াছিলেন, সে সমস্ত ফেরৎ পাঠাইলেন। সুতরাং আবশ্যক টাকার জন্য কালিক্রাটিডাস্ রাজভবনে গমন করিয়া টাকা চাহিলে, রাজকুমার দুই দিবস অপেক্ষা করিতে कहিলেন। কিন্তু গর্বিত স্পার্টীয়সেনানী ইহাতে অপমান বোধ করিয়া অগ্নিস্পর্শপূর্বক এই শপথ করিয়া বহির্গত হইলেন যে, আমি যত শীঘ্র পারি স্পার্টা পৌছিয়া

যাহাতে আথীনীয়েরা এবং স্পার্টায়েরা বিবাদে ক্ষান্ত হয়, মাধ্যপক্ষে তাহা করিতে ক্রটি করিব না, আর যাহাতে গ্রীকদিগকে মুদ্রার জন্য পারসীকদিগের উপাসনা করিতে না হয়, তাহাও করিব”। কিছু দিন পরে যখন লেস্বস্ দ্বীপের মিথিম্নি নগরে উপস্থিত হইরেন, তখন সকলে তথাকার অধিবাসীদিগকে বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করিলে, তিনি এই উত্তর করিলেন যে, গ্রীকবিধানানুসারে, এবং তিনি সেনাপতি থাকিতে, গ্রীকদিগকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে দিবেন না ; বরং সকলকে মুক্ত করিয়া দিবেন।

আর্জিনিউসীয় সংগ্রাম।

অতঃপর আথীনীয়েরা আটজন সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া কোননের প্রতি প্রধান কর্তৃত্বভার সমর্পণ পূর্বক অসংখ্য রণতরী সংগ্রামে প্রেরণ করিল। প্রেরিত সৈন্যগণ আর্জিনিউস নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে অধিষ্ঠান করিল। বিপক্ষদল আর্জিনিউসায় সমবেত হইয়াছে শুনিয়া, কালিক্রাটিডাস্, স্বয়ং ক্ষীণবল থাকিলেও, অবিলম্বে বিপক্ষদলের আক্রমণার্থ যাত্রা করিলেন। তদীয় তরণীর অধ্যক্ষ দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া কালীক্রেটিডাস্কে ফিরিয়া যাইবার পরামর্শ দিলে, তিনি কহিলেন “ আমি সংগ্রামে প্রাণ ত্যাগ করিলে বীরবতী স্পার্টার কিছুই ক্ষতি হইবেক না। কিন্তু যদি এখন আমি এতদূর অগ্রসর হইয়া

ফিরিয়া যাই তবে, আমার এবং স্পার্টা নগরের লজ্জা, কলঙ্ক এবং অযশের ইয়ত্তা থাকিবেক না ; অতএব ফিরিয়া যাওয়া কর্তব্য নহে। ৯ এই বলিয়া শত্রুর সম্মুখীন হইলে, সংগ্রাম আরম্ভ হইল ; এবং সেই সংগ্রাম বহুকাল চলিয়া অবশেষে ঘটনাক্রমে কালি-ক্রাটিডাস্ নৌকা হইতে সমুদ্রে পতিত হইয়া জলমগ্ন হইলেন, এবং তাহার যাবতীয় রণতরী পরিবেষ্টিত হইলে সংগ্রাম সাধারণ হইল। এই সংগ্রামে আথীনীয়দিগের যে পঞ্চবিংশতি রণতরী লোক সমেত বিনষ্ট হইল, আথীনীয়েরা সেই সকল রণতরী এবং লোকদিগের উদ্ধারার্থ চত্বারিংশৎ রণতরী নিযুক্ত করিবার পরামর্শ কারয়া অবশিষ্ট জাহাজ মিটিলিনির উৎপীড়ন নিবারণার্থ প্রেরণ করিবার মানস করিল ; কিন্তু দৈবপ্রতিকূলতাবশতঃ তাহারা সে অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পারিল না ; হঠাৎ এক প্রবল বাত্যা উত্থিত হইয়া তাহাদিগকে লগ্ন ভগ্ন করিয়া দিল, সুতরাং তাহাদিগকে সে উদ্যম পরিহার পূর্বক আর্জিনিউস দ্বীপ আশ্রয় করিতে হইল ; দুর্ভাগ্য নাবিকেরা সমুদ্রেই রহিয়া গেল এবং তাহাদের মৃতশরীরও সমাহিত হইল না।

আর্জিনিউসার যুদ্ধে এই যে শোচনীয় ঘটনাটি উপস্থিত হয়, তাহা আথীনীয় সেনাপতিদিগের দোষেই বলিতে হইবেক ; কারণ যদি তাহারা তদুপে প্রাণপণে উদ্ধারের চেষ্টা করিত তবে, কখনই ততলোকের অস-

দগতি হইত না । আট জন মৈন্যাধ্যক্ষের মধ্যে ছয়জন রণতরী সমেত আথেল্সে ফিরিয়া আসিলেন ; এবং মহাসভায় উপস্থিত হইয়া সমর বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া পরিশেষে বড়ে তাহাদের যে ক্ষতি করিয়াছিল তাহাও বর্ণন করিলেন ; কিন্তু তথাপি তাঁহারা পরিত্রাণ না পাইয়া কারাগারে নিঃক্ষিপ্ত হইলেন । থেরামিনিস্ নামক যে সেনাপতি জলমগ্নদিগের উদ্ধারার্থ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি এবং আর কয়েকজন কর্মচারী পর দিবস উপস্থিত হইয়া পূর্বাগত সেনাপতিদিগের উপর এই বলিয়া দোষারোপ করিলেন যে, সেনানীরা আমাদের যত্নহস্তে নিঃক্ষিপ্ত করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন ।” ইহাতে সেনাপতির এই বলিয়া আপনাদের দোষ খণ্ডন করিলেন “যে আমরা যে থেরামিনিস্ প্রভৃতিকে জলমগ্নদিগের উদ্ধারার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলাম, অনুসন্ধান করিলে ইহার যথার্থ্য সপ্রমাণ হইবেক । কিন্তু যথার্থ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এবিষয়ে কেহই দোষী নহে, কারণ বড়েই সমস্ত নষ্ট করিয়াছিল ।” তাহাদের বক্তৃতায় সকলেই মুগ্ধ হইল এবং সন্ধ্যা উপস্থিত হওয়াতে সে দিবস সকলেই স্ব স্ব আবাসে গমন করিল ।

তৎকালে আথেল্স্ নগরে অপাটুরিয়া নামক একটি মহোৎসব হইত । দেশের রীতি অনুসারে বৎসর বৎসর সকলকেই সপরিবারে যাইয়া তথায় সমবেত হইতে হইত । এই মহোৎসব উপস্থিত হইলে, থেরা-

মিনিস্ এবং তৎপক্ষ লোকেরা পরামর্শ করিয়া কতক-
গুলি লোককে কেশ কর্তন পূর্বক কৃষ্ণ পরিচ্ছদে
ঐ মহোৎসবে প্রেরণ করিয়ালেন। তাহারা
তথায় উপস্থিত হইলে, লোকেরা তাহাদের সেই বিরুদ্ধ
বেষের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল,
“যে সকল লোক আর্জিনিউসার সংগ্রামে নিধন
প্রাপ্ত হইয়াছে, আমরা তাহাদের আত্মীয়” এই
সময় আর এক ব্যক্তি হঠাৎ সেইস্থানে উপস্থিত
হইয়া বলিল “আমি জলমগ্ন সেই সকল জাহাজের
এক খানায় ছিলাম; আমি একখানি কাষ্ঠ ফলক
অবলম্বন পূর্বক কোনরূপে বাঁচিয়া আসিয়াছি।
আমাকে উদ্ধার দেখিয়া জলমগ্ন ব্যক্তির চীৎকার
করিয়া বলিল যে, সৈন্যাধ্যক্ষেরা তাহাদিগকে ফেলিয়া
চলিল, এবং তাহাদের উদ্ধারের কোন চেষ্টাই করিল
না। এই কথা আমাকে বলিতে বলিয়াছিল বলিলাম,
এখন আপনাদের যাহা বিবেচনা হয় করুন।” তাহার
এই কথা শ্রবণ মাত্র সকলে ক্রোধে প্রক্ৰান্ত হইয়া
উঠিলে সেনাপতিদিগের বন্ধুবর্গ তাহাদের দোষ খণ্ড-
নার্থ বহু প্রয়াস পাঠিয়া কিছুতেই লোকের ক্রোধ
শান্তি করিতে পারিল না। লোকেরা গুটিকাপাত
দ্বারা তাহাদের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলে তাহারা নিহত
হইলেন। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আর্থী-
নীদিগের আচরণ অতিশয় বিগর্হিত ছিল।

ইগম্পোটেমীর সংগ্রাম ।

এই ভূমণ্ডলে এবস্থিধ অনেক লোকই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহারা প্রাণান্তেও ন্যায়বিরুদ্ধ শাসন প্রণালীর অনুরোধে নৃশংসতাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন না ; কিন্তু ইতিহাসের মধ্যে একপাশাধুলোক প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না । ইহাতে কাহাকেও যথার্থ ন্যায় পথে থাকিয়া চলিতে দেখা যায় না এবং দণ্ডবিধান দ্বারা জাতীয় দোষ সংশোধনেরও চেষ্টা করেন না ; বর্তমান বিষয়টাই তাহার একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ । দেখ আথেন্সের উচ্ছেদের সহিত তথাকার সেনাপতিদিগের ও হত্যা আরম্ভ হইল ।

স্পার্টীয়েরা (৪০৫ খঃ পূঃ) লাইসাগুরকে সমস্ত রণতরীর অধিনায়কত্ব পুনরর্পণ করিয়া বিদায় করিল । তিনি স্বাক্ষর করিয়া হেলেন্সপন্টে উপস্থিত হইলে, আথীনীয় রণতরী তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল । তিনি আসিয়া, নিম্নগা ইগম্পোটেমীর আশিয়ার কূলে লামসেকস্ নামক স্থান আশ্রয় করিলে, আথীনীয়েরা আশিয়ার অপরপারে ইগম্পোটেমী নদীতে ছাউনি করিল । লাইসাগুর চাতুরী অবলম্বনপূর্বক সেই দিনই আপনার উভয়বিধ সেনাকে সমজ্ঞ থাকিতে আক্রমণ করিলে, আথীনীয়েরা স্থির করিল যে, পরদিন প্রাতে যুদ্ধ আরম্ভ হইবেক । প্রভাত হইলে আথীনীয়েরা সসৈন্য শত্রুর সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ প্রার্থনা করিলে, লাইসাগুর সম্মত হইলেন না ; সুতরাং তাহারা নিবৃত্ত ও

নিশ্চিত হইয়া তটে ভোজনাদি করিতে লাগিল। আখীনীয়েরা প্রতিদিনই সমাজ হইয়া আসিয়া যুদ্ধের প্রস্তাব করে, লাইসাণ্ডর যুদ্ধ দিতে অসম্মত হওয়াতে ফিরিয়া যায়; আখীনীয়েরা যেমন ফিরিয়া যায়, অমনি লাইসাণ্ডর আখীনীয়দিগের গতিবিধি, এবং কখন কি অবস্থায় থাকে, তাহা জানিবার জন্য প্রত্যহ কতকগুলি দ্রুতগামী জাহাজ প্রেরণ করেন, এবং ঐ সমস্ত যতক্ষণ ফিরিয়া না আইসে ততক্ষণ জাহাজের বাহিরে লোক নিযুক্ত রাখেন। আল্‌সিবাইডিস্ আশিষিক উপকূলে অবস্থিতি করত স্বর্গের উপরিভাগ হইতে উভয়পক্ষের সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিয়া বিবেচনা করিলেন, আখীনীয়দিগকে এক ক্রোশ অন্তরে গিয়া খাদ্যাহরণ করিতে হয়, এবং তন্নিবন্ধন সর্বদাই অসজ্জ থাকিতে হয়, এদিকে বিপক্ষেরা আশ্রিতবন্দর হইতেই আহাৰ প্রাপ্ত হয়; এজন্য সর্বদা সমাজ থাকে। এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া দেশ হিতৈষী আল্‌সিবাইডিস্ আর উদাসীন হইয়া থাকিতে পারিলেন না, এবং আখীনীয়দিগের নিকট গমন করিয়া বলিলেন ; “তোমরা এস্থান হইতে উঠিয়া গিয়া সেষ্ঠস্ নগরে অধিষ্ঠান কর, নচেৎ তোমাদের বিপদ ঘটিবেক।” কিন্তু আখীনীয়েরা অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্বক তাঁহার পরামর্শ অগ্রাহ করিলে, তিনি, তাহাদের কপালে যাহা আছে তাহাই হউক, এই বলিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

পঞ্চম দিবসে স্পার্টীয়সেনাপতি আথীনদিগের ছিদ্রানুসন্ধানে প্রেরণ করিয়া এই আদেশ করিলেন, “যখন তোমরা আথীনীয় নাবিকদিগকে খাদ্যাহরণার্থ ইতস্ততঃ প্রস্তুত হইতে দেখিবে, সেই সময় সন্ধেত-স্বরূপ এক ঢাল উত্তোলিত করিবে।” সেনাপতির এই আদেশ পাইয়া তাহারা সেই দিকেই সতর্ক থাকিল, এবং যখন দেখিল যে, আথীনীয়েরা জাহাজ ছাড়িয়া আহারান্বেষণে ইতস্ততঃ গমন করিল, তখনি অমনি ঢাল উত্তোলিত করিয়া সংবাদ করিল। সংবাদ পাইবা মাত্র লাইসাগোর্ সসজ্জ হইয়া সমস্ত রণতরী সমভিব্যাহারে সত্বর যাত্রা করিয়া সমস্ত আথীনীয় রণতরী আক্রমণ করিলেন। তৎকালে আথীনীয়দিগের যাবতীয় সেনানীর মধ্যে কেবল কোনন্ জাহাজে ছিলেন, আর সকলেই আহারার্থ দূরে গিয়াছিল। কোনন্ হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া নাবিকদিগকে জাহাজ আনয়ন পূর্বক জাহাজ সকল সসজ্জ করিবার জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে সময় তাহারা এতদূর গিয়া পড়িয়াছিল যে, সময়ে জুটিতে সমর্থ হইল না। অনন্তর যখন দেখিলেন ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিধ্বস্ত হইয়া আসিল, তখন আর কি করেন, আপনার জাহাজ খুলিয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। পলায়নকালে আর যে সাত খানি জাহাজ সজ্জিত ছিল, তাহাই সঙ্গে লইয়া সাই-প্রস্ দ্বীপের অভিমুখে যাত্রা করিলে, অবশিষ্ট রণতরী এবং নাবিকগণ লাইসাগোর্য়ের হস্তে পতিত হইল।

লাইসাণ্ডর্ মৈন্যাধ্যক্ষ এবং অনূচরবর্গে প্রায় তিন সহস্র লোককে অক্ষুণ্ণ চিত্তে বিনষ্ট করিলেন। এই ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া লাইসাণ্ডর্ উপকূলের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং সর্বত্র এই ডিণ্ডিম প্রচার করিলেন যে, আথেন্সের অধিবাসী যত লোক ঐ উপকূলে আছে, সকলকেই ত্বরায় আথেন্সে প্রস্থান করিতে হইবে, যে না যাইবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, লোকবাহুল্য হইলে নগরমধ্যে ত্বরায় দুর্ভিক্ষ হইবে, সেই সুযোগে তিনি অনায়াসেই উক্ত নগর পরাজিত করিতে পারিবেন। অতএব যাহাতে আথেন্সে অধিক জনতা হয়, এখন তাহার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে সর্বনাশের সংবাদ লইয়া পাইরসের বন্দরে জাহাজ আসিয়া পৌঁছিতে রাত্রি হইয়াছিল। পরাস্ত আর্থীনীয়েরা বন্দরে উত্তীর্ণ হইয়া একপ উচ্চৈঃ-স্বরে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল যে তৎক্ষণাৎ তাহা আথেন্স-বাসী লোকদিগের কর্ণগোচর হইল। বিপদ ঘটিয়াছে, এই বিবেচনায় সকলেই আত্মীয়বন্ধু-বর্গের জন্য বিলাপ করিতে লাগিল। হায় কি হইল, বলিয়া কপালে করাঘাত করত বলিতে লাগিল “হায় ; আমরা যেমন কত লোককে কত যাতনা দিয়াছি, তেমনি আমাদিগকেও না জানি কত যাতনা ভোগ করিতে হইবে ! ” ফলতঃ তাহারা এই সর্বনাশেও একেবারে হতাশ না হইয়া দৃঢ়তর-অধ্যবসায়-সহকারে শত্রুদিগের

নিবারণের নিমিত্ত পুনর্ব্বার সমস্ত হইবার চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইল ।

—
আথেন্স-সমর্পণ ।

এই ঘটনার অল্প কাল পরেই লাইসাগর্ দুই শত বর্ষতরী সমভিব্যাহারে পাইরিস্ বন্দরে উপস্থিত হইলেন । এদিকে স্পার্টা হইতে সমস্ত পদাতিসৈন্য এবং যাবতীয় সহকারী সৈন্যগণ মিলিত হইয়া স্থলপথে আগমনপূর্ব্বক আথেন্স নগরের সম্মিহিত একাডেমি নামক স্থানে ছাউনি করিল । ক্রমশঃ নগরের আসার প্রসার বন্দ হইয়া আসিলে, নগর মধ্যে দুর্ভিক্ষের কষ্ট দিন দিন প্রবল হইতে লাগিল । তৃতীয় মাসের শেষে দুর্ভিক্ষ এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, তন্নিবন্ধন ভূরি ভূরি প্রাণী আহারাভাবে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল । তখন আর কষ্ট সহ করিতে না পারিয়া আর্থীনীয়েরা বিজৈতার বশ্যতা স্বীকারে সম্মত হইয়া সন্ধিসংস্থাপনার্থ স্পার্টার অধিপতি আজিসের নিকট দূত পাঠাইয়া দিল । দূত তথায় উপস্থিত হইয়া রাজার নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলে, রাজা কহিলেন, যদি সন্ধি করিতে হয়, তবে আর্থীনীয়দিগকে নগর ও বন্দরের সমস্ত প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে, সমস্ত বিদেশীয় অধিকার পরিত্যাগ করিতে হইবে, পোতসৈন্য কিছুই রাখিতে পারিবেক না, এবং চিরকাল স্পার্টার সহকারী হইয়া থাকিতে হইবে ; নচেৎ

হইবে না। দূত ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলে, নগরের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে, এই কথায় আথেন্স্ বাসীরা ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল। এমন কি এক জন সাধারণ সমাজের সভ্য এই বিষয়ের পোষকতা করিয়াছিলেন বলিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কারাবাসে নিঃক্ষিপ্ত করা হইয়াছিল। ক্লিয়োফন্ নামক সাধারণ-পক্ষপাতী এক জন আখীনীয় এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন যে, কেহ সন্ধি সংস্থাপনবিষয়ে কোন কথার উল্লেখ করিবে, অথবা তদ্বিষয়ে সম্মতি দিবে, তৎক্ষণাৎ তাহার শিরশ্ছেদন হইবে। কিন্তু যখন ছুরন্তু ছুভিক্ষ অতিশয় প্রবল হইয়া আপনার ভীষণ-মূর্তি ধারণপূর্বক নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া লোকদিগকে কষ্ট দিতে আরম্ভ করিল, তখন থেরামিনিস্ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি আখীনীয়দিগের প্রতি স্পার্টীয়দিগের প্রকৃত অভিসন্ধি জানিবার ছল করিয়া স্বয়ং লাইসাগুরের নিকট যাত্রা করিলেন, এবং তিন মাস কাল তথায় অবস্থিতির পর পুনর্ব্বার আথেন্সে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার কাল বিলম্ব করিবার এই অভিপ্রায় ছিল যে, আথেন্স্ বাসীরা যখন আহারা-ভাবে অতিশয় নিপীড়িত হইবে, তখন আপনারাই আসিয়া স্পার্টার শরণাগত হইবে। কিন্তু তাঁহার সে অভিপ্রায় সফল হইল না, কারণ আখীনীয়েরা প্রাচীরের উপর দিয়া গোপনে গোপনে আহার সামগ্রী আনাইয়া তিন মাস অতিবাহিত করিয়াছিল; সুতরাং

থেরামিনিম্ সত্বর ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, লাইসা-
 গুর তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। যাহা হউক,
 তিনি পুনর্ব্বার স্পার্টা যাইবার প্রস্তাব করিলে, তিনি
 এবং আর নয় জন স্পার্টীয় প্রেরিত হইলেন। তাঁহার
 স্পার্টায় উপস্থিত হইলে পর সমস্ত মিত্ররাজ্যের
 প্রধান প্রধান লোকদিগকে আহ্বান করিয়া একটি
 সভা হইল। তাহাতে মিত্র খ্রীষীয় এবং করিন্থীয়েরা,
 যাহাতে আথেন্স্ একেবারে বিধস্ত হইয়া যায়, তাহার
 চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু লেসিডিমোনীয়েরা এই
 বলিয়া তাহাদের মত খণ্ডন করিল যে, যাহা হইতে
 সমস্ত খ্রীস্টদেশের এত ক্রীড়ি হইয়াছে, সেই আথে-
 ন্স্কে একেবারেই উৎসন্ন দেওয়া কোন কপেই পরামর্শ
 সিদ্ধ হইতে পারে না। অবশেষে এই বলিয়া বাক্য
 সমাপন করিল যে, যদি আথেন্স্ বাসীর নগরের এবং
 বন্দরের সমস্ত প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দেয় এবং বার খানি
 মাত্র জাহাজ রাখিয়া সমস্ত জাহাজ অর্পণ পূর্ব্বক
 স্পার্টার মিত্র-রাজ্যমধ্যে পরিগণিত হইতে চাহে,
 তাহা হইলে তাহাদের সহিত সন্ধি করিতে হানি নাই।
 এখন আথীনীয়েরা (খৃঃ পূঃ ৪০৪) খাদ্যাভাবে
 প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত সন্ধিবন্ধনে সম্মত
 হওয়া শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া তাহাতেই সম্মত
 হইলে লাইসাগুর পাইরসে প্রবিষ্ট হইলেন, নগরের
 এবং ছাউনির সমস্ত স্ত্রীলোকেরা আসিয়া তথায়
 একত্র মিলিত হইল, এবং সংগীত আরম্ভ করিল।

এদিকে নগরের সমস্ত প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল ।

ত্রিংশৎ পুরুষের প্রভুত্ব ।

এই সন্ধি-স্থাপনের পর, লাইসাগুর (খৃঃ পূঃ ৪০৪) আথেন্সের শাসনকার্যের ভার যে ত্রিশ জন পুরুষের হস্তে সমর্পণ করেন, থেরামিনিস্ তাহাদের মধ্যে এক জন ছিলেন । কিন্তু ক্রীটিয়স্ সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাবান্ । বুদ্ধিমান্ এবং অধিক সাহস-সম্পন্ন ছিলেন । লাইসাগুরের প্রভুত্ববলে তাহার আপনাদের অভিপ্রায়সিদ্ধির নিমিত্ত স্পার্টা হইতে কতক গুলি সৈন্য আনা হয় । তাহাদিগকে দুর্গমধ্যে রাখিলেন, এবং তাহাদের বলে সহোধ্যা নগরিকদিগের উপর ভয়ঙ্কর উৎপাড়ন আরম্ভ করিয়া লুণ্ঠ, নিৰ্বাসন, এবং প্রাণদণ্ড প্রভৃতি গর্হিত কার্যের অনুষ্ঠানে দীক্ষিত হইলেন । আখীনীয়েরা স্ব স্ব সম্পত্তি রক্ষা, এবং পূর্বতন সামাজিক ব্যবস্থা পালনবিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হইলে, ঐ দুর্দান্তেরা ক্রুদ্ধ হইয়া একপ নর-হত্যা আরম্ভ করিল যে, গুনিলে অজ্ঞান হইতে হয়, তিন মাসের মধ্যে অন্যান্য পঞ্চদশ শত লোকের প্রাণদণ্ড করিয়াছিল ।

থেরামিনিস্ই প্রথমতঃ তাহাদের সহিত ঐ অসৎ-কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া, যখন দেখিলেন যে, ঐ ব্যাপার উত্তরোত্তর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, তখন তিনি

স্বয়ং ক্ষান্ত হইয়া অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে নিষেধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু এখন তাঁহাকে ভিন্ন মতাবলম্বী দেখিয়া ক্রীটিয়স্ এবং তৎসপক্ষ লোকেরা থেরামিনিসের বিনাশসাধনের পরামর্শ করিলেন, এবং কতকগুলি সাহসী যুবককে অস্ত্র শস্ত্র গোপনপূর্বক সাধারণ সমাজে আসিতে আদেশ করিলেন। তাহারা তাঁহাদের আদেশানুসারে সমজ্জ হইয়া সাধারণ সমাজে যখন উপস্থিত হইল, তখন ক্রীটিয়স্ সর্বসমক্ষে থেরামিনিসের বিশ্বাসঘাতকতা সপ্রমাণ করিয়া প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলে, থেরামিনিস্ এই নরহত্যা নিবারণ-বিষয়ে একপ বক্তৃতা করিলেন যে, সকলে গুনিয়া মুগ্ধ হইল। এতদবলোকনে ক্রীটিয়স্ বহির্গত হইয়া সেই সশস্ত্রযুবকদিগকে সম্মুখে উপস্থিত হইতে কহিলেন, এবং ফিরিয়া আসিয়া সাধারণ সমাজের কর্তৃপক্ষদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “আপনাদিগকে বঞ্চিত হইতে দেওয়া আমার উচিত হয় না; আর ঐ যে সকল লোক বাহিরে দণ্ডায়মান আছে, তাহারাও এই বিশ্বাসঘাতককে ছাড়িয়া দিবে না” এই বলিয়া থেরামিনিসের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। ইহা গুনিয়া থেরামিনিস্ সত্বর উন্নত বেদীর উপর লাফাইয়া উঠিলে কর্মচারীগণ তাঁহাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলাইয়া দিল। তদর্শনে অন্যান্য সভাসদগণ বিস্ময়াপন্ন ও নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। অনন্তর থেরামিনিস্কে বান্ধিয়া যখন বিপণীর মধ্য দিয়া কারাগারে লইয়া যাইতে লাগিল,

তখন তিনি বরাবর ত্রিংশৎ ছুরাঙ্গার অত্যাচার তার স্বরে ব্যক্ত করিতে করিতে গেলেন, কিন্তু ছুরাঙ্গা-দিগের ভয়ে কেহই তাহার রক্তার নিমিত্ত সাহস করিতে পারিল না। যাহা হউক, পূর্বে আথেন্সে প্রাণদণ্ডের এই নিয়ম ছিল যে, যাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইত, তাহাকে এক রকম বিষবৃক্ষের রস খাওয়াইয়া দিত। তাহাতেই তাহার প্রাণদণ্ড হইত। থেরামিনিসের হস্তে সেই রস এক গেলাস দেওয়া হইলে, তিনি তাহা পান করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু গেলাসের মধ্যে অবশিষ্ট যাহা কিঞ্চিৎ থাকিল, তাহা ফেলাইয়া দিয়া পরিহাসপূর্বক বলিলেন যুবকগণ! এই অবশিষ্ট রস ক্রীটিয়সের উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত হইল।

থীব্‌স্ এবং অন্যান্য নগর সকল তৎকালে আর্থী-নীস পলাতক ব্যক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, একারণ স্পার্টা-য়েরা এই আজ্ঞা দিল যে, যে যেখানে পলায়ন করিয়া লুকাইয়া আছে, সকলকেই ত্রিংশৎ ছুরাঙ্গার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু কেহই সে আজ্ঞা প্রতিপালন করিল না। এদিকে থীব্‌সের অধিবাসীরা বিয়োসিয়ার গৃহে গৃহে এবং নগরে পলাতক ব্যক্তি দিগকে আশ্রয় দিবার জন্য আদেশ করিল। থীব্‌স্ নগরে থ্রাসিবলস্ নামে একজন পলাতক ত্রিংশৎ ছুরা-ঙ্গার দৌরাঙ্গ্য হইতে স্বদেশকে মুক্ত করিবার জন্য স্বেযোগ প্রতিক্ষা করত থীব্‌স্ নগরে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। শীতকালের মধ্য সময়ে থ্রাসিবলস্ সত্তর জন

মাত্র লোক সমভিব্যাহারে যাত্রা করিয়া আটিকা এবং
 বিয়োসিয়ার প্রান্তসীমান্ত ফাইন্ নামক দুর্গ অধি-
 কার করিলে, দুরাওয়ারা সৈন্যে আসিয়া তাহাদিগকে
 আক্রমণ করিল ও তাড়িত হইল, এবং আবার
 যখন তাহারা ঐ দুর্গ আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে
 করিতেছিল, এমন সময়ে রানীকৃত বরফ আসিয়া
 পড়িলে তাহারা ভগ্নোদ্যম হইয়া নগরে পলায়ন
 করিল। এই সুযোগে অনেক বিক্রত আখীনীয় থ্রাসি-
 বুলসের সহিত মিলিত হইলে তিনি স্বদুর্গে সাত শত
 লোক সংগ্রহ করিলেন। একদা রজনীযোগে থ্রাসি-
 বুলস্ এই সমস্ত লোক সমভিব্যাহারে কোশাত্য-
 ন্তরে অবস্থিত ঐ দুরাওয়াদিগের ছাউনি আক্রমণ
 পূর্বক তাহাদের শতাধিক লোককে হতাহত করিয়া
 পরিশেষে প্রায় অর্দ্ধকোশ পর্যন্ত উহাদিগের পশ্চাৎ
 পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অবিলম্বেই তাঁহার সৈন্য-
 বল সহস্র সংখ্যক হইয়া উঠিল। সৈন্যসংখ্যা
 কিঞ্চিৎ অধিক হওয়াতে তাঁহার কিছু সাহস বাড়িয়া
 উঠিলে, এক দিবস রাত্রিযোগে যাত্রা করিয়া অবাধে
 পাইরস্ বন্দর অধিকার করিলেন। দুরাওয়ারা সৈন্য-
 দিগকে আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিলে,
 উভয় পক্ষে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সেই যুদ্ধে ক্রীটিয়স্
 এবং তাঁহার অনুচর সত্তর জন লোক প্রাণত্যাগ করিল।
 ক্রীটিয়সের মৃত্যু লাভের পর আর আর দুরাওয়ারা
 ভীত হইল, এবং প্রধান হইয়া আথেসের মধ্যস্থিত

শত্রুদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িল । পরিশেষে তাহারা চারি মাস কৰ্ম করিবার পর অগত্যা আপন আপন কৰ্ম পরিত্যাগ করিল । অতঃপর যাহারা তাহাদের পদে নিযুক্ত হইল, তাহারাও পূৰ্ব্ব কৰ্মচারীদিগের অপেক্ষা নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতায় কিছুমাত্র মূ্যন ছিল না ; তাহারাও খ্রাসিবুলসের সহিত সংগ্রাম চালাইতে প্রবৃত্ত হইয়া ছিল । এই সংবাদ স্পার্টায় প্রেরিত হইলে লাইসাওর্ তথায় একশত ট্যালেন্ট মুদ্রা প্রেরণ করিলেন, এবং তাহাদের সাহায্যের নিমিত্ত স্বয়ং পদাতিসৈন্যের কর্তৃত্ব গ্রহণপূর্বক, নিজ ভ্রাতাকে নৌসৈন্যের অধিনায়কত্বে নিযুক্ত করিয়া যাত্রা করিলেন । পসেনিয়স্ নামক এক জন রাজা লাইসাওরের অত্যন্ত বিদ্বেষ্টা ছিলেন । আটিকায় যে সমস্ত লেসিডিমোনীয় এবং মিত্র সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তিনি যদি তাহাদের অধিনায়কের পদে নিযুক্ত হইয়া যাইতেন, তাহা হইলে, পাইরস্ নগরে স্পার্টা যদিগের যাবতীয় সৈন্যের বিনাশ হইত । তিনি বিবদমান উভয় পক্ষের বিবাদ নিবারণের নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়া অবশেষে সন্ধিস্থাপন দ্বারা বিবাদ মিটাইয়া দিলেন, উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ উপকার দর্শিল । এই সম্প্রতিতে ত্রিশ জন শাসনকর্তা, তাহাদের উত্তরাধিকারীগণ, এবং অন্যান্য লোককে আথেন্স্ ছাড়িয়া যাইতে হইল । এবং যাহার ইচ্ছা হয়, সে ইলিউসিকে যাইয়া অবস্থিতি করিতে পারিবে,

এইরূপ আদেশ হইল । এইরূপে রাজবিদ্রোহী অপরাধী ব্যক্তিদিগের প্রতি ক্রমা করা হইলে ত্রিংশৎ পুরুষের শাসন বিলুপ্ত হইল ; এবং যতদূর সম্ভব, সোলনের নিয়ম পুনঃ প্রবর্তিত হইতে লাগিল । থ্রাসিবুলস্ যৎপরোনাস্তি দেশের উপকারী এবং হিতৈষী ছিলেন ; একারণ তাঁহার নাম চিরকাল সম্মানের সহিত কীর্তিত হইল ।

আল্‌সিবাইডিসের মৃত্যু ।

ত্রিংশৎ পুরুষের শাসনকালে আল্‌সিবাইডিসের পরলোক হয় । যেকূপে তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে ।

আধীনীয় প্রভুশক্তি উন্নত হইলে, আল্‌সিবাইডিস্ আর ইয়ুরোপে বাস করিতে ভরসা করিলেন না ; পারস্যের রাজদরবারে যাইবার মানসে ইয়ুরোপ পরিত্যাগপূর্বক আশিয়ায় উত্তীর্ণ হইলেন । এদিকে সেই ত্রিংশৎ ছুরাঙ্গা অভিযোগ দ্বারা লাইসাওরের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস উপাদান করিল যে, আল্‌সিবাইডিস্ যত দিন জীবিত থাকিবেন, তত দিন স্পার্টার সাম্রাজ্য নিরূপদ্রব হইবে না । অতঃপর রাজা আর্জিসের নিকটও তাই বলিয়া অভিযোগ করিলে স্বভাবতঃ আল্‌সিবাইডিসের বিষম বিদ্বেষী নরপতি আজিস্ আরো ঝলিয়া গিয়া লাইসাওরকে এই বলিয়া পাঠা-

ইলেন, যে যথাসাধ্য আল্‌সিবাইডিসকে নিহত করি-
বার চেষ্টা করুন। অনন্তর লাইসাওর এইরূপ রাজাজ্ঞা
প্রাপ্ত হইয়া, আল্‌সিবাইডিস যথায় আছেন, সেই
প্রদেশের পারসীক শাসনকর্তা ফার্নাবেজসের নিকট
আল্‌সিবাইডিসের প্রত্যর্পণের জন্য আবেদন করিলে
তিনি সম্মত হইয়া, আল্‌সিবাইডিস নিজ পত্নী টিমে-
ল্ডার সহিত যে গ্রামে আছেন, তথায় কতকগুলি সৈন্য
পাঠাইয়া দিলেন ; কিন্তু পারসীক সৈন্যেরা তাঁহার
সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিতে সাহসী না হইয়া তদীয়
গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়াছিল। আল্‌সিবাইডিস
এক হস্তে তরবারি এবং অন্য হস্তে কুর্তি গ্রহণপূর্বক
অগ্নির মধ্য দিয়া বেগে গৃহ হইতে বহির্গত হইলে; অপ-
দার্থ আক্রমণকারীরা তাঁহাকে বেষ্ঠনপূর্বক মারিয়া
ফেলিল। কেহ কেহ তাঁহার মৃত্যুর বিষয় ভিন্ন-
প্রকার বর্ণন করিয়া থাকেন এবং তাহাই অধিক সম্ভব-
পর বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার এক উপপত্নী ছিল,
তাঁহার ভ্রাতারা বংশের এই কলঙ্কে আন্তরিক ক্রুদ্ধ
হইয়া আল্‌সিবাইডিসের গৃহে আগুন দিয়া তাঁহাকে
মারিয়া ফেলে।

দশম অধ্যায় ।

সাইরসের সংগ্রামযাত্রা ।

আথেঞ্জের ত্রিশৎ নরপতির উন্মূলনের পর কিছু দিনের জন্য গ্রীস্দেশ নিরুপদ্রব হইয়াছিল । এই সময় এক দল গ্রীকসৈন্য পারসীক সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া পারসীকদিগের সহিত এক সংগ্রামে ব্যাপ্ত হয়, এবং যুদ্ধে অকৃতার্থ হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করে ; কিন্তু তাহারা তাহাতেই পারসীকদিগকে নিতান্ত অপদার্থ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল । পরে দৃষ্ট হইবেক যে, এই সংস্কার গ্রীকদেশের পক্ষে বিলক্ষণ ফলোপধায়ক হইয়াছিল ।

পারস্যের অধিপতি ডেরায়সের দুই পুত্র ছিলেন, জ্যেষ্ঠের নাম আর্টাক্সিস্, এবং কনিষ্ঠের নাম সাইরস্ । পিতার পরলোকের পর জ্যেষ্ঠ আর্টাক্সিস্ পিত্রসিংহাসনে আরোহণ করিয়া কনিষ্ঠ সাইরস্কে আশ্রয়িত উপকূলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান । সাইরস্ এখন জ্যেষ্ঠকে পদচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজা হইবার বাসনায় জ্যেষ্ঠের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন ; এবং গ্রীক-সৈন্যদিগকে সর্বাপেক্ষা সমরনিপুণ জানিয়া, কৌশলে প্রায় ত্রয়োদশ সহস্র গ্রীক ভূতিগ্রাহীসৈন্য সংগ্রহ করি-

লেন, কিছু দিন পরেই সমরযাত্রার মানসে উহাদিগকে আহ্বান পূর্বক স্বয়ং উহাদিগের এবং বহুসংখ্যক আশিরিক সৈন্যের সৈন্যাপত্য গ্রহণ করিয়া পার্শ্ব-
 তীয় পাইসীডীয়দিগের দমনচ্ছলে যাত্রা করিলেন ;
 যাহারা মধ্যো মধ্যো তদীয় অধিকারে প্রবেশপূর্বক
 উপদ্রব করিত । যাহা হউক, টিসাকার্ণিস্ সাইরসের
 এইরূপ সমারোহে রণযাত্রা দেখিয়া, তাঁহার যে কোন
 প্রকার উচ্চ আশয় আছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে
 পারিয়া সত্বর সূমা গমনপূর্বক রাজাকে সতর্ক থাকিতে
 বলিয়া আসিলেন ।

কিন্তু সাইরস্ টিসাকার্ণিস্কে নিজব্যাপারে সন্দি-
 হান জ্ঞান করিয়া, পাইসীডীয়দিগের আক্রমণে বিরত
 হইয়া, যে পথে যাত্রা করিলে সিলীসিয়ার অভ্যন্তর
 হইয়া গীরিয়া এবং হউফেটিস্ নদীতীরে উপস্থিত
 হওয়া যায় সেই পথ অবলম্বনপূর্বক সত্বর সিলীসিয়াভি-
 মুখে সৈন্যে যাত্রা করিলেন । এখন গ্রীকসেনারা
 সাইরসের অভিসন্ধির প্রতি সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে
 জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি সত্ৰাটের প্রতিকূলে যাত্রা
 করিতেছেন যদি এমন হয়, তবে আমরা প্রতিনিবৃত্ত হই ।
 তাহাদের অধ্যক্ষ, ক্লিয়ার্কস্ নাকি সাইরসের অভি-
 সন্ধিতে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এজন্য তিনি সৈন্যদিগের
 গমনাসম্মতি অবগে, অগ্রসর হইবার নিমিত্ত তাহা-
 দিগকে অতিশয় নির্যক্ক করিলে, সৈন্যেরা তাঁহার
 প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রস্তরাঘাত দ্বারা তাঁহার প্রাণবিনাশ

চেপ্টা করিলে তিনি পলায়ন করিলেন। ফলতঃ সাইরস্ উপস্থিত বিভ্রাট দেখিয়া গ্রীকসেনার নিকট এই ভান করিয়া বলিলেন, আমি সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, ইয়ুফ্রেটিস্ নদীর কূলে আমার যে এক জন গুঢ় শত্রু আছে, তাহার দমনের জন্য যাইতেছি। অতএব তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে চল, আমি তোমাদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিব।” এইরূপ স্তোভ ও প্রলোভন দ্বারা তাহাদিগকে আবর্জিত করিলেও তাহাদিগের মন হইতে ঐ সন্দেহ দূরীভূত হইল না।

সৈন্যগণ মিলীসীয় বহির্দ্বার-নামক সংকীর্ণ পথ অবাধে অতিক্রম করিয়া সীরিয়ায় প্রবেশ করিল। তথা হইতে নিরন্তর গমন করিয়া ইয়ুফ্রেটিসের তীরবর্তী থাম্পেসকস্ নগরে উপস্থিত হইল। সাইরস্ তথায় গ্রীক-সৈন্যাদ্যাদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “আমি পারসীকরাজ আর্টাক্সিস্কে আক্রমণ করিতে যাইতেছি, অতএব তোমরা আপন আপন সৈন্যাদিগকে বলিয়া তাহাদের মত করাও।” অনন্তর সেনাপতিরা আপন আপন সৈন্যাদিগের নিকট সাইরসের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলে, তাহারা সেনাপতিদিগের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল, এবং স্পষ্টাক্ষরে অধিক বেতনের দাওয়া করিয়া বসিল। অনন্তর সেনাপতিরা অধিক বেতনের প্রার্থনা জানাইলে, সাইরস্ কহিলেন, বাবিলনে পৌঁছিয়া সকলকে কিছু কিছু পারিতোষিক দিবেন; এবং পুনর্বার উপকূলে পৌঁছিয়া

তাহাদের সম্পূর্ণ বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবেন । তখন তাহারা যাইতে সম্মত হইল ; এবং ইয়ুফ্রেটিসের তীরে উপস্থিত হইয়া যেখানে এক বুকের অধিক জল ছিল না, সেই স্থান দিয়া নদী উত্তীর্ণ হইল । গ্রীকদিগকে পদব্রজে নদী পার হইতে দেখিয়া থাম্পেসকম্বাসীরা বিস্ময়াপন্ন হইল । কারণ তাহাদিগের এই স্থির সিদ্ধান্ত ছিল যে, উক্ত নদী অতিগভীর এবং নৌকা ব্যতিরেকে পার হওয়া যায় না ।

অধুনা মৈন্যাগন নদীর বামপার্শ্ব দিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিল ; যাইতে যাইতে তাহাদিগকে যে সমস্ত স্থান অতিক্রম করিতে হইল, তাহা নিরবচ্ছিন্ন সমতল বাসুকাময় মরুভূমি ; তথায় একটা ঘাস বা বৃক্ষ কিছুই ছিল না ; শুষ্ক স্থানে স্থানে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর গুল্ম ছিল । গ্রীকেরা জন্মাবচ্ছিন্ন কখন বন্যগর্দভ, কৃষ্ণসার বা অট্রিস্, যুগ প্রভৃতি জন্তু সকল দেখে নাই । এই স্থানে অদৃষ্ট পূর্বব সেই সকল জন্তু যথেষ্ট অবলোকন করিয়া সানন্দচিত্তে যুগয়া করত সকল জন্তুই শীকার করিল, কেবল অট্রিস্ শীকার করিতে পারিল না । কারণ তাহারা এত দৌড়িতে পারে যে, ঘোটকদিগকেও অতিবর্তন করিয়া যায় ।

রাজা বাবিলনের নিকটে আছেন, এইরূপ জনরব শুনিয়া সাইরসের মৈনোরাও বহুদিন ব্যাপিয়া ক্রমিক তদভিমুখে যাত্রা করিল । পরিশেষে যখন সাইরস্ বুদ্ধিলেন যে, তিনি রাজ-অনীকিনীর নিকটবর্তী হইয়া-

ছেন, তখন তিনি সমস্ত সৈন্য একত্র সমবেত করিয়া সংখ্যা করিয়া দেখিলেন যে, গ্রীকসৈন্য প্রায় ত্রয়োদশ সহস্র এবং আশিয়িকসৈন্য এক লক্ষ, আর তরবারিযুক্ত রথ বিংশতিমাত্র হইল । প্রবাদ আছে এই সংগ্রামে পারসীকরাজের দশলক্ষ বিংশতি সহস্র সৈন্য সমাগত হইয়াছিল ; এতদ্ব্যতীত তরবারিযুক্ত রথ দুইশত এবং শরীর রক্ষক ছয় সহস্র ছিল । কিন্তু উল্লিখিত সৈন্যের চতুর্থাংশ সৈন্যও কার্যকালে উপস্থিত হইতে পারে নাই ।

সম্রাট্, সাইরসের আগমন নিবারণার্থ পূর্বেই টাইগ্রীস্ হইতে ইয়ুফ্রেটিস্ পর্যন্ত এক জলপূর্ণ পরিখা খনন করাইয়া ছিলেন । সাইরসের সেনা ক্রমিক অগ্রসর হইয়া পরিশেষে ঐ পরিখাপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া দেখিল, উক্ত পরিখা পার হইবার জন্য প্রায় ত্রয়োদশ হস্ত পরিমিত একটা মাত্র সংকীর্ণ পথ ইয়ুফ্রেটিসের দিকে উদ্ঘাটিত আছে । কিন্তু ঐ পথ রক্ষার নিমিত্ত তৎকালে কোন রক্ষক নিযুক্ত ছিল না ; সুতরাং সাইরসের সৈন্যেরা তদ্বারা পরিখা পার হইয়া পড়িল । তৃতীয় দিবসে যখন সাইরস্ কতকগুলি শরীররক্ষক সৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া শকট-রোহণে গমন করিতেছিলেন, এবং তদীয় সৈন্যগণ বিনা অস্ত্রে ছত্রভঙ্গ হইয়া গমন করিতেছিল, এমন সময় একজন পারসীক কর্মচারী, যে সর্বত্র প্রস্থিত হইয়াছিল, অশ্বরোহণে আসিয়া গ্রীক এবং ল্যাটিন্

ভাষায় উচ্চৈঃস্বরে বলিল সত্রাট্ রণসজ্জা করিয়া সৈন্যে আসন্নপ্রায় হইয়াছেন ।

ইহা শুনিয়া সাইরস্ লক্ষ প্রদান পূর্বক শকট হইতে নামিয়া ত্বরায় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে তৎপর রণসজ্জা করিতে আদেশ করিলেন । আদেশ মাত্র সৈন্যগণ সজ্জিত হইলে, গ্রীকসৈন্যেরা দক্ষিণ পার্শ্ব বিস্তার করিয়া ইয়ুফ্রেটিসের দিকে থাকিল । এদিকে সাইরস্ শত্রুধারী তুরগসৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া মধ্য ভাগে রহিলেন ।

কিউনাক্সার সংগ্রাম ।

প্রায় মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত শত্রুসৈন্যের কোন চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইল না । অপরাহ্নভাগে রণক্ষেত্রের কিছুদূরে শ্বেতাভবৎ ধূলিরাশি উদ্ভূত হইয়া ক্রমশঃ যত সন্নিবৃত্ত হইতে লাগিল, ততই প্রগাঢ় অন্ধকার মূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল ; এবং তাহার মধ্যদিয়া অস্ত্রাদির উজ্জ্বলপ্রভা নির্গত হওয়াতে বোধ হইল, যেন মেঘের মধ্য হইতে বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইতেছে । ক্রমশঃ অধিক নিকটবর্ত্তী হইলে, শত্রুপক্ষীয় অশ্বারোহী এবং পদাতিসৈন্য স্পষ্টরূপে নয়নগোচর হইল । সেই সৈন্যসাগরের মধ্যে রাজকীয় সৈন্যবাহের বামভাগ পারসীক অশ্বারোহী সৈন্যে এবং ইজিপ্টীয় পদাতি সৈন্যে বিরচিত ছিল, এবং ঐ ব্যাহের সম্মুখ-ভাগ তরবারিযুক্ত রথসমূহে সুরক্ষিত ছিল ; টিসাক্স-

নিম্ন তাহার রক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার উপর শুদ্ধ গ্রীক সৈন্য নিবারণের ভারপণ ছিল। এদিকে সাইরস্ অশপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া জনেক অনুবাদক সমভিব্যাহারে গ্রীক সৈন্যের মধ্যে প্রবেশপূর্বক ক্লিয়াক্সকে রাজরক্ষিত সৈন্যবৃহৎ অতর্ভেদ করিতে আদেশ করিয়া বলিলেন, যদি ব্যহমধ্যবর্তী রাজাকে পরাস্ত করিতে পারেন, তবে নিশ্চয় জয়লাভের সম্ভাবনা। কিন্তু ক্লিয়াক্স তাহার প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া বলিলেন “রাজকীয় বলবিন্যাস যেরূপ বিস্তৃত দেখিতেছি, এই অল্প সৈন্য লইয়া তাহার মধ্যভেদ করিতে চেষ্টা করিলে কোন ফল দর্শিবেক না, বরং বিপদ ঘটিলেই অধিক সম্ভাবনা থাকিবেক ; ততএব এই নদীতীরে অবস্থিতি করা আমার মতে কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা হইতেছে ; অথবা যাহাতে ভাল হয়, তাহা করিতে সাধ্যপক্ষে ক্রটি করিব না ; আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হউন।” ইহা শুনিয়া সাইরস্ তথাস্তু বলিয়া চলিয়া গেলেন।

অনন্তর ভূতিভোগী গ্রীক সৈন্যেরা বিপক্ষ সৈন্যকে অর্দ্ধক্রোশান্তরে উপস্থিত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রণধ্বনি করত অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল ; এবং শত্রুপক্ষীয় অশ্বগণকে ভয়প্রদর্শন করিবার মানসে গভীর গর্জ্জন এবং ঢালের উপর বর্ষাঘাত করত অভি-
মুখে ধাবমান হইল ; পরন্তু একটীও শরপত না হইতেই তাহাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল, পারসীক অশ্বারো-

হীগণ ক্রতবেগে পলাইতে লাগিল এবং শকটবৃন্দ নিজ নিজ সারথী পরিত্যাগ পূর্বক বিত্রস্ত হইয়া কতক বা বিপক্ষ সৈন্যের, এবং কতক বা বিপক্ষ সৈন্যের মধ্য দিয়া পলায়ন আরম্ভ করিল । এইরূপে জয়ন্ত্রী গ্রীকদিগের পক্ষপাতিত্ব হইলে সাইরস্ আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন এবং সাইরসের পার্শ্ববর্তী জনসমূহ সাইরসকে রাজা বলিয়া প্রণাম করিল । সাইরস্ রাজাকে নিজ সৈন্যের দক্ষিণ পার্শ্ব মধ্যভাগ দ্বারা পরিবর্তিত করিতে দেখিয়া এই বিবেচনা করিলেন যে, হয় ঘুরিয়া আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টিত করিবেন, নয় গ্রীকসৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবেন এজন্য তিনি ছয় শত মাত্র শরীর-রক্ষক সমভিব্যাহারে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া ছয় সহস্র রাজ-শরীর-রক্ষকদিগকে আক্রমণ পূর্বক তাহাদের অধ্যক্ষকে নিহত করিলেন ; এবং তদীয় অনুচরগণের অনেকেই আক্রান্ত শত্রুদিগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল ; অত্যাশ্চর্য্যমাত্র তাঁহার সঙ্গে থাকিল । এখন সাইরস্ রাজাকে দেখিতে পাইয়া, “ঐ রাজা” “ঐ রাজা” বলিয়া তদভিমুখে বেগে ধাবমান হইয়া বর্শা দ্বারা তদীয় বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলে সেই মুহূর্ত্তেই তদীয় অন্যতর নেত্র আহত হইল ; তথাপি তিনি এবং তৎসমভিব্যাহারী লোকেরা সাহসপূর্বক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়া পরিশেষে সমরশায়ী হইলেন । তৎকালে সমরশায়ী ব্যক্তির মস্তক এবং দক্ষিণ হস্ত

কাটিয়া ফেলা পারস্যের রীতি থাকায়, তৎক্ষণাৎ সাইরসের মস্তক এবং দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলিল।

অনন্তর রাজা সাইরসের ছাউনি লুণ্ঠ করিবার মানসে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এতদ্বশত, সাইরসের সৈন্যের বামকক্ষ রক্ষণে নিযুক্ত আরিয়স্ আক্রমণ নিবারণের কোন চেষ্টা না করিয়া পলায়ন পূর্বক পূর্বরাতে সৈন্যেরা যে স্থান আশ্রয় করিয়াছিল সেই স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। আর্টাক্সার্কিস্ এখন অবাধে সাইরসের ছাউনি লুণ্ঠন ও দক্ষ করিতে লাগিলেন। রণক্ষেত্রে শুদ্ধ গ্রীক সৈন্যমাত্র রহিল এবং তাহারা টিসাফার্নিসের সৈন্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া যখন জানিতে পারিল যে, রাজসেনা সাইরসের ছাউনি লুণ্ঠ করিতেছে, তখন তাহারা পূর্ব অনুসরণে ক্ষান্ত ও শ্রোণীবদ্ধ হইয়া লুণ্ঠনকারীদিগের আক্রমণার্থ প্রস্তুত হইল। নদী তাহাদের পশ্চাতে রহিল। গ্রীক দিগকে প্রস্তুত দেখিয়া পারসীক সৈন্যাধ্যক্ষেরাও সৈন্য ফিরাইয়া আক্রমণার্থ অগ্রসর হইতে লাগিল ; কিন্তু যখন গ্রীকেরা সমরধ্বনি পূর্বক সংগ্রামে ব্যাপ্ত হইল, তখন আর অগ্রসর হইতে সাহসী না হইয়া দ্রুত বেগে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। গ্রীকেরাও তাহাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া, যেখানে ঢালের উপর চীল লেখা রাজার এক সৌবর্ণ পতাকা উড়ীন ছিল, সেই স্থানের সম্মিহিত হইলে, পতাকা রক্ষণে নিযুক্ত অশ্বারোহীরা গ্রীকদিগকে নিকটবর্তী দেখিয়া পলায়ন

করিল। গ্রীকেরা সূর্য্যাস্ত সময়ে এক পর্ব্বতের পাদদেশে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতে লাগিল, এবং একাল পর্য্যন্ত সাইরসের কোন সংবাদ না পাইয়া বিস্মিত হইল। কিন্তু আবার ভাবিল, হয়ত সাইরস শত্রুর অনুসরণে ব্যাপৃত থাকিয়া জয়লাভের আশায় পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই বিবেচনা করিয়া, বিশ্রামের পর সেনানিবেশে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিল, শত্রুরা যাবতীয় খাদ্যসামগ্রী লুণ্ঠ করিয়া লইয়াছে। সুতরাং তাহাদিগকে সে রাত্রি অনাহারেই অতিবাহিত করিতে হইল। রাজসেনা আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করাতে, দিবসেও আহার হয় নাই। এইরূপে যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে, এই যুদ্ধ কিউনাক্সা-নামক স্থানে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, একারণ এই সংগ্রাম কিয়ুনক্সীয় সংগ্রাম বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।

রাজা এবং গ্রীকদিগের পণ নির্ধারণ বিষয়ক কথোপকথন ।

পর দিবস গ্রীকেরা সাইরসের অনুসন্ধানে যাত্রা করিবার উদ্দেশ্য করিতেছে এমন সময়, আরিয়সের নিকট হইতে এক জন দূত আসিয়া সাইরসের মৃত্যু সংবাদ দিয়া কহিল “সেনাপতি আরিয়স্ উপকূলে ফিরিয়া যাইবার মানস করিয়াছেন এবং আজিকার দিবস তোমাদের অপেক্ষা করিবেন ; যদি তোমাদের ইচ্ছা হয়, তবে যাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হও।”

ক্রিয়াকর্ম এই প্রস্তাবের কোন উত্তর না দিয়া, শুধু এই বলিয়া পাঠাইলেন যে, “ গ্রীকেরা জয়লাভ করিয়াছে, এখন যদি আরিয়স্ ইচ্ছা করেন, তবে অনায়াসেই পারস্যের সিংহাসন অধিকার করিতে পারেন । ” ক্রিয়াকর্ম এই কথা বলিতেছেন এমন সময় সম্রাটের নিকট হইতে একজন দূত আসিয়া বলিল “ সম্রাটের আদেশ হইয়াছে যে তোমরা অল্প শত্রু পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহার শরণাগত হও । ” ক্রিয়াকর্ম আর্টাজাক্রিসের এই সাহস্কার প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া বলিলেন “ আমরা সম্রাটের একপ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি না, তবে যদি তিনি আমাদের বেতন দিতে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে সম্মত হইতে পারি । ” অনন্তর আরিয়স্ দূত দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন যে তাঁহার রাজ্য হইবার ইচ্ছা নাই, অতএব তাহারা অবিলম্বে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হউক । তদনুসারে ক্রিয়াকর্ম সন্ধ্যার পর যাত্রা করিয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় আরিয়সের ছাউনিতে উপস্থিত হইলেন । পরে তাঁহার সহিত সত্যস্থাপন পূর্বক তদীয় সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া প্রভাতে উপকূলাভিমুখে যাত্রা করিলেন । কিন্তু আগমন কালে যে পথে আসিয়াছিলেন প্রত্যাগমন কালে সে পথে না যাইয়া উভয় সেনা ভিন্ন পথ অবলম্বন করিলে এবং সন্ধ্যা হইলে যে সকল গ্রামে থাকিয়া রাত্রিযাপন করিবার মানস করিয়াছিল, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, রাজ-সৈন্যেরা অগ্রেই সেই স্থান দূর

করিয়া অগ্নিসংযোগ দ্বারা ছার খার করিয়া গিয়াছে।
 এতদর্শনে, রাজসেনা নিকটেই আছে, এই বিবেচনা
 করিয়া অতিশয় ভীত হইল। পরদিন সূর্যোদয়কালে
 সম্রাটের নিকট হইতে সন্ধিসংস্থাপনের সংবাদ লইয়া
 একজন দূত আসিল। রাজদূতের আগমন বার্তা
 শুনিয়া ক্লিয়কস্ বহিঃস্থিত রক্ষকদিগকে বলিয়া পাঠা-
 ইলেন যে, তিনি সংবাদ না দিলে যেন দূতকে প্রবিষ্ট
 হইতে না দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে তিনি বঞ্চনা করিবার
 মানসে কতকগুলি কপবান পুরুষকে অস্ত্র শস্ত্রে বিভূ-
 ষিত ও অগ্রে সংস্থাপিত করিয়া সৈন্যবিন্যাস পূর্বক
 দূতদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “মদীয় সৈন্যেরা
 অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে, অতএব অগ্রে তাহা-
 দের আহারের অনুষ্ঠান না হইলে, কোন বিষয়েরই
 নিষ্পত্তি হইবেক না।” দূতেরা তৎক্ষণাৎ চলিয়া
 গেল এবং ক্ষণকাল পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল
 “যদি রাজার সহিত সন্ধি করেন, তবে সৈন্যেরা আমা-
 দের সঙ্গে আসুক; আমরা প্রচুর খাদ্যপূর্ণ গ্রামে
 লইয়া যাইতেছি।” গ্রীকেরা তাহাতেই সম্মত হইল,
 এবং যেখানে খেজুর তাড়ি প্রভৃতি প্রচুর খাদ্য
 সামগ্রী পাওয়া যায়, সেই সেই গ্রামে নীত হইল।
 তথায় তিন দিবস অবস্থিতি করিলে পর, টিসাফার্নিস্
 চারিজন ভদ্র পারসীক সমভিব্যাহারে তাহাদের
 নিকট উপস্থিত হইয়া বন্ধুতার ভান করিয়া বলিলেন
 “আমি মধ্যস্থ; কি কারণে আপনারা সম্রাটের

সহিত বিরোধ উপস্থিত করিতেছেন, তাহা জিজ্ঞাসার
 জন্য রাজা আমাকে পাঠাইয়াছেন।” ক্লিয়ার্কস্
 কহিলেন “রাজার সহিত বিরোধ করিবার আমাদের
 কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না ; শুদ্ধ সাইরস্ প্রবঞ্চনা
 করিয়া আমাদেরকে এই কর্মে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন ;
 প্রথমেই জানিতে পারিলে আমরা কদাচ রাজার সহিত
 বিরোধে প্রবৃত্ত হইতাম না। পরে যখন জানিতে
 পারিলাম তখন ফিরিয়া যাইতে উদ্যত ছিলাম, কিন্তু
 সাইরসের অনেক অনুরোধে থাকিতে হইয়াছিল।
 এক্ষণে যদি তোমরা অত্যাচার না কর, তবে আমরা
 নিরুপদ্রবে দেশে ফিরিয়া যাই।” ক্লিয়ার্কসের এই
 কথা শুনিয়া পারসীকেরা সে দিবস চলিয়া গেলেন।
 তিন দিবস পরে টিসাফার্নিস্ পুনর্ব্বার আসিয়া কহি-
 লেন “রাজা আমাকে কিছুতেই বিদায় দিতে চাহেন
 নাই, অনেক কষ্টে বিদায় লইয়া আসিয়াছি। এক্ষণে আমি
 উপকূল পর্য্যন্ত আপনাদের সঙ্গে যাইব এবং পথে সৈন্য-
 দিগের আহার সামগ্রীর আয়োজন করিয়া দিব ;
 তাহা হইলে প্রজাদিগেরও কোন অনিষ্ট হইবেক না,
 আপনারাও সুখে যাত্রা করিতে পারিবেন।” পরে
 উভয় পক্ষেই শপথ করিলে টিসাফার্নিস্ রাজার
 নিকট ফিরিয়া আসিয়া গমনের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত
 হইলেন।

প্রধান প্রধান কর্মচারীদিগের অবরোধ এবং বিনাশ ।

টিসাফার্নিস্ স্থায়ী সৈন্য এবং আরিয়সের যাবতীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে বিংশতি দিবসের পর গ্রীকশি-
বিরে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের সহিত উপকূলভি-
মুখে যাত্রা করিলেন । গ্রীকেরা টিসাফার্নিসের এত-
ব্যৎ কাল বিলম্ব দর্শনে, আরিয়স্ ও রাজা উভয়ে
মিলিয়া যে চক্রান্ত করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে
পারিয়া ক্লিয়ার্কসের নিকট আপনাদের পলায়নের
প্রস্তাব করিয়াছিল । কিন্তু ক্লিয়ার্কস্, তাহা নিতান্ত
অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিলেন, সুতরাং তাহারা ক্রান্ত
ছিল । ফলতঃ এখন তাহারা যে একেবারেই নিশ্চিস্ত
ছিল, এমত নহে; প্রত্যহ রাত্রে পারসীকদিগের ছাউনি
হইতে অনেক দূরে ছাউনি করিয়া থাকিত । যাহা
হউক, টিসাফার্নিস্ এবং রাজা, গ্রীকদিগকে পার-
স্যের অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া তাহাদিগকে আর গ্রীসে
ফিরিয়া যাইতে না দিবার অভিসন্ধি থাকায়, উপকূল
যাইবার প্রকৃত পথে না যাইয়া টাইগ্রীসভিমুখে
লইয়া যাইতে লাগিলেন ।

গ্রীকেরা টাইগ্রীস্ উত্তীর্ণ হইয়া মীডিয়ায় উপস্থিত
হইলে, টিসাফার্নিস্ গ্রীকদিগকে রাজ্যী কুইন্-মদা-
রের অধিকারভুক্ত কতিপয় পল্লীগ্ৰাম লুণ্ঠ করিতে
আদেশ করিলেন । কুইন্-মদার সাইরসের জননী ।
সাইরসের প্রতি জননীর বিশেষ পক্ষপাত থাকায়
টিসাফার্নিস্ তাহার প্রতি জাতক্ৰোধ ছিলেন । অতঃপর

খ্রীকেরা জাব্-নামক নদী উত্তীর্ণ হইয়া তিন দিবস তথায় বিশ্রাম করিল । এক্ষণে পারসীকদিগের সহিত খ্রীকদিগের যে আন্তরিক অসন্তোষ ছিল, তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়া বিবাদের সূত্রপাত হইতে লাগিল । ক্রিস্চার্কস্ উভয় জাতির আন্তরিক অসন্তোষ জানিতে পারিয়া, তন্নিবারণার্থ টিসাফার্নিসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা জানাইলে, টিসাফার্নিস্ তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন । ক্রিস্চার্কস্ যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্মৈন্যে রাজার কার্য্যে প্রবিষ্ট হইবার কথা পুনরুত্থাপন করিলেন । টিসাফার্নিস্ ক্রিস্চার্কসের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আহ্লাদপ্রকাশপূর্বক তাঁহাকে এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান কর্মচারীদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন ; এবং বলিলেন, “সকলে একত্র সমবেত হইলে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিবেন ;” এই বলিয়া একত্র ভোজন করিবার নিমিত্ত সে সকল ক্রিস্চার্কসকে আটক করিয়া রাখিলেন । পর দিবস ক্রিস্চার্কস্ স্থায় শিবিরে আগমন পূর্বক প্রধান কর্মচারীদিগকে আহ্বান করিলেন, এবং পূর্ব রাত্রে টিসাফার্নিসের সহিত যেকপ কথোপকথন হইয়াছিল, সমস্ত বলিলেন । পরে তাঁহাদিগকে টিসাফার্নিসের উপকার্য্যায় গমন করিয়া আহারাদি এবং আমোদ প্রমোদের জন্য যেকপ নির্বন্ধ করিতে লাগিলেন, তাহাতে সকলেরই বিলক্ষণ বিবেচনা হইল যে, টিসাফার্নিসের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছে । কিন্তু তাহা-

দের কেহই শুদ্ধ টিসাফার্নিসের কথায় বিশ্বাস করিতে সাহসী না হইয়া বিনা সৈন্যে বাইতে অসম্মত হইল। তথাপি ক্লিয়ার্কস্ অনেক কষ্টে তাঁহাদের সম্মতি করাইয়া পাঁচ জন প্রধান পুরুষ, কুড়ি জন কাপ্তেন এবং দুই শত সৈন্য সমভিব্যাহারে পারসীক স্কাবারে যাত্রা করিলেন।

তাহারা টিসাফার্নিসের নিবেশ-ভূমিতে পদার্পণ করিবামাত্র সৈন্যাধ্যক্ষেরা তদীয় পটভবনের অভ্যন্তরে নীত হইলেন, এবং অন্যান্য সকলেই বাহিরে দণ্ডায়মান থাকিতে আদিষ্ট হইল। কিছু পরেই পারসীকেরা সঙ্কেত করিলে, তৎক্ষণাৎ সৈন্যাধ্যক্ষেরা ধূত হইলেন, এবং বহিঃস্থিত অন্যান্য লোকেরাও অবরুদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইল। ঠিক এই সময় কতকগুলি অশ্বারোহীকে এই অভিপ্রায়ে পাঠাইয়া দিল যে, তাহারা সম্মুখে যাহাকে পাইবে তাহাকেই বিনষ্ট করিবেক। গ্রীকেরা ছাউনি হইতেই সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিয়া ইতিকর্তব্যতা বিমূঢ় হইয়া পড়িল। অবশেষে যাহারা সেনাপতিদিগের সহিত পারসীক-শিবিরে গমন করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে আহত এক জন কোনকালে পলায়নপূর্বক উক্ত ঘটনা সমস্ত স্বপক্ষ-দ্বিগকে নিবেদন করিলে, গ্রীকেরা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় অস্ত্রশস্ত্রের সহিত সজ্জীভূত হইয়া থাকিল। কণকাল পরেই আরিয়স্ তিন শত অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে আসিয়া স্কাবারে প্রবিষ্ট হইলেন,

এবং সকলকেই বর্ণপাত করিতে আদেশ করিয়া বলিলেন, “ দুই জন সেনাপতির এজাহারে ক্লিয়াক্সের বিশ্বাসঘাতকতা সপ্রমাণ হওয়াতে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে, আর তাহার সন্ত্রাটের অতিশয় প্রীতিভাজন হইয়াছে । সাইরস্ রাজভৃত্য, তোমরা সেই সাইরসের ভৃত্য ; অতএব তোমাদের প্রতি সন্ত্রাটের সম্পূর্ণ অধিকার থাকায়, তোমাদিগের প্রতিও সন্ত্রাটের অঙ্গ শস্ত্র পরিত্যাগের আদেশ হইয়াছে । ”

যাহা হউক, গ্রীকেরা আরিয়সের বিশ্বাসঘাতকতানিবন্ধন তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভৎসনা করত এই বলিয়া নিরস্ত হইল যে, যে সকল সেনাপতিরা ক্লিয়াক্সকে দোষী করিয়াছে, পারসীকেরা তাহাদিগকে অবিলম্বে পাঠাইয়া দেউক । ইহা শুনিয়া পারসীকেরা চলিয়া গিয়া পাঁচ জন গ্রীকসেনাপতিকে রাজার নিমন্ত্রণ পাঠাইয়া দিল । রাজাও তাহাদিগের মন্তক~~কটকট~~ আচ্ছাদিত করিয়া দিলে, রাজসমক্ষে তাহাদের মন্তকচ্ছেদন করা হইল ।

গ্রীকদিগের পলায়ন ।

সেনাপতিদিগের যত্নসংবাদে গ্রীকেরা ভয়ে কাঁপিতে হইয়া গৃহ গমনের আশা ভরসা সমস্ত পরিত্যাগপূর্বক চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইল । গ্রীকদিগের বর্তমান অবস্থা চিন্তা করিলে, হৃৎকম্প উপস্থিত হয় ; একে বিদেশ, তাহাতে পথ ঘাট সমস্ত অপরিচিত,

ও নদী পর্বত নিত্যন্ত দুর্গম ; এখন তাহাদের তাদৃশ সৈন্যবল নাই যে, বলপূর্বক প্রতিগমনের পথ আবিষ্কৃত করিতে পারে ; এমন আহার সামগ্রীও নাই খাইয়া থাওয়া প্রাণ ধারণ করত অন্যান্য পাঁচ শত কোশ অন্তরে অবস্থিত স্বদেশে ফিরিয়া যায় । ফলতঃ সাইরসের পারসীক সৈন্যেরাই তাহাদিগকে এই ঘোর বিপদে পাত্তিত করিয়াছিল । তাহারা যদি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ না করিত, তাহা হইলে তাহাদের পদাতি সৈন্যবল প্রচুর থাকিত । এই সমস্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রায় কেহই সে দিবস সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কোন দ্রব্য আশ্বাদ করে নাই, রাত্রে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে নাই, এবং সমস্ত রাত্রি নিদ্রাও যায় নাই ।

গ্রীক সৈন্যের মধ্যে জিনফন্ নামক কোন ব্যক্তি ছিলেন ; ইনি আথেন্সে জন্মগ্রহণ করেন ; এবং প্রধান বিজ্ঞানশাস্ত্রবেত্তা সক্রেটিসের ছাত্র ও প্রিয় বন্ধু ছিলেন । তিনি অগ্রে সেনাসংক্রান্ত কোন কৰ্ম্ম নিযুক্ত ছিলেন না । এই প্রথম সেনাপতি প্রক্লিনসের সহিত স্বেচ্ছাপূর্বক অঙ্গধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন । ফলতঃ তিনি আপন সঙ্গ ও সচ্চরিত্রতায় সৈন্যদিগের মধ্যে বিশেষ আধিপত্য বিস্তারপূর্বক অতিশয় সম্মান লাভ করিয়াছিলেন । সেই রাত্রে তিনি এক স্বপ্ন দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া প্রক্লিনসের সৈন্যবিভাগের কর্মচারীদিগকে মন্ত্রণার্থ আহ্বান

পূর্বক বলিলেন, “কোন মতেই অস্ত্র শস্ত্র পরিভ্যাগ পূর্বক শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ না করিয়া বরং আবশ্যক হইলে পথে শত্রুদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব, আমার এই মত ।” সকলে তাঁহার মত গ্রাহ্য করিয়া অন্যান্য সৈন্যবিভাগের প্রধান কর্মচারীদিগকে আহ্বান পূর্বক উক্ত বিষয়ের প্রস্তাব করিলে, তাঁহারাও তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন । পরে সকলের অভিপ্রায়মতে পূর্বতন পাঁচজন সেনাপতির পদে আর পাঁচজন নূতন সেনাপতি নিযুক্ত করা হইলে জিনফন্ উহাদের মধ্যে এক জন হইলেন । প্রত্যেক হইলে নূতন সেনাপতিরা নিজ নিজ বিভাগের সৈন্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “তোমরা দৃঢ়তর অধ্যবসায় ও সাহস সহকারে আপন আপন কার্যে ব্যাপৃত হইলে, যত কেন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হউক না, সমস্ত অতিক্রম করিয়া জয় লাভ করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই ।” ইহা শুনিয়া সৈন্যগণ শপথপূর্বক সেনাপতিদিগের উপদেশ যথাবদনু-পালনে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলে, প্রধান সৈন্যপতির ভার জেসিডিমোনীয় কেরিসোফসের উপর ন্যস্ত হইল ; অব্যোবনোদ্ধত জিনফন্ এবং টিমাসনকে সৈন্যের পশ্চাৎ ভাগ রক্ষায় নিযুক্ত করা হইল । অন্য সুর সৈন্যগণ জিনফনের আদেশানুসারে মিতাক্ত আবশ্যক বস্তু রাখিয়া তাঁবু, শকট প্রভৃতি যাবতীয় জব্যসামগ্রী ত্যজিয়া করিল । তাহারা মধ্যাহ্ন করিতে

বসিয়াছে, এমন সময় সাইরসের কর্মচারীদিগের অন্যতম মিথ্রিডেটিস্ নামক এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া বন্ধুতাব্যপদেশে তাহাদের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলে, গ্রীকেরা স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন; ইহাতে মিথ্রিডেটিস্ কিয়ৎ পরিমাণে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “রাজার সম্মতি ব্যতিরেকে একপা কার্য করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না।” যাহা হউক, তাঁহার আকার ইঙ্গিতে গ্রীকেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে টিসাফার্নিসের প্রেরিত বলিয়া নিশ্চয় করিল। পরে যখন জানিতে পারিল যে, মিথ্রিডেটিস্ কুড়ি জন সৈন্যের সহিত একজন প্রধান কর্মচারীকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, তখন তাহারা এই প্রতিজ্ঞা করিল যে, তাহারা এই অবধি কোম দূতকে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে দিবে না, বা তাহাদের কোন কথা গ্রাহ্য করিবেক না। এই স্থির করিয়া আহারাভ্যন্তে প্রস্থান করিল। তাহারা কতক দূর যাইলে, মিথ্রিডেটিস্ পুনরায় কতকগুলি অশ্বসৈন্য এবং পদাতিসৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া উপস্থিত হইলেন। যখন তাহারা প্রতিজ্ঞা বশতঃ তাঁহাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিল না, তখন তিনি তাহাদের পশ্চাৎদাগ আক্রমণপূর্বক তাহাদিগকে সমস্ত দিন তর্জুন করিতে লাগিলেন। গ্রীকদিগের তুল্যকপ সৈন্য না থাকায় গ্রীকেরা তাঁহাকে তাড়াইয়া দিতে সমর্থ হইল না।

সন্ধ্যার সময় কোন স্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়া অন্যান্য কর্মচারীরা উক্ত দুর্ঘটনার কতকদোষ জিনফনের

উপর আরোপ করিলে, তিনি কহিলেন, “ ইহাতে আমার কোন দোষ নাই, আমাদিগের অশ্ববল ও লম্বু সৈন্য না থাকায় ঐ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে, অতঃপর যথাসাধ্য উক্তরূপ সৈন্য সংগ্রহে তৎপর ও যত্নবান্ হইতে হইবেক ।” এই বলিয়া জিনফন্ প্রধান কর্মচারী এবং অন্যান্য লোকদিগের মধ্যে পঞ্চাশ জনকে অশ্বারোহণে নিযুক্ত করিলেন ; এবং যাহারা ফিঙ্গা চালাইতে পারে এবং যাহারা ধনুর্দ্ধারণে সমর্থ, এমন কতকগুলি লোককে ফিঙ্গাধারণ এবং ধনুর্দ্ধারণের আদেশ দিয়া তাহাদিগের সমস্ত সরঞ্জাম করিয়া দিলেন। দ্বিতীয় দিবসে যখন মিথ্রিডেটিস্ জয় লাভের সম্পূর্ণ আশা করিয়া তাহাদিগকে পুনর্বার আক্রমণ করিতে আসিলেন, তখন তাঁহার লোকদিগের কতক বা তাড়িত, কতক বা আহত হইয়া পলায়ন করিল। সেই দিবস গ্রীকেরা টাইগ্রীসের তীরবর্তী ভগ্নাবশিষ্ট লারিসা-নামক নগর প্রাপ্ত হইল। সেই পুরাধ্বংসবিষয়ে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে, মহাবীর সাইরসের রাজত্বকালে মীডীয়দিগের সহিত বিবাদসূত্রে পারসীকেরা ঐ নগর আক্রমণ পূর্বক বহুকষ্টে নগরবাসীদিগকে বিনষ্ট করিয়া উক্ত নগর বিধ্বস্ত করিয়াছিল। লারিসা হইতে যাত্রা করিয়া মিপ্সিলা নামক ভগ্নাবশিষ্ট নগরে উপস্থিত হইল। এই নগরও পারসীকেরা লারিসা আক্রমণ কালে বিধ্বস্ত করিয়াছিল। তথা হইতে যাত্রা করিয়া কাডুসিয়ার পর্বতময় প্রদেশ

শের শত্রুদিগের সন্তত আক্রমণে তাহাদের অধিক কালবিলম্ব হইয়াছিল। অতঃপর টিসাকার্নিস্ বহু সৈন্যসহ আবিভূত হইয়া তাহাদিগকে বিরক্ত করত বহু দিন তাহাদের পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু সাহস পূর্বক সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই। গ্রীকেরা যে যে গ্রামে প্রচুর খাদ্যসামগ্রী দেখিতে পার, প্রতিরাতে সেই সেই গ্রামে অবস্থিতি করিতে লাগিল। টিসাকার্নিস্ এইরূপ সন্তত অনুসরণ দ্বারা গ্রীকদিগকে বাধা দিতে অসমর্থ হইয়া, পরিশেষে যে যে গ্রামে গ্রীস্বাসীরা আশ্রয় লইবে বলিয়া বিবেচনা করিলেন, অগ্রেই সেই সেই গ্রাম দক্ষ করিতে আরম্ভ করিলেন। এক দিবস গ্রীকেরা ইহার প্রতি শোধ দিবার জন্য যে যে গ্রামে আসা নিতান্ত অসম্ভব, সেই সেই স্থান লুণ্ঠ ও দক্ষ করিল।

কাডু'নিয়া অতিক্রম ।

একদা গ্রীকেরা এক পর্বতময় প্রদেশের সীমায় উপস্থিত হইল। ঐ প্রদেশ পর্বতবৃন্দে আকীর্ণ এবং অতি দুর্দান্ত স্বাধীন অসভ্য জাতির বাসস্থান। পূর্বে এই দেশের লোকদিগকে কাডু'সীয় কহিত, সম্প্রতি ইহাদিগকে কুর্দ কহা যায়। এই প্রদেশ অতিক্রম করিয়া গ্রীসে যাইবার দুইটিমাত্র পথ ছিল; কাডু'সীয় পর্বতের উপর দিয়া একটা, এবং টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস পুনরতিক্রম করিয়া অন্যটা। অতঃপর

গ্রীকদিগের বিপদ উত্তরোত্তর বাড়িতেই লাগিল, কারণ তাহাদিগকে এখন নদী পার হইতে হইবেক ; নদী পারের জন্য তথায় সেতু বা নৌকা কিছুই ছিল না ; এবং নদীর গভীরতাবশতঃ হাঁটিয়া পার হইবারও যো ছিল না ; এজন্য তাহারা পার্বত্য পথে যাইবার মানসে, কাডুসীয়দিগের অগোচরে রাতিযোগে যাত্রা করিল । পর দিবস সূর্যোদয়কালে পর্বতে উপস্থিত হইয়া উদ্ধদেশ আশ্রয় পূর্বক উপত্যকার আসন্নবর্তী গ্রামসমূহে অবতীর্ণ হইয়া খাদ্যাহরণ করিতে লাগিল । গ্রামের অধিবাসীরা অলক্ষিত বিপদের প্রতিবিধানে অসমর্থ হইয়া স্ত্রীপুত্র সহিত পলায়ন পূর্বক পর্বতে সন্নিবিষ্ট হইতে লাগিল । অবশেষে গ্রীকেরা অতি ভয়ঙ্কর অপ্রশস্ত কোন দুর্গম পথে উপস্থিত হইয়া দেখিল, শিখরদেশে কাডুসীয়েরা বলসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে । এতদর্শনে ভিন্মকন্য ঐ সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ দ্বারা দুই জনকে ধৃত করিয়া, যদি তাহাদের দ্বারা পর্বতের উপর দিয়া অন্য কোন পথের সন্ধান পান এই আশয়ে, তাহাদিগকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন ; কিন্তু তাহারা কোন ক্রমেই পথ বলিয়া দিল না । অবশেষে একজনকে অন্যের সমক্ষে নিহত করিলে সে ভীত হইয়া কহিল, পর্বত অতিক্রম করিয়া যে দেশে যাইতে হইবেক, তথায় আমার এক কন্যার বিবাহ হইয়াছে, একারণ আমি কিছুই বলি নাই । ফলতঃ আমি জানি ঐ পর্বতের

শিখর দিয়া একটি পথ আছে । যদি তোমরা তাগ্রেই পর্বতের শিখরদেশ আশ্রয় করিতে পারিতে, তাহা হইলে আমি সেই পথ দিয়া তোমাদিগকে লইয়া যাইতে পারিতাম ।” ইহা শুনিয়া কতকগুলি লোক স্বেচ্ছাপূর্বক অস্ত্রধারণ করিল ; এবং পলাইতে না পারে এই অভিপ্রায়ে, সেই ব্যক্তিকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া পথ দেখাইয়া দিবার জন্য সঙ্গে লইয়া পর্বতের শিখর দেশ অধিকারের মানসে সন্ধ্যার সময় যাত্রা করিল । এদিকে জিনফন্ কতকগুলি সৈন্য সমভিব্যাহারে, অগ্রসর হইয়া যথায় শত্রুরা অবস্থিতি করিতেছে, তথায় উপস্থিত হইলে, শত্রুসৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল ; এই অবসরে যাহারা শিখর অধিকারার্থ গমন করিয়াছিল, তাহারা অনায়াসেই শিখর অধিকার করিল । এতদর্শনে কাডু'সীয়েরা বিস্মিত হইল । প্রভাত হইলে গ্রীকদিগের সমস্ত সৈন্য অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়া, কাডু'সীয়েরা যে যে স্থানে পথ অবরুদ্ধ করিয়াছিল, সেই সেই স্থান হইতে তাহাদিগকে তাড়িত করত অবশেষে পর্বত অতিক্রমপূর্বক দেশে অবতীর্ণ হইল ; এবং সেই গিরির আসন্নবর্তী গ্রাম সকলে সেনানিবেশ করিল । পর্বত অতিক্রমকালে গ্রীকদিগের কতকগুলি লোক পর্বতোপরি বিনষ্ট হয় । গ্রীকেরা এই বলিয়া তাহাদিগের মৃত শরীর চাহিয়া পাঠায় যে, যদি তাহারা উক্ত ব্যক্তিদিগের মৃতকলেবর পাঠাইয়া না দেয়, তবে

গ্রাম সকল ও পথদর্শককে বিনষ্ট করিবেক, এই বিভী-
ষিকায় কাডুসীয়েরা যুতশরীর পাঠাইয়া দিলে গ্রীকেরা
তাহা সমাহিত করিল ।

পর দিবস গ্রীকেরা যাত্রা করিলে, সে দিবসও
কাডুসীয়েরা তাহাদিগকে বিরক্ত করিতে লাগিল ।
ইহারা উন্নতভূমি এবং সংকীর্ণ পথ সকল আশ্রয়
করিয়া বাণবর্ষণ দ্বারা গ্রীকদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিতে
লাগিল । সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে গ্রীকেরা সম-
তলক্ষেত্রবর্তী কতিপয় পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইল । তথায়
যে একটি নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই নদী অতিক্রম
করিয়াই আর্মোনিয়ার সীমা । কাডুসিয়া অতিক্রম
করিতে গ্রীকদিগের সাত দিন লাগিয়াছিল । সেই
কয়েক দিবসের মধ্যে প্রতিদিনই তাহাদিগকে যে ভয়
কর ভয়কর যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল তাহার সহিত তুলনা
করিলে পারসীকদিগের সহিত যুদ্ধ অতি সামান্য বলিয়া
বোধ হয় ।

আর্মোনিয়া প্রবেশ ।

গ্রীকেরা তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল
যে, নদীর অপরপারে দুইজন পারসীক সেনাপতি
প্রবল পরাক্রান্ত অশ্বসৈন্য এবং পদাতি সৈন্য লইয়া
অবস্থিতি করিতেছে । গ্রীকেরা হাঁটিয়া পার হইবার
মানসে নদীতে নামিল, কিন্তু নদীর জল প্রায় স্বল্প
প্রমাণ থাকায় এবং তল প্রদেশ পিচ্ছিল ও প্রস্তর-

মমুহে আকীর্ণ থাকায়, প্রবল স্রোতে ভাসিয়া যাই-
 বার যো হইল ; সুতরাং তাহারা হাঁটিয়া পার হই-
 বার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সেরাত্রি নদী তীরেই
 অবস্থিতি করিল । কিন্তু বহুসংখ্যক কার্ডুমীয় সেনা
 তাহাদের পশ্চাৎবর্তী পর্বতে মিলিত হইয়াছে দেখিয়া,
 গ্রীকেরা অতিশয় ভীত হইয়া কহিতে লাগিল, “আজ
 আমরা যেকপ বিপদজনক অবস্থায় পড়িয়াছি, ইতি-
 পূর্বে কুত্রাপি একপ অবস্থা ঘটে নাই ; অথ্রে এবং
 পশ্চাতে শত্রু, সম্মুখে দুস্তর নদী ; অতএব বোধ হয়
 আজ আর এবিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলাম
 না ।” এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে সে রাত্রি
 অতিবাহিত করিল । পর দিবস প্রাতঃকালে জিন-
 ফন্ আহার করিতেছেন এমন সময় দুইজন যুবক
 আসিয়া তাঁহাকে কহিল “মহাশয় ! আমরা কাষ্ঠা-
 হরণ করিতে গিয়াছিলাম, নদীর অপর পারে প্রায়
 ক্রোশাংশ অন্তরে একজন পুরুষ, একটা স্ত্রী এবং
 কতকগুলি বালিকা নদীতীরবর্তী কোন পর্বতগুহায়
 কি লুকাইয়া রাখিল ; বোধ হইল যেন কতকগুলি
 বস্ত্র গুহায় রাখিয়া আসিল । তাহা দেখিয়া আমরা
 ঐ বস্ত্র অপহরণ করিবার জন্য উলঙ্গ হইয়া সন্তরণ
 দ্বারা পার হইবার মানসে নদীতে নামিলাম ; কিন্তু
 নামিয়া দেখিলাম তথায় এক হাঁটুর অধিক জল নাই ;
 সুতরাং অবাধে নদী উত্তীর্ণ হইয়া বস্ত্র গ্রহণ পূর্বক
 পুনর্ব্বার পার হইয়া আসিলাম ।” ইহা শুনিয়া

জিনফন্ সেই যুবকদ্বয়কে কেরিসোফসের নিকট লইয়া গিয়া তাহাদের মুখেই সমস্ত শুনাইলেন, পরিশেষে সেই স্থানে নদী পার হইয়া গমন করাই স্থির হইল । অনন্তর সেই যুবকদ্বয় পথ প্রদর্শন করিলে, কেরিসোফস্ অর্দ্ধেক মৈন্য লইয়া অগ্রে যাত্রা করিলেন ; তাঁহার পশ্চাৎ ভারবাহী পশুগণ যাইতে লাগিল, এবং জিনফন্ অবশিষ্ট মৈন্য লইয়া সকলের পশ্চাৎ চলিলেন । ইতি মধ্যে বিপক্ষদিগের তুরঙ্গম সেনাও নদীর উদ্ধভাগে গমন করিয়াছিল ।

সেই যুবকদ্বয় যেস্থানে নদী উত্তীর্ণ হইয়াছিল, কেরিসোফস্ তথায় উপস্থিত হইয়াই নদীতে প্রবেশ করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন, এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাবতীয় মৈন্য এবং যাবতীয় স্ত্রী, পুরুষ, উচ্চঃস্বরে জয়ধ্বনি করত নদী পারে প্রবৃত্ত হইল । অপর পারে শত্রুগণ খ্রীস্টদিগের ক্ষতি করিবার বাসনায় বহু দূর হইতে বাণবর্ষণ এবং প্রস্তরাঘাত করিতে আরম্ভ করিল । এতদর্শনে জিনফন্, যেখানে তীর পর্য্যন্ত গিয়া পথের শেষ হইয়াছে, ফিরিয়া সেই দিকে যাইতে আরম্ভ করিলেন, এবং এমন উদ্যম দেখাইলেন, যেন সেই স্থানে গিয়াই নদী পার হইবেন । ইহা দেখিয়া বাণবর্ষণকারীরা ভীত হইয়া দ্রুতবেগে তথা হইতে পলায়ন করিল । এদিকে কেরিসোফস্ অবাধে মসৈন্যে নদীর অপর পারে পৌঁছিলেন । জিনফন্ এখনও নদী পার হন নাই । যখন তিনি দেখিলেন যে, কার্ডুসীরেরা

২৩২ আর্মীনিয়ার মধ্য দিয়া গ্রীকদিগের গমন। [১০ম অ

তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে ; তখন দ্রুত-
বেগে কেরিসোফসের অমুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন।
কেরিসোফস্ শত্রুদিগকে তাড়াইয়া দিয়া অপর পারের
ভূমি অধিকার করিলেন। কার্ডুসীয়েরা নদীতীরে
উপস্থিত হইবামাত্র জিনফন্ পরম কৌশলে সসৈন্যে
নদী উত্তীর্ণ হইয়া নির্বিঘ্নে কেরিসোফসের নিকট উপ-
স্থিত হইলেন। তাঁহার যাবতীয় সৈন্য নদী পার হইয়া
কার্ডুসীয় পর্বত বৃন্দের নিকট চিরকালের জন্য বিদায়
লইল।

আর্মীনিয়ার মধ্য দিয়া গ্রীকদিগের গমন।

কার্ডুসীয়দিগের অত্যাচার নিবন্ধন নদীর আসন্নবর্তী
স্থানে আর্মীনিয়দিগের বসতি ছিল না; এজন্য গ্রীকেরা
অবাধে বহু দূর গমন করিয়া যে এক পল্লীগ্রামে উপস্থিত
হইল, তাহা অতিশয় বিস্তৃত এবং খাদ্যসামগ্রীতে পরি-
পূর্ণ ছিল। তথা হইতে যাত্রা করিয়া টাইগ্রীসের উৎস-
মালা অতিক্রম করিয়া পশ্চিম আর্মীনিয়ায় প্রবেশ
করিল। পারসীক সম্রাটের অতিশয় প্রিয়পাত্র টেরি-
বেসস্-নামক এক ব্যক্তি তথাকার শাসনকর্তা ছিলেন,
তিনি গ্রীকদিগের সহিত যে সন্ধি করিলেন, তাহাতে
এই কথা থাকিল যে, গ্রীকেরা ঘর দ্বার দক্ষ করিবেক
না, আর আর্মীনিয়েরাও তাহাদের কোন হানি করি-
বেক না, বরং প্রয়োজন হইলে তাহাদের খাদ্যসামগ্রীর
আয়োজন করিয়া দিবেক। তথা হইতে ছাউনি উঠা-

ইয়া যাত্রাকালে, টেরিবেসস্ এবং তদীয় সৈন্যগণ গ্রীকসৈন্য হইতে অর্ধকোশ অন্তরে থাকিয়া গমন করিতে লাগিল। এক দিবস গ্রীকেরা কতিপয় পল্লীগ্রামের নিকটবর্তী স্থানে সেনানিবেশ করিলে, সেই রাতে তথায় হঠাৎ ভয়ানক বরফ পড়িয়াছিল। প্রভাত হইলে গ্রীকেরা শত্রুদিগের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইল না, এবং তুষার শিলাপাতে শত্রু সম্মুখগমনের ভয় পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে তাহাদিগের ছাউনি উঠাইয়া পল্লীগ্রামে লইয়া গেল। তাহারা পল্লীগ্রামে আছে, এমন সময় কএকজন পর্যটক আসিয়া এই প্রচার করিল যে, তাহারা গত রাতে একদল সৈন্য এবং প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরাশি দেখিয়াছে। ইহা শুনিয়া গ্রীকেরা, আর পল্লীগ্রামে থাকা বিধেয় নহে, এই স্থির করিলে, এবং সমস্ত সৈন্য একত্র মিলিত হইলে, ছাউনি উঠাইয়া কোন বিস্তৃত ক্ষেত্রে অবস্থিত হইল। দৈবযোগে সেই রাতে অতিশয় বরফ পড়িয়া, মানুষ এবং পশুগণ যে যেখানে নিদ্রা যাইয়াছিল, সে সেইখানেই বরফে আচ্ছন্ন হইয়া থাকিল। আমরা প্রায়ই দেখিতেছি যে, গ্রীকদিগের পটভবন না থাকার, তাহারা প্রতিগমনের সমস্ত কাল প্রায়ই অনাবৃত স্থানে দিন যামিনী অতিবাহিত করিয়া আসিতেছে; যদি ঘটনাক্রমে পল্লীগ্রামে আসিয়া পৌঁছে তবেই ঘর দ্বারে আশ্রয় পায়। যাহা হউক, তাহারা জাগরিত হইয়া দেখিল, সমস্ত শরীর বিকল হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে তাহারা আগুন

২৩৪ আর্মীনিয়ার মধ্য দিয়া গ্রীকদিগের গমন। [১০ম অ

কালিয়া। সর্বশরীর সেকিতে লাগিল। পরে তথা
হইতে পল্লীগ্রামে ফিরিয়া আনিল; এবং এক জন
বিশ্বস্ত কর্মচারীকে কতকগুলি লোক সমভিব্যাহারে,
যথায় অগ্নি দৃষ্ট হইয়াছিল, সেই স্থানে প্রেরণ করিল,
সে যাইয়া অগ্নি দেখিতে পাইল না, কেবল এক
ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া আনিল। তাহাকে বন্দী করিয়া
আনিল, সে আপনাকে টেরিবেসসের সেনাসমবেত
পুরুষ বলিয়া পরিচয় দিয়া কহিল, “আপনারা যে
পর্বত অতিক্রম করিয়া যাইবেন, তাহার উপর দিয়া
একমাত্র সংকীর্ণ পথ আছে, টেরিবেসস আপনা-
দিগকে আক্রমণ করিবার মানসে পর্বতের সেই
সংকীর্ণ পথ রুদ্ধ করিয়া আছেন।” গ্রীকেরা এই কথা
শুনিবামাত্র অণুমাত্র বিলম্ব না করিয়া কতকগুলি
সৈন্যকে পর্বতে অধিষ্ঠান করিবার জন্য অগ্রে প্রেরণ
করিল, এই সকল প্রেরিত সৈন্য দ্রুতবেগে যাইয়া
হঠাৎ শত্রুদিগের নিকট পৌঁছিলে, শত্রুরা ভয়ে পলা-
য়ন করিল। টেরিবেসসের ভাসু, আসুবাব, এবং
অনুচরবর্গ সমস্তই বিজয়ীদিগের হস্তে পতিত হইল।
অনন্তর অবশিষ্ট গ্রীকসৈন্য পশ্চাৎ আসিয়া মিলিত
হইলে, তাহারা, যে শিখরদেশে আক্রান্ত হইবার
আশঙ্কা ছিল, তাহা অবাধে অতিক্রমপূর্বক বরা-
বর যাত্রা করিয়া ইয়ুফ্রেটিস্ তীরবর্তী যে স্থানে
পৌঁছিল, তথা হইতে নদীর উপত্যকায় স্থান
অধিক দূরবর্তী নহে, এবং সেখানে এক কোমরের

অধিক জল ছিল না । এখন তাহারা যত অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই গভীরনীহারে গমনের অতিশয় ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল, এবং স্তম্ভীকৃত অশ্বাস্থ্যকর উত্তরবায়ু দ্বারা ভয়ানক কষ্ট হইতে লাগিল । তাহাদিগকে অনাবৃত স্থানে বরফের উপর শয়ন করিয়া সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল, সুবিধার মধ্যে জ্বালানি কাষ্ঠ প্রচুর প্রাপ্ত হইয়া অনেক কষ্ট নিবারণ করিয়াছিল । প্রভাত হইলে, গ্রীকেরা ক্রমিক বরফের উপর দিয়া যাইতে আরম্ভ করিলে, অনেক ক্ষুধায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল । কিন্তু জিনফন্ তাহাদিগকে কিছু কিছু আহার দিয়া সবল করিয়া দিলে, তাহারা পুনর্বার গমন করিতে লাগিল । অন্ধকার হইয়া আসিলে, কেরিসোফস্ সহচরবর্গের সহিত একপল্লীগ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথাকার স্ত্রীলোকেরা জল আনিতে যাইতেছে । তাহারা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি অন্তলোক দ্বারা কহিলেন, “আমরা তোমাদের রাজার নিকট হইতে দেশের শাসনকর্তার নিকট যাইতেছি ।” তখন সেই অবলারা কহিল, আমাদের শাসনকর্তা এখানে নাই, দুই তিন মাইল অন্তরে আছেন ।” যাহা হউক, কেরিসোফস্ অধিকাংশ সহচরবর্গ সমেত সেই মহিলাদিগের সহিত উক্ত পল্লীগ্রামে গমন করিয়া সে রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিলেন । অবশিষ্ট লোকেরা অনাহারে ও শীতে

২৩৬ আর্মীনিয়ার মধ্য দিয়া গ্রীকদিগের গমন। [১ম অঃ

বাহিরেই রাত্রি যাপন করিলে, কতকগুলি লোক
দুরন্তুর শিশিরে প্রাণত্যাগ করিল, কতক বাবর
ফের চাকচিক্যে নেত্রহীন হইল, কতক বা দুরন্ত
শিশিরে বিকলাঙ্গ হইয়া আর পা বাড়াইতে সমর্থ
হইল না। জিনফন্ ঐ সমস্ত অশক্ত ব্যক্তিদিগকে লইয়া
যাইতে অতিশয় কষ্ট পাইয়াছিলেন। ইহার উপর
আবার আসন্নবর্তী শত্রুরা আসিয়া সময়ে সময়ে
আক্রমণ করত তাঁহাদিগকে অতিশয় কষ্টদিতে
আরম্ভ করিলে, গ্রীকেরা শত্রুদিগকে পরাভূত করিয়া
তাড়াইয়া দিল।

পর দিবস কেরিসোফস্ পশ্চাৎবর্তী সৈন্যদিগের
অনুসন্ধানে লোক প্রেরণ করিলে, ঐ প্রেরিত ব্যক্তি-
দিগকে দেখিয়া তাহারা আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল,
এবং অশক্ত ব্যক্তিদিগকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ
করিয়া অবিলম্বে কেরিসোফসের সন্নিধানে উপস্থিত
হইলে, তিনি কিছুকালের জন্য পার্শ্ববর্তী গ্রাম-
সমূহে বিজ্রাম করিবার মানস করিলেন।

এই সময় জিনফন্ যে গ্রামে অবস্থিতি করিয়া
ছিলেন, তাহার একটা বিশেষ রূতান্ত তিনিই লিখিয়া
গিয়াছেন যথা— তথাকার অধিকাংশ গৃহই ভূমি
নিমগ্ন, গৃহের দ্বার সকল কূপের মুখের ন্যায়
অপ্রশস্ত, লোকেরা সিঁড়ি দ্বারা নামিয়া গৃহে প্রবেশ
করিত; পশুগণের বাইবার জন্য কেবল গড়ানিয়া পথ
ছিল, এবং তন্মধ্যে ছাগ মেঘ গো প্রভৃতি নানাবিধ

গৃহপালিত পশুশাবক এবং তাহাদের আহারসামগ্রী থাকিত। তাহার ভিতর গোধূম যব প্রভৃতি শস্ত এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নলের সহিত পাত্র পূর্ণ মদ্য ও থাকিত। তাহাদের মদ্যপানের ইচ্ছা হইত, তাহারা সেই নল দিয়া পান করিত। সেখানকার বিয়ার্ মদ এত তীক্ষ্ণ যে, তাহাতে জল না মিশাইলে পান করা যাইত না। জিনফন্ সেই গ্রামের প্রধান ব্যক্তিকে তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করিতে নিমন্ত্রণ করিয়া ছিলেন এবং এই বলিয়া তাঁহাকে সাহস দিয়াছিলেন যে, যদি তিনি সৈন্যদিগের কোন উপকার করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পুরস্কার দিবেন, এবং তাঁহারা এবং তদীয় পরিবারবর্গের কোন অনিষ্ট করিবেন না। ইহা শুনিয়া সেই প্রধান ব্যক্তি, যথায় সুরাতাও নিহিত ছিল, দেখাইয়া দিলেন।

সৈন্যগণ এক সপ্তাহ সেই গ্রামে অবস্থিতি করিয়া নানাবিধ ভোজন ও সুখ সন্তোগে কালযাপন করিয়াছিল। জিনফন্ কহিয়াছেন, যখন কোন ব্যক্তি বিয়ার খাইতে ইচ্ছা করিত, তিনি তাহাকে সেই পাত্রের নিকট লইয়া যাইতেন, এবং পাত্রে মুখ ডুবাইয়া পশুর মত পান করিতে আদেশ করিতেন। সেই পল্লীগ্রামে রাজাকে কর দিবার জন্য যে সমস্ত অশ্ব সংগৃহীত ছিল, গ্রীক কর্মচারীরা সেই সকল ঘোটকে আরোহণ করিয়া বেড়াইত। গ্রামের প্রধান ব্যক্তি, কেমন করিয়া অশ্ব ও ভারবাহীপশুদিগের

পায়ে থলি বাক্সিয়া দিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেন। পায়ে থলি বাক্সিয়া দিলে পশুরা বরফে ডুবিয়া বাইত না। যাত্রাকালে গ্রীকসেনা গ্রামের প্রধান ব্যক্তিকে পথদর্শক করিয়া এবং তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ তাহার এক শিশুসন্তানকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করত, তিন দিনের মধ্যে কোন গ্রামই প্রাপ্ত হইল না। কেরিসোফস্ ইহাতে সন্দিহান হইয়া অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, তাঁহারা যে অংশে বাইতেছেন, সেদিকে গ্রাম নাই। এখন তিনি কুপিত হইয়া পথদর্শককে আঘাত করিলে পথদর্শক সেই রাত্রেই নিজ সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া যে প্রস্থান করিল আর দেখা দিল না। যে ব্যক্তি ঐ বাজকের রক্তার ভার গ্রহণ করিয়াছিল, সে তাহাকে গ্রীসে লইয়া গেল। এই কার্য্যটি কেরিসোফস্ ; এবং জিনফনের পরম্পর বিরাগের কারণ হইয়াছিল এবং সমস্ত প্রাতিগমনকাল মধ্যে একপ ঘটনা আর উপস্থিত হয় নাই।

— — —
সমুদ্রতীর যাত্রা ।

গ্রীকেরা এক্ষণে ফেসিস্ নদী অতিক্রমপূর্ব্বক কিছুদিন ব্যাপিয়া কালীবীর এবং অন্যান্য অসভ্য জাতীয় প্রদেশের অভ্যন্তর দিয়া গমন করিতে লাগিল। তাহারা ইতিপূর্বে যেকপ সঙ্কটে পড়িয়াছিল, এখানে ওসেই কপ সঙ্কটে পতিত হইয়াছিল। এইরূপে বাইতে

যাইতে অবশেষে এক পর্বতের নিকটে উপস্থিত হইয়া, এবং বিবেচনা করিল যে, তাহারা সেই পর্বত হইতেই সমুদ্র দেখিতে পাইবেক। যখন অগ্রগামী সৈনিকেরা শিখর দেশে অধিরোহণ করিয়া তাহাদিগের চিরকাঙ্ক্ষিত অভিলাস স্বরূপ বিস্তীর্ণ জলধিদর্শন অধিগত হইল, তখন আশ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। জিনফন্ না কি সর্বদাই পশ্চাচ্ছাগ রক্ষা করিতেন, এজন্য যখন ঐ চীৎকার তাঁহার কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি, অগ্রবর্তী লোকেরা শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, এই বিবেচনা করিয়া, তাহাদের সাহায্যার্থ দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। সৈন্যদিগের একদলের পর অন্য দল যত শিখরে উপস্থিত হইতে লাগিল, তাহাদের চীৎকার ধ্বনি ততই বাড়িতে লাগিল। অবশেষে “সমুদ্র! সমুদ্র!” এই ধ্বনি স্পষ্টে শ্রুতিগোচর হইলে, সকলেই ব্যগ্রতা সহকারে শিখরদেশে আরোহণ পূর্বক একত্র হইয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিতে লাগিল। পরে কতকগুলি প্রস্তর সংগ্রহ পূর্বক এই সুখজনক ঘটনার চিহ্নস্বরূপ এক উন্নত মন্দির নির্মাণ করিল।

অনন্তর কিছুদিন গমন করিয়া গ্রীকেরা ক্লুসাগরের তরীবর্তী ট্রিবিজণ্ড নামক গ্রীক উপনিবেশে উপস্থিত হইল। তথা হইতে উপকূল হইয়া হেলেন্পন্টের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। আজ্ এক বৎসর তিনমাস হইল, তাহারা সাইরসের সহিত যাত্রা

করিয়া এতাবৎ কালমধ্যে দুই সহস্র ক্রোশ পথ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিল। এই সুবিখ্যাত প্রতিগমন “ দশ সহস্র গ্রীকসৈন্যের প্রতিগমন ” বলিয়া প্রসিদ্ধ। কারণ ত্রয়োদশ সহস্র গ্রীকসৈন্যের মধ্যে দশ সহস্র মাত্র গ্রীসে ফিরিয়া আসিয়া ছিল।

একাদশ অধ্যায় ।

গ্রীকদিগের প্রতিগমনের ফল ।

দশ সহস্র গ্রীকসৈন্য পারস্য হইতে ফিরিয়া আসিলে, গ্রীকেরা পারসীকদিগকে অত্যন্ত অপদার্থ জ্ঞান করিয়াছিল। অতি অল্প দিন পরেই স্পার্টার রাজা আজিসিলায়স্, পারসীক সাম্রাজ্য উন্মূলিত করিবার আশয়ে, কতকগুলি সৈন্য লইয়া আশিয়ায় যাত্রা করিলেন। যদি স্পার্টীয়দিগের অহঙ্কার এবং পারসীকদিগের উৎকোচে, খীবস্বাসী ও আথেন্স-বাসী এবং অন্যান্য জাতির স্পার্টার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ না করিত ; তাহা হইলে তিনি যে অভিপ্রায়ে আশিয়াছিলেন, তাহা অনায়াসেই সিদ্ধ হইতে পারিত সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহারা স্পার্টার বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইলে, স্বদেশ রক্ষার জন্য তাঁহাকে আশিয়া

পারিত্যাগপূর্বক সৈন্য লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে
হইল। যাহা হউক গ্রীকদিগের পরস্পর বিদ্বেষ এবং
আন্তরিক অসন্তোষে আর্টাজারাক্সিসের প্রভুশক্তি
সমধিক বাড়িয়া উঠিলে (খঃ পূঃ ৩৮৭) তাহার
সহিত গ্রীকদিগের যে এক সন্ধি হইল, তাহা
আর্টালসিডাস্ কৃত সন্ধি বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহাতে
তাহারা আর্টাজারাক্সিসকে আশিয়ার উপকূলবর্তী
সমস্ত গ্রীক নগর ছাড়িয়া দিয়াছিল।

ক্যাডুমিয়া অবরোধ ।

এই সন্ধি স্থাপনের অতি অল্পকাল পরেই একদা
কতকগুলি লাসিডিমোনীয় সৈন্য বিয়োশিয়ার মধ্য
দিয়া যাইতে যাইতে থীব্‌স্ নগরে অবস্থিতি করিয়া-
ছিল। থীব্‌স্ নগরে দুই জন পলিমার্ক অর্থাৎ প্রধান
বিচারপতি ছিলেন। ইহারা পরস্পর অসন্তোষসম্পন্ন
ধাকায় কেহ কাহারও মতানুসারে কর্ম করিতেন
না। এই দুই জন বিচারপতির মধ্যে য়াহার নাম লিয়-
ন্টাইডিডিস্ তিনি স্পার্টার সেনাপতিকে সমুচিত সম্মান
পুরঃসর বঙ্গ করিলেন। কিন্তু অন্য ব্যক্তি তাহার কোন
খবরই লইলেন না। লিয়ন্টাইডিডিস্ তাহাদের নিকট
থীব্‌সের দুর্গ-ক্যাডুমিয়া অবরোধের প্রস্তাব করিলেন ;
এবং বলিলেন এ বিষয়ে থীব্‌স্ সম্পূর্ণ স্পার্টার অধীন
হইবে। তখন স্পার্টার সেনাপতি তাহাতে সম্মত
হইলেন। এই সময় তথায় এক মেলা হইত। তদুপ-

সকল ক্যাডমিয়ার ব্যবসায় পুরুষ ক্যাডমিয়া পারিত্যাগ করিয়া যাইত, এমন কি সাধারণ সমাজের লোকেরাও পণ্যবীথকার দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিতে যাইত। ক্যাডমিয়া শুদ্ধ জীলোকে পরিপূর্ণ থাকিত, তাহারিও সেই সুযোগে থাকিল। অনন্তর এই মহোৎসব উপস্থিত হইলে, পথে এক প্রাণীর সমাগম নাই দেখিয়া, ঠিক মধ্যাহ্ন সময়ে স্পার্টা সিংগকে লইয়া গিয়া (খৃঃ পূঃ ৩৮২) অবোধে ক্যাডমিয়া অধিকারপূর্বক লিয়টাইডিস আপন সহকারীকে পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিলেন। এবং স্বয়ং স্পার্টায় গিয়া রাজার নিকট এই সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিলেন। তথাকার রাজপুরুষেরা, অনুমতি ব্যতিরেকে এই কর্ম করিয়াছে বলিয়া সেনাপতির উপর অতিশয় কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু রাজা আজিসিলায়স্ বলিলেন, যাহাতে নিজ সাম্রাজ্যের উপকার দর্শিতে পারে, সেনাপতি যদি রাজার অনুমতি ব্যতিরেকে স্বয়ং সেই কার্য্য করে, তাহা কখনই ন্যায়বিরুদ্ধ হইতে পারে না। আর কীর্ষনের দুর্গ স্পার্টার অধিকৃত থাকা তাহাদের অনেক সুবিধা ও উপকারের জন্য হইবে। এই প্রকার প্রলোভন দ্বারা অতি সহজেই তাহাদের সন্তোষবিধান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যাহা হউক স্পার্টীয়েরা বাহিরে দেখাইবার জন্য সেনাপতির অর্থ দণ্ড করিয়া ক্যাডমিয়া রক্ষার জন্য আর এক জন অধ্যক্ষ প্রেরণ করিল।

কাহ্ন মার পুনরুদ্ধার ।

এই কার্য দ্বারা লামিডিমোনীয়দিগের যত দূর নীচাশয়তা, অচন্যতা, ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পাইতে হয়, তাহা পাইয়াছিল। যথার্থ বিবেচনা করিতে গেলে স্পার্টীয়েরা এই কার্য দ্বারা এক প্রকার স্বরাজ্য উন্মূলনের বীজ বপন করিয়াছিল বলিতে হইবেক। কিন্তু এত করিয়াও এই দুর্গ তিন চারি বৎসরের অধিক রক্ষা করিতে পারে নাই। কিয়দ্দিন পরে কতকগুলি খ্রীষ্টীয় নির্দোষিত ব্যক্তি আসিয়া যেকপে এই দুর্গ পুনরুদ্ধার করিয়াছিল, তাহা পশ্চাৎ প্রকটিত হইতেছে।

পলিমার্ক আর্কিয়ামের সেক্রেটারি ফিলিডাস কোন কারণ বশতঃ আথেন্স গিয়াছিলেন। তৎকালে খ্রীষ্ট-সের কয়েক জন নির্দোষিত পুরুষ তথায় উপস্থিত ছিল। তাহাদের সহিত আলাপ করিতে করিতে খ্রীষ্টসের বর্তমান অবস্থা সমস্ত প্রকাশ করিয়া তাহাতে আপন-নার সম্পূর্ণ অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। নির্দোষিত ব্যক্তিরা তথায় রাজ্যবিদ্রোহ উপস্থিত করিবার প্রস্তাব করিলে, ফিলিডাস অব্যাজে তাহাতে সম্মত ও কর্তব্য স্থির করিয়া খ্রীষ্ট-নগরে ফিরিয়া আসিলেন। নির্দোষিত সময়ে খ্রীষ্টসের নির্দোষিতদিগের দশ বার জন লোক রাত্রিযোগে আথেন্স পরিত্যাগ করিয়া যুগয়ার বেশে খ্রীষ্টসে প্রবেশ করিল। তাহার দিবাভাগে প্রচুন্নভাবে থাকিয়া সন্ধ্যার সময় অমজীবী কৃষকদের সহিত নগরে প্রবেশ করিল। প্রবেশকালে কেহই

তাহাদের পরিচয় লইল না । তাহারা সেই রাতে চারপাশে একব্যক্তির গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া সে রাত্রি এবং পর দিবস সমস্ত দিন তাহার আশ্রয়ে অবস্থিতি করিল ।

পলিমার্কদিগের বিচারালয় হইতে বহির্গত হইবার সময় ফিলিডাম্ তাঁহাদিগের নিকট এই আবেদন করিলেন, যদি তাঁহারা অনুমতি করেন, তবে তিনি তাঁহাদের বিনোদনের নিমিত্ত খীর্সের কয়েকটি পরমা-
 ক্ষুদ্রী স্ত্রীলোক আনিয়া দেন, তাহারা এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ফিলিডাম্কে ঐ কামিনীদিগকে আনিয়া দিবার জন্য অতিশয় নিরুৎসাহ করিলে, ফিলিডাম্ সম্মত হইলেন । বিচার পত্ৰা মধ্যাহ্ন ভোজনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে আথেন্স্ হইতে পত্র লইয়া দূত আসিয়া আর্কিয়স্কে দিল । পত্রে এই ক্রোন্তের সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিত ছিল । দূত সেই পত্রে বিশেষ খবর আছে বলিয়া তাহা পাঠ করিবার জন্য ত্বরাকরিতে লাগিল । কিন্তু আর্কিয়স্ “কল্য যাহা হয় করা যাইবে” এই বলিয়া পত্রগুলি বালিশের নীচে ফেলিয়া রাখিলেন । অনন্তর বিচারপতি স্বরাপান করিয়া অতিশয় মত্ত হইয়া ফিলিডাম্কে সেই কামিনীদের আনয়নের জন্য ত্বরাকরিতে লাগিলেন । ফিলিডাম্ ভৎক্ষণাৎ বহির্গত হইয়া তিনজন ক্রোন্তকারীকে স্ত্রীবেশ এবং তিনজনকে তাহাদের দাসীর বেশ ধারণ করাইয়া একটি অভ্যন্তরবর্তী গৃহে আনয়ন করিলেন ।

এবং বাহিরে আসিয়া আর্কিমস্কে অভ্যন্তরে বাইতে কহিলেন ; এবং বলিয়া দিলেন, কামিনীরা অন্তরবর্গের সমক্ষে বাহির হইবে না । ইহা শুনিয়া আর্কিমস্ তৎক্ষণাৎ ভৃত্যদিগকে সরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন । ফিলিডাম্ ভৃত্যদিগকে কিছু মদ্যপান করিতে দিয়া বিচারপতিদ্বয়কে কল্পিত কামিনীদিগের নিকট লইয়া গেলেন । কামিনীদিগের এক এক জন, এক এক জন পলিমার্কের পাশ্বে উপবিষ্ট হইল । সন্দেহ ছিল যে, যখন তাহাদের অবগুণ্ঠন খুলিতে আসিবে অমনি নষ্ট করিবে । অনন্তর যখন তাহারা অবগুণ্ঠন খুলিতে উদ্যত হইল, অমনি কল্পিত কামিনীরা ছোঁরা বাহির করিয়া দুইজন পলিমার্কের প্রাণবধ করিল ।

এই ব্যাপার সম্পন্ন হইলে পর তিনজন চক্রান্তকারীকে সঙ্গে লইয়া ফিলিডাম্ লিয়র্টাইডিমেসের ভবনে গমন করিলেন । তথায় উপস্থিত হইয়া পলিমার্কের বিশেষ সংবাদ আছে বলিয়া সংবাদ পাঠাইলে, লিয়র্টাইডিস্ তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রবিষ্ট হইতে আদেশ করিলেন । তিনি গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, লিয়র্টাইডিস্ তাহারান্তে পাশ্বে উপবিষ্ট আছেন, আর তাহার সহধর্ম্মিণী কাটনা কাটিতেছেন । তিনি প্রবিষ্ট হইয়াই তাহার প্রাণবধ করিলেন, এবং ভয় প্রদর্শন দ্বারা তাহার পত্নীকে চীৎকার করিতে না দিয়া দ্বাররুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন । যদি দ্বার উদ্বাচিত করে তবে ফিরিয়া আসিয়া সপরিবারকে বিনষ্ট

করিবেন ; এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । অনন্তর কারাগারে গমন পূর্বক কারারক্ষককে বলিলেন যে, “আমি ফিলিডাস, এক ব্যক্তিকে বন্দী করিবার জন্য আসিয়াছি দ্বার উন্মোচন কর ।” সে ফিলিডাসের স্বর শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ দ্বার উন্মোচিত করিয়া দিলে, তাহাকে বিনষ্ট করিয়া কারারক্ষক ব্যক্তিদিগকে ছাড়িয়া দিয়া নগর মধ্যে এই প্রচার করিলেন, “হে নগরবাসিগণ ! দুরাচারীরা নিহত হইয়াছে, তোমরা অগ্রসর হও ।” কিন্তু নগরবাসীরা সে রাত্রে ভয়ে বাহির হইতে অসমর্থ হইয়া অতি প্রত্যাশে সমরবেশে একত্র সমবেত হইল । তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বন্ধু বান্ধবদিগকে এ সংবাদ দিবার জন্য কতকগুলি অশ্বসাদীকে আটিকায় প্রেরণ করিল । সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র একদল আর্থীনিয় সৈন্য আসিয়া দুর্গ অবরোধ করিলে, স্পার্টার সেনাপতি শরণাগত হইয়া একটি নির্বিরোধ পথ প্রার্থনা করায় তাহা প্রদত্ত হইল । সে বাহির হইয়া তদ্বারা স্পার্টা প্রস্থান করিল । তথায় উপস্থিত হইবামাত্র স্পার্টায়েরা তাহার কাপুরুষতানিবন্ধন তাহাকে বিনষ্ট করিল ।

অনন্তর খীবীয় দেশহিতৈষীরা দেশের এমন কতকগুলি লোককে নিহত করিল, যাহারা পূর্বে ঐ দুর্গ আশ্রয় করিয়া বিশৃঙ্খলচরণ করিয়াছিল । এই হত্যা কার্যদ্বারা তাহারা আপনাদের তাদৃশ সমুচ্ছল কীর্ষিকলাপ একেবারে বিদূষিত করিল । আর্থীনিয়েরা

কৃত্যবতঃ দয়াবান ছিল, এজন্য তাহারা কতকগুলিকে রক্ষা করিয়াছিল ।

লিয়ক্ট্রীর সংগ্রাম ।

ক্যাডমিয়া উদ্ধারের অব্যবহিত পরেই লাসিডিমো-
নীয় এবং থীবীয়দিগের এক সংগ্রাম হয় । এই
সংগ্রামে আথীনীয়েরা থীবসের সহায়তা করিলে, পিল-
পিডাস্ এবং ইপামিনণ্ডাস্ দুই জন সমর্থ পুরুষ থীবস্
বাসীদিগের সৈন্যপত্ন্য গ্রহণ করিয়া ছিলেন । পিল-
পিডাস্ অতীত রাজবিদ্রোহের প্রধান কর্তা ছিলেন ।
ইপামিনণ্ডাস্ বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনায় কাল যাপন
করিতেন । তিনি রাজনীতি, সৈন্যচালনা প্রভৃতি সকল
বিষয়েই সমান ক্ষমতাপন্ন ছিলেন । সংগ্রাম কিছুকাল
চলিলে পর, আথীনীয়েরা আপনাদিগের অতি-
শয় কষ্ট ও ক্ষতি বিবেচনা করিয়া, পরস্পর সন্ধি
করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ; কিন্তু স্পার্টা-
য়েরা সমস্ত বিয়োশিয়ার উপর থীবীয়দিগের আবি-
পত্য প্রদানে অসম্মত হইলে, থীবস্বাসীরা তাহাতে
অস্বীকৃত হইলেন ।

ক্লিয়শ্চুটস্ নামক স্পার্টার অন্যতম রাজা কতক-
গুলি সৈন্য সমভিব্যাহারে ফোসিমে অবস্থিতি করিতে
ছিলেন । তিনি স্পার্টার লোক প্রেরণ করিয়া সংবাদ
জানিলে, তথা হইতে এই সংবাদ আসিল, যদি থীবস্-
বাসীরা বিয়োশিয়ার স্বাধীন নগর সমূহের স্বাধীনতা

প্রত্যর্পণে অর্হীকৃত হয়, তবে স্বয়ং সৈন্য চালনা করিয়া
 যেন তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রিয়শ্বেটস্
 দূত দ্বারা থীব্‌সে উক্তরূপ প্রস্তাব বরিয়া পাঠাইলে,
 থীবীয়েরা তাহা ব্রাহ্ম করিল, এ কারণে তিনি একাকী
 সসৈন্যে বিরোশিয়ায় প্রবেশ করিয়া (খঃ পৃঃ ৩৭১)
 লিঙ্গকট্ট-নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিলে,
 থীবীয়েরা তাহার সম্মুখবর্তী ঐ মৃত ক্ষেত্র আশ্রয় করিল।
 এই যুদ্ধে থীবস্বাসীরা যে সাত জন সেনাপতি পাঠায়,
 তাহাদের মধ্যে ইপামিনিওস্ সর্বাধিক হইয়া গমন
 করেন। থীবীয় সেনাপতিগের টেন্যল শত্রুসৈন্য
 অপেক্ষা অনেকাংশে অল্প থাকায়, এবং যাত্রা কালে
 যুদ্ধযাত্রার প্রতিকূল তুল্যকণ উপাস্থিত হওয়ায়, থীবস্ব-
 বাসীরা যুদ্ধ করিতে নিরুৎসাহ হইল। এতদর্শনে
 ইপামিনিওস্ হোমরু বিবর্তিত যে একটি শ্লোক পাঠ
 করিয়া, এবং থীবস্ হইতে যুদ্ধের অনুকূল যে বক্তৃ-
 ত্তি শুভসংবাদ আনা হইয়া, তাহা নিগের নিরুৎসাহ
 চিত্তকে প্রোৎসাহিত করিলেন, তাহা এইঃ— পূর্বকালে
 কেতকগুলি থীবীয় কুমারী কতিপয় স্পার্টার দূত কর্তৃক
 আক্রান্ত ও অপমানিত হইয়া যে স্থানে আত্মহত্যা
 দ্বারা প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, সেই স্থানে স্পার্টীয়েরা
 কোনকালে পরাজিত হইবেক; হোমরু কবিকৃত শ্লোকের
 তাৎপর্য এই। থীবস্ হইতে আগত শুভ সংবাদ
 যথা— সমস্ত দেবালয়ের দ্বার আপনিই উদ্বাচিত
 হইয়াছে; এবং হাক্টিয়ুলিস্-দেবের মন্দির হইতে

সবিত্র অস্ত্র শস্ত্র সমূহ অস্তিত্বিত হইয়াছে, অর্থাৎ উক্তদেব স্বয়ং যুদ্ধে গমন করিয়াছেন। ইত্যাদি অসংখ্য সংবাদ শুনিয়া তাহাদের উৎসাহ বাড়িয়া উঠিল, এবং অল্প সৈন্য লইয়াই যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল।

গ্রীকেরা যে প্রণালীতে বসবিদ্যায় করিত, তাহার নাম ফালাক্স অর্থাৎ দ্বাদশ সৈন্য গভীর সৈন্যশ্রেণীর রচনা। বর্তমান সংগ্রামে স্পার্টীয়েরা দ্বাদশ সৈন্য গভীর সৈন্যশ্রেণীর রচনা করিয়া লামিডিমোনীয় সৈন্য দলকে দক্ষিণপার্শ্ব রক্ষায় নিযুক্ত করিল, এবং ক্লিয়ম্ব্রোটস্ সর্বত্র থাকিলেন; সহকারী সৈন্যদল বাম পার্শ্ব রক্ষায় নিযুক্ত হইল। এদিকে থীবীয়েরা অশূন্য পঞ্চাশ সৈন্যগভীর সৈন্যশ্রেণী রচনা করিয়া উত্তর পার্শ্বে নিযুক্ত করিল; এইরূপ সূগভীর প্রস্থ সৈন্যবিন্যাস দ্বারা নিজসৈন্যদিগকে বিলক্ষণ সুদৃঢ় করিতে করিয়া পশ্চাৎ বিপক্ষসৈন্যের প্রধান অংশের প্রতি আক্রমণ করা থীবীয়দিগের প্রথা ছিল। ইপামিন্ডাস্ ক্লিয়ম্ব্রোটস্কে আক্রমণ করিবার বাসনার থীবীয় বামকক্ষের অগ্রভাগে থাকিয়া স্পার্টীয়দিগের লামিডিমোনীয় সৈন্যে বিরচিত এবং রাজরক্ষিত দক্ষিণ কক্ষ আক্রমণ করিলে, রাজা ক্লিয়ম্ব্রোটস্ এক সাক্ষাতিক ব্যথা প্রাপ্ত হইলেন, তথাচ স্পার্টীয়দিগের বল বাহু্য প্রযুক্ত থীবীয়েরা এবারে তাড়িত হইল। পরে তাহারা পুনর্বার আক্রমণ করিয়া প্রভূত সৈন্য

স্বয়ং ভেদ করিল। স্পার্টীয়দিগের বাম পার্শ্ব সহ-
কারি সৈন্যে সম্বলিত ছিল, তাহারাও ভয়ে পলায়ন
করিল। তাহাদের ছাউনির সম্মুখবর্তী একটি পরিবার
পঞ্চাংভাগ আশ্রয় করিল, এবং তাহাদেরও অনেক
কতি হইল। এক্ষণে স্পার্টীয়-সেনাপতিরা সমরানল
পুস্কন্ধীপিত করিতে ভীত হইয়া, দূতদ্বারা আপনাদের
আহত ব্যক্তিদিগের মৃত শরীর প্রার্থনা করিয়া আপ-
নাদের পরাভব স্বীকার করিল। এইরূপ করিয়া মৃত
শরীর চাহিয়া পাঠান, গ্রীক সামরিক নিয়ম অনু-
সারে, এক প্রকার পরাভব স্বীকার করা হইত। অন্য-
স্তর ধীর্বায়েরা মৃতশরীর প্রত্যর্পণ করিল, এবং জয়ের
সাক্ষীভূত এক মঠ নির্মাণ করিল।

এইরূপে লিয়ক্টীর সংগ্রাম পর্যাবসিত হইল।
স্পার্টীয়েরা ইতিপূর্বে কখন কোন সংগ্রামে সম্পূর্ণ
পরাজিত হয় নাই ; অতএব তাহাদের সম্পূর্ণ পরাজয়
ব্যাপক এই প্রথম সংগ্রাম। এই সংগ্রামে পরাজিত
হওয়াতে স্পার্টীয়দিগের আয়তির যাদৃশ কতিবোধ
হইয়াছিল, তাহাদের অসংখ্য সৈন্যবিনাশে তাদৃশ
মহে। স্পার্টীয়দিগের পক্ষে ইহা কি অল্প আক্ষে-
পের বিষয় হইয়াছিল যে, স্পার্টীয়দিগকে অজেয় ও
অধুষ্ট বলিয়া যাবতীয় গ্রীকজাতির 'যে সংস্কার ছিল,
আজ তাহা দূরীভূত হইল, এবং স্পার্টীয়দিগের সে
অহঙ্কার এবং সমস্ত সম্মান একেবারেই ভাঙিয়া
পেল ; এবং সেই দিন হইতে স্পার্টীয় বল ও পরা-

কম চিরকালের জন্য নিমগ্ন হইল, আর পুনরুত্থিত হইল না ।

স্পার্টায় জাতীয় সাধারণ ক্রীড়া মহোৎসবে মত্ত হইয়া সকলে আমোদ প্রমোদ করিতেছে এমন সময়ে এই সাংঘাতিক পরাভব সংবাদ আসিয়া তাহাদের কর্ণকুহর প্রতিধ্বনিত হইল তথাপি শান্তিরক্ষাধিকরণের প্রধান বিচারপতিরা সেই উৎসব বন্ধ করিতে দিলেন না । শুদ্ধ আত্মীয় ব্যক্তিদিগের, কে মরিয়াছে, কে বাঁচিয়া আছে, এই সংবাদ লইয়া কাত্ত হইলেন, এবং ক্রীলোকদিগকে মৌনাবলম্বন পূর্বক স্বজনবিরোগ ছুঃখ সহ্য করিতে আদেশ করিলেন । পর দিবস, তাহাদের আত্মীয়েরা সমরশায়ী হইয়াছিল, তাহারা প্রফুল্লচিত্তে আহ্লাদ প্রকাশ করত সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত হইল । আর তাহারা দীর্ঘজীবী হইবার অভিলାষে পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদের আত্মীয়গণ সম্পূর্ণ মলিন ও বিষম হইলেন । অনন্তর তাহারা সহায়তার নিমিত্ত গিরকট্রায় সৈন্য প্রেরণ করিল, এবং ওজঃস্থিতা সহকারে সংগ্রাম চালাইবার জন্য অভিনব উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত হইল ।

লেকোনিয়া আক্রমণ ।

এ পর্য্যন্ত যে সকল গ্রীকনগর উদাসীনভাবে ছিল, তাহারা এখন ধীবীয়দিগের সাহায্যার্থ সৈন্য পাঠাইলেন, ইপামিনাণ্ডস্ মহান্ বলসমূহে পরিবৃত্ত হইয়া সেই বৎসরেই পিলপনিসসে প্রবেশ করিলেন ; এবং তথায়

আর্কেডীয় এবং অন্যান্য জাতির সহিত মিলিত হইয়া লেকোনিয়া আক্রমণ করিলেন। ডোরিয়া বিজয়ের সময় পর্য্যন্ত কোন শত্রুপক্ষের সমাগম না হওয়াতে, তাহারা ইউরোটাস্ নদীর উপকূল হইয়া গমন করত পার্শ্ববর্তী প্রদেশ সকল নষ্ট ও দক্ষ করিতে লাগিল। ঐ নদী উত্তীর্ণ হইয়া স্পার্টাভিমুখে যাত্রা করিল। এই নগর প্রাকার বেষ্টিত না থাকিলেও তাহারা সাহস পূর্বক স্পার্টা নগর আক্রমণ করিতে অসমর্থ হইয়া উপকূলের পথে যাত্রা করত সম্মুখে যে নগর প্রাপ্ত হয় সেই নগর আক্রমণ ও দক্ষ করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপ করিতে করিতে অবশেষে তাহারা মেনীনিয়ায় প্রবেশ করিল। ইপামিনণ্ডাস্ তথাকার লোকদিগকে আহ্বান করিয়া স্বাধীনতা গ্রহণের আদেশ করিলেন। এবং মেনীনিয়াবাসী যে সমস্ত লোক ইটালি প্রভৃতি অন্যান্য স্থানে ছিল, সকলকে স্বদেশে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি তাহাদিগকে ইটোমি পর্বতের পাদদেশে এক নগর নির্মাণের পরামর্শ দিয়া স্বয়ং তাহা দ্বষয়ে সাহায্য করিলেন, এবং নগর প্রস্তুত হইলে, নগর রক্ষণের নিমিত্ত কতকগুলি খীবীয় সৈন্যও রাখিয়া গেলেন। যাহা হউক লাসিডোমিনীয়েরা তিনশত বৎসর কাল এক-ক্রমে অধিকার করিয়া অবশেষে চিরকালের নিমিত্ত মেনীনিয়ার আধিপত্য হারাইল ; এবং প্রজা না হইয়া ক্রমান্বয়ে অধ্যবসায়শালী শত্রুর করাল কবলে পতিত



১১শ অ।

গ্রীসদেশের ইতিহাস

হইক। এইগুলি তাহাদের আদিম অন্যান্য কর্মসমূহ
জনিত পাপের যথার্থ পুরস্কার স্বরূপ হইয়াছিল বলিতে
হইবেক।

মান্টিনিয়ার সংগ্রাম।

ইহার সাত বৎসর পরে ইপামিনণ্ডাস্ কতকগুলি
সৈন্য লইয়া পুনর্ব্বার পিলপনীসমে প্রবেশ করিয়া
(খৃঃ পূঃ ৩৬২) আর্কেডিয়ায় শিবির সন্নিবেশিত
করিলে, রাজা আজিসিলায়স্ স্পার্টীয়সৈন্যের অধ্যক্ষ
হইয়া পশ্চিমধো তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়া
ছিলেন। ইপামিনণ্ডাস্ এই সংবাদ পাইয়া বিবেচনা
করিলেন, এই সময় নগর প্রায় রক্ষক শূন্য হইয়াছে,
এখন হঠাৎ আক্রমণ করিলে অনায়াসেই নগর অধি-
কার করিতে পারিবেন। মনে মনে এই স্থির করিয়া
ইপামিনণ্ডাস্ এক দিন সন্ধ্যার সময় ভোজনাদি সম্পন্ন
করিয়া সৈন্য সমভিব্যাহারে স্পার্টাভিমুখে যাত্রা করি-
লেন। যদি এক জন বিদ্রুত দ্রুতবেগে গিয়া আজিসি-
লায়স্কে এই সংবাদ না দিত, তাহা হইলে তিনি
অনায়াসেই অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারিতেন। তিনি
সংবাদ পাইয়াই তৎক্ষণাৎ স্বসৈন্যের কিয়দংশ
লইয়া স্পার্টায় উপস্থিত হইলে ইপামিনণ্ডাসের সমস্ত
প্রয়াস ব্যর্থ হইল। এই উদ্যম ব্যর্থ হইলে ইপামিন-
ণ্ডাস্, মান্টীনिया আক্রমণ বাসনায় তথা হইতে যাত্রা
করিয়া দ্রুতবেগে আর্কেডিয়ায় প্রত্যাগমন করিয়া

দেখিলেন, মান্টোনিয়ার লোকেরা সেই সমস্ত মাঠের
শস্য কাটিয়া গৃহানরনে ব্যাপ্ত আছে। তাঁহার হঠাৎ
আগমনে সকলে বিস্মিত হইয়া গেল। তিনি মনে মনে
যেব্যপ আশা করিয়াছিলেন, ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল ;
তথাকার লোকেরা সেই সময় শস্যচ্ছেদনে ব্যাপ্ত ছিল;
কিন্তু তাঁহার আগমনের অব্যবহিত পূর্বে আথেন্স
হইতে কতকগুলি অশ্বসৈন্য লাসিডিমোনীয়দিগের
সাহায্যার্থ তথায় উপস্থিত ও লাসিডিমোনীয়দিগের
সহিত মিলিত হইয়া আক্রমণ পূর্বক ইপামিনণ্ডাসের
অশ্বসৈন্যকে পরাভূত করিল।

এইরূপে সকল উদ্যমেই অকুত্থিত হইয়া খীবীর
সেনাপতি ইপামিনণ্ডাস অতিশয় বিরক্ত হইলেন ; এখন
কোনো ব্যতিরেকে আর কিছুই তাঁহার সন্তোষজনক
হয় নাই। এক্ষণে যদি জলাভের জন্য তাঁহার জীবন
নষ্ট হয়, তাহাও তিনি তাঁহার পক্ষে খ্যাতিকর বলিয়া
বিবেচনা করত সৈন্যদিগকে সমরসজ্জার আদেশ
করিলেন। এতৎ অবশ্যে সকলেই বিকসিত নেত্র হইল ;
এবং প্রফুল্লিত হইয়া আপন আপন ঢাল, শিরস্ত্রাণ,
তরবারি, বর্শা প্রভৃতির সংস্কারে প্রবৃত্ত হইল। সৈন্য-
গণ সুসজ্জ হইলে ইপামিনণ্ডাস বহির্গত হইলেন। এই
সময় শত্রুসৈন্য মান্টোনিয়ায় ছিল, তিনি বিপক্ষাভি-
মুখে সৈন্য চালনা না করিয়া পর্বতের দিকে সৈন্য
চালনা করিতে লাগিলেন ; এবং যে ক্ষেত্রে এই নগর
প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার পশ্চিম ভাগেই যেন শিবির

সম্মিবেশিত করিতে যাইতেছেন, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি এই বার শত্রুদিগকে বিলক্ষণ বঞ্ছনা করিলেন ; এবং যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল ; শত্রুগণ, তাঁহার ছলনায় বিমোহিত হইয়া, ইপামিনিওস্ সে দিবস আর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন না, এই বিবেচনা করিয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক শিথিলপ্রযত্ন হইল। এদিকে ইপামিনিওস্ ধীবীৰ্য্য রীত্যনুসারে আপন সৈন্যর বামকক্ষ গভীর কির্যাস দ্বারা স্তূড় করিয়া শত্রুশিবিরে প্রবেশপূর্বক শত্রুর লাসিডিমোনীয় সৈন্যাকূত দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইলেন। শত্রুরা এইরূপ হঠাৎ আক্রমণে বিস্ময়াপন্ন ও ইতিকর্তব্যতা বিমূঢ় হইয়া বহুকক্ষ অধাবসায় সহকারে চেষ্টা করিয়াও অবশেষে পরাভূত হইল। কিন্তু ইপামিনিওস্ ক্ষয় লাভের মধ্যেই বক্ষঃস্থলে আহত হইয়া পতিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইলেন। তাঁহার চৈতন্য হইলে তিনি প্রথমতঃ আপনার ঢালের অনুসন্ধান করিলেন ; পরে তাঁহার ঢাল তাঁহাকে দেখান হইলে তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। পরে তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে বর্শা খুলিয়া লইলে, ক্ষণকাল স্বদেশের উন্নতিকর ক্ষয়লাভে আক্লান প্রকাশ করত (খৃঃ পূঃ ৩৬২) মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

২৫৯ পিলোপিডাস্ এবং আলেকজান্ডার ফিরী । [১৩শ অ

পিলোপিডাস্ এবং আলেকজান্ডার ফিরী ।

কথিত আছে ইপামিনিওসের সঙ্গে সঙ্গেই থীব্‌সের মহত্ব বিলীন হইয়াছিল । ইহার মৃত্যুর পরেই তাহাদিগের অন্যতর বীর পিলোপিডাস্ কালগ্রাসে পতিত হন । কিছু দিন পূর্বে থেসলীয়েরা, নরপতি আলেকজান্ডার ফিরীর অভ্যাচারে নিপীড়িত হইয়া থীব্‌সদিগের সহায়তা প্রার্থনা করিলে, পিলোপিডাস্ থেসলি যাত্রা করিলেন ; এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপন অনবধানতা দোষে ঐ দুরাচার হস্তে পতিত হইলেন । কিন্তু থীবীর ঐশ্বর্যশক্তির ভয়ে শীঘ্র তাঁহাকে স্বাধীনতা প্রদান করিল । থেসলীয়েরা পুনর্ব্বার সহায়তা প্রার্থনা করিলে, পিলোপিডাস্ বৈরনির্যাতনপরতন্ত্র হইয়া অঙ্গসমাত্র সৈন্য সমভিযাচারেই যাত্রা করিলেন । তথায় উপস্থিত হইয়া কুরুকণ্ডলি থেসলীয় সৈন্য তাঁহার সহিত যোগদিলে, তিনি যুদ্ধার্থ শত্রুর অসংখ্য সৈন্যসাগরে প্রবিষ্ট হইয়া সমরক্ষেত্রে শত্রুহস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন । কিন্তু সৈন্যেরা জয়লাভ করিল । এখন আলেকজান্ডার সন্ধির প্রস্তাব করিলেন ।

যথেষ্টাচারী দুরাছাদিগের যেকপ মৃত্যু ঘটয়া থাকে, আলেকজান্ডারেরও সেইরূপে মৃত্যু ঘটয়াছিল । তাঁহার পত্নীর দুই ভ্রাতা তাঁহার কর্ম্মকর্তা ছিল । তাঁহার পত্নী তাহাদিগকে এই কুমন্ত্রণা দিল যে, “আলেকজান্ডার তোমাদের বিনাশের চেষ্টায় আছেন ; তাঁহাকে না মারিলে - তোমাদের নিরাপদ হইবার

কোন উপায় নাই” তাহারা সম্মত হইলে সেই কামিনী দিবাভাগে নিজ গৃহের নিকটে তাহাদিগকে লুক্কায়িত করিয়া রাখিল। রাত্রে আলেকজান্ডার অতিশয় সুরাপান করিয়া শয়নাগারে শয়ন করিতে গিয়া যখন প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন, তখন তাহার স্ত্রী অসিধারণপূর্বক ভ্রাতৃদ্বয়কে আহ্বান করিতে গেলে, তাহারা যখন ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, তখন উক্ত কামিনী তাহাদিগকে এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিল যে, “যদি তোমরা ইহাকে নষ্ট না কর তবে এখনি তাহাকে জাগাইয়া বাহাতে তোমাদের প্রাণ ক্ষণ্ড হয়, একপ করিব।” ইহাতে তাহারা অগত্যা সম্মত হইল। কামিনী তাহাদিগকে গৃহে প্রবেশ করাইয়া দিয়া যে পর্য্যন্ত না হত্যাকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত স্বয়ং বর্শা হস্তে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিল। এই নরহত্যা প্রশংসনীয় বটে কিন্তু যেজন্য প্রশংসনীয় তাহার কিছুই হইল না। কেবল আলেকজান্ডারই হত হইলেন, দৌরাত্ম্য সমানই রহিল। তাহারাও আলেকজান্ডারের ন্যায় প্রজাপীড়ন আরম্ভ করিল।

(নরপতি) আজিসিলায়সের পরিণাম মার্টীনির সংগ্রামের পর বৎসরই রাজা আজিসিলায়স্ মামর লীজা সম্বরণ করেন। টেকস্ নামক এক ব্যক্তি ইজিপ্টের পারসীক রাজশাসনের বিরুদ্ধে অসুধারণ করিয়া লাসিডিমোনিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাহারা সাহায্যদানে সম্মত হইল। আজিসিলায়সের বয়ঃ-

২৫৮ পিলোপিডস্ এবং আলেকজান্ডার ফিরি । [১১শ অ

ক্রম এখন অশীতি বৎসরেরও অধিক হইবেক ;
তথাপি তিনি প্রেরিত সৈন্যের কর্তৃত্বভার গ্রহণ পূর্বক
মিশর যাত্রা করিলেন । তিনি উপস্থিত হইলে, টেকস্
সমস্ত গ্রীকসৈন্যের কর্তৃত্বভার তাঁহার উপর সমর্পণ
করিয়া স্বয়ং সীরিয়া যাত্রা করিল । কিন্তু সেই বৎস-
রই টেকসের ভ্রাতুষ্পুত্র তাহার সহিত বিদ্রোহাচরণে
প্রবৃত্ত হইয়া ইজিপ্টের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া অব-
শেষে আজিমিলায়স্ এবং টেকসের বণতরীর অধ্যক্ষ
কেত্রিয়স্ নামক একজন আর্থীনীয়কে তাহার সহায়তা
করিবার জন্য লওয়াইতে লাগিল ; কিন্তু কেত্রিয়স্
একেবারেই তাহার প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইল । কিন্তু
আজিমিলায়স্ যাহাতে দেশের উপকার হয় তদ্বিষয়ে
নিরত হইয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসার জন্য স্পার্টায় লোক
প্রেরণ করিলেন । দেশবাসীরা তাঁহার উপর বিবে-
চনার ভারার্পণ করিলে তিনি বিদ্রোহী সৈন্যের সহিত
মিলিত হইয়া টেকসের সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিয়া
জয়লাভ করিলেন । জয়লাভের পর বিশিষ্টরূপ পুর-
স্কার পাইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল এবং লব্ধ সমস্ত
সম্পত্তি মেসীনিয়া বিধ্বংসে সমর্পিত করিতে কৃতসং-
কপ্ত হইয়া স্পার্টা যাত্রা করিলেন । কিন্তু সমুদ্রে
আসিতে আসিতে পীড়িত হইলেন । তাঁহার জলযান
আফ্রিক উপকূলের বন্দরে উপস্থিত হইলে, তিনি সেই
স্থানেই প্রাণত্যাগ করিলেন । তৎকালে স্পার্টার-
দিগের এই রীতি ছিল যে, তাহাদের রাজা বিদেশে

মরিলে তাঁহার মৃতদেহ মধুদ্রোণে নিমজ্জিত ও দেশে
 আনীত হইয়া সমাহিত হইত । যে স্থানে আজি-
 সিলায়সের মৃত্যু হইয়াছিল, তথায় মধু অতিশয়
 দুষ্স্বাদ হওয়ায় তৎপরিবর্তে মধুচ্ছিষ্ট আনয়ন করিয়া
 তদ্বারা রাজকলেবর আচ্ছাদিত করা হইল, এবং
 স্পার্টায় লইয়া গিয়া সেই মৃতশরীর তদীয় পূর্ব পুরুষ-
 দিগের সমাধিমন্দিরে সমাহিত করা হইল ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

ফিলিপ ।

এ পর্য্যন্ত গ্রীকজাতীর ঘরে ঘরে, এবং পারসীক
 দিগের সহিত সংগ্রাম চলিতেছিল । এক্ষণে (খৃঃ পূঃ
 ৩৫৯) মাসিডোনিয়ার অধিপতি ফিলিপ তাহাদিগের
 মৃতন শত্রু আবিভূত হইলেন । মাসিডোনিয়া গ্রীসের
 উত্তর ভাগে অবস্থিত । এই সুযোগ্য নরপতি কি
 রাজনীতি, কি সৈন্যপত্য, সকল বিষয়েই পরিমিত
 ব্যয়সহকারে আশেপাশ এবং অন্যান্য নগরের সম্বন্ধে তা-
 শক্তিসম্পন্ন লোকদিগকে স্ববশে আনয়নপূর্বক পরি-
 শেষে সমস্ত গ্রীসের অধীশ্বর হইয়াছিলেন । আধী-
 নীয়েরা ফিলিপের পরম শত্রু ছিল । নরপতি ফিলি-

পের সহিত সংগ্রাম কালে, দেশহিতৈষী সুপ্রসিদ্ধ
বক্তৃতাশক্তিসম্পন্ন ডিমস্থিনিস্ স্বদেশের স্বাধীনতা-
রক্ষাবিষয়ে যে সমস্ত বক্তৃতা করিয়াছিলেন, এবং
বক্তারা সমুত্তেজিত হইয়া আথেন্সবাসীরা সংগ্রামে
প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়া চির-
স্মরণীয় হইয়াছে ; এবং স্বাধীনতার পরমভক্ত ব্যক্তি-
মাত্রেই যাহা পাঠ করিয়া জ্ঞানোন্নতির সহিত আত্মাদ-
মাগরে নিমগ্ন হইতে থাকেন । আথীনীয়দিগের সহিত
যে সমস্ত সংগ্রাম এবং পলায়নাদি হইয়াছিল, লিপি-
বাহুল্যভয়ে এই ক্ষুদ্রপুস্তকে সে সমস্ত সবিস্তর বর্ণনা
করিয়া, তাহার কিছু কিছু স্থল তাৎপর্য লেখা
বাইতেছে ।

পবিত্র সংগ্রাম ।

ফিলিপ্‌ গ্রীসের যে সংগ্রামে প্রথম হস্তক্ষেপ করেন,
তাহার নাম পবিত্র সংগ্রাম । পূর্বের উল্লেখ করা
গিয়াছে, ছোলনের সময় কাহ্নীয়েরা যখন পরাজিত
হয়, তখন তাহাদিগের সমস্ত নিবাসভূমি ডেলফির দেবস্ব-
বলিয়া অকুণ্ঠ থাকিবার আদেশ হয় ; কিন্তু ফোমী-
য়েরা আজ সেই আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া ঐ দেবস্ব-
ভূমিতে কৰ্ষণাদি আরম্ভ করিল । ফোমীয়দিগের সহিত
থীবস্‌দিগের বহুকালাবধি বৈরভাব থাকায়, থীবী-
য়েরা এই রক্ত পাইয়া আথেন্সের আফ্রিকটিয়নিস মহা-
সভায় তাহাদিগের নামে অভিযোগ করিলে তাহা-

দিগের বিস্তার অর্থ দণ্ড হইল, কিন্তু ফোমীয়েরা সেই অর্থ দিতে অসম্মত হইলে, সমস্ত ফোমিয়া প্রদেশ ডেলফির দেবস্ব বলিয়া প্রচার করত তাহা অধিকারের জন্য ধীর্ঘীয়েরা (খৃঃ পূঃ ৩৫৭) ফোমীয়দিগের বিপক্ষে অস্ত্রধারণপূর্বক সমস্ত গ্রীকজাতিকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিল। ফাইলোমিলস্ ফোমীয়দিগের মধ্যে এক জন প্রধান পুরুষ ছিলেন ; তিনি দেশবাসী সমস্ত লোকদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “ যদি তোমাদের পুরুষকার থাকে, তবে সহিষ্ণুতা অবলম্বন পূর্বক এই নিবাসভূমি কদাচ অপহরণ করিতে না দিয়া, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সকলে যুগপৎ অস্ত্রধারণ কর, এবং অবিলম্বে ফাইরা ডেল ফি নগর এবং তদ্রূপ দেবালয় অবরুদ্ধ কর ” ফোমীয়েরা তথাস্ত্ব বলিয়া, ফাইলোমিলস্কে সৈন্যপত্যে বরণ করিলে তিনি নগর অধিকার করিলেন। ফাইলোমিলস্ আপন কার্য্যমোকর্ষ্যার্থে এবং সকলের উপর বিশিষ্টরূপ আধিপত্য বিস্তারের আশয়ে তথাকার পূজয়িত্রীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, “ আপনি নিজ পবিত্র আসনে উপবিষ্ট হইয়া আমার প্রতি দেবতার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন। ” তাহার সেই প্রস্তাবে পূজয়িত্রী প্রথমতঃ অস্বীকার করিলেন, কিন্তু ফাইলোমিলস্ অশেষবিধ ভয়প্রদর্শন করিলে পূজয়িত্রী ভয়প্রযুক্ত বলিয়া ফেলিলেন যে, “ তোমার যাহা অভিরুচি তাহাই করিতে পারিবে। ” ফাইলোমিলস্ পূজয়িত্রীর এই আদেশকেই

দেবতার আদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়া সর্বসাধারণের গোচরার্থ স্থানে স্থানে বিজ্ঞাপন দিলেন। এদিকে আধীনীয় এবং স্পার্টীয়েরা ফোমীয়দিগের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলে, গ্রীসের অন্যান্য জাতীরাও দেবকার্য-ক্ষেত্রে খীবস্দিগের পক্ষ আশ্রয় করিল।

অনন্তর যে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল, তাহাতে ফোমীয়েরা হীনবল থাকায় পরাজিত হইল, এবং ফাইলোমিলস্ শত্ৰুঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পলায়নপূর্বক এক বন্ধুর পর্বতের শিখরদেশ আশ্রয় করিলেন। অবশেষে যখন দেখিলেন, পলায়নের আর কোন উপায় নাই, তখন সেই উন্নত শিখর হইতে পতিত হইয়া স্বেচ্ছাপূর্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। পরে তৃতীয় জাতীয় অনুমার্কস্ তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া, একালপর্যন্ত ডেলফীয় দেবালয়ের চিরসঞ্চিত যাবতীয় সম্পত্তি অধিকার পূর্বক লৌহ, তাম্র প্রভৃতি ধাতু সকল অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবসায়ে নিয়োজিত করিলেন; এবং যাবতীয় স্বর্ণ, রৌপ্য, সৈন্যদিগের বেতন দিবার জন্য রাখিয়াছিলেন। ফিলিপ থেসলীর প্রজাবর্গের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তথাকার যথেষ্টাচারী সামন্তদের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিলে, ঐ যথেষ্টাচারীরা অনুমার্কসের সাহায্য প্রার্থনা করিল। তিনিও সহায়তায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে মাসিডোনিয়দিগের উপর জয়লাভ করিলেন; পরিশেষে প্রভূত সৈন্যহানির সহিত পরাস্ত হইয়া স্বয়ং নিহত হইলেন।

অনন্তর প্রথমোল্লিখিত সেনাপতিদ্বয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ফেলীকস্ ফোমীয়সৈন্যের কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিলেন । তিনি এই কার্যে নিযুক্ত হইয়া খ্রীষীয়দিগকে একান্ত ব্যতিব্যস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন যে, খ্রীষীয়দিগকে সাহায্যার্থে কিনিপুকে আহ্বান করিতে হইল । থার্মপাইলি অতিক্রম করিয়া মাসিডোনিয়রাজ তাহাদের সহায়তার প্রবৃত্ত হইলে, মাসিডোনিয়ার অধিবাসীরা এই প্রথম থার্মপাইলি অতিক্রম করিল । ফিলিপ্ খ্রীষীয়দিগের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া, ফেলীকস্ স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আপনার এবং ভূতিগ্রাহী সৈন্যদিগের রক্ষার নিমিত্ত সন্ধি সংস্থাপন করিলেন, এবং অন্যান্য ফোমীয়দিগকে তাহাদের ভাগ্যের সহায়তার নিঃক্ষিপ্ত করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন ; সুতরাং অসহায় ফোমীয়দিগকে অগত্যা শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইল । এই সময় কতকগুলি লোক চিরসেবিত বৈর নিষাতনের বশবর্তী হইয়া যুবকদিগের বিনাশে ব্যাপ্ত হইলে, ফিলিপ্ বহুকণ্ঠে তাহাদিগকে হত্যাকাণ্ডে হইতে বিরত করিয়া ফোমীয়দিগের প্রাণরক্ষা করিলেন । কিন্তু ফোমীয়দিগকে বাবতীয় নগর একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া তাহাদিগের নগর হইতে উদ্ধাস্ত করিয়া দিল, এবং গ্রামে গ্রামে পঞ্চাশ ঘরের অনধিক একত্র বাস করিবার আদেশ দিয়া পল্লীগ্রামে বাস করিতে পাঠাইয়া দিল, আর তাহাদের প্রতি এইরূপ কর নির্দ্বারিত

করা হইল যে, তাহারা দেবালয়ের যত সম্পত্তি অপ-
হরণ করিয়াছিল, যত দিনে সেই সম্পত্তি পুনঃসঞ্চিত
না হইবেক, ততদিন বার্ষিক ষষ্টি ট্যালেন্ট মুদ্রা করিয়া
দেবালয়ের দিতে হইবেক ; এবং ততদিন পর্য্যন্ত কেহ
ঘোটক বা অস্ত্র শস্ত্র কিছুই ব্যবহার করিতে পারিবেক
না । এই কপে (খৃঃ পূঃ ৩৪৬) পবিত্র সংগ্রাম পর্য্য-
বসিত হইল ।

চিরোণীয় সময় ।

এইকপে মাসিডোনিয়া রাজ্যের প্রভুশক্তি দিন
দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । ফিলিপ্ সমস্ত গ্রীসের
অধীশ্বর হইবার মানসে বহুকালাবধি মনে মনে যে
অশেষবিধ উপায় কল্পনা করিয়াছিলেন, এপর্য্যন্ত সেই
সমস্ত উপায় প্রয়োগের কোন সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই ।
অবশেষে তাঁহার উপায়প্রয়োগের অনুকূল এমন একটা
সুযোগ উপস্থিত হইল, এবং যাহা অবলম্বন করিয়া
স্বাভিপ্রায় সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা এইঃ—
লোকীয়েরা কাহীয়দিগের নিবাসভূমি অধিকার
করিলে, এই দেবস্থাপহরণের দণ্ডবিধানের জন্য আফ্র-
ফিকটিয়নীয় মদসোরা ফিলিপ্কে পুনরস্থান করিয়া-
ছিলেন । এই পুনরস্থান তাঁহার স্বকার্যসাধনের উপায়-
ভূত হইয়া উঠিল । তিনি স্বয়ং সমস্ত সৈন্যের অধিনায়কের
পদে অভিষিক্ত হইয়া অবিলম্বে লোকীয়দিগকে আক্র-
মণপূর্বক নিহত করিলেন ; পরে ইলেনটিয়া-নগর অব-

রুদ্ধ করিলেন। এই নগর দ্বারা ফোমিস্ হইতে বিয়ো-
শিয়া বাইবার পথ নির্গত হইয়াছে।

মাসিডোনিয়রাজ ফিলিপের সহিত যে যুদ্ধঘটনা
হইবেক, ইহা একপ্রকার আধুনীয়দিগের স্থিরসিদ্ধান্ত
ছিল ; কিন্তু তিনি একেবারেই ইলেটিয়া অবরুদ্ধ করি-
য়াছেন, ইহাও এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া
তৎক্ষণাৎ ডিমস্থিনিন্স এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে আহ্বান-
পূর্বক থীব্‌স্ প্রভৃতি প্রদেশে প্রেরণ করিল। এই সকল
প্রেরিত দূতেরা একপা পরিশ্রম ও নিপুণতা সহকারে
নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন যে, ছয় সপ্তাহের
মধ্যে অন্যান্য চল্লিশ পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য ঐ সমস্ত
প্রদেশ হইতে আসিয়া, ফিলিপের আগমনবাধা দিবার
জন্য বিয়োশিয়ায় একত্র সমবেত হইয়াছিল। ফিলি-
পের সৈন্যও ত্রিশংসহস্রের ন্যূন ছিল না ; কিন্তু
গ্রীকদিগের অধিকাংশই মিলীশিয়া অর্থাৎ দেশ-
রক্ষক অতি অপটু সৈন্য ছিল ; এবং তাহাদের পক্ষে
কেহ উপযুক্ত সেনাপতি ছিল না। মাসিডোনিয় সেনার
সকলেই সংগ্রাম কুশল ছিল এবং তৎকালীন প্রসিদ্ধ
যোদ্ধারা তাহাদের সেনাপতি ছিলেন।

বিয়োশিয়ার অন্তঃপাতী চিরোনিয়া নগরের
নিকটবর্তী ক্ষেত্রে (খৃঃ পূঃ ৩৩৮) ঐ উভয়জাতির যে
যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহা চিরোণীয় সংগ্রাম বলিয়া
ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। প্রভাত হইলে উভয় পক্ষের
সৈন্য বহির্গত হইয়া সাহস পূর্বক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ

করিল । কিন্তু যে দিকে কোশল এবং সুশৃঙ্খলা সেই দিকেই জয়ন্তী স্থিরীভূতা হয়েন ; সুতরাং এই সমরে খীবীয়দিগের অধিক ক্ষতি হইয়া পরিশেষে জয়ন্তী ফিলিপের পক্ষপাতিনী হইলে, ফিলিপ্ নরহত্যা নিষেধ করিয়া শোণিতস্রোতঃ নিবারণ করিলেন । ফিলিপ্ সন্ধ্যার সময় যাবতীয় কর্মচারীদিগকে আহ্বান করিলে, সকলে একত্র আহ্বাদি করিয়া রণক্ষেত্র দেখিতে বহির্গত হইলেন । খীবীয় সৈন্যের মধ্যে পবিত্রদল নামক যে একদল যুবাযুৱক পরস্পর স্নেহসূত্রে আবদ্ধ ছিল ; ইহারা সংগ্রামকালে যে স্থানে ব্যাপাদিত হইয়া একত্র পতিত ছিল, ফিলিপ্ রণস্থল পর্যবেক্ষণ করত তথায় উপস্থিত হইয়া সেই সুপুরুষদিগের একত্র মৃত্যু দর্শনে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া অশ্রু-মোচন করিতে লাগিলেন ; এবং তাহাদের রণপাণ্ডিত্য ও সাহাদেৱ ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন । অনন্তর রণক্ষেত্রের যে অংশে আখীনী-য়েরা যুদ্ধ করিয়াছিল, তথায় উপস্থিত ও নিরামন্দ হইয়া তাহাদের যুদ্ধসংরম্ভ পদ্যে বিনিবেশিত করিয়া, সেইস্থানে উপহাসচ্ছলে তাহা পাঠ করিয়াছিলেন ; এবং তাহাদের প্রতি কিছুমাত্র বিদ্বেষ প্রকাশ না করিয়া পরিমিত পণে তাহাদের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিয়াছিলেন । তিনি এইরূপে সমস্ত গ্রীসের অধীশ্বর হইলেন ।

ফিলিপের উপায়সমষ্টি ।

গ্রীস জয়ের পর পারস্য সাম্রাজ্যের জয় সম্পাদন কর। ফিলিপের দুৰাকাঙ্ক্ষার প্রধান বিষয় হইয়া উঠিল । দেশ সহস্র গ্রীকের দেশ প্রত্যাগমন অবধি পারস্য জয় অতি সহজ বলিয়া তদদেশীয় লোকদিগের প্রতীতি ছিল । এক্ষণে তিনি সমস্ত গ্রীকসৈন্য একত্রিত করিয়া স্বয়ং মৈনাপত্যের ভার গ্রহণ পূর্বক এই ব্যাপারে বিনির্গত হইবার মানসে করিষ্ গমন করিলেন । তথায় যে এক সভা হইল, তাহাতে সমস্ত গ্রীকজাতি একত্র হইয়া পারস্য আক্রমণ করিবেক, এবং ফিলিপ তাহাদের অধিনেতৃত্ব গ্রহণ করিবেক, এই পরামর্শ স্থির হইল । এই বৃহৎ অভিযানে কেবল লাসিডিমোনিয়েরা সম্মত হয় নাই ; সুতরাং এই সভায় তথাকার প্রতিনিধিও প্রেরিত হয় নাই । দুঃখের বিষয় যে, বিধাতা ফিলিপের ভাগ্যে পূর্বদেশ বিজয়ের লিপি করেন নাই ; কারণ পারস্য যাত্রার সমুদয়েই গুট বৈরনির্যাতন দ্বারা তাহার প্রাণ নাশ হইল । আলেকজান্ডরের জননী অলিম্পিয়স্ জীবিত থাকিতে থাকিতেই, ফিলিপ্ আটেলাস্ নামক কোন নিজ প্রধান অধ্যক্ষের ভ্রাতুষ্পুত্র ক্রিয়োপেট্রার পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন । বিবাহের দিবস আটেলাস্ পসেনিয়স্ নামক কোন মাসিডোনিয় কুলীনকে কটুক্তি করিলে, তিনি তাহার প্রতিকারার্থ ফিলিপের নিকট আবেদন করেন; ফিলিপ তদ্বিষয়ে কিছুই মনো-

যোগ না করায় পসেনিয়স্ তাহার হিংসায় বিরত হইয়া ফিলিপের বিনাশের সুযোগ অনুসন্ধানেন নিরত থাকিল।

ফিলিপের মৃত্যু।

ইপিরসের রাজার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ কালে উৎসব প্রিয় ফিলিপের রাজভবন, ক্রীড়া, নৃত্য গীত, এবং নানাবিধ আমোদ প্রমোদে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ফিলিপ্ সকলের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করিবার জন্য পরিণয়োৎসবের যাবৎকাল নিজ শরীর রক্ষকদিগকে দূরে দণ্ডায়মান থাকিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তিনি একদা বন্ধুবান্ধবদিগকে অগ্রা করিয়া নাট্যশালার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়, পসেনিয়স্ সুযোগ পাইয়া দ্রুতবেগে আসিয়া ফিলিপের শরীরে তরবারি বিদ্ধ করিয়া দিল। রাজা পতিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইলেন (খৃঃপূঃ ৩৩৬)। হত্যাকারী, যেখানে তাহার পলায়নের জন্য অশ্ব প্রস্তুত ছিল, দ্রুত বেগে তথায় গমন করিল; অশ্বের লাগাম দ্রাক্ষালতার জড়াইয়া যাওয়াতে তাহা খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় পার্ভিকস্ নামক একজন রাজশরীর রক্ষক আসিয়া তাহাকে বিনষ্ট করিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

মহাবীর আলেকজান্ডার ।

ফিলিপের লোকান্তর গমনের পর মাসিডোনিয়ার রাজ্যসন শূন্য হইলে, তদীয় পুত্র আলেকজান্ডার বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিত্রসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন । এতাদৃশ অল্পবয়স্ক ব্যক্তি তাদৃশ বিস্তৃত সাম্রাজ্যের গুরুতর শাসনকার্য্য কি প্রকারে সম্পন্ন করিবেন, এই ভাবিয়া সকলেরই বিষয় জন্মিবার সম্ভাবনা ; কিন্তু আলেকজান্ডার আপন স্বভাবসিদ্ধ বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা দ্বারা নিজ সমস্ত সাম্রাজ্যের সুন্দররূপ সুশৃঙ্খলতা সম্পাদন করিয়া, পরিশেষে যে সমস্ত জনপদ ইতিপূর্বে কোন রাজাই আক্রমণ করিতে পারেন নাই, এমন অনেকানেক দেশ জয় করিয়া নিজ সাম্রাজ্যের সীমাবৃদ্ধি করিয়াছিলেন । তাঁহার শিক্ষাকার্য্য তৎকালীন বিজ্ঞানশাস্ত্র বিশারদ আরিষ্টটল কর্তৃক সম্পাদিত হয় ।

তিনি প্রথমতঃ, পিতার সমাধিকার্য্য যথোচিত সমারোহে সম্পন্ন করিয়া, অনুসন্ধান দ্বারা পিতৃহত্যা-কারীদিগের সমুচিত শাস্তিবিধানে যত্নবান হয়েন, এবং তাহা সম্পন্ন করিয়া তদনন্তর কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহপূর্বক গ্রীসে যাত্রা করিলেন । তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, থীবীয়েরা বিদ্রোহ উপস্থিত করিবার

উদ্যোগে আছে । কিন্তু তাহারা সহস্র আনেকজাণ্ড-
 রকে উপস্থিত দেখিয়া সে উদ্যোগ হইতে বিরত হইল ।
 তিনি তথা হইতে করিষ্ যাত্রা করিলেন । করিশ্বর
 সাধারণ সভার সদস্যেরা ফিলিপের স্থানে তাহাকে
 পারমীক অভিযানের প্রধান সৈন্যপাতে বরণ করিলে,
 তিনি মাসিডোনিয়ায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেখিলেন,
 তথাকার উত্তরবর্তী অসভ্যজাতির। তাহাদের অভ্যস্ত
 আক্রমণ পুনৰ্বার নবীকৃত করিয়া প্রজাদিগকে ব্যতি-
 ব্যস্ত করিতেছে, তিনি সহজেই তাহাদিগকে পরাস্ত
 ও নিঃসারিত করিয়া অতঃপর পূৰ্বদিগ্ধিজয়-প্রসঙ্গে
 বিনিৰ্গত হইলেন ; হেমস্ গিরি অতিক্রমপূৰ্বক ডানি-
 যুব নদীর অভিমুখে যাত্রা করত নদীতীরে উপস্থিত
 হইলেন ; এবং ডেরায়সের সময় হইতে এপর্যন্ত পশ্চিম
 রাজ্যের কোন রাজা যে নদী উত্তীৰ্ণ হইতে পারেন নাই,
 তিনি আজ্ সেই নদী স্থখে উত্তীৰ্ণ হইয়া নদীতীরবর্তী
 জিটন্দিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া জয়লাভ-
 পুরঃসর ইলীরিয়ায় প্রত্যাগমন করিলেন । এই প্রদেশ
 মাসিডোনিয়ার পশ্চিমভাগে অবস্থিত ; এখানকার
 অধিবাসীরা সৰ্বদাই নিকটবর্তী অধিবাসিদিগকে অতি-
 শয় পীড়া দিত, এজন্য ইলীরীয়দিগকে উৎসন্ন ও বশী-
 ভূত করিলেন ।

খীৰসে পুৰস্কৰংস ।

আনেকজাণ্ডৰ্ এইরূপে নানা স্থানের বিজোহ
 নিবারণে ব্যাপৃত থাকায়, বহুকালাবধি তদীয় কোন

সংবাদ গ্রীসে যায় নাই ; একন্য আনেকজাতির মরি-
 যাচ্ছেন, এই কিংবদন্তী দক্ষিণ গ্রীসের সর্বত্র প্রচারিত
~~হইলে~~ নির্বাসিত খীবস্বাসীরা, ইহা যথার্থ জ্ঞান
 করিয়া, রাত্রিযোগেই খীবসে প্রত্যাগমনপূর্বক দুর্গ
 রক্ষক মাসিডোনীয় সেনাপতিদিগকে সহসা আক্রমণ
 ও বিনষ্ট করিয়াছিল । পরে স্বাধীনতা সংস্থাপনার্থ
 অন্যান্য প্রদেশের লোকদিগকে আহ্বান করিয়া তদ্রূপ
 দুর্গ ক্যাডগিয়া অবরোধ করিল । এই সুযোগে স্পার্টা-
 নিক ডিমস্ট্রিনিস্ নিজ বক্তৃত্তাশক্তি প্রভাবে আখী-
 নীয়দিগকে বিলক্ষণ সমুত্তেজিত করিয়া খীবীয়দিগের
 সম্পূর্ণ সাহায্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য পরামর্শ দিলে,
 সমাজমধ্যে একটি সাধারণ সংগ্রাম উপস্থিত হইবার
 উপক্রম হইল । তাহাতে সমাজ অরাজকবৎ বিশৃঙ্খল
 হইল, সকলেই স্ব স্ব প্রধান, কেহ কাহাকে গ্রাহ্য করে
 না । এই সংবাদ ষষ্ঠ দিবসে ইলীরিয়াস্থ যুবরাজের
 কর্ণগোচর হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে নির্গত
 হইয়া ছয়দিনে থেসলি উপস্থিত হইলেন ; তথায়
 অন্যান্য ত্রিশংসহস্র সৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া ছয়দিনের
 মধ্যে একায়েক বিয়োশিয়ায় উপস্থিত হইয়া খীবীয়-
 দিগের নিকট সন্ধি প্রস্তাব করিলেন । কিন্তু তাহারা অস-
 ম্মতি প্রদর্শনপূর্বক যুদ্ধ করিতে উদযুক্ত হইলে, তাঁহার
 সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল । সেই সংগ্রামে
 খীবীয়েরা প্রচুর সাহসিকতা প্রদর্শনপূর্বক দীর্ঘকাল
 যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হইলে, বিজয়ী সৈন্যেরা নির্দয়কণ

হত্যা আরম্ভ করিল ; তাহারা সেই হত্যা হইতে পরি-
 ত্রাণ পাইল, তাহারা পণ্যদ্রব্যের ন্যায় পণ্যবীথিকায়
 বিক্রীত হইতে লাগিল ; নগরের সমস্ত অট্টালিকা
 ভূমিসাৎ হইল ; শুদ্ধ সুপ্রসিদ্ধ বীর্ষ কবি পিণ্ডারের
 ভবন ভবনিষ্ট রহিল । তদীয় আত্মীয়দিগকে এই
 সাধারণ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য সকলেই
 বিশেষ যত্ন পাইয়াছিল ।

আখীনীয়েরা, খীব্‌সের এই সাংঘাতিক সংবাদ
 শ্রবণমাত্র, তাহাদেরও পাছে এই দুর্দশা ঘটে, এই
 ভয়ে কম্পবান হইতে লাগিল, এবং আত্মরক্ষার
 উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত হইয়া, যদি যুবরাজের মনকে শাস্ত
 করিতে পারে, এই আশয়ে তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ
 করিলে, আলেকজান্ডর, প্রথমতঃ ডিমস্থিনিস্ প্রভৃতি
 আথেণ্সের সদ্ধক্তাদিগকে এবং তদন্ত অন্যান্য সেনা-
 পতিদিগের মধ্যে দুইজনকে তাঁহার শরণাগত হইবার
 আদেশ করিলেন । তাহা শুনিয়া ডিমস্থিনিস্ আখী-
 নীয়দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “যেমন মেঘগণ
 ব্যাঘ্রের পরামর্শে তাহাদের রক্ষকদিগকে পরিত্যাগ
 করিয়াছিল, তেমনি তোমরাও যেন আমাদিগকে পরি-
 ত্যাগ করিও না ।” তাহার এই কথায় সকলেই সন্তুষ্ট
 হইল । অবশেষে আলেকজান্ডরও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট
 হইয়া কারিডোনিস্ তঁহার সকলকেই ক্ষমা করিলে,
 কারিডোনিস্ তাহাদের পরিত্যাগপূর্বক পারস্যরাজের
 শরণাগত হইলেন ।

আলেক্‌জান্ডরের আশ্রয় গমনের পথ ।

অনন্তর আলেক্‌জান্ডর মাসিডোনিয়ার প্রত্যগন্ত হইয়া সমস্ত শীতকাল অতিবাহিত করিলেন ; এবং বসন্তের আশির্ভাবে ত্রিশৎসহস্র স্তম্ভপূর্ণ পদাতি সৈন্য, চারি পঁচ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া জয় সাধনে স্থিরনিশ্চয় হইয়া (খৃঃ পূঃ ৩৩৪) স্থলপথে পারস্য বিজয়ে বিনির্গত হইলেন ; এৱং হেলেন্পণ্টের তীরে উপস্থিত হইয়া নৌকারোহণপূর্বক স্বহস্তে দাঁড় বাহিয়া হেলেন্পণ্টের মধ্যভাগে উপস্থিত হইয়া সমুদ্র দেবতা পমীডন্ বা নেরৌডিস্ দেবীর উদ্দেশে বৃষ বলি প্রদানপূর্বক ক্রম আশ্রয় উপকূলে পৌছিয়া লব্ধান্ত্রা সমগ্র যুদ্ধে তাহা অর্জন হইল, এৱং টেমস্‌নামক নামিল । তিনি যে স্থানে নৌকারোহণ করেন, তথায় এক দেবালয় স্থাপিত করিয়া আইসেন ; এবং যে স্থানে নৌকা হইতে নামিলেন, সেই স্থানেও এক দেবালয় প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন । তথা হইতে যাত্রা করিয়া ট্রুসনগরে উপস্থিত হইলেন ; এবং মিনর্বাদেবীর মন্দিরে প্রবেশপূর্বক তাঁহার উপাসনাদি সম্পন্ন করিয়া দেখিলেন, তথায় যে কতকগুলি বর্ম্ম লক্ষ্যমান আছে, তাহা হোমর-কবি বর্ণিত যোদ্ধাদিগের বলিয়া প্রসিদ্ধ । তিনি সেই সকলের মধ্য হইতে এক সাট্ গ্রহণ করিয়া আপন বর্ম্ম তথায় বুলাইয়া রাখিলেন । তথা হইতে আচিলিসের সমাধিমন্দিরে গমনপূর্বক তদুদ্দেশে বিবিধ ক্রীড়া মন্তব্যসকল বিস্তার করিয়া আচিলিসের প্রতি যৎপরো-

নাশ্তি সম্মান ও গৌরব প্রদর্শনপূর্বক কহিলেন “আই-
জিসের বংশ মদীয় মাতামহ বংশ, তাঁহার কীর্তিকা-
লাপ হোমরের গ্রন্থে সবিশেষ বর্ণিত আছে ; তাঁহর
জীবনশায় সেই প্রসিদ্ধ পোট্রোক্লস্ তাঁহার পরম বন্ধু
ধাকায় আমি তাঁহাকে জগতের মধ্যে পরম সুখী বীর
পুরুষ বলিয়া গণ্য করি।”

গ্রানিকসের সংগ্রাম।

মহাবীর আলেকজাণ্ডর্ এবস্থিধ কার্যে ব্যাপ্ত
আছেন, এমন সময় শুনিলেন, পারস্যের ভিন্ন ভিন্ন
প্রদেশের শাসন কর্তারা তদীয় আগমন প্রতি-
~~রোধের জন্য ফীজিয়া প্রদেশে সম্মেলন হইয়া সৈন্য~~
সংগ্রহ করিতেছে ; অতি ত্বরায় আসিয়া সংগ্রামে
তাঁহার সম্মুখীন হইবেক। এজন্য তিনি হেলেন্সপন্টের
ধারে ধারে সৈন্য চালনা করত বিপক্ষশিবিরানিমুখে
ধাবমান হইলেন। এদিকে কিকপ সংগ্রাম পদ্ধতি অব-
লম্বন করিলে ভাল হয়, এই লইয়া পারসীক প্রধান
সৈনিক পুরুষদিগের অতিশয় বিতণ্ডা চলিতে লাগিল।
রোডস্ দ্বীপের অধিবাসী মেমনন্ নামা পুরুষ,
যিনি বহুকালাবধি পারসীক সৈন্যপত্য কার্যে
নিযুক্ত ছিলেন, বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিলেন,
ককচ যুদ্ধের বোঝা ঘাড়ে লওয়া হইবেক না, কিন্তু
সিকটরসী প্রদেশ সকল যুদ্ধপূর্বক অগ্নিসংযোগ দ্বারা
দহ করিয়া পলায়ন করিতে হইবেক ; তাহা হইলে,

সিসিডোনীয় সৈন্য আহারাভাবে, হয় পলায়ন করি-
বেক, নয় আমাদিগের শরণাগত হইবেক ।” কিন্তু
ফীজিয়ার শাসনকর্তা কহিলেন, “আমি প্রাণ থাকিতে
অগ্রেই মদীয় শাসিত প্রদেশের একমাত্র গৃহও দক্ষ
করিতে দিব না ।” অন্যরা, আপন ওজঃস্বিতাবশতঃই
হউক, বা মেনুননের প্রতি অসুয়া প্রযুক্তই হউক, ফীজীয়
রাজপুরুষের মতের অনুমোদন করিলে, গ্রানিকসের
পথ রুদ্ধ করিয়া থাকাই স্থিরনিশ্চয় হইল ।

আলেক্সান্দ্র (খৃঃ পূঃ ৩৩৪) গ্রানিকস-নদী তীরে
উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নিম্নগার অপরপারে বিংশতি
সহস্র তুরঙ্গমসৈন্য বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র আবৃত্ত করিয়া
আছে; এবং ভূতিগ্রাহী পদাতি গ্রীকসৈন্য তীরবর্তী
পর্বতশ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হইয়া তদীয় আগমনের বাধা
দিতে প্রস্তুত আছে । ইহা দেখিয়া আলেক্সান্দ্র
গ্রীকরীত্যমুসারে বলাবিন্যাস করিলেন । বামকক্ষে
পদাতিসৈন্য, দক্ষিণকক্ষে তুরঙ্গসৈন্য বিন্যস্ত করিয়া স্বয়ং
দক্ষিণপার্শ্ব রক্ষায় নিযুক্ত থাকিলেন, এবং পিতার সমর্থ
সেনানী পার্মিনিয়াকে বামপার্শ্ব রক্ষায় নিযুক্ত করিলেন ।

এইরূপে সমস্ত সুসজ্জিত হইলে তুরীধ্বনি আরম্ভ
হইল, এবং রণধ্বনি ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিলে,
উজ্জীর্ণ হইবার মানসে আলেক্সান্দ্র অশ্বসৈন্য সম-
ভিষ্যাহারে নদীতে প্রবেশ করিলেন । নদীর তটপ্র-
দেশ উন্নত ও বন্ধুর ছিল, তীর হইতে পারসীকদিগের
কতকসৈন্য তাঁহার উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিল, রক্তক

বা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক জলে নামিয়া, কতক বা দাঁড় বাহিয়া গিয়া আক্রমণকারীদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল ; তথাপি তাহাদের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া মাসিডোনীয় অশ্বসাদীরা নদীর অপর-পারে উত্তীর্ণ হইল ; এবং ক্রোধভরে শত্রুদিগের সহিত হস্তাহস্তি আরম্ভ করিল। পারসীকরাজের জামাতা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এক দল অশ্বসৈন্যের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়া ক্রোধভরে মাসিডোনীয় সম্রাটকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইলে, সম্রাট্ প্রবলবেগে অশ্ব ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন ; এবং তাঁহার মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া একপ বর্শা প্রয়োগ করিলেন যে, তিনি আহত হইয়া ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর আর এক জন পারসীক আসিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক অসি দ্বারা তাঁহার মস্তকে আঘাত করিলে তাঁহার শিরস্ত্রাণের পক্ষ ও তাহার কিয়দংশ মাত্র উড়িয়া গেল ; অবশেষে আলেকজাণ্ডর গতি বিশেষ অবলম্বনপূর্বক পারসীক-যোদ্ধার বক্ষঃস্থলে বর্শা মারিয়া তাঁহাকে ভূতলে পতিত করিলে, সেও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ঠিক সেই মুহূর্তে আর্যোনীয় শাসনকর্ত্তা স্পিথ্রিডেটিস্ আলেকজাণ্ডরের মস্তকে আঘাত করিবার অভিপ্রায়ে নিজ অসি উত্তোলন করিতে-ছেন এমন সময়, রাজশরীর রক্ষক আলেকজাণ্ডরের ধাত্রীর ভ্রাতা ক্লাইটস্ আসিয়া তাঁহাকে এমন অস্ত্রা-

ঘাত করিলেন যে, তাঁহার হস্ত উড়িয়া গেল, নচেৎ আলেকজান্ডরের পঞ্চত্ব হইত। এই সময়ে সত্রাটের বাগ্‌ভাগুর অশ্বসেনাও নদীপার হইয়া পড়িল, এবং ত্বরায় আসিয়া পারসীক সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে বেঁটন করিয়া ফেলিল। আর এক দল সৈন্য বিপক্ষীয় গ্রীক ভূতিগ্রাহীসৈন্যের অভিযুখে প্রেরিত হইল, এদিকে যাবতীর অশ্বসাদীরা আসিয়া তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। যে দুই সহস্রমাত্র লোক হতাবশিষ্ট থাকিল, তাহারা কারাগারে নিঃক্ষিপ্ত হইল।

এই সংগ্রামে মাসিডোনীয়দিগের যে অপমাত্র সৈন্য হানি হইয়াছিল ; তন্মধ্যে পঞ্চবিংশতি রাজ-শরীর-রক্ষক প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। আলেকজান্ডর প্রসিদ্ধ ভাস্কর লিসিপসকে এই আহত ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিতে আদেশ দিলেন, তিনি চিত্র-গালাইয়া ঐ সকল প্রতিমূর্তি নির্মিত করিয়া দিলেন, সেই সকল প্রতিমূর্তি মাসিডোনীয় ডার্ম নগরে প্রতি-ষ্ঠাপিত হইয়াছিল। পরে বিশ্বাপহারক রোমকেরা আসিয়া ঐ সকল প্রতিকৃতি লইয়া যায়। যে সকল পারসীক সৈন্য রণে হত হইয়াছিল, সকলেই সমুচিত সম্মানপূরঃসর সমাহিত হইয়াছিল। আলেকজান্ডর স্বয়ং যাইয়া নিজ আহত ব্যক্তিদিগকে দেখিতেন, এবং ক্ষত পরীক্ষা করিতেন। তাহাদের ক্ষতবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া তাহা উপাখ্যানবৎ অবহিত হইয়া শ্রবণ করিতেন। তিনি তিন শত পারসীক বর্ম বাছিয়া মিনার্বা

দেবীর মন্দিরে রাখিবার মানসে আথেসেন প্রেরণ করিয়াছিলেন ; এবং সেই সকল বস্তু এই লিখিয়া দিয়াছিলেন । “ ফিলিপের পুত্র আলেকজান্ডর এবং বাসিডিমোনীয় গ্রীক ভিন্ন অন্যান্য গ্রীকেরা আশিরার অসভ্য জাতীর নিকট হইতে আনিয়াছেন ।

আলেকজান্ডরের জীবনকথ।

গ্রানিকস্ সংগ্রামে জয়লাভের পর আলেকজান্ডর উপকূল হইয়া যাত্রা করিলেন । উপকূলবর্তী যাবতীয় স্থান অবাধে তাঁহার বশীভূত হইল ; কেবল মিলিটস্ সহজে তাঁহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিল না । সমগ্র শীতকালে নিকটবর্তী হওয়াতে আলেকজান্ডর যেন সমবেত যাবতীয় কৃতদার-পরিগ্রহ ব্যক্তিদিগকে গৃহে যাইতে আদেশ করিলেন । আর তিনজন প্রধান কর্মচারীকেও তাহাদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, শীত কয়েক মাস আমোদ প্রমোদে কাটয়াপন করিয়া বসন্তের প্রায়-স্বেই আসিয়া উপস্থিত হইতে হইবেক তাহার যেন অন্যথা না হয় ।

শীত কয়েক মাস আলেকজান্ডর যে কিছুই না করিয়া শুষ্ক করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি উপকূল-বর্তী অনেকস্থান এবং দেশের মধ্যভাগের কোন কোন প্রদেশ জয় করিয়া সাম্রাজ্যের সীমা পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন । বসন্তের প্রারম্ভেই যাহারা গৃহগমন করিয়া-

ছিল, সকলে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইল । সকলে একত্র হইলে, আনেকক্ষণের পরে সমস্ত বিজ্ঞানগণ সমজ্ঞ হইলেন । এই সময়ে ফ্রীজিয়ার অস্ত্র-বর্তী গার্ডিয়স্ নগর তাঁহার প্রধান আড্ডা হইয়াছিল । এখানে থাকিয়া তিনি যে সকল কার্য সম্পন্ন করেন তাহা পরে লেখা যাইতেছে ।

গার্ডিয়ান গ্রন্থি ।

ফ্রীজিয়ার লোকপরিমার্গগত এই বর্তী প্রচলিত আছে, পূর্বকালে ফ্রীজিয়ার গার্ডিয়স্ নামা একজন সামান্য লোক বাস করিত । তাহার কিঞ্চিৎ ভূমি-সম্পত্তি ছিল, এবং যে চারিটি বৃষ ছিল, তাহাদের দুইটি ভূমি কর্ষণ করিত, আর দুইটি গাড়ি টানিত । এক দিবস গার্ডিয়স্ লাস্তল করিতেছে, এমন সময়ে একটা চীল আসিয়া লাস্তলের জোয়ালের উপর বসিল ; এবং যেপর্যন্ত না ভূমিকর্ষণ কার্য সম্পন্ন হইল, সেপর্যন্ত বসিয়াই থাকিল । কৃষক লাস্তল ছাড়িয়া দিলে চীল উড়িয়া গেল । এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া গার্ডিয়স্ বিস্মিত হইল । টেলমেসস্ নামক গ্রামের সকলেই দৈবগণনায় বিলক্ষণ পটু ছিল ; ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার জন্য গার্ডিয়স্ সেই গ্রামে গমন করিল । গ্রামের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়া দেখিল, একটা স্ত্রীলোক জল লইবার জন্য গ্রাম হইতে বহির্গত হইতেছে । সেই স্ত্রীলোকটির

সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমুন সমস্ত বৃত্তান্ত তাহার নিকট ব্যক্ত করিলে, সেই স্ত্রীলোকটি উত্তর করিল “তুমি ফিরিয়া যাও, যে স্থানে এই ব্যাপার ঘটয়াছে, সেই স্থানে জুপিটরের উদ্দেশে বলি প্রদান কর।”

গর্ডিয়স্ নির্বন্ধাতিশয়ে তাহার নিকট এই প্রার্থনা করিল “তোমাকেও আমার সঙ্গে যাইতে হইবেক, এবং কিরূপে উক্ত কার্য সম্পন্ন করিতে হইবেক, তাহা দেখাইয়া দিতে হইবেক।” স্ত্রীলোকটি যাইতে সম্মত হইলে উভয়ে গমন করিয়া উক্ত কার্য সমাধা করিল।

পরে গর্ডিয়স্ তাহার পাণিগ্রহণ করিলে, তাহার নাম গর্ডিয়সের যে সন্তান জন্মিল, তাহার নাম মাইডাস্

রাখিল। মাইডাস্ দেখিতে নিভাস্ত কুৎসিত ছিল

না কিন্তু উদার চিত্ত ছিল। ঘটনাক্রমে এই সময়

অরাজক হওয়াতে ফ্রীজিয়ার অধিবাসীরা সামান্য

জিক বিশৃঙ্খলানিবন্ধন অতিশয় যত্নগা পাইতে ছিল।

একদা তাহাদের প্রতি এই আকাশবাণী হইল যে,

শকটারোহণে তাহাদের রাজা আসিবেন; এবং

তিনিই তাহাদিগকে এই সমস্ত বিপদ হইতে উদ্ধার করি-

বেন। তাহারা এই বিষয়ের আন্দোলন করিতেছে,

এমন সময় মাইডাস্ এবং তাহার মাতা, শকটা-

রোহণে আসিয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

এতদর্শনে সকলে মনে করিল যে, আকাশবাণী যাহা

বলিয়াছেন তাহা এই। এই স্থির করিয়া মাইডাস্কেই

রাজা করিল। মাইডাস্ সদিচার ও বুদ্ধি কৌশলে

সমাজেৰ বিদ্রোহীদলেৰ সামঞ্জস্য সংস্থাপিত কৰিয়া
বিশুদ্ধতা নিবারণ কৰিল। মাইডাম্ পিতৃশকট
জুপিটৰকে উৎসৰ্গ কৰিয়া সেই শকট দুৰ্গমধ্যে
রাখিয়া দিল ; এবং তাহাতে সাধাৰণেৰ এই বিশ্বাস
ছিল যে, যে ব্যক্তি এই শকটেৰ যুগ-গ্রন্থি খুলিতে
সমৰ্থ হইবেক, সেই সমস্ত আশিয়াৰ অধীশ্বৰ হইবেক।
প্ৰবাদ আছে যে, কৰ্ণেল ব্ৰুকেৰ হালে ঐ যুগ একপ
দৃঢ় বন্ধ ছিল, এবং একপ কোশলে ইহাৰ গ্রন্থি সংঘ-
টিত ছিল যে, সেই গ্রন্থি কোনস্থানে আছে তাহা
কেহই আবিষ্কৃত কৰিতে পাৰিত না। অনেকই সেই
গ্রন্থি খুলিবাৰ প্ৰয়াস পাইয়া ছিল ; কিন্তু কেহই
এপৰ্য্যন্ত কৃতকাৰ্য্য হইতে পাৰে নাই।

আলেক্জাণ্ডৰ গৰ্ডিয়ন গ্রন্থি যুক্ত সেই সুপ্ৰসিদ্ধ
শকট দেখিতে যাত্ৰা কৰিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন,
তিনি সেই গ্রন্থি খুলিতে গিয়া কৃতকাৰ্য্য হইয়া-
ছিল, অৰ্থাৎ যুগমধ্যে যে প্ৰেক বিদ্ধ ছিল, তহা
উদ্ধৃত কৰিয়া পৰে গ্রন্থিৰ মুখ আবিষ্কৃত কৰিয়াছিল।
কিন্তু কাস্তবিক তাহা নহে ; তিনি গ্রন্থি খুলিবাৰ জন্ত
অনেক চেষ্টা কৰিয়া পৰিশেষে যখন বিফল প্ৰয়াস
হইলেন, তখন নিজ অসিদ্ধায়া বন্ধন ছেদন কৰিয়া
ফেলিলেন ; ইহা হইতেই “ গৰ্ডিয়ন গ্ৰন্থিছেদন ” এই
উদাহৰণ বাক্য প্ৰচলিত হইয়াছে। যে দিবস
আলেক্জাণ্ডৰ এই ব্যাপাৰ সম্পন্ন কৰেন, সেই ৰাত্ৰি
অতিশয় বজ্জপাত ও বিদ্যাহইলেন, তৎকালে লোকেৱা

এই বিশ্বাস করিয়াছিল যে, দেবতারা তাঁহাকে রাজ্য
হইতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। সেই দিন অবধি
আলেকজান্ডর আশিয়ার অধীশ্বর বলিয়া স্থিরীকৃত
ও অভিহিত হইলেন।

আলেকজান্ডরের শারীরিক অসুস্থতা ।

আলেকজান্ডর মৈত্র্যসামন্ত লইয়া তথা হইতে
সিলীসিয়ায় যাত্রা করিলেন, সিলীসিয়া প্রদেশ সমুদ্র
এবং টরস্ ও আর্মেনস্ পর্বতশ্রেণীতে পরিবেষ্টিত ;
এবং তথায় প্রবেশ করিবার তিনটি মাত্র পথ অর্থাৎ
বহির্দ্বার আছে ; তন্মধ্যে উত্তরদিগ্ভাগে যে পথ
আছে, তদ্বারা কেপাডোসিয়ার লোকেরা গতিবিধি
করে ; এবং পূর্বদিকে যে দুইটি পথ আছে তদ্বারা
সীরিয়া প্রদেশের অধিবাসীগণ গত্যাত করে।
আলেকজান্ডর উত্তর-বহির্দ্বার-পথে প্রবেশ করিয়া,
এই পথে কোন রক্ষক না থাকায়, এবং সমুদ্রতীর হইতে
অধিক দূরবর্তী না হওয়ায়, দ্রুতবেগে সিলীসিয়ার
রাজধানী টার্মসে উপস্থিত হইলেন। এই নগরের
পার্শ্বদেশে প্রসিদ্ধ শীতল স্ফুটনসলিলা সিডনস্ নাম্নী
স্রোতঃস্রুতী প্রবাহিত হইতেছে। আলেকজান্ডর ধূলি
দ্বারা আচ্ছন্ন ও কুদ্ধনিশ্বাস হইয়াছিলেন, এজন্য যখন
সেই নদী তীরে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার শীতল
জলে স্নান করিবার ইচ্ছা একপল্লবতী হইয়া উঠিল যে,
তিনি সেই ইচ্ছা কিছুতেই নিবারণ করিতে না পারিয়া

সেই জলে স্নান করিলেন ; এবং স্নান করিয়া উঠিয়া মাত্র তাঁহার একপ কপ্প হইয়া দ্রব হইল যে, সেই দ্রবকে সাংঘাতিক বলিয়া সকলের বোধ হইয়াছিল । তাঁহার চিকিৎসকেরা প্রায় সকলেই তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; কেবল তাহাদের মধ্যে ফিলিপ্প নামা একজন চিকিৎসক বলিয়া উঠিলেন, “আমি যে ঔষধির মাত্রা প্রস্তুত করিয়া দিব তাহা যদি সেবন করেন তাহা হইলে আমি আরোগ্য করিয়া দিব প্রতিজ্ঞা করিতেছি ।” সম্রাট তাহাতে সম্মত হইলে, তিনি ঔষধি প্রস্তুত করিতেছেন, এমন সময় পার্সীনিয়োর নিকট হইতে যে এক পত্র আসিয়া পৌঁছিল, তাহাতে তিনি আলেকজান্ডরকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়াছিলেন যে, কোন মতে যেন ফিলিপ্পকে বিশ্বাস না করেন । তিনি শুনিরাছেন ফিলিপ্প পার্সীক সম্রাটের প্রেরিত, সে বিষ খাওয়াইয়া বিনষ্ট করিবে বলিয়া সঙ্কে সঙ্কে ফিরিতেছে । ফিলিপ্প ঔষধপাত্র লইয়া আলেকজান্ডরকে সেবন করাইতে আসিলে আলেকজান্ডর তাঁহাকে সেই পত্রখানি পাঠ করিতে দিলেন ; এবং ফিলিপ্পের হস্ত হইতে ঔষধপাত্র গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা পান করিয়া ফেলিলেন । পত্রপাঠ করিয়া ফিলিপ্পের কোন আকার বৈলক্ষণ্য হইল না । ফিলিপ্প সম্রাটকে নিঃশঙ্ক থাকিতে আদেশ করিয়া পরে যাহা ব্যবস্থা করেন তদনুসারে চলিতে উপদেশ দিলেন । এবং বলিলেন “আপনার আরো-

২৮৪ কারিডিমনের দূরবস্থা ও আইসসের যুদ্ধ । ২৩৩ অ

গ্যের আর কোন সন্দেহ নাই। পরে যখন রাজা আরোগ্যলাভ করিলেন তখন তাঁহার আরোগ্যই ফিলিপের বিশ্বস্ততা ও নিপুণতার বিচার করিয়া দিল। যাহা হউক, আলেকজাণ্ডর আরোগ্যলাভ করিয়া ত্বরায় সৈন্যের পুরোভাগে আবিভূত হইলেন।

কারিডিমনের দূরবস্থা ও আইসসের যুদ্ধ ।

আলেকজাণ্ডর এইরূপে পারস্য সাম্রাজ্যের পূর্ব-ভাগ জয় করিতেছেন শুনিয়া রাজা ডেরায়স্ অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ পূর্বক ইয়ুফ্রেটিস্ নদী পার হইয়া মীরিয়ার বিস্তৃত ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তথায় মন্ত্রণা করিবার জন্য একটি সভা হইল; তাহাতে নির্বাসিত আথেনীয় সেনাধিপতি কারিডিমস্ পারসীক সেনার প্রতি অসম্মান প্রকাশ পূর্বক বলিলেন যেপর্যন্ত না প্রচুর গ্রীকসৈন্য সংকলিত হয়, সে পর্যন্ত যুদ্ধে বিরত থাকা উচিত। ইহা শুনিয়া ডেরায়স্ ক্রোধাক্ত হইয়া তাহার প্রাণবধের আদেশ করিলেন। কি নৃশংসের কাজ, তাঁহাকে রক্ষা করা যাহার কর্তব্য, সেই তাঁহার বিনাশ সাধন করিল কি আশ্চর্য্য! মীরিয়ার বিস্তৃত ক্ষেত্রে ডেরায়সের অসংখ্য অশ্বসেনার পক্ষে বিলক্ষণ অনুকূল ছিল। ডেরায়স্ তথায় না থাকিয়া মীরিয়া পরি-ত্যাগপূর্বক মিলীসিয়ার প্রবেশ করিয়া নিজরাজ্য আক্রমণকারীদিগের অনুসন্ধানে কৃতসংকল্প হইয়া পূর্বদিগের প্রবেশ দ্বার দিয়া তথায় প্রবেশ করিলেন।

ঠিক এই সময় আলেকজান্ডার সীরীয় বহির্দ্বার হইয়া সীরিয়াভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। ডেরায়স্ তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া আলেকজান্ডার বিস্মিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সৈন্য প্রত্যাবর্তিত করিয়া ডেরায়সের অভিমুখে চলিলেন ; এবং আইসস্ নগরের নিকটে ডেরায়সের অসংখ্য সৈন্য অবলোকন করিলেন ।

এই স্থানে (খৃঃ পূঃ ৩৩৩) যে ভয়ানক সংগ্রাম হইয়া ছিল তাহার নাম আইসস্-সংগ্রাম। তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া পুস্তক বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। আলেকজান্ডার এই সংগ্রামে আপনার অত্যন্ত বীরত্ব ও প্রচুর রণকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্যেরা সুশিক্ষিত ও সমরদক্ষ থাকায় পূর্বদেশীয় অশিক্ষিত সৈন্যদিগের প্রতি আপনাদিগের স্বাভাবিক উৎকৃষ্টতা বিলক্ষণ সপ্রমাণ করিয়াছিল ; এবং উজ্জ্বল জয়লাভ দ্বারা মাসিডোনিয় অস্ত্র সকল মুকুটিত করিয়া ছিল। ডেরায়স্ নিজরথে আরোহণ করিয়া পলায়ন করত যখন বন্ধুর পথে রথ চলিবার অশ্ববিধা হইতে লাগিল, তখন ধৃত হইবার আশঙ্কায় রথ, অস্ত্র-শস্ত্র এবং রাজপরিচ্ছদ পরিহার পূর্বক অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যতক্ষণ না পুনর্বার ইয়ুফ্রেটিস্ পার হইতে পারিলেন, ততক্ষণ একবারও বিজ্ঞাম করেন নাই।

আলেকজান্ডরের উদারতা ।

আলেকজান্ডরও বিদ্রুত ডেরায়সের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া সন্ধ্যার সময় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, পারস্য সীক সেনানিবেশ অধিকার করিলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় বন্ধুবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আজ আমাদের অনেক পরিশ্রম হইয়াছে অতএব এস ডেরায়সের স্নানশালায় গিয়া শ্রমাপনয়ন করি”। ইহা শুনিয়া তাহার এক বন্ধু উত্তর করিলেন, “এস আমরা আলেকজান্ডরের স্নানাগারে বিশ্রাম করি, একথা বলিতেও কোন দোষ নাই, কারণ তাড়িত ব্যক্তির সম্পত্তি বিজ্ঞেতারই অধিকৃত।” সম্রাট ডেরায়সের স্বর্ণময় ও রৌপ্যময় পাত্র সকল, এবং পটভবনের সমুদয় ও পরম মৃদু দ্রব্যসামগ্রী অবলোকন করিয়া মুগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, “হায়। কোথায় বা ডেরায়স্ আর কোথায় বা তাঁহার এই সম্পত্তি। অতএব বুঝিলাম রাজা হইলেই এইরূপ ঘটয়া থাকে”।

আলেকজান্ডর কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি সহসা তদীয় কর্ণকূহরে প্রতিধ্বনিত হইল। কোথা হইতে এই ক্রন্দনধ্বনি আসিল তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে, কোন ব্যক্তি আসিয়া নিবেদন করিল। “মহারাজ ডেরায়সের অস্ত্র শস্ত্র এবং সমস্ত পরিচ্ছদ অধিকার করিয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া তদীয় পরিবারবর্গ ডেরায়সের মৃত্যু

স্থির করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন।” ইহা শুনিয়া আলেকজান্ডার তৎক্ষণাৎ নিজ শিক্ষক লিয়োনিটস্ দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, “ডেরায়স্ পলায়ন করিয়াছেন প্রাণে বিনষ্ট হন নাই, তাঁহার যে যেমন ব্যক্তি তিনি তেমনই সম্মান প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই ; কারণ যখন আমার সঙ্গে ডেরায়সের আশিয়া সাম্রাজ্য লইয়া বিবাদ চলিতেছে, সাক্ষাৎ সম্মুখে কোন বিবাদ বিষয়াদ নাই, তখন কোন ব্যক্তিকে সমুচিত সম্মান না দিয়া তাহার প্রতি ঘৃণাপ্রকাশ করার কোন কারণ নাই।” এই বলিয়া ডেরায়সের পরিবার-বর্গকে সান্ত্বনা করিয়া পাঠাইলেন ।

পরদিন প্রাতঃকালে আলেকজান্ডার স্বয়ং যাইয়া রাজপরিজনদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । তিনি পরমবন্ধু হিপস্টিয়ন্কে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, হিপস্টিয়ন্ বয়ঃক্রমে আলেকজান্ডারের সমান ছিলেন, এবং চিরকাল একত্র পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন ; দেখিতে উভয়েই প্রায় তুল্য রূপই ছিলেন ; কেবল হিপস্টিয়ন্ আলেকজান্ডার অপেক্ষা কিছু দীর্ঘকায় ছিলেন এইমাত্র । ডেরায়সের মাতা সাইসাগাম্বিস্ হিপস্টিয়ন্কে আলেকজান্ডার মনে করিয়া অত্যন্ত প্রাণীন রীত্যনুসারে তাঁহার অগ্রে পতিত হইলে হিপস্টিয়ন্ পেঁচিয়া গেলেন । এক জন অনুচর সংজ্ঞাদ্বারা আলেকজান্ডারকে দেখাইয়া দিল । সাইসাগাম্বিস্ অপ্রতিভ হইয়া নিরুত্তর হইলেন । আলেক-

ক জাগুর বলিলেন হিপস্টিয়ন্‌ও আলেকজাণ্ডর, অত-
এব তাঁহার অন্ত্যায় হয় নাই। তিনি ডেরায়সের
মাতাকে সর্বপ্রকার সান্ত্বনাবাক্য দ্বারা শান্ত করিয়া
বলিলেন যে, সময় ঘটনাবশতঃ কখন তাঁহার অবস্থার
পরিবর্ত হইবেক না ; এখনও যেমন আছেন, চিরকাল
তেমনিই থাকিবেন। এইরূপ বলিতে বলিতে ডেরায়-
সের পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিলে, যখন সেই বালক
বাহুপ্রসারণ করিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল, তখন
আলেকজাণ্ডর হিপস্টিয়ানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া
বলিলেন, এই বালকের যেকপ স্বভাব দেখিতেছি,
ইহার কিঞ্চিদ্‌মাত্রও যদি ডেরায়সের থাকিত, তবে কি
রক্ষণীয় হইত ! যাহা হউক, আলেকজাণ্ডর ডেরায়-
সের সহধর্মিণীর সহিত স্বয়ং সাক্ষাৎ করিতে ভরসা
করিলেন না। ইনি তৎকাল পূর্বদেশের পরমাসুন্দরী
কামিনী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন ; কিন্তু আলেকজাণ্ডর
যাহাতে কোনরূপে তাঁহার এবং তাঁহার দুই কুমারী
দুহিতার সতীত্বভঙ্গ না হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হইয়া
তাঁহাদিগকে অতিশয় সাবধানে রাখিয়া দিলেন।

আব্‌ডেলনিমস্‌ ।

পারসীক সৈন্যের যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রী, ডেরা-
য়সের এবং পারসীক সংভ্রাতৃদিগের যে সমস্ত সম্পত্তি
ডাখস্কস্‌ নগরে পড়িয়াছিল, সে সমস্তই আলেক-
জাণ্ডরের হস্তগত হইল। অনন্তর তিনি উপকূল হইয়া

গমন করিতে করিতে পরিশেষে সিডন্ নগরে উপস্থিত হইয়া তথাকার রাজা ডেরায়সের অনুগত থাকায় তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া দিলেন ; এবং তাহার পদে অন্য রাজা নিযুক্ত করিবার ভার হিপস্টিয়নের উপর সমর্পণ করিলেন। হিপস্টিয়ন যাহাদিগের গৃহে বাস করিয়াছিলেন, তাহাদের পক্ষপাতী হইয়া সেই বাড়ীর কএকজন যুবককে রাজা করিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু তাহারা এই বলিয়া তাহা অস্বীকার করিল যে, তাহাদের দেশে রাজবংশীয় ভিন্ন অন্যের রাজা হইবার প্রথা প্রচলিত নাই। হিপস্টিয়ন্ তাহাদের এইরূপ উদারতা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া তাহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ; এবং রাজবংশীয় কোন ব্যক্তির অনুসন্ধানের ভার তাহাদের উপর সমর্পণ করিলেন, তাহারা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, আব্দাল্-নিমস্ ব্যতিরেকে আর কাহাকেও আমাদের চক্ষে লাগে না, এই ব্যক্তি যদিও রাজবংশীয় বটেন, কিন্তু এত দরিদ্র যে স্বহস্তে একটি বাগান তৈয়ারী করিয়া তাহার উপস্থিত দিনপাত করেন। হিপস্টিয়ন তাহাকেই রাজা করিতে সম্মত হইলেন ; এবং রাজপরিচ্ছদ গ্রহণপূর্বক তদীয় উদ্যানে গমন করিয়া দেখিলেন, উদ্যানপতি বৃক্ষাদির পরিপাটি কার্যে ব্যাপৃত আছেন। পরে তাঁহার সম্মুখে যাইয়া তাঁহাকে রাজা বলিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালনপূর্বক রাজপরিচ্ছদ ধারণ করিতে কহিলেন ; সুতরাং তাঁহার পক্ষে এই ব্যাপার

স্বপ্নদর্শনবৎ হইল ; এবং এইরূপ করিয়া কেন তাঁহাকে উপহাসের বিষয় করিতেছেন এই বলিয়া বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিলেন । কিন্তু অবশেষে ইহা যে বাস্তবিক অলীক নহে, তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম করাইয়া, রাজবেশে আলেকজাণ্ডরের সম্মুখে লইয়া গেলে, আলেকজাণ্ডর তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ; “তোমার অবয়ব দেখিয়া, তোমার যে বংশে জন্ম গুণা যাইতেছে, তাহা নয় বলিয়া কখনই বোধ হয় না । কিন্তু তুমি কি করিয়া এই দারিদ্র দুঃখ ভোগ করিতেছ, তাহা জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে” । তিনি উত্তর করিলেন, “ঈশ্বরের অনুগ্রহে রাজত্ব লাভ হইল উত্তম ; কিন্তু আমার যখন যাহা প্রয়োজন হয়, আমার এই হস্তই তাহা আনিয়া দেয় ; আর যখন আমার কিছুই না থাকে তখন কিছুই অভাব হয় না” । আলেকজাণ্ডর তাঁহার এই উত্তর বাক্যে অতিশয় প্রীত হইয়া পূর্ব রাজার গুপ্ত সম্পত্তি সকল তাঁহাকে প্রদান করিলেন ; এবং সীডন্ সাম্রাজ্যের সীমা সমধিক বৃদ্ধি করিয়া দিলেন ।

টায়র নগরের অবরোধ ।

আলেকজাণ্ডর সীডন্ হইতে যাত্রা করিয়া টায়র-তিমুখে গমন করিলেন ; এই নগর এক দ্বীপে অবস্থিত । সেই দ্বীপটি প্রায় অর্ধকোশ প্রশস্ত এবং দাদশ হস্ত গভীর এক প্রণালী দ্বারা প্রধান দ্বীপ হইতে বিভক্ত

হইয়াছে ; এই দ্বীপ এক ক্ষুদ্র প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং টায়র্ নগর বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্য সামগ্রী এবং সংগ্রামোপযোগী যন্ত্র সকলে পরিপূর্ণ। নগরবাসীরা সর্ব প্রকারে প্রচুর বলশালী হইলেও প্রথমতঃ সম্রাটের বশ্যতা স্বীকারে সম্মত হইয়া পরিশেষে তাঁহাকে প্রাকার মধ্যে প্রবেশ দিতে অস্বীকার করিলে, আলেকজান্ডার উক্ত নগর অবরুদ্ধ করিবার মানস করিলেন ; এবং বিবেচনা করিলেন, যদি এই নগর আক্রমণ করিতে পারেন তাহা হইলে, তিনি অনায়াসে সমস্ত ফিনীশীয় রণতরী আধিকার করিয়া সমুদ্র যুদ্ধে অসীম বলশালী হইতে পারিষেন। এই স্থিরকল্পনা করিয়া ঐ প্রণালীতে সেতু নির্মাণপূর্বক তথায় যন্ত্র বসাইয়া অনায়াসেই নগর-প্রাকার ভাঙিতে সমর্থ হইবেন।

সেতু নির্মাণের উপযোগী বাহা ছুরী মাছ, মাটি এবং প্রস্তর যথেষ্ট প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র সেতু নির্মাণ আরম্ভ হইল; ক্রমশঃ নির্মিত হইয়া যখন ঐ সেতু নগর প্রাকারের সমীপস্থ যন্ত্র সকলের নিকটবর্তী হইল, তখন টায়রীয়েরা ভয়ঙ্কররূপে ঐ যন্ত্র সকল প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়া সেতু নির্মাণের ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। রণতরী আরোহণপূর্বক দুই দিকের কক্ষ বন্ধ করিয়া দিল, এবং যাহাজ হইতে কামন দাগিয়া ঐ সেতুর উভয় পার্শ্বের দুইটি কাষ্ঠমঞ্চও বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। অবশেষে আলেকজান্ডার প্রচুর রণতরী একত্র করিয়া সমুদ্রের অধীশ্বর হইলেন এবং কাষ্ঠ-

ফলকস্থিত কামান্ এবং অন্যান্য কৌশল দ্বারা সর্বতোভাবে টায়র আক্রমণ করিলেন । অবরুদ্ধের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরাঘাত দ্বারা জাহাজ সকল নষ্ট করিতে লাগিল ; এবং দক্ষ বালুকারাশী জাহাজের উপর নিঃক্ষিপ্ত করত লোক সকলকে ব্যতিব্যস্ত ও নষ্ট করিয়া ফেলিল । অধিকাংশ লোককে উষ্ণ লৌহ গোলক নিক্ষেপ করিয়া পঞ্চত্ব পাওয়াইয়া ছিল, কিন্তু তাহা-দিগের এই সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হইল । অবরোধের সপ্তম মাসে দৈবাৎ বাত্যাক্রান্ত হইয়া নগর অধিকৃত হইলে ৮০০০ হাজার অধিবাসীর প্রাণনাশ হইল, এবং ৩০০০০ সহস্র লোক বিক্রীত হইয়া দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইল ।

গাজার অবরোধ ।

টায়র পতনের পর আলেক্জান্ডার জলপথে রণ-তরী প্রেরণ করিয়া ইজিপ্টাভিমুখে যাত্রা করিলেন । এবং অপ্রতিহত সঞ্চারে গমন করিতে লাগিলেন । কোথাও কোন নগরই আলেক্জান্ডারের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না । অবশেষে সমুদ্রতীরবর্তী গাজা-নামক একটি সূদৃঢ় দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তথাকার অধিবাসীরা প্রায় তিন চারিমাস তাঁহার গতিরোধ করিয়াছিল । বেটিস্ নামক একজন সাহসী বর্ষবর গাজার শাসনকর্তা ছিলেন । ইনি ডেরা-য়সের তুল্য দৃঢ়কায় ছিলেন । ইনি আরেবিয়ার

মরুভূমি নিবাসী কতকগুলি সৈন্যকে বেতন স্বীকার করিয়া টায়র্ বিজিতার আক্রমণ প্রতিরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত উদ্যোগ ব্যথা হইল। এই অবরোধে আলেকজান্ডার সম্পূর্ণ সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়া অবশেষে ক্ষমদেশে ক্রেশকর এক আঘাত প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার জয়লাভের কোন অন্তরায় ঘটে নাই। তিনি অনায়াসেই নগর অধিকার করিলেন। কতকগুলি লোক দুর্গ অধিকার করিতে দিতে অস্বীকৃত হইয়া ক্ষণকাল সম্মুখ যুদ্ধ করিয়া শেষে সকলেই আহত হইল; কেবল এক জন মাত্র অবশিষ্ট থাকিল। তৎকালের রীতি অনুসারে স্ত্রীলোক এবং বালকেরা দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইল। বেটিস সাধারণ নরহত্যার স্রোতে পতিত হইরাছিলেন। কোন কোন প্রাচীন লেখক বলেন, তেমনি আলেকজান্ডার ও পূর্বপুরুষ আচিলিসের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া বেটিসের কলেবর নিজ শকটের চাকায় বান্ধিয়া গাজা প্রাচীরের চারিপার্শ্বে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। যেমন আচিলিস প্রাপ্ত হেক্টরকে নিজ শকটের চাকায় বান্ধিয়া ট্রয়নগরের চারিপার্শ্বে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন; এই কাহিনী আপাততঃ গল্প বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যদি আলেকজান্ডারের আঘাত স্বার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয় তবে, ইহাতেও বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

গাজা তৎকালের একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান ছিল।

এখানে ধূনা প্রভৃতি নানাবিধ গন্ধদ্রব্য অবলোকন করিয়া যুবরাজের খাল্যবৃত্তান্ত স্মরণ হইল । তিনি বাল্যকালে একদা কতকগুলি ধূনা প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য লইয়া, দ্রোণতোদ্রোণে অগ্নিতে নিঃক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন । তাঁহার শিক্ষক লিয়নেটস্ তদদর্শনে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “দেখ আলেকজাণ্ডর তুমি যখন নানাবিধ অধিবাসন দ্রব্য পরিপূর্ণ দেশ জয় করিবে, তখন প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিবে ; এক্ষণে মিতব্যয়ী হও ।” এই কথা তাঁহার মনে পড়াতে তিনি কতকগুলি অধিবাসন দ্রব্য লিয়নেটসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন ; এবং এই বলিয়া পত্র লিখিলেন, “অতঃপর দেবতাদিগের নিকট অধিকতর বদান্যতা প্রকাশ করিতে হইবেক ।

জেরুজেলমের বৃত্তান্ত ।

আলেকজাণ্ডরের ইতিহাস লেখক পাণ্ডিত মহোদয় দিগের কাহাকেও জেরুজেলম্ নগরের উল্লেখ করিতে দেখা যায় না ; ইহা অতিশয় আশ্চর্যের বিষয় । কারণ এই নগর অতিশয় প্রসিদ্ধ এবং পূর্বদেশে যে সকল নগর আছে, সকলের অপেক্ষা এই নগরই ইতিহাস লিখিবার পক্ষে বিলক্ষণ অনুকূল । আলেকজাণ্ডর যে এ নগর না দেখিয়া অমনি গিয়াছিলেন তাহা কখনই সম্ভব নহে । জুইন্ পুরাবৃত্ত লেখক জোছিফস্ বলেন, মহাবীর! এই পবিত্র নগরের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, তথাকার প্রধান পুজক জাডুয়স্, নাগরীক-

দিগকে আত্ম রক্ষার নিমিত্ত স্বীয় স্বীয় অতীষ্ট দেবতার উপাসনা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন । অনন্তর দেবতার স্বপ্নে তাঁহার প্রত্যক্ষ হইয়া এই বলিয়াছিলেন “আজ্ঞাদে থাক, কোন চিন্তা করিও না, নগর সুশোভিত কর, বহিষ্কার উদ্ঘাটিত কর, এবং সুপরিচ্ছন্ন অন্যান্য পূজক, শ্বেতপরিচ্ছন্ন লোক সমূহে অনুধাবিত হইয়া বিজিতার সাক্ষাৎ করে অগ্রসর হও ।”

প্রধান পূজক দেবতার আদেশমত কার্য করিলেন, আলেকজাণ্ডর তাঁহাকে নিকটবর্তী দেখিয়া, সাক্ষাৎকার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, এবং পূজকের শিরোলিখিত পবিত্র জিহোবাদেবের নামসম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন । পার্মীনিয়ো এবং অন্যান্য লোকেরা প্রণামের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি এই উত্তর করিলেন, “আমি যুদিৎসের দেবতাকে প্রণাম করিলাম, প্রধান ধর্মযাজককে নহে ; কারণ যে সময় আমি আশিয়া জয়ের মানসে আশিয়ায় আসিবার পথ চিন্তা করিতে ছিলাম ; তখন উক্ত দেব স্বপ্নে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিয়াছিলেন, “তুনি নিঃশঙ্কচিত্তে হেলেন্দপট পার হইয়া যাত্রা কর, আমি স্বয়ং পারস্যযুদ্ধে তোমার সহায় হইব” । আলেকজাণ্ডর প্রধান পূজককে দক্ষিণ পার্শ্বে লইয়া পবিত্র নগর জেরুজেলমে প্রবিষ্ট হইলেন : এবং জুইন্স রীত্যনুসারে জিহোবা দেবের উপাসনা করিলেন । ডেনিয়ালের গ্রন্থে এই ভাবী কথার উল্লেখ ছিল

যে, এক জন গ্রীক পারস্য সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইবে। আলেকজান্দ্রও ডেনিয়ালের এই বার্তা শ্রবণ হওয়াতে এবং গ্রীক পারস্যের সম্রাট হওয়াতে মনে মনে এই বলিয়া গর্ষিত হইয়াছিলেন যে, ডেনিয়ালের পূর্বে তাহারই নাম উল্লিখিত ছিল।

আলেকজান্দ্রিয়া সংস্থাপন।

আলেকজান্দ্র গাজা নগর হইতে ইজিপ্ট উপস্থিত হইলেন। ইজিপ্টের লোকেরা পূর্বাধি পারস্যের অধীনতা পরিহার করিবার চেষ্টায় ছিল, এক্ষণে আলেকজান্দ্র উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাচীন নগর মেমফিস অবলোকন করিয়া পরিশেষে জাহাজে আরোহণ করিয়া জলপথে যাত্রা করিলেন, এবং এই নদীর মোহানাস্থিত ফেরস্ নামক ব দ্বীপে উপস্থিত হইলেন, এই দ্বীপ অবলোকন করিয়াই হটাৎ তাঁহার মনে এই জ্ঞান প্রতিভাত হইল যে, এই স্থানে একটা নগর নির্মাণ করিলে অতিশয় রমণীয় হইবে, এবং বাণিজ্যাদি নানা বিষয়ের উন্নতি দ্বারা দেশেরও বিলক্ষণ উন্নতিসাধন হইতে পারিবে। এই বিবেচনা করিয়া স্বীয় ইঞ্জিনিয়রদিগকে একটা নক্সা চিত্রিত করিতে আদেশ করিলেন, তাঁহার নক্সা চিত্রিত করিবার আর কোন উপাদান না পাইয়া গোধূম চূর্ণ দ্বারা প্রতিকৃতি নির্মাণ করিলেন। প্রথিত আছে পক্ষী সকল দলবদ্ধ

হইয়া আসিয়া ঐ গোধূম চূর্ণ সকল ভক্ষণ করিয়াছিলেন।
 এতদর্শনে তৎকালীন দৈবগণকেরা গণনা দ্বারা এই
 স্থির করিয়াছিলেন যে, কালে ইহা এক প্রসিদ্ধ নগর
 হইবে, এবং যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রীর আকর হইবেক ;
 তিনি ইহার নাম আলেকজান্দ্রিয়া রাখিলেন। তিনি
 এই নগর নির্মাণ করিবার পূর্বে বাহা যাহা স্থির
 করিয়া ছিলেন, এই নগর প্রতিষ্ঠাপনের কিয়ৎকাল
 পরেই ইহাতে সেই সমস্তই দেখিতে পাওয়া গিয়া-
 ছিল। অতি অল্পকালের মধ্যেই পৃথিবীর যাবতীয়
 সমৃদ্ধিশালী ও বৃহত্তম নগরের মধ্যে প্রধান নগর বলিয়া
 পরিগণিত হইয়াছিল ; এবং যৎকালে পোটুগিজরা
 উত্তমাশা-অন্তরীপ বেষ্ঠন করিয়া ভারতবর্ষে আসিবার
 পথ আবিষ্কৃত করে ; সেই সময় পর্যন্ত অর্থাৎ ক্রমা-
 গত অষ্টাদশ শত বৎসরের অধিককাল পূর্ব ও পশ্চিম
 রাজ্যের মধ্যে প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল। এই নগর
 অদ্যাপি মিসরদেশের রাজধানী, এবং পূর্ব রাজ্যের
 যাবতীয় সমৃদ্ধিশালী নগরের মধ্যে একটি প্রধান নগর
 বলিয়া পরিগণিত।

আলেকজান্দ্রিয়ার আমিনদেবের দেবালয় দর্শন যাত্রা ।

ইজিপ্টের পূর্বভাগস্থ বালুকাময় মরুভূমিতে
 সুপ্রসিদ্ধ আমিন-দেবের মন্দির ছিল ; গ্রীকেরা
 ইহাকে আপনাদিগের জুস্ এবং রোমীয়দিগের জুপি-
 টর, অর্থাৎ দেবরাজ তুল্য জ্ঞান করিত। এই দেবালয়

বালুকাময় মরুভূমির মধ্যবর্তী দ্বীপবৎ উর্ধ্বর ক্ষেত্রের মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত, এবং দেবালয়ের চতুঃপার্শ্বে পুরোহিতদিগের বাসস্থান। সেই ভূমি দীর্ঘে প্রায় তিন ক্রোশ এবং প্রস্থেও ঐকপ ইহবেক ; এইস্থানে তাল, অলিভ প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হইত ; এবং অসংখ্য উৎস থাকায় তথায় বিলক্ষণ জলসম্পদ ছিল। এই স্থানে যে এক বিস্ময়কর পদার্থ ছিল, তাহার নাম সৌর্য-প্রস্রবণ ; সূর্য্যদেবের উত্তাপের সহিত ইহার জলের শৈত্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া মধ্যাহ্ন সময়ে তুষারশিলাবৎ শীতল হইত, এবং মধ্যাহ্নের পর সূর্য্যের উত্তাপ যত হ্রাস হইতে থাকিত, ইহার জলেরও শৈত্য ক্রমশঃ ক্রিষ্ট হইয়া নিশীথ রাত্রে ভয়ানক উষ্ণ হইত। আবার নিশীথ হইতে ক্রমশঃ উষ্ণতার হ্রাস হইতে আরম্ভ হইত।

আলেকজাণ্ডর সেই দেবালয় দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। ইজিপ্ট জয় করিয়া পারসীকরাজ কাষাইসিস্ যেকপ এই দেবালয় আক্রমণ করিবার মানসে যাত্রা করিয়া মহাবিপদে পড়িয়াছিলেন, এবং সমস্ত সৈন্য হারাইয়া ছিলেন ; তাঁহারও সেই দশা না ঘটে, তদ্বিষয়ে সতর্ক হইয়া সৈন্যদিগের পানোপযোগী প্রচুর জল ও পথদর্শক লইয়া সেই দেবালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তদীয় অনুচরগণের মতে তাঁহার যাত্রাকালে জগদীশ্বর আশ্চর্য্যরূপে তাঁহার আনুকূল্য করিয়াছিলেন যথা ;—যে মরুভূমিতে বৃষ্টির সহিত

প্রায়ই সম্মর্শন হয় না ; তাঁহার যাত্রাকালে প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি হইয়াছিল, যখন দক্ষিণ বায়ু উত্তিত হইয়া দৃষ্টি পথ রুদ্ধ করিল ; এবং তাহাতে সৈন্যগণ কোথায় যায় কি করে তাহার ঠিক রহিল না, তখন দুইটি বায়স্ (কেহ বলেন দুইটি সর্প) আবির্ভূত হইয়া দেবালয়ের পথ দর্শক হইল । আলেক্জাণ্ডর দেবতার আদেশ জানিলে, তাঁহার প্রতি দেবাদেশ অনুকূল হইল । কথিত আছে, যখন তিনি প্রধান পূজকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তখন পূজক, দেবরাজস্বত বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিলেন ; কারণ এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, একটা দীর্ঘাকায় স্ত্রী সর্প তদীয় জননী অলিম্পিয়সের ভবনে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন । উক্ত সর্পকে লোকে জুপিটার অর্থাৎ দেবরাজ বলিয়া জ্ঞান করিত ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

সন্ধি প্রস্তাব ।

আলেক্জাণ্ডর এইরূপে ফিনীশিয়া এবং ইজিপ্ট বিজয়ে ব্যাপ্ত আছেন, এদিকে বিদ্রুত ডেরারস্ স্বীয় সাম্রাজ্য রক্ষণে পুনরুদ্ধৃত হইয়া বাবিলনের বিস্তৃত

ক্ষেত্রে সৈন্যসংগ্রহ করিতেছিলেন। ডেরায়স্ প্রথমতঃ যে সন্ধি-প্রস্তাব করেন, তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। আইসসের পরাভবের পর তিনি আলে-কজাণ্ডরের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিলে, আলেকজাণ্ডর ডেরায়স্কে স্বয়ং তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহাকে রাজ্য বলিয়া স্বীকার করিতে আদেশ করেন ; কিন্তু ডেরায়স্ তাহাতে সম্মত হইবেন নাই। টায়র অবরোধের সময় আলেকজাণ্ডর তদীয় মাতা এবং পরিজনের প্রতি বেকপ ভদ্রতা এবং উদারতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া ডেরায়স্ পুনর্বার এই বলিয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহার পরিজনদিগের উদ্ধারের জন্য দশ সহস্র ট্যালেন্ট মুদ্রা, এক কন্যা এবং ইউফ্রেটিস্ নদীর পশ্চিমবর্তী সমস্ত আশিষিক প্রদেশ প্রদান করিবেন। রাজ-দূত রাজ-দরবারে যাইয়া রাজসমক্ষে উক্ত পণে সন্ধিপ্রস্তাব করিলে, পার্সী-নিয়ো কহিলেন, “যদি আমি আলেকজাণ্ডর হইতাম, তাহা হইলে এই দণ্ডেই এবম্বিধ পণে সন্ধি করিতাম।” ইহা শুনিয়া আলেকজাণ্ডর কহিলেন, “যদি আমি পার্সীনিয়ো হইতাম, তবে এই প্রস্তাবে সম্মত হইতাম ; কিন্তু আমি আলেকজাণ্ডর, এ জন্য এ প্রস্তাবে কদাচ সম্মত হইতে পারি না ; ইহাতে আমার ভিন্নপ্রকার উত্তর দেওয়াই উচিত” এই বলিয়া দূতকে কহিলেন যে, “ডেরায়স্ সন্ধি স্থাপনের জন্য যে ভূমি এবং যে মুদ্রা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা ইতিপূর্বেই

আমার অধিকৃত হইয়াছে । আর যদি আমার ডেরায়সের কণ্ঠার পাণিগ্রহণ করিবার ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে ডেরায়সের সম্মতি ব্যতিরেকেই তাহা করিতে পারিতাম ; কিন্তু আমার সে ইচ্ছা নহে ।” এই বলিয়া দূতকে বিদায় করিলেন । দূত ফিরিয়া যাইয়া এই সংবাদ জানাইলে, ডেরায়স সন্ধি বিষয়ে একান্ত হতাশ্বাস হইয়া রণসজ্জায় প্রস্তুত হইলেন ।

এদিকে আলেকজান্ডর মিশর হইতে যাত্রা করিয়া সীরিয়ার অভ্যন্তর দিয়া সৈন্য চালনা করত, থাপ্-সেকস্ নামক স্থানে ইউফ্রেটিস্ নদী উত্তীর্ণ হইলেন । ডেরায়স্ পলায়ন করিয়া টাইগ্রিসের অপর পারে আছেন, জানিতে পারিয়া তদভিমুখে যাত্রা করিলেন । অনন্তর নদীর বাম উপকূল হইয়া নিম্নাভিমুখে গমন করিতে করিতে চতুর্থ দিবসে একদল শত্রুপক্ষীয় অশ্বারোহীসৈন্যের সম্মুখে পতিত হইলেন ; এবং তদর্শনে, ডেরায়স্ যে নিকটেই আছেন, তাহা স্থির করিলেন । তিনি সৈন্যদিগের বিশ্রামার্থ চারি দিনকাল একস্থানে অবস্থিতি করিলেন, এবং সেই অবকাশে পীড়িতসৈন্যদিগকে নিরাপদে রাখিবার জন্য একটি দৃঢ়তর ছাউনি নির্মাণ করিলেন ।

প্রবাদ আছে, ডেরায়সের পত্নী শোকে, এবং নানা কষ্টে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া অবশেষে মাসিডোনিয় স্বম্ভাবারে মানবলীলা সংবরণ করেন । কিন্তু এই বৃত্তান্ত যে কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না ; এবং

আলেকজাণ্ডর যে ডেরায়সের পরিজনদিগকে সমভি-
 বাহারে লইয়া আসিয়াছিলেন, ইহা কখনই অনুমান
 সিদ্ধ হইতে পারে না। বাহা ইউক ডেরায়সের পত্নীর
 মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে আলেকজাণ্ডর তদীয় মাতার সহিত
 সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া তাঁহার সহিত ক্রন্দনপূর্বক উপ-
 বাস করিয়াছিলেন, এবং নানা প্রকার অনুতাপ করিয়া
 পূর্বদেশের রীত্যনুসারে রাজপত্নীর সমাধিকার্য্য সম্পন্ন
 করিয়াছিলেন। ইত্যবসরে অন্তঃপুরচর একজন বর্ষবর
 পলায়ন পূর্বক ডেরায়সের নিকট উপস্থিত হইয়া, তদীয়
 পত্নীর মৃত্যুসংবাদ দিলে, ডেরায়স প্রথমতঃ এই বিবে-
 চনা করিলেন, রাজমহিষী আলেকজাণ্ডরের অভিলাষ
 পূর্ণ করিতে সম্মত হন নাই বলিয়া, তিনি তাঁহাকে
 বিনষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু বর্ষবর তাহা মিথ্যা বলিয়া
 প্রতিপন্ন করিলে, অবশ্যই তাহার ধর্ম্মনষ্ট হইয়াছিল,
 নচেৎ আলেকজাণ্ডর তাঁহার জন্য এত অনুতাপ করি-
 বেন কেন, এই বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিলেন।
 কিন্তু সেই বর্ষবর, রাজপত্নীর চরিত্র যে কোন্‌রূপেই
 দূষিত হয় নাই, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণরূপে বিশ্বাস জন্মা-
 ইয়া দিলে, ডেরায়স পত্নীকে স্মরণ করিয়া অশ্রু মোচন
 করত হস্তোত্তোলন পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,
 “দেবগণ ! প্রথমে আমার রাজ্যে হয় আমাকে পুনঃ
 সংস্থাপিত করুন ; আর যদি আমার ভোগসুখ ফুরা-
 ইয়া থাকে, তবে আমার এই প্রার্থনা যে, এইরূপ ন্যায়
 বান্ ও তাদৃশ দয়াবান্ বিজেতা ব্যক্তিরেকে আর কেহ

যেন আশিয়ায় সিংহাসনে অধিরোহণ না করেন ।
ইহা কহিয়া ডেরায়স্ পুনর্ব্বার সন্ধির প্রস্তাব করিয়া
প্রাঠাইলে, আলেকজাণ্ডর পূর্ব্ববৎ উত্তর করিলেন ।

আর্য্যবীর যুদ্ধ ।

ডেরায়সের এই দৃঢ় প্রতীতি ছিল যে, আইসসের
সংগ্রামে তাহার অসংখ্য সৈন্য স্থানের সংকীর্ণতা
প্রযুক্ত রীতিমত সমর ব্যাপারে ব্যাপ্ত হইতে পারে
নাই, এই জন্যই তাহারা উক্ত সংগ্রামে পরাজিত হই-
য়াছিল । এই বিবেচনায় তিনি এক অতি বিস্তৃত ক্ষেত্র
মনোনীত করিলেন, এবং সেই ক্ষেত্রের উন্নত স্থান
সমস্ত কাটিয়া সমতল করাইলেন । পরে পারসীক
সাম্রাজ্যের সকল অংশ হইতে সৈন্য আসিয়া তথায়
মিলিত হইল । বর্ণিত আছে, ইহাতে দশ লক্ষ পদাতি
সৈন্য এবং চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য একত্র
সমবেত হইয়াছিল । এতদ্ব্যতিরিক্ত হস্তি সৈন্য, শকট
এবং গ্রীক্ ভূতিগ্রাহী সৈন্য ও প্রচুর ছিল । যাহা হউক
প্রথমে যেকপ সৈন্য সংখ্যার উল্লেখ আছে, বোধ
হয় তাহার চতুর্থাংশের সমাগম যথার্থ হইতে পারে ।

মহাবীর পঞ্চম দিবসে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন । তিনি
মনে মনে এই বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, অতি
প্রত্যুষে যাত্রা করিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সমর ক্ষেত্রে
উপস্থিত হইবেন, এবং সূর্য্যোদয়ের পরেই রণকর্ম্ম
ব্যাপ্ত হইবেন । কিন্তু ছাউনি হইতে সমর ক্ষেত্র যত

দূর স্থির করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা অধিক দূর-
বর্তী হওয়ায় তাঁহার সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই।
মাসিডোনীয় সৈন্যগণ কোন পর্বতে আরোহণ করিয়া
দেখিতে পাইল, ডেরায়সের অসংখ্য সৈন্য বাহীভূত
হইয়া রণক্ষেত্র আচ্ছন্ন করিয়া আছে। অনন্তর মন্ত্র-
গার্থ যে একটি সভা হইল, তাহাতে পার্মিনিয়োর উপ-
দেশানুসারে সে দিবস যুদ্ধ বন্ধ রাখিয়া সেই স্থানটাই
অবস্থিতি করিয়া, পরদিবস সম্মুখীন হইবার পরামর্শ
স্থির হইল। রজনী উপস্থিত হইলে, পার্মিনিয়ো
শত্রুবল অপেক্ষা আপনাদিগকে নিতান্ত হীনবল
বিবেচনা করিয়া আলেকজান্ডরের পটভবনে প্রবেশ
পূর্বক রাজিযোগেই আক্রমণের পরামর্শ দিলেন।
কিন্তু আলেকজান্ডর্ এইকপ প্রতারণা দ্বারা জয়-
লাভ করা অতিশয় লজ্জার বিষয় বলিয়া তাহাতে
সম্মত হইলেন না। কথিত আছে, ঐ দিবস আলেক-
জান্ডর্ অনেক বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা গিয়া ছিলেন, এজন্য
পার্মিনিয়ো তদীয় পট ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে
জাগরিত করিয়া বলিলেন সৈন্যগণ সসজ্জ হইয়া
আপনার অপেক্ষা করিতেছে। আপনার এই সময়-
বিরুদ্ধ প্রগাঢ় নিদ্রা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।”
তখন আলেকজান্ডর্ বলিলেন, বোধ হয় এতক্ষণ
ডেরায়স্ সংগ্রামে সজ্জীভূত হইয়াছেন, তাহাএব এই
সংগ্রামযাত্রার প্রকৃত সময়। এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ
সসজ্জ হইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, তাঁহার যুদ্ধ

বিকাশ এবং ঔৎসুক্য দর্শনে সৈন্যগণ অসম্মিত জয়লাভের আশায় পরিপূর্ণ হইল ।

যদিও আবেলা নগর রণক্ষেত্র হইতে অন্যান্য বিংশতি ক্রোশ অন্তর, তথাপি সেই সংগ্রাম আবেলা সংগ্রাম বলিয়া প্রসিদ্ধ । এই সংগ্রাম (খৃঃ পূঃ ৩৩১) আরম্ভ হয় । এই সংগ্রামের প্রকৃত অবস্থা অতিশয় জটিল, এজন্য ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে চেষ্টা করা বৃথা বিবেচনায়, তাহার মূল বৃত্তান্ত মাত্র লেখা যাইতেছে । আলেকজান্ডার রণমন্ডে মত্ত হইয়া অশ্ব সৈন্যের অগ্রে অগ্রে যুদ্ধ করিতে প্ররূত হইয়া শত্রুসৈন্যদিগকে হতাহত করিতে আরম্ভ করিলে, ডেরায়স্ পূর্ববৎ সর্বাগ্রৌহ পলায়ন করিলেন ; স্মতরাং আলেকজান্ডার অবাধে জয় লাভ করিলেন । এই যুদ্ধে পারসীক দিগের তিন লক্ষ লোক সমরশায়ী ও ত্রিশ পেন্কাও অধিক লোক বন্দীকৃত হইলে, বিজয়ী সৈন্যের একশত মাত্র লোক ও একসহস্র অশ্ব বিনষ্ট হইয়াছিল । ডেরায়স্ উদ্ধৃশ্বাসে পলায়ন করিয়া যতক্ষণ না মীডিয়ার রাজধানী একবাটানায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, ততক্ষণ কোথাও বিশ্রাম করেন নাই । আলেকজান্ডার তাঁহার অনুসরণ না করিয়া পুনর্বার টাইগ্রীস্ উত্তীর্ণ হইয়া বাবিলনের অভিমুখে যাত্রা করিলেন । তিনি তথায় উপস্থিত হইলে, বাবিলনের সমস্ত বহির্দ্বার উদ্বাটিত হইল । আসীরিয়ার সমস্ত কার্যের বন্দোবস্ত করিয়া, পুনর্বার টাইগ্রীস্ অতিক্রমপূর্বক পার-

শ্যের রাজধানী সুসানগর অধিকার করিলেন। এখানে তিনি স্বর্ণময় ও রৌপ্যময় পঞ্চাশত সহস্র ট্যালেন্ট মুদ্রা প্রাপ্ত হইলেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত পারসীক সম্রাটদিগের বহু কাল সঞ্চিত নানাবিধ বহু মূল্য সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। এখন তিনি সৈন্য লইয়া প্রকৃত পারস্য জয়ে কৃতসংকল্প হইলেন। সুসার দক্ষিণ ভাগকে প্রকৃত পারস্য স্থান কহে। ইহার উত্তর ভাগ উন্নত পর্বতশ্রেণীতে অবরুদ্ধ। শুদ্ধ তাহারই মধ্য দিয়া যে কতকগুলি সংকীর্ণ পথ আছে, পর্বতবাসীরা এবং পারসীক সৈন্যেরা, সেই সকল পথ অবরুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে আঁসিতে দিবেক না, এই স্থির করিয়াছিল। কিন্তু আলেকজান্ডর স্বীয় সতর্কতা, ক্রতগামিত্ব এবং পারসীক পথ দর্শকদিগের সাহায্যে সেই সকল সঙ্কট অতিক্রম করিয়া, যথায় পারস্যের প্রাচীন রাজধানী পার্সিপোলিস বিরাজমান ছিল, এবং এক্ষণে যথায় মীরাজ নগর বর্তমান আছে, সেই সুবিস্তৃত উর্বর উপত্যকা বিভাগে প্রবিষ্ট হইলেন।

পার্সিপোলিসের রাজভবন দাহ।

আলেকজান্ডর, রাজধানী পার্সিপোলিস, সৈন্যদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া তন্নগর লুণ্ঠনের আদেশ করিলেন; পূর্বে জার্কিসিস্ অর্থেন্স নগর এবং যে সকল গ্রীক দেবালয় দক্ষ করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিশোধস্বরূপ সুরম্য পার্সিপোলিসের রাজভবন স্বয়ং

অগ্নিসংযোগ দ্বারা ভস্মসাৎ করিলেন । কথিত আছে, আলেকজাণ্ডর যখন সর্ব সাধারণকে উৎসব প্রদান করিয়াছিলেন, তখন সৈন্য সমবেত থাইস্ নামক একটা স্ত্রীলোক (বারাঙ্গনা) মদ্য পানে মত্ত হইয়া আলেকজাণ্ডরকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিয়াছিল যে, “রাজনু আপনি পার্সিপোলিসের রাজভবন ভস্মসাৎ করিয়া গ্রীকদিগের যত প্রীতিসম্পাদন করিলেন এত আর কিছুতেই নহে । অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরাও অতিশয় মদমত্ত হইয়া, তাহার এই বাক্যের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছিল । আলেকজাণ্ডরও সুরাশক্তিপ্রভাবে তাহার অনুমোদন করিয়াছিলেন । কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই আলেকজাণ্ডরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া রাজভবনে উপস্থিত হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিপিণ্ড সকল নিক্ষেপ করত শীঘ্র শীঘ্র ভস্মীভূত করিয়াছিল । এই উপাখ্যান সুপ্রসিদ্ধ কবি ড্রাইডেনের ইংরাজী ভাষায় রচিত কাব্যের প্রধান বিষয় ।

ডেরায়সের পরিণাম ।

পারস্যে চারিমাস অবস্থিতির পর, আলেকজাণ্ডর ডেরায়সের অনুসন্ধানে নির্গত হইলেন । ডেরায়স সৈন্যে একবাটানা পরিত্যাগ পূর্বক সমস্ত সম্পত্তি লইয়া, নিজ সাম্রাজ্যের উত্তরাংশে পলায়ন করত অধিক দূর না যাইতে যাইতেই ব্যাকট্রিয়ার বিচারপতি বেসস্ এবং তাঁহার আর দুই জন কর্মচারীর ষড়যন্ত্রে

পতিত হইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন । পশ্চিমধ্যে এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রেই, আলেক্‌জাণ্ডার নিজ অশ্বসৈন্য এবং সংগ্রামনিপুণ কতকগুলি পদাতিক সৈন্যের অগ্ৰে-
সর হইয়া বিশ্বাসঘাতকদিগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হই-
লেন । যাত্রাকালে শুদ্ধ আপন আপন অস্ত্র এবং দুই
দিবসের উপযুক্ত খাদ্য সামগ্রী মাত্র সৈন্যদিগের পথের
সম্মল ছিল । সৈন্যেরা ক্রমাগত গমস্ত রাত্রি এবং পর
দিবস মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত অনুসরণ করিয়া কিয়ৎকাল
বিশ্রামের পর পুনর্বার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল । তৃতীয়-
দিবস প্রত্যুষে আলেক্‌জাণ্ডারের লোকেরা, ডেরায়সকে
যে স্থানে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তথায় উপস্থিত
হইলে, আলেক্‌জাণ্ডার জানিতে পারিলেন যে, অন্যান্য
চক্রান্তকারীরা, সৈন্যে নিহিত বেসসূকে তাহাদের
প্রধান সেনানী করিয়া, দুঃখিতচিত্ত ডেরায়সকে
আবৃত্ত শকটে আবদ্ধ করিয়া পলায়ন করিয়াছে ।
তাহারা যাত্রাকালে এ অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করিয়াছিল
যে, যদি আলেক্‌জাণ্ডার তাহাদের অনুসরণ করেন,
তাহা হইলে ডেরায়সকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেক ।
যদি তাহা না করেন তবে, সৈন্য সংগ্রহপূর্বক স্বাধী-
নতা সংস্থাপনের চেষ্টা পাইবেক । এই সম্বাদে আলেক্-
জাণ্ডার সাহসের সহিত ক্রমাগত তাহাদের অনুসরণে
প্রবৃত্ত হইতে স্থিরনিশ্চয় হইলেন । কিন্তু তাঁহার
লোকেরা এবং অশ্ব সকল অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া-
ছিল বলিয়া, সে দিবস নিবৃত্ত থাকিলেন । রাত্রি শেষ

হইলে পুনর্ব্বার অসুধাবনে প্রবৃত্ত হইলেন । পর দিন মধ্যাহ্ন সময়ে, পূর্ব্ব দিবস বেসম্ যে গ্রামে অবস্থিতি করিয়াছিল, সেই গ্রামে উপস্থিত হইলে, তথায় বসিয়া এই স্থির করিলেন, “যদি মরুভূমি অতিক্রম করিয়া যাওয়া যায় তবে অতি শীঘ্রই পলাতকদিগকে ধরা যাইবেক ।” এই বলিয়া তুরঙ্গম সৈন্য সমভিব্যাহারে স্বয়ং সেই পথে যাত্রা করিলেন ; এবং সেনানীদিগকে সৈন্য লইয়া প্রকৃত পথ দ্বারা যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন ।

আলেকজাণ্ডর ঠিক সন্ধ্যার সময় যাত্রা করিয়া প্রাতঃকাল হইবার কিছু পূর্ব্বই বিদ্রুতদিগের নিকটে উপস্থিত হইলেন । তাহারা তৎকালে বিশ্রাম হইয়া ছিল । সে সময় হঠাৎ যে কেহ আক্রমণ করিবেক, ইহা উপলব্ধি করিতে পারে নাই, সুতরাং অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সকলে বিশ্রাম করিতেছিল । আলেকজাণ্ডরের এই হঠাৎক্রমণে প্রথমতঃ তাহারা পলায়ন করিল । বেসম্ এবং তাঁহার সঙ্গীগণ আপনাদিগকে দোষী বিবেচনা করিয়া ডেরায়স্কে লইয়া দ্রুত বেগে পলায়নে প্রবৃত্ত হইল । যখন দেখিল আলেকজাণ্ডরের হস্তগত হয় হয় হইয়াছে, তখন ডেরায়স্কে তাহত করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল । শুদ্ধ তাঁহাকে মারিয়াই বিরত হয় নাই, শকটের অশ্বদিগকেও হত করিয়া গিয়াছিল । ঘোটক সকল তুষার নাতর হইয়া শকট সহিত পথের নিকটবর্তী উপত্যকায় যে প্রসর

ছিল তাহাতে জল পান করিতে গিয়াছিল । পলিস্টেট্-টম্ নামক এক জন মাসিডোনীয় হঠাৎ তথায় জল পান করিতে আসিয়া ঐ শকট এবং ডেরায়স্কেও মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিল । মুমূর্ষু সত্ৰাট্ সেই মাসিডোনীয়কে এই বলিয়া দিয়াছিলেন, “আলেক্জাণ্ডর যে আমার পরিজনের পুত্র তাদৃশ সদ্যবহার করিয়াছেন, তাহার জন্য আমি তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি ; আর তিনি যে আমার জীবদ্ভিও মৃতদেহের শুভানুধ্যান করিয়াছেন ইহার জন্য আমি তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতেছি ” । এই সকল কথা বলিয়া পরে তাঁহার নিকট কিঞ্চিৎ জল প্রার্থনা করিলেন । পলিস্টেট্-টম্ জল আনিয়া যখন তাঁহাকে পান করিতে দিল তখন ডেরায়স্ তাঁহাকে ধারণপূর্বক পুনর্বার বলিলেন, “এই উপকারের জন্য আমি তোমাকে পুরস্কার দিতে পারি না, কিন্তু আলেক্জাণ্ডরই পুরস্কার পাইবার যোগ্য পাত্র । তাঁহার ভদ্রতা ও উদারতা নিবন্ধন দেবতারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিবেন । ” এই বলিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন । আলেক্জাণ্ডর সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ডেরায়সের মৃতদেহ অবলোকন করিলেন এবং ক্ষণকাল নেত্রজল পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয় গাত্র বস্ত্র দ্বারা ডেরায়সের মৃতশরীর আচ্ছাদিত করিয়া এই অভিপ্রায়ে সেই মৃতশরীর ডেরায়সের জননীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন যে, পারশ্বেয় সত্ৰাট্দিগের সমাধিক্রিয়া

যেকপে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা সেই কপেই সম্পন্ন হয় ।

আলেকজান্ডরের প্রতি চক্রান্ত ।

এক্ষণে আলেকজান্ডর কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব দক্ষিণবর্তী জাতি দিগের জয়ের নিমিত্ত অসি উদ্যত করিলেন । যদিও এই সকল দেশে শত্রু-প্রতিরোধের উপযুক্ত অনেকানেক উপায় ছিল, তথাপি তিনি শীঘ্র শীঘ্র সেই সকল জাতিকে স্ববশে আনয়ন করিলেন । অনন্তর বেনস ব্যাক্টিয়ার রাজপদবী অধিগত হইয়াছে শুনিয়া তাহার দমনার্থ তথায় যাত্রা করিবার উদ্দেশ্য করিতেছেন, এমন সময় একজন শান্তিরক্ষার প্রধান বিচারপতি, যে ইতিপূর্বে আলেকজান্ডরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, এক্ষণে তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তাঁহার সে উদ্যম ভঙ্গ হইল । তিনি এই সকল গোলযোগে আবদ্ধ থাকিলে, তাঁহার সৈন্যেরা তাঁহার প্রাণ বধের ষড়যন্ত্র করিবার উদ্দেশ্য পাইতে ছিল । এই সকল বিষয় অতিশয় অস্পষ্ট বলিয়া ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত পরিহার পূর্বক ইহার স্থূল তাৎপর্য গুলি পশ্চাৎ লিপিবদ্ধ হইল ।

সৈন্য সংক্রান্ত একজন সামান্য কর্মচারী ডিম্নস্ স্বয়ংই হটক, বা তন্মের সহিত মিলিত হইয়াই হটক, রাজার প্রাণবধের চেষ্টায় ফিরিতে ছিল, ডিম্নস্, নিকোনেকস্ নামক যে একটা যুবককে

অতিশয় ভাল বাসিত, তাহার নিকট স্বাভি-
প্রায় ব্যক্ত করিলে, সেই যুবক ডিম্নসের এই ভাসদ-
ভিপ্রায় অবগত হইয়া বিস্মিত হইল ; এবং এই বৃত্তান্ত
আলেকজান্ডরের কর্ণগোচর করিবার মানস করিল।
কিন্তু স্বয়ং যাওয়া বলিতে সাহস না করিয়া তাহার
সহোদর নিবালিনস্কে তদ্বিষয়ে নিযুক্ত করিল। নিবা-
লিনস্ আবার পানোনিয়োর পুত্র ফিলোটাস্কে উক্ত
বিষয়ের জ্ঞাত অনুরোধ করিল। ফিলোটাস্ একজন
উচ্চপদবীন্হ কর্মচারী ছিল, এবং সর্বদাই রাজার
সহিত সাক্ষাৎ করতে পারিত, এজন্য ফিলোটাস্
তাহাতে সম্মত হইল ; কিন্তু ফিলোটাস্ উক্ত বিষয়
আলেকজান্ডরকে জানায় নাই শুনিয়া নিবালিনস্
বিস্ময়াপন্ন হইয়া পুনর্বার ফিলোটাসের নিকট গমন
পূর্বক তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে উত্তর করিল,
“রাজার নিকট নিবাভাগে সর্বদাই লোক থাকে,
এজন্য বলিবার অবকাশ পাই নাই, তদ্য নিশ্চয়ই
এই বিষয় আলেকজান্ডরকে নিবেদন করিব।” পরে
যখন জানিতে পারিল যে, সেদিবসও সেই কথা রাজার
কর্ণগোচর করে নাই, তখন ফিলোটাসের প্রতি ভ্রাতৃ-
দ্বয়ের অবিশ্বাস জন্মিয়া গেল। তখন তাহার। একজন
রাজ ভৃত্যকে উক্ত বিষয়ে নিযুক্ত করিলে, সে তৎক্ষণাৎ
যাইয়া রাজাকে জানাইল। রাজা ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট
ইহার আত্ম বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ডিম্নসকে ধরিবার

ডিমনস্ নিজ রহস্য ব্যক্ত হইয়াছে জানিয়া আত্মহত্যা দ্বারা প্রাণত্যাগ করিল।

অতঃপর তদ্বিষয়ের আর কোন অনুসন্ধান হয় নাই। কেবল ফিলোটাসের চরিত্রের উপর সন্দেহ হওয়াতে আলেকজাণ্ডর প্রাচীন মাসিডোনীয় রীতি অনুসারে তাহাকে সমস্ত সৈন্যের সম্মুখে আনয়ন পূর্বক তাহার দোষাদোষ বিচার করিবার মানস করিলেন। রাজা তাহার প্রতি দোষারোপ করিলে, সে নানা প্রকার প্রমাণ দ্বারা নিজদোষ খণ্ডন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সংগ্রামিক বিচারপতিরা ফিলোটাসকে দোষী বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ শর দ্বারা তাহার প্রাণ বধ করিল। বিবেচনা করিতে গেলে, এই বিচার অন্যায় হয় নাই। কারণ ডিমনস্ শুদ্ধ ফিলোটাসের প্রতিপোষক ছিল ; কিন্তু মাসিডোনীয় সম্রাটদিগের স্বভাবই এই যে, তাহারা রাজাকে নষ্ট করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইতে অভিলাষ করিয়া থাকে। ফিলোটাসও বোধ হয় সেই অভিপ্রায় করিয়াছিল। তাহার যেকপ সুবিধা ছিল। সে যদি আলেকজাণ্ডরকে মারিতে পারিত তাহা হইলে, সে প্রধান সৈন্যপতে নিযুক্ত ছিল, অনায়াসেই সৈন্যদিগকে আপনার বশীভূত করিতে পারিত, এবং পিতার সাহায্যে রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিত।

পার্মানিয়োর মৃত্যু ।

পার্মানিয়ো স্বপুত্রের এই অভিপ্রায়ে সংস্কৃত ছিলেন কি না যদিও তাহা কেহই জানিত না তথাপি পার্মানিয়োর জীবন নাশ করা সর্বতোভাবে বিচার-সিদ্ধ হইল । তৎকালে পার্মানিয়ো মীডিয়ায় ছিল । এজন্য একজন কর্মচারীকে কতকগুলি শরীররক্ষক সমভিব্যাহারে মীডিয়ায় প্রেরণ করা হইল, এবং তাহার পুত্রের প্রাণদণ্ডের সংবাদ তাহার নিকট পৌঁছিবার পূর্বে, যাহাতে সে ব্যক্তি তথায় পৌঁছিতে পারে, এজন্য কতকগুলি উষ্ট্র দ্বারা মরুভূমি অতিক্রম করিয়া যাইতে আদেশ করা হইল । ইহার সহিত যে দুইখানি পত্র প্রেরিত হইল, তাহার এক খানি রাজার লিখিত, আর এক খানি ফিলোটাসের স্বাক্ষরিত; যেন ফিলোটাসই লিখিয়াছে । প্রধান প্রধান কর্মচারীদিগের নামে আরও কতকগুলি পত্র প্রেরিত হইল । তাহাতে এই মাত্র লিখিত ছিল যে, প্রেরিত ব্যক্তির মতানুসারে সকলে কর্ম করিবেক । যদিও উভয় স্থান ন্যূনাধিক ২৮০ ক্রোশ অন্তর ছিল, তথাপি প্রেরিত ব্যক্তি দেশীয় লোক দ্বারা একাদশ দিনের মধ্যে সমস্ত কর্মচারীদিগের সহিত সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া পার্মানিয়োর অপেক্ষা করিতে লাগিল । পার্মানিয়ো রাজভবনের বৃক্ষবীথিকায় ভ্রমণ করিতেছে এমন সময় আলেকজান্ডরের পত্র প্রাপ্ত হইয়া তাহা পাঠ করিয়া বলিল, “এক্ষণে রাজা অন্য যুদ্ধযাত্রায়

ব্যাপ্ত হইবার উদ্যোগে আছেন ; তাহার অধ্যবসায়ের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়, কিন্তু আপনার প্রাণ বাঁচানও রাজার কর্তব্য।” অনন্তর ফিলোটাসের পত্র পাঠ করিয়া ঐষৎ হস্ত্য করিল। পত্র পাঠ সমাপ্ত হইতে না হইতে সৈন্যেরা তরবারি দ্বারা তাহার প্রাণনাশ করিল। পার্মিনিয়ো দোষী এই জন্য তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল, এই রাজপত্র তাহাদের নিকট পঠিত হইল।

বেসম্ভূত এবং মৃত।

অনন্তর আলেকজান্ডর পূর্বাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং যাহাকে এখন কাবেল্ কহে, সেই দেশ স্ববশে-
আনয়ন করিয়া, তথায় কাবেল নামে নগর প্রতি-
ষ্ঠাপিত করিলেন। শীত ঋতু প্রায় শেষ হইলে, কাবেল্
এবং বাকট্রিয়ার মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণীতে আরোহণ
করিলেন। তথায় সৈন্যগণ বরফের আতিশয্যে এবং
খাদ্যাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইলেও আলেকজান্ডরের
গতিরোধ হয় নাই ; তিনি অনায়াসেই ঐ সর্বতশ্রেণী
অতিক্রম করিলেন। এদিকে বেসম্, পাছে ধৃত হয়, এই
আশঙ্কায় দ্রুতবেগে জাইক্সন্ নদী অতিক্রম করিয়া
সগুডিয়ানায় উপস্থিত হইল। জাইক্সন্ এবং সাইক্সনের
মধ্যবর্তী প্রদেশকে সগুডিয়ানা কহে। সমস্ত বাকট্রিয়া
প্রদেশ আলেকজান্ডরের বশীভূত হইলে, তিনি বেসমের
অনুধাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। জাইক্সন্ নদী প্রায় অর্ধ

মাইল প্রশস্ত থাকার সহজে পার হওয়া কঠিন হইল, এজন্য রুকের ত্বকের ভিতর শুষ্ক তুণ পুরিয়া কাছি প্রস্তুত করা হইল ; এবং তদ্বারা ভেলা বা ক্রিয়া সৈন্যেরা পাঁচ দিনে উক্ত নদী উত্তীর্ণ হইল । ইহার কিছু পরেই তাহার দুই জন সহকারী বেসস্কে মাসিডোনীয়দিগের হস্তে সমর্পণ করিল । আলেকজান্ডর সাধারণ সমক্ষে কশাঘাত দ্বারা উত্তমরূপে শাস্তি দিয়া আপাততঃ বেসস্কে ব্যাক্টিয়ায় প্রেরণ করিলেন । কিছুদিন পরে একবাটানায় প্রেরিত হইল ; এবং ডেরায়সের পরিবারের হস্তে নিঃক্লিপ্ত হইলে, তাহার ষৎপরোনাস্তি যত্ন দিয়া তাহার প্রাণবধ করিল ।

সীমায় সংগ্রাম ।

সগ্‌ডিয়ানা পৃথিবীর যাবতীয় প্রদেশ অপেক্ষা উর্বরা এবং প্রীতিকর স্থান, আলেকজান্ডর এই প্রদেশের স্বভাবসিদ্ধ উপকারিতা অবলোকন করিয়া সাইক্সন্ নদীর উপকূলে একটি নগর নির্মাণ করিবার আশয়ে যাত্রা করিলেন । কিন্তু সগ্‌ডিয়ানা এবং ব্যাক্টিয়ার অধিবাসীরা তন্নিবারণের জন্য বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়া যাবতীয় মাসিডোনীয় সৈনিকপুরুষদিগকে হতাহত করিতে লাগিল । আলেকজান্ডর নিজ স্বাভাবিক ওজঃস্বিতা ও ক্ষিপ্ৰকারিতা প্রদর্শন পূর্বক তিন দিনের মধ্যে বিদ্রোহীদিগের পাঁচটি নগর অপরূপ করিয়াছিলেন । পরিশেষে তিনি সগ্‌ডিয়ানার রাজ-

ধানী সাইরোপোলিস্ বিধ্বস্ত করিলেন । সীথীয় বা তুরস্কবাসীরা সাইহুনের অপর পারে বাস করিত । তাহারা সগুডিয়ানার অধিবাসীদিগের সাহায্য করিবার আশয়ে অপর পারে প্রভূত অশ্বসৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল । আলেক্জাণ্ডর কাষ্ঠফলক এবং ত্রুক্ষ অবলম্বন করিয়া সসৈন্যে নদী উত্তীর্ণ হইয়া শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ; এবং তাহাদের সহস্র লোককে হতাহত করিয়া, অবশেষে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন ; পরে কতক দূর পর্য্যন্ত তাহাদের অনুসরণ করিয়া, অবশেষে কদর্য জলপান দ্বারা তাঁহার পীড়া তাঁহার উপস্থিত হইল । লোকেরা তাঁহাকে লইয়া সাইহুনের তীরে ফিরিয়া আসিল । ইহার কিছু পরেই সীথীয়েরা সন্ধি প্রার্থনা করিলে, আলেক্জাণ্ডর তাহাতে সম্মত হইলেন ; এবং সাইহুন্ নদীর অপর পারে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । আশিয়ায় প্রবেশ করা অবধি তাঁহার অনেক ক্ষতি হইয়াছিল । প্রায় পাঁচ সহস্র লোক শত্রু হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল । সগুডিয়ানাবাসী এবং ব্যাক্ট্রীয়দিগের সহিত সংগ্রাম ক্রমাগত দুই বৎসর চলিয়া, অবশেষে যদি এই সংগ্রাম সন্ধি দ্বারা নিরস্ত না হইত, তাহা হইলে মাসিডোনিয়দিগের সাধারণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া, হয় তো মাসিডোনিয় শক্তি একেবারেই সমুন্মূলিত হইয়া যাইত ।

অগ্নিপাত-প্রথা ।

আলেকজাণ্ডর বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রাচীন পারসীক রীতি কিয়ৎ পরিমাণে প্রবর্তিত না করিলে, শুদ্ধ বল দ্বারা তাঁহার সাম্রাজ্য রক্ষা হইবেক না । এজন্য তিনি প্রথমতঃ পারসীক রাজপরিচ্ছদ ধারণ করিলেন । পারস্যের প্রাচীন আচারের মধ্যে সম্রাটকে সাষ্টাঙ্গে অগ্নিপাত করা অধিক প্রচলিত ছিল ; কিন্তু দেবতাকেই সাষ্টাঙ্গে অগ্নিপাত করিতে হয়, এই সংস্কার গ্রীকদিগের বদ্ধমূল থাকায় এই প্রথা প্রচলিত করিবার পূর্বে প্রথমতঃ ইয়ুরোপীয় দিগকে সম্বৃত্ত করা আলেকজাণ্ডরের নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল । কারণ তিনি নিশ্চয় জানিয়াছিলেন যে, এ প্রথা সর্ব সাধারণে প্রচলিত করিবার বিষয়ে মাসিডোনীয়দিগের কখনই মত হইবেক না ; এবং ইহা ব্যতিরেকেও তিনি পারসীক প্রজাদিগের নিকট প্রকৃত সম্রাট বলিয়া অবলোকিত হইবেন না । অতএব তিনি উভয় দিক বজায় রাখিয়া তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিলেন ; ইহাও ভাবিলেন, গ্রীকদিগকে এবিষয়ে লওয়াইতে হইলে, বেকস্ হার্কিয়ুলিস্ এবং অন্যান্য দেবপ্রতিম ব্যক্তিদিগের প্রতি তাহাদের যেকপ ভক্তি আছে, তাঁহার প্রতিও তদনুরূপ সংস্কার জন্মাইয়া দিতে হইবেক, তবে

কোন মহোৎসব উপলক্ষে প্রচারিত করিবার বন্দোবস্তে প্রবৃত্ত হইলেন ।

আলেকজান্ডর এই অভিপ্রায় সংসিদ্ধির জন্য বিজ্ঞানশাস্ত্র বিশারদ কতকগুলি লোক নিযুক্ত করিয়া, আনাক্সার্কস্ নামক এক জনকে অভিপ্রেত বিষয়ের অনুকূল উপদেশ দিবার জন্য নিয়োজিত করিলেন । উৎসবের দিবস সকলেই যখন সুরাপানে মত্ত হইয়া আসিল, সেই সময় আনাক্সার্কস্ বলিয়া উঠিলেন, “ইহা সকলেরই বিদিত আছে যে, রাজা বেকস্ বা হার্কিয়ুলিস্ অপেক্ষা অধিক সম্মান পাইবার যোগ্য । যখন রাজার লোকান্তর হইলে অবশ্যই মাসিডোনিয়েরা ইহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিবেক, তখন ইহার জীবিতাবস্থায় ইহাকে তাহা অপেক্ষা অধিক সম্মান করা সর্বতোভাবে বিধেয় হইতেছে ।” এই কথা শুনিয়া অধিকাংশ লোকেই নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলে, বিজ্ঞান শাস্ত্র বিশারদ ক্লিস্থিনিস্ বলিলেন ; “আনাক্সার্কস্ যাহা বলিলেন তাহা খোসামোদ মাত্র ; আর উক্তরূপ প্রথা প্রচলিত করা রাজনীতির সম্পূর্ণবিরুদ্ধ বৃথা আড়ম্বর মাত্র ।” মাসিডোনিয়েরা ইহার মতে মত দিলে, রাজা সে অভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, এ প্রথা প্রচলিত করা বন্ধ রহিল, তাহার প্রয়োজন নাই । কিন্তু সমস্ত পারসীক সম্রাটেরা তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া দেশের প্রচলিত প্রথা উদাহরণ প্রদর্শন করিলে, লিয়নেটস্

তাহাদিগকে উপহাস করিলেন। তাহাতে আলেকজাণ্ডর অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন।

ক্রাইটসের মৃত্যু।

আলেকজাণ্ডর ব্যাকট্রিয়ায় শীত ঋতু যাপন করিতেছেন এই সময় বেকস্-দেবের মহোৎসবের দিন উপস্থিত হইল। তিনি তাহা কাস্টর্ এবং পালক্লের মহোৎসবের দিন বলিয়া প্রচার করিয়া দিলেন। কিন্তু কি কারণে একপ করিলেন তাহা বলা যায় না। কি পারসীক কি মাসিডোনীয় সকল লোকেই সুরাপানে মত্ত হইয়া আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে যমজদ্বয় এবং হার্কিয়ুলিসের অবদান বিষয়ক কথোপকথন চলিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিয়া উঠিল, আলেকজাণ্ডরের অবদানের নিকট ইহাদের অবদান কিছুই নহে। ইহা শুনিয়া ক্রাইটস্, যিনি গ্রানিকসে আলেকজাণ্ডরের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, সুরাপানে মত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন “তোমরা যে সকল অবদানের কথা ব্যক্ত করিতেছ তাহাতে আলেকজাণ্ডরের পৌরুষ কিছুমাত্র নাই। মাসিডোনীয়দিগের পৌরুষই তাহার কারণ।” কেহ কেহ আলেকজাণ্ডরের সহিত তুলনা করিয়া ফিলিপের কার্যের নিন্দা করিতে লাগিল। ইহা শুনিয়াও ক্রাইটস্ পুনর্বার জাগিয়া উঠিল এবং ফিলিপের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল। আলেকজাণ্ডরকে গ্রানিকসের

রক্তাক্ত শরণ করাইয়া দিয়া বলিল “আলেকজাণ্ডর !
 এই হস্ত সে দিবস তোমাকে রক্ষা করিয়াছিল ।”
 আলেকজাণ্ডরও সুরাপানে মত্ত ছিলেন । ক্লাইটসের
 এই গর্বিত বচন শ্রবণ করিয়া লক্ষ প্রদান পূর্বক বেগে
 ক্লাইটসের দিকে যাহতে উদ্যত হইলে, তাঁহার বন্ধুরা
 তাঁহাকে নিবারণ করিল । অনন্তর কতকগুলি লোক
 ক্লাইটসকে তথা হইতে সরাইয়া দিল । কিন্তু আলেক-
 জাণ্ডর ক্রোধভরে ক্লাইটসকে গালি দিতে আরম্ভ
 করিলেন । তৎ অবশেষে ক্লাইটস, অগ্রসর হইয়া বলিল,
 “আলেকজাণ্ডর ! হেথায় ক্লাইটস, অগ্রসর হও ।”
 আলেকজাণ্ডর শরীররক্ষকদিগের এক ব্যক্তির হস্ত
 হইতে এক মাছা-বর্শা লইয়া জনতার মধ্য দিয়া দ্রুত-
 বেগে গমন করিয়া ক্লাইটসকে এমন আঘাত করিলেন
 যে, সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল । তাহার বিনাশ সাধন
 করিয়া আলেকজাণ্ডরের চৈতন্য হইল, এবং তৎক্ষণাৎ
 বর্শার পশ্চাদ্ভাগ প্রাচীরে বিদ্ধ করিয়া তদ্বারা আপ-
 নার প্রাণবধের চেষ্টায় উদ্যত হইলেন । কিন্তু লোকেরা
 তাঁহাকে এই ব্যাপার হইতে নিরস্ত করিয়া তাঁহার
 বাস গৃহে লইয়া গেল । তথায় তিন দিবস এক বিন্দু
 জল পর্য্যন্তও গ্রহণ করেন নাই, কেবল এই বলিয়া
 বিলাপ করিয়াছিলেন । “হা ধাত্রি ! তুমি আমাকে
 কেন প্রতিপালন করিয়াছিলে ? যদি আমাকে প্রতি-
 পালন না করিতে, তাহা হইলে এই নৃশংস ব্যাপার
 কখনই সাধিত হইত না । হায় ! আমি কেন জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলাম। যিনি আমাকে শিশুকালাবধি লালন পালন করিয়াছিলেন, আমি তাঁহারই জাতার প্রাণ বধ করিলাম। আমি অতিশয় পাপিষ্ঠ ও যারপর নাই নরাধম।” অবশেষে তাঁহার বন্ধুরা নানা প্রকার বুঝাইয়া তাঁহার শোক নিবারণ করিলে, তিনি পূর্ববৎ স্বকার্যে ব্যাপৃত হইলেন।

পার্বতীয় দুর্গ আক্রমণ ।

বসন্তকাল উপস্থিত হইলে আলেকজাণ্ডর সৈন্য সামন্ত লইয়া ঐ দেশের পার্বতীয় দুর্গ সকল আক্রমণ করিবার জন্য বহির্গত হইলেন। ঐ সমস্ত দুর্গের মধ্যে অক্সিয়াটিস্ নামক এক জন সেনাপতির একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। এই দুর্গ এমন একটি পর্বতময় স্থানে অবস্থিত যে, তাহা সহজে আক্রমণ করা মুকঠিন, এবং অসংখ্য রক্ষক এবং খাদ্য সামগ্রীতে পরিপূর্ণ। আলেকজাণ্ডর সেই দুর্গ আক্রমণ করিলে, দুর্গবাসীরা কহিল, যদি তাঁহার সেই স্থান গ্রহণ করিবার অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে তিনি পক্ষধারী সৈন্য সকল আনয়ন করুন। এই অপমান-জনক বাক্যে সঙ্কুচিত হইয়া নিজ সৈন্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, যাহারা এই পর্বতে আরোহণ করিতে সমর্থ হইবেক, তিনি তাহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে পারিতোষিক দিবেন। অনন্তর সমস্ত সৈন্যের মধ্য হইতে তিন সহস্র লোক সঙ্কলিত হইল। পর্বতটি বরফে আচ্ছন্ন। স্থানে

স্থানে যুদ্ধিকা দেখিতে পাওয়া যায়, এজন্য তাহারা প্রথমতঃ যনীভূত বরফের উপর লৌহকীল প্রোধিত করিয়া তাহাতে কঠিন ও স্থূল রজ্জু ঝুলাইয়া দিল । অনন্তর রাত্রিযোগে যাত্রা করিয়া অতিশয় দূরারোহ প্রদেশ সকল রজ্জু এবং লৌহকীল অবলম্বন করিয়া অতিক্রম করিতে লাগিল । এই সকল দূরারোহ স্থানে প্রহরী কি রক্ষক কিছুই ছিল না ; সুতরাং তাহারা অবাধে সেই সকল স্থান অতিক্রম করিতে লাগিল । পর্বতের শিখরদেশে অধিরোহণ কালে তাহাদের চল্লিশ জন পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল । অনন্তর তাহারা আলেকজাণ্ডরের আদেশানুসারে পতাকা সকল উড়ডীন করিল । পরে আলেকজাণ্ডর এক জন দূত দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন যে, আলেকজাণ্ডর পক্ষবিশিষ্ট সৈন্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তোমরা এখন তাঁহার শরণাগত হও । এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া দুর্গবাসীরা মস্তকোপরি সৈন্যদল দেখিতে পাইল । এবং ভয়ে ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ দুর্গ সহিত তাঁহার শরণাগত হইল । আলেকজাণ্ডর অক্সিয়াটিসের সমস্ত পরিবারকে বন্দীকৃত করিয়া আনয়ন করিলেন । তিনি অক্সিয়াটিসের কন্যা রক্সানার সৌন্দর্য্য বিমোহিত হইয়া অবিলম্বে তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন ।

হার্মোলায়স্ এবং ক্রিস্থিনিসের মৃত্যু ।

এই সকল প্রদেশে থাকিয়া আলেকজাণ্ডর যুগয়া

৩২৪ হার্মোলায়স্ এবং ক্লিস্থিনিমের মৃত্যু । [১৪শ অ

দ্বারা আমোদে কাল যাপন করিয়াছিলেন । তথায় রাজার অসংখ্য উদ্যান ছিল ; এবং তাহাতে সিংহ প্রভৃতি নানাবিধ জন্তু থাকিত । একদা এক পশুরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে লক্ষ করিয়া ক্রমসঙ্ক্ৰা করিতে ছিল, এমন সময় তাহার এক জন কর্মচারী ক্লিস্থিনিমেক্স তাহা দেখিতে পাইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল । এই ব্যক্তি ইতিপূর্বেই ইয়ুফ্রেটিমের উপকূলে একটা সিংহকে নষ্ট করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল । আলেকজাণ্ডর সর্বপ্রকার যশোলিপ্সু হইয়া তাহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, “ আমিও তোমার মত একটা সিংহ নষ্ট করিব । ” এই বলিয়া বর্শা লইয়া সিংহের সম্মুখে ধরিলেন । সিংহ যেমন আক্রমণ করিল অমনি তদ্বারা তাহাকে নিহত করিলেন । একদা যুগয়া গমন কালে একটা বন্য বরাহ আলেকজাণ্ডরকে আক্রমণ করাতে হার্মোলায়স্ নামক একজন রাজভৃত্য সেই বরাহকে নিহত করিলে, আলেকজাণ্ডর তাহার প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত রাজ ভৃত্যের সম্মুখে তাহাকে কশাঘাত করিতে আদেশ করিলেন, এবং তাহার অশ্ব কাড়িয়া লইলেন । হার্মোলায়স্ অতিশয় তেজস্বী ছিল ; এজন্য সে রাজশোণিত দ্বারা এই অপমান কালিত করিতে কৃতসংকল্প হইলে, তাহার কয়েকজন বন্ধু এই কর্মে তাহার সহিত ব্যাপৃত হইল । এবং তাহারা পরামর্শ করিল, রাজা যৎকালে নিদ্রা যাইবেন, সেই সময় তাহাকে বিনষ্ট করিবেক । সেই রাতে আলেক্-

জাগর আহাৰাদি করিয়া বিজ্ঞানার্থ বিজ্ঞান ভবন
গমন করিতেছেন এমন সময় একজন সীরীয় কামিনীর
সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এই কামিনী সৈন্য-
দিগের সহিত সীরিয়া হইতে আসিয়াছিল। বোধ
হয় রাজা তাহার প্রতি আনন্দ হইয়াছিলেন। সে
অবশিষ্ট নিশাভাগ তাহার সহিত আমোদ প্রমোদ
করিয়া অতিবাহিত করিবার অনুরোধ করিলে, আলেক-
জান্দ্র সম্মত হইয়া সে রাত্রি তাহার সহিত আমোদ
প্রমোদ করিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে এক জন
সহচর হার্মোলায়সের যত্নে জানিতে পারিয়া রাজার
নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া দিল। অনন্তর চক্রান্ত
কারীদিগকে ধরিয়া অশেষবিধ যন্ত্রণা দিতে লাগিল।
তাহারা আপনাদের দোষ স্বীকার করিলে, বিচারার্থ
তাহাদিগকে সাংগ্রামিক বিচারভার আনীত হইল।
বিচারপতিরা বিচার দ্বারা তাহাদের প্রাণদণ্ডের
অজ্ঞা করিলে, প্রস্তরাঘাত দ্বারা তাহাদিগকে বিনষ্ট
করা হইল।

হার্মোলায়স্ খ্রিস্থিনিমের নিকট বিজ্ঞান শাস্ত্রের
পাঠ স্বীকার করিয়াছিল, একারণ তাঁহার সহিত
হার্মোলায়সের বিশেষ আনুরক্তি ছিল। এই সুত্রে
হার্মোলায়স্ এবং তাহার সঙ্গীগণ সকলের নিকট
যুক্তকণ্ঠে এই ব্যক্ত করিল যে, খ্রিস্থিনিমের আদে-
শানুসারে তাহারা এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।
প্রতিপাত প্রথা প্রচলিত হইবার সময় খ্রিস্থিনিম্

তাহার 'বিপক্ষতাচরণ' করিয়াছিলেন, সেই অবধি তাহার প্রতি আলেকজাণ্ডর জাতক্ৰোধ ছিলেন। এই সুযোগে আলেকজাণ্ডর তদীয় বিপক্ষতাচরণের প্রতি-শোধ স্বরূপ সেই বিজ্ঞানশাস্ত্রবেত্তার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলে; তিনি লৌহে নিঃক্ষিপ্ত হইলেন। কেহ বলেন তিনি কারাগারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। অন্যে বলেন নানা প্রকার যন্ত্রণা দিয়া অবশেষে তাহাকে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ভারতবর্ষ আক্রমণ।

এক দেশের পর অন্য দেশ এক রাজ্যের পর অন্য রাজ্য জয় করিয়া অবশেষে, সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হইব, এই ছরাশা মাসিডোনিয়ার নব্যৌষনগর্ভিত নরপতির দুর্নিবার বাসনা হইয়া উঠে, এজন্য আলেকজাণ্ডর সমস্ত ইউরোপ ও পারস্য জয়েও সন্তুষ্ট না হইয়া (খৃঃ পূঃ ৩২৬ ভারতভূমির প্রতি কটাক্ষ করিলেন। ব্যাকট্রিয়া এবং সগ্দিয়ানার সংগ্রাম সমাপ্ত হইলে, মহাবীর আলেকজাণ্ডর ছরাকাজ্ঞাপরতন্ত্র হইয়া স্লেচ্ছ-জাতির অপ্রবিষ্টপূর্ব পরম সমৃদ্ধ ভারতভূমি আক্র-

মণার্থ সসৈন্যে নির্গত হইলেন, এবং হিন্দুকুম গিরি অতিক্রম পূর্বক আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া অবাধে সিন্ধুতীরভিমুখে যাত্রা করিলেন । প্রয়াণকালে অসু-
সিন্ধু প্রদেশের অধিবাসীরা আপন আপন নগর রক্ষার্থ প্রচুর সাহসিকতা সহকারে তাঁহার সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তাহা-
দের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং একাদিক্রমে জয় লাভ করত পরিশেষে হঠাৎ একদা স্কন্ধদেশে বিষম ক্লেশকর এক আঘাত প্রাপ্ত হইলেন ।

ইতি পূর্বে সিন্ধুর পূর্ব পারশ্বে তক্ষশিল নামক কোন নরপতির সহিত আলেকজান্ডরের এক সন্ধি স্থাপন হইয়াছিল । এজন্য নদী অতিক্রমকালে তাঁহার কোনরূপ বিঘ্ন ঘটে নাই, অবাধে সসৈন্যে নৌসেতু দ্বারা সিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া তক্ষশিলের রাজধানীতে উপ-
স্থিত হইলেন । এবং কিছুকাল তথায় বিশ্রাম করিয়া পাশা অতিক্রমণাভিলাষে তদভিমুখে যাত্রা করিতে লাগিলেন । তৎকালে ইহার পূর্ব পারের ভূমি 'গাং পোরস্' নামক প্রবল পতাকান্ত রাজার অধীন ছিল । আলেকজান্ডর আসিতেছেন শুনিয়া এবং আক্রমণ-
কর্তার বশ্যতা স্বীকার করা নিতান্ত কাপুরুষের কর্ম বিবেচনা করিয়া, পোরস্ তাঁহাকে নদী পার হইতে দিবেন না, এই আশয়ে নদীর অপরকূলে হস্তি, অশ্ব,

১ গ্রীস ইতিহাসে এই নাম প্রাপ্ত হয় কিন্তু বোধ হয়, পোরস বংশীয় কোন নরপতির উপাধি এই রূপে অপভ্রংশিত হইয়া থাকিবেক।

রথ, পদাতি সম্বলিত চতুরঙ্গবল সুসজ্জিত করিয়া রাখিলেন। আলেকজাণ্ডর, নদীতীরে উপস্থিত হইলেন এবং তথাকার নদী অর্ধক্রোশের অধিক বিস্তৃত, ভীষণ তরঙ্গমালায় পরিপূর্ণ, এবং অতলস্পর্শ দর্শনে নিতান্ত দুস্তর বিবেচনা করিয়া কিঞ্চিদধিক শত বৎসর পরে হানিবলরোন্ উদ্ভীর্ণ হইবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিলেন। অর্থাৎ ভাবিলেন নিজ সৈন্যের একাংশ মাত্র সঙ্গে লইয়া, বিপক্ষদিগের অজ্ঞাতসারে নদীর উদ্ধভাগে গমন করিয়া শত্রুশিবির আক্রমণ করিবেন। এদিকে সেই সুযোগে অপরাপর সৈন্যেরা আপনাদের পথ করিয়া লইবে। কিন্তু তাঁহাদের যে প্রয়াস বার্থ হইল। গেলস পোরস্ যথাকালে তাহার এই অভিসন্ধির উদ্দেশ্য পাইয়া সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে আলেকজাণ্ডরের প্রতিকূলে সৈন্য চালনা করিলেন। তথায় ভয়ানক সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ভারতবর্ষীয়েরা প্রথমতঃ দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, আলেকজাণ্ডর জয় লাভ সুকঠিন বিবেচনা করিতেছিলেন; ইত্যবসরে ভারতবর্ষীয়দিগের হস্তিসৈন্য উন্মত্ত হইয়া তাহাদেরই অনেক লোক সংহার করিল, এবং অবশিষ্ট সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ইউরোপীয়েরা সুশৃঙ্খলা ও কৌশলের বলে সম্পূর্ণ জয় লাভ করিল। এতদর্শনে পোরস্ ভীষণমূর্ত্তি ধারণ পূর্বক সর্বদিক শরীর প্রদর্শন করিলেন এবং সমরনিপুণ এক হস্তি-

পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, বংশোদ্ভিত অশ্বক পুরুষকার প্রদর্শন পূর্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আলেকজান্ডর তাঁহার সাহসিকতা, সাহসুতা এবং ভয়ঙ্কর পরাক্রম দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যখন দেখিলেন পোরস্ আহত হইয়াছেন, তখন তাঁহার প্রাণরক্ষার মানসে তক্ষশিলের দ্বারা তাঁহাকে শরণাগত হইবার জন্য বলিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু পোরস্ তাঁহাকে প্রত্যেক বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রাণবধে উদ্যত হইলে, তক্ষশিল পলায়ন করিলেন। আলেকজান্ডর লোকের উপর লোক পাঠাইতে লাগিলেন। অবশেষে হিন্দুরাজ আলেকজান্ডরের সমক্ষে নীত হইলে, আলেকজান্ডর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার মনে মনে কোন অভিপ্রায় আছে কি না? রাজা বলিলেন, “আমাকে রাজার মত সম্মান কর আমি এই চাই” আলেকজান্ডর তাহাতেই সম্মত হইয়া, পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কিছু আছে? পোরস্ বলিলেন, “উহাতেই যথেষ্ট হইবেক।” আলেকজান্ডর পোরসের এই উন্নতশরতা অবলোকনে চমৎকৃত হইয়া তাঁহার বন্দীভাব মোচন করিয়া দিলেন। এবং অপদে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া তাঁহার সাত্রাজ্যের সীমা বাড়াইয়া দিলেন।

আলেকজান্ডর ভারতবর্ষের যে ভাগ আক্রমণ করিয়াছিলেন, পারসীকেরা তাহাকে পঞ্চাব বা পঞ্চনদ কহিত (অর্থাৎ যে প্রদেশ দিয়া পাঁচটি নদী প্রবা-

হিত হইতেছে) দুইটী মাত্র অতিক্রম করিবার পর ঐ সকল ঘটনা ঘটে। অনন্তর তিনি আর দুইটী পার হইয়া অবশেষে শতক্রতীরে উপনীত হইলেন। তথায় উপনীত হইয়া সংবাদ পাইলেন যে, ইহার অপর পারেই এক প্রবলপ্রতাপ ভারতবর্ষীয় হিন্দু সম্রাটের আধিকার। এই সংবাদে তাঁহার সাহস অধিকতর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অতঃপর প্রসিদ্ধ অমুগল প্রদেশে প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া আশ্লাদমাগরে নিমগ্ন হইলেন। এবং ইহা অতিক্রম করিয়াই, যে সমুদ্র ধরণীমণ্ডল বেষ্টিত করিয়া আছে, সেই মহা সমুদ্র প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া তাঁহার দৃঢ়তর প্রতীতি জন্মিল। কিন্তু তাঁহার যাবতীয় সৈন্য এদেশে প্রবেশ করিয়া অবধি ক্রমাগত ছরস্তু সংগ্রাম করিয়া করিয়া একান্ত পরিশ্রান্ত হওয়ায়, পূর্বোক্ত সংবাদে ভীত হইয়া আর অগ্রসর হইতে অস্বীকার করিল, এবং আর যাইবেনা বলিয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিল। তিনি অশেষবিধ বক্তৃতা দ্বারা এই গোলযোগ নিবারণের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন; কিন্তু সব ব্যর্থ হইল। তিনি তিন দিবস কাল শিবিরে বদ্ধ থাকিলেন, এবং সৈন্যদিগকেও থাকিতে হইল। অবশেষে অসাধ্য দেখিয়া প্রত্যাগমনের আদেশ করিলেন। এই আজ্ঞা জয় জয়কার করিয়া সর্ব সাধারণে অভিনন্দন করিল।

নদী অবরোধন ।

পঞ্চাবের মহতী নদী সকল প্রবাহিত হইয়া সিন্ধুর সহিত মিলিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে । আলেকজান্ডার সিন্ধুতে পোতারোহণ করিয়া সমুদ্র দর্শনে যাত্রা করিবেন, এই অভিপ্রায়ে তথায় কতকগুলি জাহাজ সংগ্রহের আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন । এক্ষণে ফিরিয়া যাইবার সময় সিন্ধুতীরে উপস্থিত হইয়া নিজ সৈন্যের কিয়দংশ সমভিব্যাহারে পোতারোহণ পূর্বক সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন । অবশিষ্ট সৈন্যকে নদীর ধারে ধারে যাইতে আদেশ করিয়া গেলেন । গমন কালে আলেকজান্ডার নদীর উভয় তীরবর্তী স্থান সকল উৎসন্ন করিয়া যাইতে যাইতে অবশেষে ঐ তীরবর্তী মালিয়ান্ নামক জাতির একটি নগর আক্রমণ করিলে, তাহাদের সহিত তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল । ইতি মধ্যে হঠাৎ আলেকজান্ডার সর্বাঙ্গে একাকী দুর্গ প্রাচীরে আরোহণ করিলে, বিপক্ষেরা তাঁহার প্রতি নানা প্রকার অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল । এতদর্শনে তাঁহার শরীররক্ষকেরা আমিয়া প্রাচীরে উঠিবার চেষ্টা করিলে অনেকে একেবারে আরোহণ করাতে প্রাকারে আরোহণ করিবার নিমিত্ত সংস্থাপিত অধিরোহণী ভাঙ্গিয়া পড়িল । তখন তাহার তাঁহাকে নামিয়া আসিতে কহিলে, তিনি তাহা না করিয়া একেবারে দুর্গের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়া দুর্গের প্রাচীরে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া প্রথমে যে চারি জন আশ্রিত

তাহাদিগের প্রাণবধ করিলেন। তাহাদের মৃত্যু দেখিয়া অবশিষ্ট লোকেরা আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া, কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপ সংগ্রাম করিতেছে এমন সময় তাঁহার তিন জন কর্মচারী প্রাচীরের উপর উঠিয়া তাঁহার সাহায্যার্থ অভ্যন্তরে লাফাইয়া পড়িলে এক জন বিপক্ষ একপ বেগে এক বাণ ত্যাগ করিল যে, তাহা আনেকজাঙুরের ঢাল ভেদ করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করিল, তিনি সেই আঘাতে তৎক্ষণাৎ মূচ্ছিত হইয়া পড়িলে, তাঁহার অনুচরেরা তাঁহার অগ্রে ঢাল ধারণ করিল। এই সময় তাঁহার যাবতীয় সৈন্য যদি চারি দিক দিয়া আসিয়া উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে সকলেরই প্রাণ সংহার হইত। এইরূপে গ্রীকেরা বলাৎকারে সেই নগর হস্তগত করিল এবং তদ্রূপে সকল লোকেই তরবারির তীক্ষ্ণধারার করালকবলে পতিত হইল।

অনন্তর আনেকজাঙুর পোতারোধন পূর্বক যাত্রা করিয়া সিন্ধুতে অবতীর্ণ হইয়া নদীমুখে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানের বিস্তার প্রায় ন্যূনাধিক ছয় ক্রোশ হইবেক। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র হঠাৎ এক ঝড় আসিয়া উপস্থিত হইলে যাবতীয় সৈন্য পোতসমূহ লইয়া একটি দ্বীপ আশ্রয় করিয়া তথায় রাত্রি যাপন করিল। পর দিন প্রাতঃকালে দেখিল সমস্ত নাবী চড়ার পড়িয়াছে। নদী সেখান হইতে অনেক দূরবর্তী

দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল । দেখিতে দেখিতে পুনর্ব্বার নদীর জল প্রবলবেগে আসিয়া সমস্ত স্থান জলপূর্ণ করিল । এবং জাহাজ সকল ভাষিয়া উঠিয়া পরস্পর আহত হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল । এতদর্শনে সৈন্যেরা সমধিক বিস্মিত হইল । কারণ ভূমধ্য-সাগরে জোয়ারের তাড়ন প্রভাব নাই ; সুতরাং জোয়ার ভাটার বৃত্তান্ত গ্রীকেরা বিশেষ অবগত ছিল না । অনন্তর যখন সমস্ত নাবীক পুনঃসংস্কার হইল, আলেকজাণ্ডর পুনরায় যাত্রা করিয়া অবশেষে পূর্ব সমুদ্রে পালভরে যাইতে যাইতে আফ্রিকানে পৌঁছিত হইতে লাগিলেন । এবং এই বলিয়া গর্বিত হইয়াছিলেন যে, একপা জলযাত্রা করিতে আমি বৈ আর কেহই সাহস করে নাই ।

মরুভূমি অতিক্রম ।

আলেকজাণ্ডর রণপোতের কিয়দংশমাত্র লিয়ার্কস্ নামক কর্মচারীর হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে সিন্ধু-নদী হইয়া ইয়ুফ্রেটিসের মোহানায় উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন, এবং কতকগুলি দ্রব্যসামগ্রী লইয়া পদাতিসৈন্যের কিয়দংশ সুগমপথে পারস্ত বিদায় করিয়া স্বয়ং অবশিষ্ট সৈন্য সমভিব্যাহারে উপকূলবর্তী জিড্রোসিয়া বা নেকান্ নামক ভয়ঙ্কর মরুভূমি অতিক্রম করিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন । কোন কালে কোন সৈন্য এই মরু অতিক্রম করিতে সাহস করে নাই ।

সেই দুস্তর মরু অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমা-
গত ছয় দিন কাল তাঁহার সৈন্যগণ ষেকপ ক্ষুধা তৃষ্ণা
এবং কষ্ট ভোগ করিয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত । ইহাতে
অসংখ্য মানব এবং বিস্তর ভারবাহী পশু কালক্রমে
পতিত হয় । আলেকজাণ্ডর সকলের আগে আগে গমন
করত সেই ভয়ঙ্কর ও দুঃসহ ক্লেশের অংশ ভোগ
করিয়াছিলেন । এক দিবস সকলেই তৃষ্ণায় কাতর
হইলে একজন এক গেলাস মাত্র জল পাইয়া জলপূর্ণ
গেলাসটি আলেকজাণ্ডরকে পান করিতে দিল । তিনি
সেই জল পান না করিয়া ফেলাইয়া দিলেন, এবং
বলিলেন, সকলে মিলিয়া যে সামগ্রী উপভোগ করা
হইবেক না, এমন সামগ্রী আমি একাকী কখনই ভোগ
করিতে পারি না । তাহার এই উদার
দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল ।

অবশেষে অবশিষ্ট সৈন্যেরা সেই মরুর অপর
প্রান্তে কার্মেনিয়া প্রদেশে প্রাপ্ত হইল । এই স্থানে
তাঁহারা আর আর সৈন্যের সহিত মিলিত হয় । কিছু
কাল তথায় বিশ্রাম করিয়া পারশ্বাভিমুখে যাত্রা
করিলে, বিজিতা বিশ্রামার্থ সুসার রাজ ভবনে গমন
করিলেন ।

বিবাহ ।

শুচতুর আলেকজাণ্ডর, মাসিডোনীয় প্রজাবর্গের
সহিত সুতন পারসীক প্রজাগণের পরম্পর সম্ভাব সম্পা-

দনার্থ উভয়জাতির বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত করিতে কৃত-
সংকল্প হইয়া প্রথমতঃ স্বয়ং রক্তানার পাণিগ্রহণ
করিলেন । মাসিডোনিয়ায় বহুবিবাহের প্রথা প্রচলিত
থাকায় ডেরায়সের দুহিতা স্পেটীরাকেও বিবাহ করি-
লেন । পরে স্পেটীরার ভগিনীর সহিত মিত্রবর হিফ-
ষ্টিয়নের বিবাহ দিয়া দিলেন । এই দৃষ্টান্ত দর্শনে অন্য
অশীতি জন প্রধান প্রধান কর্মচারী প্রভুর মতানুসারী
হইয়া পারসীক সম্রাটদিগের মহিলাগণের পাণিগ্রহণ
করিল । এইরূপে প্রায় দশমহত্ৰ মাসিডোনিয় সৈনিক
পারসীক কামিনী পরিগ্রহ করিয়া আনেকজাণ্ডরকে
সন্তুষ্ট করিয়াছিল । রাজা ইহাতে এত সন্তুষ্ট হইয়া-
ছিলেন যে, প্রত্যেক বর বধুর প্রভূত যৌতুক নির্দেশ
করিয়া দিলেন । এবং যে সমস্ত বিবাহের কথা উল্লিখিত
হইল সেই সমস্ত বিবাহই এক কালে মহাসমারোহে
রাজভবনে সম্পন্ন হইয়াছিল ।

হিফষ্টিয়নের মৃত্যু ।

যাহাতে বাণিজ্য বহুবিস্তৃত হয়, আনেকজাণ্ডর
এখন তদ্বিষয়ে যত্নবান হইয়া, যে সকল নদী পারসীক
উপসাগরে পড়িতেছে, স্বয়ং যাইয়া তাহাদের গমন-
পথের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন । এই অবকাশে
তিনি নিজ সাহসিকতা ও প্রত্যাশামতীব্রের বলে নিজ
সৈন্যের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত বিদ্রোহানল শান্তি করিয়া
স্বয়ং মীদিয়ায় প্রস্থান পূর্বক একবাটানায় অবস্থিতি

করিতে লাগিলেন । একদা তিনি মহাসমারোহে তথায় একটা মহোৎসব করিয়াছিলেন । সেই উপলক্ষে সর্ব-প্রকার আমোদ আশ্বাদ চলিতেছিল এবং সুরাপান বিষয়ে বিস্তর যথেষ্টাচার ঘটয়া উঠিল । হিফষ্টিয়ন্ এই সমারোহে অতিরিক্ত সুরাপান নিবন্ধন দ্বররোখে আক্রান্ত হইয়া বারো দিনের পরেই কালগ্রাসে পতিত হইলেন । বন্ধুর হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে সম্রাট যৎপরোনাস্তি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন । এমন কি তিনি বন্ধুবিরোগলোককে এত কাতর হন যে, তিন দিন জসগ্রহণ করেন নাই । অবশেষে হিফষ্টিয়নের সঙ্গতির নিমিত্ত আলেকজান্ডর দশসহস্র মুদ্রা ব্যয় করিলেন । এবং এই আদেশ করিলেন যে, হিফষ্টিয়নকে সকলে মহাবীরের ন্যায় জ্ঞান করিয়া উপাসনা করিবেক ।

আলেকজান্ডরের শেষ দিবস ।

আলেকজান্ডর বাবিলন গমনের মানসে এক-বাটানা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বাবিলনের নিকট বর্তী স্থানে উপস্থিত হইলে, বেসসুদেবের পুরোহিত দিগের সহিত যখন তাঁহার সাক্ষাৎ হয় তখন তাঁহারা আলেকজান্ডরকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া ছিলেন “ বাবিলনে প্রবেশ করিলে আপনার অকল্যাণ ঘটিবেক । অতএব আপনি এইখান হইতেই নিবৃত্ত হউন । ” আলেকজান্ডর নাকি আশিরিক সাম্রাজ্যের রাজধানী বাবিলনেই প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া ছিলেন, এজন্য তিনি,

পুরোহিতেরা আপনাদের স্বার্থ ভাবিয়া প্রবেশ করিতে নিষেধ করিতেছেন, এই বিবেচনায় তাঁহাদের নিষেধ কাব্য না শুনিয়াই পুরপ্রবেশ করিলেন । তথায় পদার্পণ মাত্র অভিনাষ হইল প্রভূত নাবী সংগ্রহ পূর্বক আরেবিয়া উপদ্বীপ আক্রমণ করি । ইতিমধ্যে তিনি স্বয়ং যাইয়া আসীরিয়ার হ্রদ ও প্রণালী সকল অবলোকন করিতে লাগিলেন ।

আরেবিয়া যাত্রার সমস্ত উদ্যোগ প্রায় সম্পন্ন হইলে, একদা আলেকজাণ্ডর মহাম্মারোহে এক উৎসব প্রদান করেন । তাহাতে ভোজন ও সুরাপানাদির সবিশেষ ধুম ধাম হয় । ইতিপূর্বে নানা প্রকার কষ্ট সহ করিয়া আলেকজাণ্ডরের শরীরের ভাব অতিশয় মন্দ হইয়াছিল, এই সময়ে আবার অত্যাচার হওয়াতে এক অসাধ্য জ্বর আসিয়া ধরিল । বৈদ্যেরা যথাসাধ্য চিকিৎসা করিয়াও কিছু করিতে পারিল না । কয়েক দিন পরেই এই মহাবীর সেই রোগে (খৃঃ পূঃ ৩২৩) মানবলীলা সম্বরণ করিলেন । যৎকালে তাঁহার মৃত্যু হয় তখন তাঁহার বয়ঃক্রম তেত্রিশ বৎসর মাত্র । এবং রাজত্ব করা ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র হইয়াছিল ।

আরেবিয়া যাত্রার সমস্ত উদ্যোগ তাঁহার সহিত লয় পাইল । এখন তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষেরা তদীয় সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ লইয়া বিবাদ আরম্ভ করিল । ক্রমে ক্রমে মহাবীর আলেকজাণ্ডরের সমস্ত রাজ্য সীরিয়া ইজিপ্ট প্রভৃতি রাজ্যে বিভক্ত হইয়া

গেল । কালক্রমে এই সমস্ত বিভাগ রোমকদিগের
 হস্তগত হইয়াছিল, এবং গ্রীসও নিজে অতি বিস্তার
 রোমীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত প্রদেশের মধ্যে পরি-
 গণিত হইলেন ॥

